BanglaBook.org

MOWGLI
(A SMALL BOY)

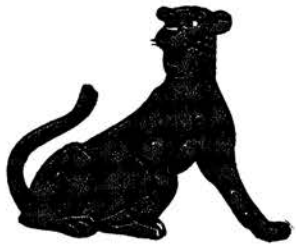

BAGHEERA

AKELA
(THE LEADER OF WOLF PACK)

KING LOUIE
(MONKEY KING)

THE JUNGLE BOOK

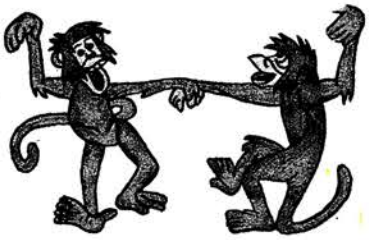

MOWGLI

COLONEL
(THE HATHI)

BALOO
(THE BEAR)

THE JUNGLE BOOK

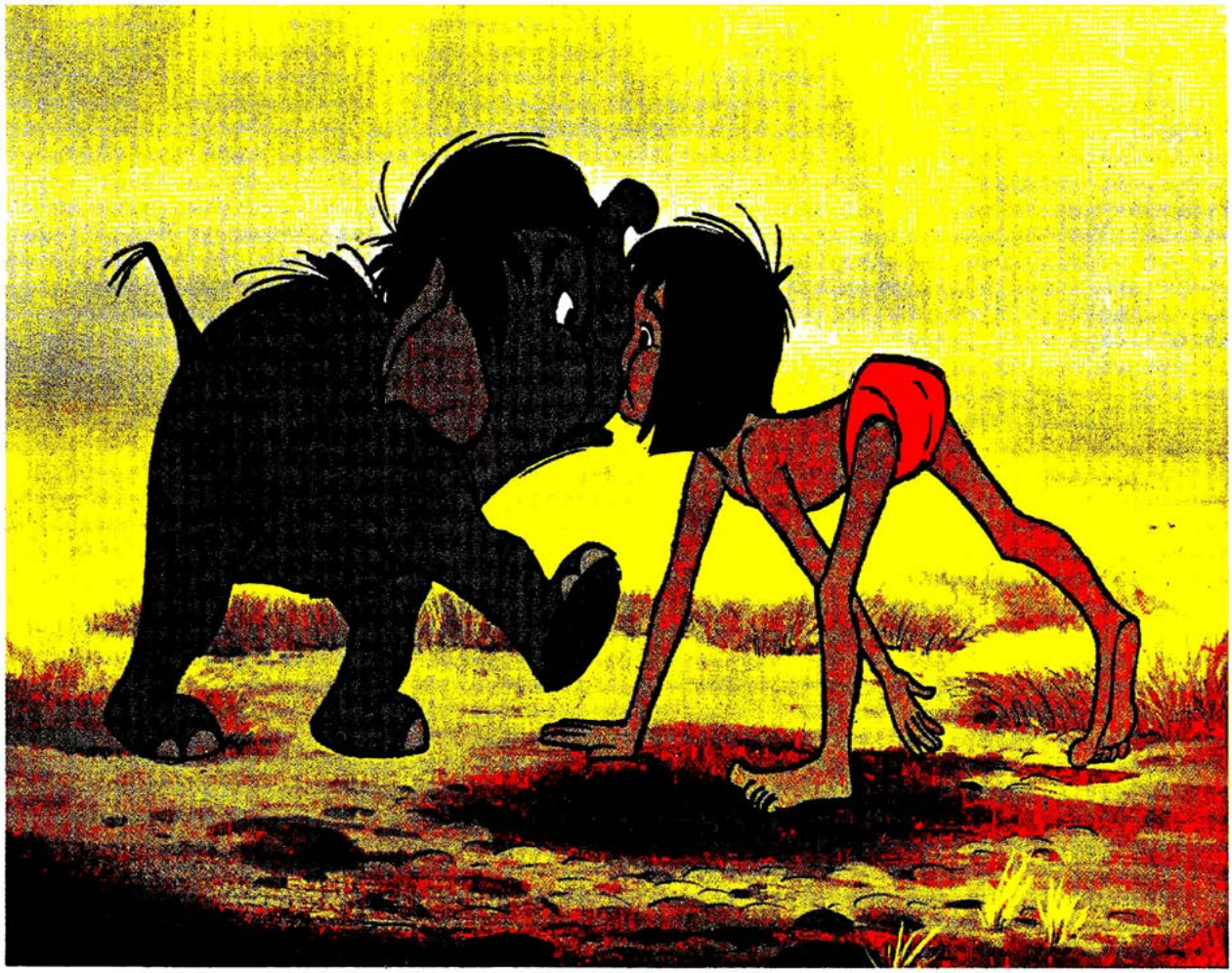

জাঙ্গল বুক

TULI KALAM

presents

The Jungle Book

RUDYARD KIPLING

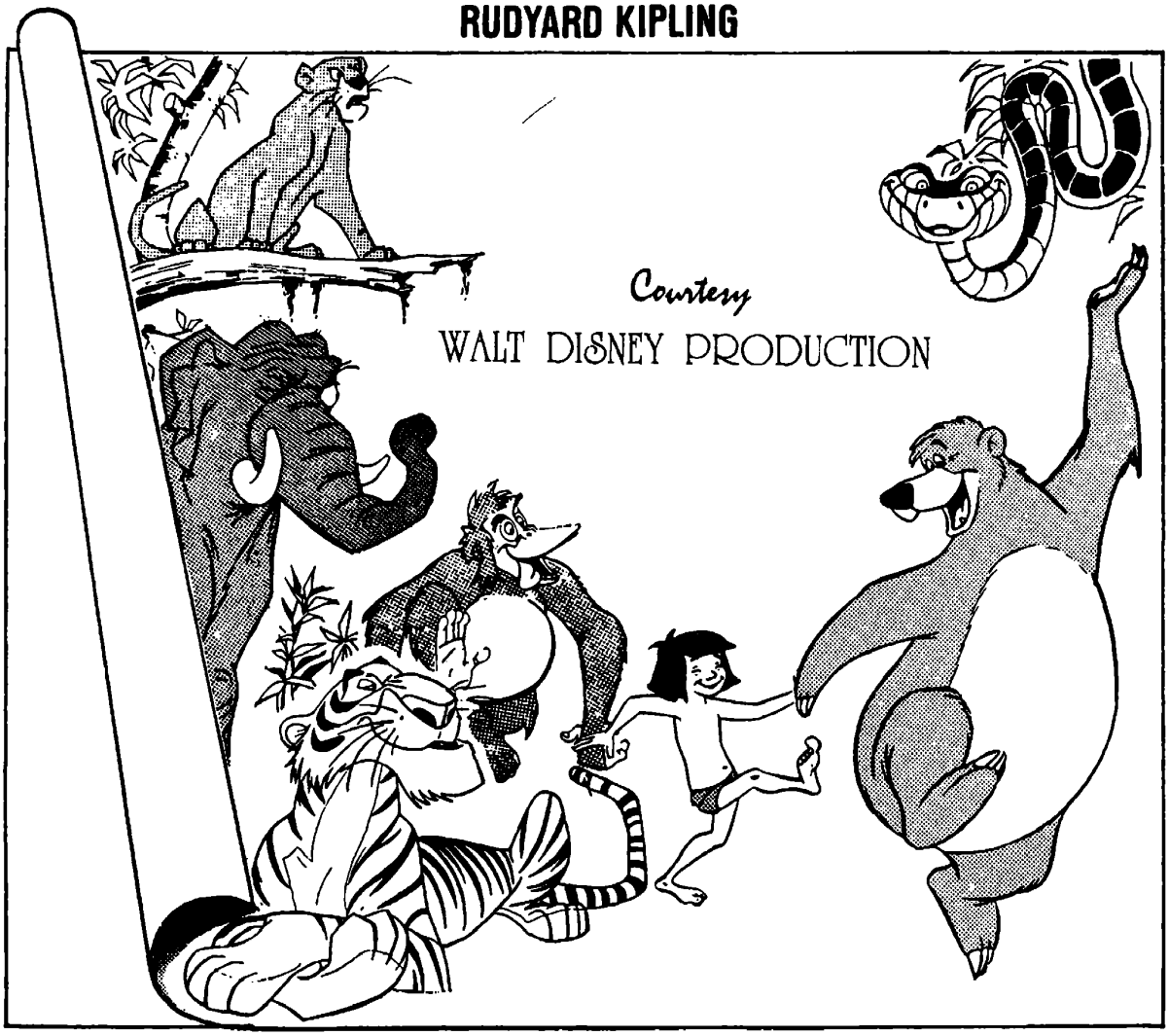

Edited & Translated by: Manindra Dutta
Cover design & Illustrated by: Kumarajit

রুডিয়ার্ড কিপলিং

জাঙ্গল বুক

সম্পাদনা ও অনুবাদ: মণীন্দ্র দত্ত

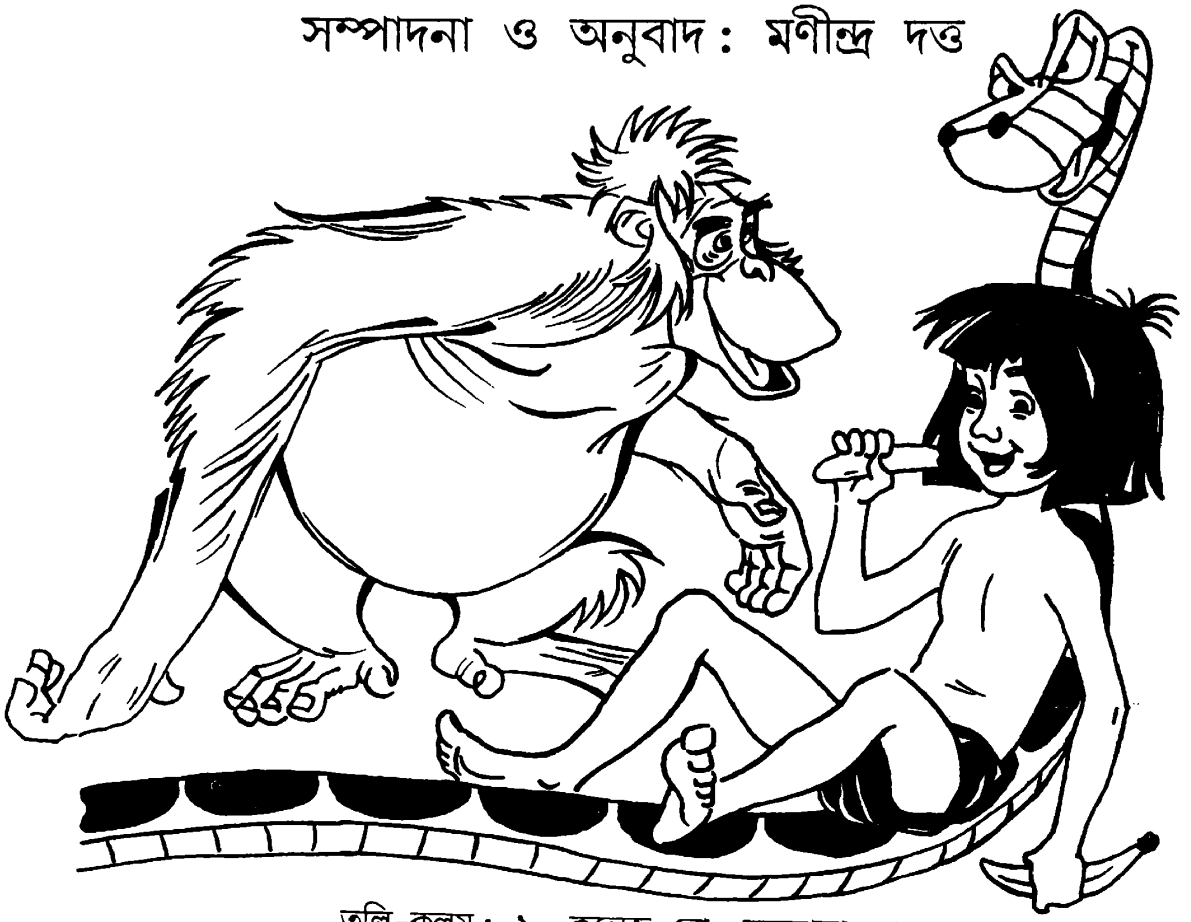

তুলি-কলম: ১, কলেজ রো, কলকাতা—৯

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত ॥ তুলি-কলম ॥
১, কলেজ রো, কলকাতা—৯

প্রথম তুলি-কলম সংস্করণ :
মাঘ : ১৪০১, জানুয়ারী : ১৯৯৫

প্রাপ্তিস্থান—॥ সাহিত্য তীর্থ ॥
৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—৭৩

লেজার কম্পোজ :
এস. টি. লেজার ইউনিট
কলকাতা—৭৩

মুদ্রক : গ্র্যাফিক প্লেটস্ এণ্ড প্রিণ্টস্
২৪বি, গৌর লাহা স্ট্রীট, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : অলংকরণ : কুমারঅজিত

মূল্য : কা মাত্র

সূচীপত্র

মোগলির ভাই-বেরাদার ৭
কা-র শিকার ধরা ২৫
বাঘ! বাঘ! ৪০
ভয়ের সূচনা ৫২
জঙ্গলের অধিকার ৬৫
রাজার অংকুশ ৮০
লাল কুত্তা ৯৪
বসন্ত জাগ্রত দ্বারে ১১১
জঙ্গলের কথামালা ১২৪
সাদা সীল মাছ ১৪০
রিক্‌কি-টিক্‌কি-টাভি ১৫৩
হস্তিপ্রিয় টুমাই পরিবার ১৬৭
পুরণ ভগৎ-এর অলৌকিক ক্ষমতা ১৭৯
মুর্দাফরাস ১৮৯

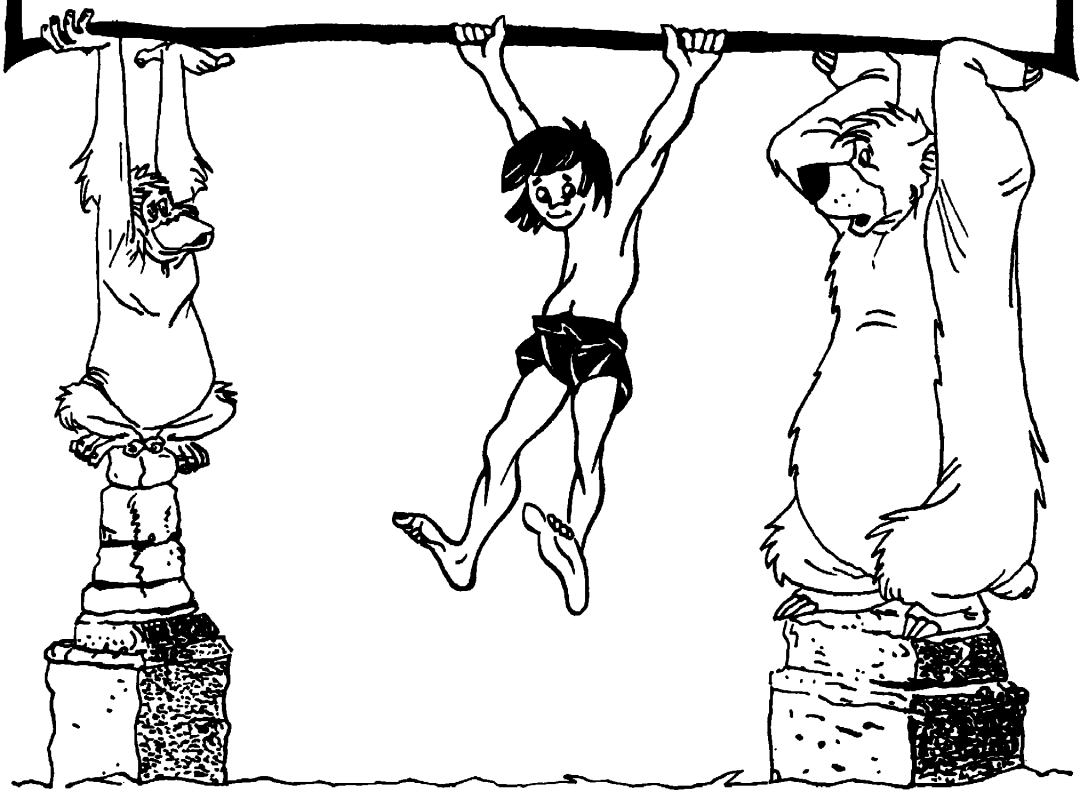

উৎসর্গ—

স্নেহের তাতা ও মুকুটকে

—দাদু

কিপলিং ও তাঁর 'জাঙ্গল বুক'

কিংবদন্তী থেকে আমরা জেনেছি প্রাচীন রোমসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে দু'ভাই—রোমাস ও রোমুলাস—তাঁরা নাকি মানুষ হয়েছিলেন কোনো এক নেকড়ে মায়ের কোলে। হয়ত এর মূলে সত্য নেই, তবে একথা ত ঠিক আমাদের জানা অতীতেও সন্ধান পাওয়া গেছে এমন কিছু মানব শিশুর। যারা বেড়ে উঠেছিল নেকড়ে পরিবারের আশ্রয়ে। নেকড়ে মানুষ 'রামু'র কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে অনেকেরই।

খাদ্যখাদক সম্পর্ক যাদের মধ্যে তারাও পালন করতে পারে এ ধরনের আচরণবিধি, এ তথ্য স্তম্ভিত করে আমাদের। পৃথিবীর চারদিকে তাকিয়ে যখন দেখা যায় মারামারি, হিংসা ও খুনজখম, সেখানে এমন সব ঘটনা আশ্বস্ত করে তোলে তার নানা ধরনের অস্তিবাচকতা নিয়ে। রুডিয়ার্ড কিপলিং এ আশ্বাসের ভিত্তি থেকেই লিখেছিলেন 'মোগলি'—তাঁর নেকড়ে মানুষের গল্প—এ অনুমান অবশ্যই করা চলে।

কিপলিং সম্পর্কে ভারতীয়দের মনে বেশ খানিক বীতরাগের রেশ হয়ত রয়ে গেছে এখনো। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি জন্মেছিলেন বোম্বাই শহরে, জীবনের একটা বড় অংশ কাটিয়েছিলেন এ দেশেই, তাঁর বহু রচনার পটভূমি ও চরিত্র ভারত কেন্দ্রিক, তবু তিনি আমাদের কাছে তেমন প্রিয় হয়ে উঠতে পারেন নি। আসলে তিনি ছিলেন খুব বেশি কঠোর সাম্রাজ্যবাদী। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পুরোপুরিই পৃথক, তাদের মধ্যে মিল নেই কোন এবং মিল হবেও না কোনদিন এ তত্ত্বেই বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। এসব তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন কিপলিং আমাদের জাতীয় জাগরণের প্রখর সময়ে, ফলে তাঁর প্রতি বীতরাগের কারণ ছিল সঙ্গতই। কিন্তু কিপলিং-এর এ পরিচয় অবশ্যই আংশিক এবং খণ্ড দিয়ে অখণ্ডকে আবৃত করা সম্ভব নয়, সঠিকও নয়। কলকাতাকে তাঁর মনে হয়েছিল ভয়াবহ নগরী, তাঁর বিতৃষ্ণ প্রকাশ মেলে 'দ্য সিটি অব ড্রেডফুল নাইট' নামের রচনাতে। তাঁর বর্ণনাতে অতিশয়োক্তি ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু অসত্য নয়। অবশ্য সভ্যতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই যে লিখেছিলেন 'জাঙ্গল বুক'-এর দুটি খণ্ড ('দ্য জাঙ্গল বুক' এবং 'দ্য সেকেণ্ড জাঙ্গল বুক') তা বলা যাবে না কিছুতেই। 'যতই আমি মানুষদের দেখি, ততই ভালবাসি আমার কুকুরকে'—এ ধরনের মনোভাব আদপেই প্রশ্রয় পায় নি তাঁর 'জাঙ্গল বুক' বইতে। মোগলি বরং এ মনোভাবেরই প্রতিবাদ। 'দ্য জাঙ্গল বুক' প্রকাশিত হয়েছিল ঠিক একশো বছর আগে, ১৮৯৪-তে।

জীবন থেকে পাওয়া গভীর উপলব্ধিরই প্রকাশ যেন ঘটেছে কিপলিং-এর 'মোগলি'-তে, সাদা সীলের গল্পে অথবা রিক্কি টিক্কি টাভি-তে। মানুষদের একেবারে কাছাকাছি প্রতিবেশী সাপ বেজি বা অন্য কোন জীব হোক, কিংবা অতি দূর নির্জন সমুদ্র উপকূলের নির্জন প্রাণীরা যারা বেঁচে থাকতে চায়। যাদের বসবাসের পূর্ণ অধিকার আছে পৃথিবীতে, সে সব প্রাণীকুলের কথা গভীর মমতায় নিবিড় অনুরাগে নিয়ে এসেছেন মানুষদের দরবারে যাতে মানুষ হয়ে উঠতে পারে যথার্থভাবে 'মানবিক'। কিপলিং-এর এ গল্প সমূহ এ মানবিকতারই দলিল।

প্রাণীপ্রেমী কিপলিং-এর প্রয়াণ ঘটে ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে।

—ডঃ বিষ্ণু বসু

মোগলির ভাই-বেরাদার

সীয়োনী পর্বতমালার এক আতপ্ত সন্ধ্যা। সাতটা বাজে। দিনের বিশ্রামের পর নেকড়ে বাবার ঘুম ভাঙল। সে শরীরটা টান-টান করল, হাই তুলল, থাবাগুলোর আলস্য ভাঙবার জন্য পরপর সেগুলোকে ছড়াতে-গোটাতে লাগল। নেকড়ে মা তার ‌রটে বাচ্চাকে সামলাতে ব্যস্ত। সেগুলো হাঁটি-হাঁটি পা-পা করছে আর চেঁচাচ্ছে। যে গুহাটার মধ্যে তারা থাকে সেখানে চাঁদের আলো এসে পড়েছে।

এক সময় নেকড়ে বাবা বলল, "আর একবার শিকারে যাবার সময় হয়েছে।" একটা লাফ দিয়ে সে নিচে নামতে যাবে এমন সময় ঝাঁকড়া লেজওয়ালা একটা ছোট ছায়ামূর্তি গুহার মুখটা পার হতে হতে নাকি সুরে বলে উঠল, "হে নেকড়ে-সর্দার, তোমার ভাগ্য শুভ হোক; বাচ্চাগুলোর প্রতি ভাগ্য প্রসন্ন হোক, আর তাদের সাদা দাঁতগুলো শক্ত হোক; যাতে এই দুনিয়ার বুভুক্ষুদের কথা তারা কোন দিন ভুলে না যায়।"

ছায়াটা একটা শেয়ালের—তার নাম পাত-চাটা টাবাকুই। ভারতবর্ষের নেকড়েকুল টাবাকুইকে ছোট নজরে দেখে, কারণ সে সকলেরই ক্ষতি করে বেড়ায়, আজগুবি সব গল্প বলে, আর গ্রামের আস্তাকুড় থেকে ছেড়া ন্যাকড়া আর চামড়ার টুকরো তুলে খায়। কিন্তু নেকড়েকুল তাকে ভয় করেও চলে, কারণ জঙ্গলের বাসিন্দাদের মধ্যে একমাত্র টাবাকুই মাঝে মাঝেই পাগলা হয়ে যায়। তখন সে কাউকে ভয়-ডর করে না। জঙ্গলের পথে ছুটতে ছুটতে যাকে পায় তাকেই কামড়ে

BanglaBook.org

দেয়। এমন কি ওই ছোট্ট টাবাকুই যখন পাগলা হয়ে যায় তখন বাঘও তাকে দেখে ভয়ে লুকিয়ে পড়ে, কারণ একটা বুনো জন্তুর পক্ষে পাগলা হবার মত অপমানকর আর কিছু হতে পারে না। আমরা এটাকে বলি জলাতংক, কিন্তু ওরা বলে 'দিওয়ানি'— পাগলামি—আর ছুটে পালায়।

নেকড়ে বাবা কঠিন গলায় বলল, "তাহলে—একবার ভিতরে ঢুকেই দেখে যাও, এখানে খাবার মত কিছুই নেই।"

টাবাকুই বলল, "একটি নেকড়ের মত খাদ্য হয় তো নেই, কিন্তু আমার মত একটা তুচ্ছ প্রাণীর কাছে একটুকরো শুকনো হাড়ই মহাভোজ। আমরা তো 'গিধ্বর-লোক'; আমাদের কি অত বাছ-বিচার করলে চলে?" সে ঘুরে গুহার পিছন দিকে চলে গেল; সেখানে ঈষৎ মাংস লেগে থাকা একটুকরো ছাগলের হাড় পেয়ে মনের সুখে সেটাই চাটতে বসে গেল।

ঠোঁট চাটতে চাটতে বলল, 'এই ভাল খাবারের জন্য বহুৎ-বহুৎ ধন্যবাদ। আহা, তোমার গুণের বাচ্চাগুলো কী সুন্দর! কী বড় বড় চোখ! আর এই বয়সেই এমন! সত্যি সত্যি আমার মনে রাখা উচিত ছিল যে রাজা-রাজরাদের ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়েই জন্মায়।"

অবশ্য অন্য সকলের মত টাবাকুইও ভাল করেই জানে যে ছোট ছেলেমেয়েদের মুখের সামনে তাদের গুণকীর্তন করার মত অশুভ কাজ আর কিছু নেই; নেকড়ে মা এবং বাবাও এই সব কথা শুনে যে খুবই অস্বস্তি বোধ করছে সেটা দেখে শেয়ালের খুশির আর সীমা রইল না।

যতটা ক্ষতি তাদের করতে পেরেছে তাতেই খুশিতে মস্‌গুল হয়ে টাবাকুই চুপচাপ বসে রইল; তারপর আরও একটা খোঁচা দেবার জন্য বলে উঠল:

"বড় শেরে খান তার শিকারের অঞ্চল বদলে ফেলেছে। পরবর্তী শুক্লপক্ষ থেকে সে এই সব পাহাড়েই শিকার ধরবে; অন্তত আমাকে তো তাই বলেছে।"

শেরে খান একটা বাঘ। সে থাকে বাণগঙ্গা নদীর তীরে, বিশ মাইল দূরে।

নেকড়ে বাবা রাগে গর্‌-গর্‌ করে বলে উঠল, "তার কোন অধিকার নেই! জঙ্গলের আইন মোতাবেক যথাযথভাবে আগে থেকে না জানিয়ে নিজের অঞ্চল বদলাবার কোন অধিকার তার থাকতে পারে না। দশ মাইলের মধ্যে যত জন্তু-জানোয়ার আছে তাদের প্রত্যেককে সে ভয় পাইয়ে দেবে, আর আজকাল আমাকে শিকার ধরতে হয় দু'জনের জন্যে।"

নেকড়ে মা শান্ত গলায় বলল, "সাধে কি আর ওর মা ওকে 'লুংড়ি' বলে ডাকত। জন্ম থেকেই তো ওর একটা পা খোঁড়া। সেই জন্যেই তো ও কেবল গরু-ছাগলই মারে। তাই তো এখন বাণগঙ্গার গ্রামবাসীরা তার উপর খুব চটে গেছে; আর সেও এখানে আসছে আমাদের গ্রামবাসীদের চটাতে। সে যখন দূরে চলে যাবে তখন গ্রামবাসীরা গোটা জঙ্গল চষে ফেলবে তার খোঁজে, আর আমাদের ছেলেপুলেদের নিয়ে আমরা সেই পাতা ঘাসের উপর দিয়ে অক্লেশে হেঁটে যাব। সত্যি, শেরে খানের প্রতি আমরা খুবই কৃতজ্ঞ।"

টাবাকুই বলে উঠল, "তোমাদের কৃতজ্ঞতার কথাটা কি আমি তাকে বলে আসব?"

"বেরোও!" নেকড়ে বাবা হুংকার দিয়ে উঠল, "বেরিয়ে যাও; তোমার প্রভুর সঙ্গে শিকার করে বেড়াওগে। একটা রাত্তিরে যথেষ্ট ক্ষতি তুমি করেছ।"

"যাচ্ছি," টাবাকুই শান্ত গলায় বলল। "নিচের

BanglaBook.org

ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে কান পাতলেই শেরে খানের গলা শুনতে পাবে। আমাকে আর খবরটা দিতে হবে না।"

নেকড়ে বাবা কান পাতল। নিচের উপত্যকাটা একটা ছোট নদীতে গিয়ে শেষ হয়েছে। একটা শুকনো, ক্রুদ্ধ, ফ্যাস্‌ফেঁসে, সুরেলা সাঁই-সাঁই শব্দ সে শুনতে পেল। বোঝা গেল, বাঘটা কিছুই শিকার করতে পারে নি।

"বোকা কোথাকার!" নেকড়ে বাবা বলল। "এ রকম হৈ-চৈ করে কেউ রাতের কাজ শুরু করে! ও কি ভেবেছে যে আমাদের ছাগলগুলো ওর বাণগঙ্গার পেটমোটা মোষের মত?"

"আস্তে! আজ রাতে সে মোষ বা ছাগল শিকার করবে না। মানুষ শিকার করবে," নেকড়ে মা বলল।

হিস্‌-হিস্‌ শব্দটা বদলে গিয়ে কেমন যেন একটা গুঞ্জনের মত শোনাচ্ছে। মনে হয়, শব্দটা চারদিক থেকেই আসছে। যে সব কাঠুরে ও বেদেরা খোলা জায়গায় ঘুমোয় ঐ শব্দ শুনেই তারা দিশেহারা হয়ে অনেক সময় ছুটে গিয়ে বাঘের মুখেই পড়ে।

সবগুলো সাদা দাঁত বের করে নেকড়ে বাবা বলল; "মানুষ! ছিঃ ছিঃ! পুকুরে-ডোবায় কি ঝিঁ-ঝিঁ পোকা আর ব্যাঙের এতই অভাব ঘটেছে যে তাকে মানুষই খেতে হবে, আর তাও আমাদের এলাকায় এসে?"

জঙ্গলের আইন কখনও বিনা কারণে কোন হুকুম জারী করে না। সেই আইনেই যে কোন জন্তুর মানুষ খাওয়া নিষিদ্ধ; অবশ্য তার একমাত্র ব্যতিক্রম—মানুষকে কি ভাবে মারতে হয় সেটা তার বাচ্চাকে শেখাবার জন্য কোন জন্তু যখন মানুষকে নিধন করে; আর সে ক্ষেত্রেও তাকে শিকার করতে হবে নিজের দল বা জাতির শিকার-এলাকার বাইরে। তার আসল কারণটা এই রকম: মানুষকে হত্যা করার মানে হল, দু'দিন আগে হোক আর পরে হোক, হাতির পিঠে চড়ে আসবে সাদা মানুষের দল বন্দুক হাতে নিয়ে, আর তাদের সঙ্গে আসবে শত শত বাদামি মানুষ শিঙা, বোমা ও মশাল নিয়ে। আর তার ফলে কষ্ট ভোগ করবে জঙ্গলের প্রতিটি প্রাণী। অবশ্য পশুরা নিজেদের মধ্যে যে কারণ দর্শায় সেটা এই রকম: সব জীবিত প্রাণীদের মধ্যে মানুষ হচ্ছে সব চাইতে দুর্বল ও আত্মরক্ষায় অক্ষম। কাজেই তার গায়ে হাত তোলাটা মোটেই খেলোয়াড়োচিত কাজ নয়। তারা আরও বলে—আর কথাটা খাঁটি—যারা মানুষ খায় তাদের খোঁস-পাঁচড়া হয়, এবং তাদের দাঁতও পড়ে যায়।

ঘড়্‌-ঘড়্‌ শব্দটা ক্রমেই বাড়তে লাগল, আর তার শেষ পরিণতি হল আক্রমণোদ্যত বাঘের একটা "আ-আ-র" গর্জনে।

তারপরেই ভেসে এল, শেরে খানের আর্ত চিৎকার—সেটা মোটেই ব্যাঘ্রগর্জন নয়। তা শুনে নেকড়ে মা বলে উঠল, "শিকার ফস্কেছে; ব্যাপারটা কি?"

নেকড়ে বাবা কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে শুনতে পেল, শেরে খান উঁচু-নিচু পাথুরে পথে টলতে টলতে হিংস্র গলায় বক্‌-বক্‌ করছে।

নেকড়ে বাবা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে উঠল, "আহাম্মকটা বোকার মত লাফিয়ে পড়েছিল কাঠুরের ধুনির আগুনে, আর তাতেই তার পায়ে ফোস্কা পড়েছে। সঙ্গে তার ফেউ টাবাকুইও আছে।"

এক কান খাড়া করে নেকড়ে মা বলল, "কে যেন পাহাড়ে উঠে আসছে। তৈরি থাক।"

ঝোপের মধ্যে একটা খচ্‌-খচ্‌ আওয়াজ হল। নেকড়ে বাবাও লাফিয়ে পড়ার জন্য ঘাপটি মেরে

BanglaBook.org

বসে পড়ল। তখন যদি তুমি ভাল করে খেয়াল করতে তাহলে বিশ্বের একটি অতি আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেতে—উল্লম্ফনরত নেকড়েটা মাঝপথেই তার গতি থামিয়ে দিয়েছে। সে কিসের উপর লাফ দিতে যাচ্ছে সেটা না দেখেই সে লাফটা দিয়েছিল; আর পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে নিল। ফলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াল যে শূন্যে চার-পাঁচ ফুট লাফিয়ে উঠেই সে আবার মাটিতে নেমে এল প্রায় সেখানেই যেখান থেকে সে লাফটা দিয়েছিল।

হঠাৎই সে বলে উঠল, "মানুষ! একটা মানুষের বাচ্চা। দেখ!"

তার ঠিক সমুখে গাছের একটা নিচু ডাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটি উলঙ্গ শিশু। সবে হাঁটতে শিখেছে—নরম তুলতুলে, গালে টোল খাওয়া একটি অতি ক্ষুদ্র জীব এই রাতে এসে উদয় হয়েছে এক নেকড়ের গুহায়। নেকড়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

"এটা কি মানুষের বাচ্চা?" নেকড়ে মা বলল। "মানুষের বাচ্চা তো কখনও দেখি নি। এখানে নিয়ে এস তো।"

যে নেকড়ে নিজের বাচ্চাদের বয়ে বেড়াতে অভ্যস্ত, প্রয়োজন হলে সে একটা ডিমকে মুখের মধ্যে রাখতে পারে একটুও না ভেঙে। অতএব নেকড়ে বাবা দুটো চোয়াল দিয়ে শিশুটির পিঠটাকে চেপে ধরলেও শিশুটির চামড়ায় দাঁতের একটা আঁচড়ও কাটল না। অনায়াসেই শিশুটিকে তুলে এনে তার বাচ্চাদের মাঝখানে নামিয়ে দিল।

নেকড়ে মা নরম গলায় বলল, "কত খুদে! কেমন ন্যাংটো, আর—কী সাহসী।" মানব শিশুটি গরম চামড়ার কাছাকাছি হবার জন্য নেকড়ের বাচ্চাগুলোকে হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল। "আহাই!" ও যে অন্য বাচ্চাগুলোর খাবারই খাচ্ছে। তাহলে এটাই হচ্ছে মানুষের বাচ্চা। আচ্ছা, কোন নেকড়ে মা কি কোনদিন গর্ব করে বলতে পেরেছে যে একটি মানুষের বাচ্চা তার বাচ্চাদের সঙ্গে বড় হয়েছে?

নেকড়ে বাবা বলল, "কখনও-কখনও এ রকম কথা আমি শুনেছি, কিন্তু আমাদের দলে বা আমার কালে কখনও এরকমটা ঘটে নি। বাচ্চাটার মাথায় তো একগাছা চুলও নেই। আমার একটা পা ছুঁইয়েই ওটাকে মেরে ফেলতে পারি। কিন্তু দেখ, ও চোখ তুলে কেমন তাকিয়ে আছে; একটুও ভয় পায় নি।"

গুহার মুখে চাঁদের আলোর পথটা আটকে গেল, কারণ শেরে খানের মস্ত বড় চৌকোণা মাথা ও ঘাড় দুটো গুহার মুখে ঢুকে গেছে। তার পিছন থেকে টাবাকুই কিচ্-কিচ্ করে বলে উঠল, "কত্তা, ও কত্তা, ওটা যে এখানেই ঢুকে বসে আছে!"

নেকড়ে বাবা বলল, "শেরে খান আমাদের কৃতার্থ করেছে।" কিন্তু তার চোখ দুটোতে তীব্র ক্রোধের স্পষ্ট ঝলকানি। "শেরে খানের কি চাই?"

"একটি শিকার। একটা মানুষের বাচ্চা এই পথে এসেছে," শেরে খান বলল। "ওর বাবা-মা পালিয়েছে। বাচ্চাটা আমাকে দাও।"

নেকড়ে বাবা আগেই বলেছে, শেরে খান কাঠুরের ধুনির আগুনে লাফিয়ে পড়েছিল, আর তাই পায়ের যন্ত্রণায় সে হিংস্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু নেকড়ে বাবা জানত যে গুহার মুখটা খুবই ছোট, আর একটা বাঘ তার ভিতর দিয়ে ঢুকতে পারবে না। এমন কি সে এখন যেখানে আছে সেখানেও জায়গার অভাবে শেরে খানের দুটো গর্দান আর সামনের দুটো থাবাই কুঁকড়ে রয়েছে,—ঠিক যে রকম অবস্থা হত একটা মানুষেরও যদি সে একটা পিপের ভিতরে ঢুকে

BanglaBook.org

লড়াই চালাবার চেষ্টা করত।

নেকড়ে বাবা বলল, "নেকড়েরা স্বাধীন জীব। একমাত্র দলের সর্দারের হুকুমই সে মেনে চলে, কোন ডোরা-কাটা গরু ছাগল মারার হুকুম নয়। মানুষের বাচ্চাটা আমাদের—মারতে ইচ্ছা হলে আমরাই মারব।"

"ইচ্ছা বা অনিচ্ছা! সেটা আবার কি রকম কথা? এই যে একটা ষাঁড় আমি মেরেছি, এ ব্যাপারেও কি আমার ন্যায্য পাওনার জন্য আমাকে এসে তোমার এই কুকুরের খোয়াড়ে নাক গলাতে হবে? মনে রেখ, এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি আমি—শেরে খান!"

বাঘটার তর্জন বজ্রের গর্জনের মতই গুহাটাকে ভরে তুলল। নেকড়ে মা বাচ্চাগুলোকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে এক লাফে সমুখে এগিয়ে গেল; তার চোখ দুটো অন্ধকারে সবুজ চাঁদের মত শেরে খানের অগ্নিময় দৃষ্টির মুখোমুখি হল।

"আর তোমার কথার জবাব দিচ্ছি আমি—রাক্ষসী। ওরে লুংড়ি, এই মানুষের বাচ্চাটা আমার—আমার বাচ্চা আমার কাছেই থাকবে। কেউ তাকে মারতে পারবে না। আমাদের দলের সঙ্গেই সে বেঁচে থাকবে, আর দলের সঙ্গেই শিকারে যাবে। আর শেষ পর্যন্ত, শুনে রাখ্ ওরে ন্যাংটো বাচ্চাদের শিকারী—ওরে ব্যাং-খেকো মাছ-খেকো—একদিন সে তোকেও শিকার করবে! এবার এখান থেকে পালা, নইলে যে শম্বর হরিণটাকে আমি মেরেছি (মরা গরু-ছাগল আমি খাই না), তার নামে বলছি, ওরে জঙ্গলের পোড়া পশু, যে রকম খোঁড়া হয়ে তুই পৃথিবীতে এসেছিলি তার চাইতেও বেশি খোঁড়া হয়ে তোকে ফিরে যেতে হবে তোর মার কাছে! চলে যা!"

নেকড়ে বাবা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। সেই সব দিনগুলির কথা সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল যখন অন্য পাঁচটা নেকড়ের সঙ্গে লড়াই করে সে নেকড়ে মাকে জিতে নিয়েছিল, যখন সে ছুটে এসে তার দলে ঢুকেছিল, যখন ভদ্রতার খাতিরে তাকে রাক্ষুসী বলে ডাকা হত না। শেরে খান হয়তো নেকড়ে বাবার মুখোমুখি দাঁড়াত, কিন্তু নেকড়ে মার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস তার হল না, কারণ তখন নেকড়ে মা দাঁড়িয়ে আছে শক্ত মাটিতে, সব রকম সুযোগ-সুবিধাই সে পাবে, আর সে লড়ে যাবে মৃত্যু পর্যন্ত। তাই গড়্র-গড়্র করতে করতে শেরে খান গুহার মুখ থেকে সরে গেল; আর নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে চেঁচিয়ে বলতে লাগল:

"নিজের ডেরায় সব কুত্তাই ঘেউ-ঘেউ করে! মানুষের বাচ্চাকে এ ভাবে পালন করা নিয়ে দল কি বলে সেটা আমরাও দেখে নেব। ওরে লেজ-ঝোলা চোরের দল, এ বাচ্চাটা আমার, আর শেষ পর্যন্ত ওটা আমার দাঁতের নাগালেই আসবে!"

নেকড়ে মা হাঁপাতে হাঁপাতে বাচ্চাদের মাঝখানে শুয়ে পড়ল, আর নেকড়ে বাবা গম্ভীর হয়ে তাকে বলল:

"শেরে খান কিন্তু হক কথাই বলেছে। বাচ্চাটাকে দলের কাছে নিয়ে দেখাতেই হবে। তবু কি তুমি ওটাকে তোমার কাছেই রাখতে চাও মা জননী?"

"রাখতে চাই।" নেকড়ে মা ঢোক গিলে বলল। "ও তো রাতের বেলা একলাই এল, পেট-ভরা ক্ষিধে নিয়ে; তবু ও এতটুকু ভয় পায় নি! চেয়ে দেখ, এরই মধ্যে সে আমার একটা বাচ্চাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। আর ঐ কসাই এসেছিল ওকে খুন করে বাণগঙ্গায় ফিরে যাবে, আর এখানকার গ্রামবাসীরা প্রতিশোধ নিতে আমাদের

BanglaBook.org

সব ডেরা তচ্‌নচ্‌ করে দেবে! আর ওকে রাখার কথা? নিশ্চয় আমি ওকে রাখব। ছোট ব্যাঙটি আমার, চুপচাপ শুয়ে পড়। তুই তো আমার মোগলি—হ্যাঁ, আমি তোকে মোগলি ব্যাঙা বলেই ডাকব—তারপর একদিন আসবে যখন তুই শেরে খানকে তাড়া করবি, ঠিক যে ভাবে সে আজ তোকে তাড়া করে এসেছিল।"

"কিন্তু আমাদের দল কি বলবে?" নেকড়ে বাবা প্রশ্ন করল।

জঙ্গলের আইনে বেশ পরিষ্কার করেই লেখা আছে—যে কোন নেকড়ে বিয়ের পরে নিজের দল থেকে চলে যেতে পারে; কিন্তু তার বাচ্চাগুলো যার যার পায়ে দাঁড়াতে শেখার পরেই নেকড়ে বাবা তাদের অবশ্যই নিয়ে যাবে দলীয় পরিষদের কাছে যাতে অন্য নেকড়েরা তাদের সনাক্ত করতে পারে; সাধারণত প্রতি মাসে একদিন ভরা চাঁদের রাতে ঐ পরিষদের বৈঠক বসে। সেই পরিদর্শনের পরেই বাচ্চাগুলি স্বাধীনভাবে যেখানে খুশি চলে যেতে পারে; এবং যতদিন পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের প্রথম ছাগলটাকে মেরে ফেলছে ততদিন যদি কোন প্রাপ্তবয়স্ক নেকড়ে তাদের একজনকে মেরে ফেলে তাহলে তার কোন অজুহাতই গ্রাহ্য হবে না। সেই খুনী ধরা পড়লে তার শাস্তি—মৃত্যু। তুমিও যদি এক মিনিটও এ বিষয় নিয়ে চিন্তা কর তাহলেই বুঝতে পারবে যে এটাই হওয়া উচিত।

বাচ্চাগুলো যতদিনে একটু একটু দৌড়তে শিখল, নেকড়ে বাবা ততদিন অপেক্ষা করল; তারপর দলীয় সভার রাতে বাচ্চাগুলোকে, মোগলিকে এবং নেকড়ে মাকে নিয়ে সে হাজির হল "পরিষদ পর্বত"-এ—পাথরের টুকরো ও বড় বড় পাথরের চাঁই ছড়ানো সেই পর্বত শিখরে যেখানে একশ' নেকড়ে লুকিয়ে থাকতে পারে। পাকাচুল বৃদ্ধ 'নিঃসঙ্গ নেকড়ে'—তার নাম 'একেলা'—গোটা দলকে চালায় শক্তি ও চাতুরীর গুণে। পাহাড়ের উপরে পৌঁছে সে তার নির্দিষ্ট পাথরটার উপর সটান শুয়ে পড়ল। তার নিচে বসল নানা মাপের ও বর্ণের আরও চল্লিশ বা তারও বেশি নেকড়ে; তাদের মধ্যে ছিল একক চেষ্টায় একটা ছাগলকে বাগে আনতে পারে এমন কিছু ধূসর রংয়ের প্রবীণ নেকড়ে থেকে শুরু করে তিন বছর বয়সের সেই সব কালো চেহারার নেকড়ে যুবক পর্যন্ত—যারা মনে করে যে ও-কাজটা তারাও করতে পারে। এক বছর হল 'নিঃসঙ্গ নেকড়ে' তাদের সব্বাইকে চালাচ্ছে। যৌবনকালে সে দুইবার ধরা পড়েছিল নেকড়ে-ধরা ফাঁদে, আর একবার তাকে আচ্ছা করে পিটিয়ে ফেলে রেখে গিয়েছিল মরে গেছে ভেবে। সুতরাং মানুষের চাল-চলন ও বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে সে খুবই ওয়াকিবহাল ছিল। পরিষদ পাহাড়ে কথাবার্তা খুব অল্পই হল। উপস্থিত মায়েরা ও বাবারা গোল হয়ে বসল, আর তাদের বাচ্চারা একজন আরেক জনের উপর গড়াগড়ি খেতে লাগল। মাঝে মাঝেই একটি প্রবীণ নেকড়ে নিঃশব্দে একটা বাচ্চার কাছে এগিয়ে গেল, বেশ সতর্ক দৃষ্টিতে তাকে দেখল, আর তারপরে নিঃশব্দ পায়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেল। কখনও বা একটি মা তার বাচ্চাকে চাঁদের আলোয় তুলে ধরল, যাতে সে নিশ্চিত হতে পারে যে তাকে অবহেলা করা হয় নি। 'একেলা' তার পাথরের উপর থেকেই গলা ছেড়ে বলে উঠল: "তোমরাও আইন জান—ভাল রকমই জান। হে নেকড়েগণ, ভাল করে ভাব!" উৎকণ্ঠিত মায়েরাও সে কথার প্রতিধ্বনি করল: "নেকড়েগণ, ভাল করে—খুব ভাল করে ভাব!"

একেবারে শেষে—নেকড়ে মার সময় এলে

BanglaBook.org

তার গলার লোম খাড়া হয়ে উঠল—নেকড়ে বাবা মোগলি ব্যাঙাকে মাঝখানে ঠেলে দিল; সেখানে বসে সে হাসতে লাগল; কখনও বা পাথরের টুকরোগুলো নিয়ে খেলতে শুরু করল। চাঁদের আলোয় টুকরোগুলো চকচক করতে লাগল।

একেলা তার থাবার ভিতর থেকে একবারও মাথা তুলল না; একঘেয়ে সুরে কেবলই বলতে লাগল.: "ভাল করে ভাব!"

পাহাড়ের পিছন থেকে একটা চাপা গর্জন ভেসে এল—শেরে খান চিৎকার করে বলছে: "বাচ্চাটা আমার। ওকে আমার হাতে দিয়ে দাও। স্বাধীন নেকড়েরা একটা মানুষের বাচ্চাকে নিয়ে কি করবে?"

একেলা একটি বারের জন্যও তার কান খাড়া করল না; শুধু বলল: "নেকড়েগণ, ভাল করে ভাব। স্বাধীন জনরা নিজেদের দলের বাইরের কারও হুকুমের কি তোয়াক্কা করে? ভাল করে ভাব!"

একসঙ্গে অনেকগুলি 'গড়-র্' শব্দ শোনা গেল। চার বছরের একটি যুবক নেকড়ে শেরে খানের প্রশ্নটাই একেলা-র দিকে ছুঁড়ে দিল: "মানুষের বাচ্চাকে নিয়ে স্বাধীন জনরা কি করবে?" এখন, জঙ্গলের আইন বলছে, কোন দলের পক্ষে একটি বাচ্চাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে যদি কোন বিতর্ক ওঠে তাহলে তার হয়ে কথা বলতে পারবে দলের অন্তত এমন দু'জন সদস্য যারা তার বাবা ও মা নয়।

একেলা প্রশ্ন করল, "এই বাচ্চাটার হয়ে কে কথা বলতে চায়? স্বাধীন জনদের মধ্যে কে বলবে?" কোন উত্তর এল না। নেকড়ে মা জানত, এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি একটা লড়াই বেঁধে যায় তাহলে সেটাই হবে তার শেষ লড়াই; আর সে জন্য সে প্রস্তুতও হল।

অন্য আর যে প্রাণীটিকে দলীয় পরিষদে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে সে বালু—সেই ঘুম-কাতুরে বাদামি ভালুকটিই নেকড়ের বাচ্চাদের জঙ্গলের আইন শেখায়।

বুড়ো বালু তার খুশিমত যত্রতত্র আসতে যেতে পারে, কারণ সে খায় শুধু বাদাম, শিকড় ও মধু। দেহের পিছন দিকে ভর করে উঠে দাঁড়িয়ে সে দাঁত কিড়মিড় করে বলে উঠল, "মানুষের বাচ্চা—মানুষের বাচ্চাটা তো? তার হয়ে আমি কথা বলছি। মানুষের বাচ্চা হওয়াটা তো দোষের কিছু নয়। আমার মুখে কথার খৈ ফোটে না। কিন্তু সত্য কথাটাই বলি। সে দলের সঙ্গেই মিশে যাক; অন্য সকলের সঙ্গে তাকেও ঢুকতে দেওয়া হোক। আমি নিজে তাকে শেখাব।"

"আরও একজনকে আমাদের চাই," একেলা বলল। "বালু তার কথা বলেছে। ছোট বাচ্চাদের জন্য আমরাই তাকে শিক্ষক করে নিয়েছি। বালু ছাড়া আর কে কথা বলতে চায়?"

একটি কালো ছায়া বৃত্তের ভিতরে ঢুকে বসে পড়ল। সে একটি কালো চিতা—নাম বাঘীরা। সারা অঙ্গ কুচকুচে কালো; তার উপর চিতার চিহ্ন আঁকা। বাঘীরাকে সকলেই চেনে; কেউ তার পথ মাড়াতে চায় না; কারণ সে ছিল টাবাকুইয়ের মত ধূর্ত, বুনো মহিষের মত সাহসী, আর আহত হাতির মত বেপরোয়া। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর ছিল গাছ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়া মধুর মত, আর তার চামড়া ছিল লোমের মত নরম।

গলায় ঘড়্-ঘড়্ শব্দ করে সে বলল, "হে একেলা, আর তোমরা স্বাধীন জনরা, তোমাদের সমাবেশে থাকবার কোন অধিকার আমার নেই; কিন্তু জঙ্গলের আইন বলে, একটা নতুন বাচ্চাকে খুনের ব্যাপার নয় এমন কোন বিষয় নিয়ে যদি

BanglaBook.org

সন্দেহ দেখা দেয়, তাহলে একটা দাম ধরে দিয়ে সেই বাচ্চার জীবনটা কিনে নেওয়া যেতে পারে। সেই দামটা কে দিতে পারে বা পারে না, সে সম্পর্কে আইনে কিছুই বলা নেই। আমি ঠিক বলেছি তো?"

যুবক নেকড়েরা সব সময়ই ক্ষুধার্ত হয়ে থাকে; তারা বলে উঠল, "ভাল! ভাল! বাঘীরার কথাগুলি মন দিয়ে শোন। একটা দাম দিয়ে বাচ্চাকে কেনা যেতে পারে। এটাই আইন।"

"এখানে কথা বলার কোন অধিকার আমার নেই। এ-কথা জানি বলেই আমি তোমাদের কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি।"

"তাহলে বলে যাও," বিশটি কণ্ঠ এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

"একটি ন্যাংটো বাচ্চাকে খুন করা লজ্জার কথা। তাছাড়া, বড় হয়ে সে হয়তো এর চাইতে ভাল শিকার হয়ে উঠতে পারে। বালু কথা বলেছে তার পক্ষ নিয়ে। আমি শুধু বালুর কথার সঙ্গে একটা ষাঁড় যোগ করব, বেশ মোটাসোটা একটা ষাঁড়, যাকে সদ্যই মেরে ফেলা হয়েছে এখান থেকে আধ মাইল দূরে, অবশ্য তোমরা যদি মানুষের বাচ্চাকে আইন অনুসারে মেনে নাও। এটা কি খুব শক্ত?"

গণ্ডায় গণ্ডায় কণ্ঠস্বর এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বলে উঠল: "ব্যাপারটা কি? সে তো শীতের বৃষ্টিতেই মারা যাবে। সে তো রোদে পুড়বে। একটা ন্যাংটো ব্যাঙ আমাদের কি ক্ষতি করতে পারে? তাকে দলের সঙ্গে চলতে দেওয়া হোক। তোমার ষাঁড়টা কোথায় বাঘীরা? তাকেও সঙ্গে নেওয়া হোক।" আর তখনই শোনা গেল একেলার গম্ভীর গলা: "ভাব—বেশ ভাল করে ভাব হে নেকড়েগণ!"

মোগলি পাথরের টুকরোগুলো নিয়েই মেতে ছিল। নেকড়েরা যখন একের পর এক এসে তাকে দেখে গেল, তখন সেটা সে খেয়ালই করে নি। শেষ পর্যন্ত তারা সকলেই পাহাড় বেয়ে নিচে নেমে গেল মরা ষাঁড়টার খোঁজে। সেখানে থেকে গেল কেবল একেলা, বাঘীরা, বালু, আর মোগলির আপন-জন নেকড়েরা। রাতের অন্ধকারে শেরে খান তখনও গর্জন করেই চলেছে, কারণ মোগলিকে তার হাতে তুলে দেওয়া হয় নি বলে সে ভীষণ রেগে গেছে।

গোঁফের ফাঁক দিয়ে বাঘীরা বলল, "আরে, বেশ ভাল করে গর্জাও; কারণ এমন একদিন আসবে যখন এই ন্যাংটো প্রাণীটাই তোমাকে অন্য সুরে গর্জন করাবে। তা যদি না ঘটে তাহলে জানব যে আমি মানুষের কিছুই জানি না।"

"কাজটা ভালই হল," একেলা বলল। "মানুষ আর তার বাচ্চারা খুব জ্ঞানী হয়। যথাসময়ে এই ছেলেটা আমাদের অনেক কাজে লাগবে।"

বাঘীরা বলল, "সত্যি, দরকারের সময় কাজে লাগবে; কারণ এটা কেউ আশা করতে পারে না যে সেই দলটাকে চিরকাল চালাবে।"

একেলা কিছুই বলল না। সে তখন ভাবছিল শেষের সেই দিনগুলির কথা যেটা সব দলের সব সর্দারের জীবনেই এক সময় এসে যায়, যখন তার সব শক্তি চলে যায়, সে দুর্বল হতে দুর্বলতর হয়ে পড়ে, আর তার পরে নেকড়েরাই একদিন তাকে মেরে ফেলে এবং একজন নতুন সর্দারের আবির্ভাব ঘটে—যদিও যথাসময়ে তাকেও মেরে ফেলা হবে।

সে নেকড়ে বাবাকে বলল, "ওকে নিয়ে যাও, আর স্বাধীন জনদের উপযুক্ত করে গড়ে তোল।"

এই ভাবেই একটি ষাঁড় এবং বালুর ভাল ভাল কথার দামের বিনিময়ে মোগলি "সীয়োনী

BanglaBook.org

নেকড়ে-দলে" প্রবেশ করল।

* * *

এবার তোমাদের এক লাফে পার হয়ে যেতে হবে দশ বা এগারোটা বছর, আর অনুমান করে নিতে হবে নেকড়েদের মধ্যে মোগলির এক আশ্চর্য জীবনের আদি পর্বকে, কারণ সে সব কথা লিখতে গেলে অনেকগুলি বইয়ের পাতা ভরিয়ে ফেলতে হবে।

সে নেকড়ের বাচ্চাদের সঙ্গেই বড় হতে লাগল; অবশ্য সে একটি বালক হয়ে ওঠার আগেই তারা হয়ে উঠল এক-একটি প্রাপ্তবয়স্ক নেকড়ে। নেকড়ে বাবা তাকে সব কাজকর্মই শেখাল, জঙ্গলের সব কিছুর অর্থই বুঝিয়ে দিল। কালক্রমে ঘাসের প্রতিটি শব্দ, আতপ্ত নৈশ বাতাসের প্রতিটি নিঃশ্বাস, মাথার উপরে পেঁচার প্রতিটি ডাক, আর পুকুরের জলে প্রতিটি ছোট মাছের লাফিয়ে পড়ার শব্দ—এ সব কিছুই তার কাছে সঠিক অর্থবহ হয়ে উঠল, যেমন ভাবে একটি আপিসের প্রতিটি কাজ-কর্ম তার মালিকের কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠে। এই সব শেখার কাজ যখন বন্ধ থাকে তখন সে বাইরের রোদে গিয়ে বসে ও ঘুমোয়; তারপর খায় এবং আবার ঘুমোয়; যখন নিজেকে নোংরা বা গরম মনে হয় তখন বনের তালাওতে নেমে সাঁতার কাটে; আবার যখন মধু খেতে ইচ্ছা হয় (বালু তাকে বলেছে যে মধু ও বাদাম খেতে কাঁচা মাংসের মতই সুস্বাদু) তখন সে গাছে উঠে যায়; সে কাজটা কেমন করে করতে হয় সেটাও তাকে দেখিয়ে দিয়েছে বাঘীরা। একটা গাছের ডালের উপর শুয়ে বাঘীরা তাকে ডেকে বলত, "চলে এস ছোট ভাইটি আমার;" প্রথম প্রথম মোগলি ভালুকের মতই খুব ধীরে ধীরে গাছে উঠত; কিন্তু পরে সে সাহসে ভর করে হনুমানের মতই এক ডাল থেকে ঝুল খেয়ে আরেকটা ডালে চলে যেত। এক সময় সে "পাহাড় পরিষদে"-ও একটা আসন পেয়ে গেল। দলের সভা যখন বসত তখনই সে আবিষ্কার করে ফেলল যে সে যদি কোন নেকড়ের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তাহলেই সে তার চোখ দুটো নামিয়ে নেয়; তাই সে মজা করার জন্য অনেক সময়ই চোখ বড় বড় করে তাকাত। আবার অন্য সময় সে বন্ধুদের পা থেকে বড় বড় কাঁটা তুলে দিত; বড় বড় কাঁটা বিঁধে আর চোরকাঁটা চামড়ায় লেগে থাকায় নেকড়েরা খুবই কষ্ট ভোগ করে।

রাত হলে মোগলি পাহাড় থেকে নেমে চাষের ক্ষেতে ঢুকে পড়ত। কুঁড়ে ঘরের মধ্যে চাষীদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু মানুষকে সে বিশ্বাস করত না, কারণ বাঘীরা একদিন জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা খোলানো দরজাওয়ালা একটা চারকোণা বাক্স দেখিয়ে তাকে বলেছিল যে ওটা একটা ফাঁদ। তার সব চাইতে ভাল লাগত বাঘীরার সঙ্গে গভীর বনের মধ্যে গিয়ে সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটাতে এবং রাত হলে বাঘীরা কেমন করে শিকার ধরে সেটা দেখতে। ক্ষিদে পেলে বাঘীরা হাতের কাছে যে জন্তু পায় নির্বিচারে তাকেই মেরে খেত। মোগলিও তাই করত—তবে একটা ব্যতিক্রম সে মেনে চলত। যেই তার সব কিছু বোঝবার মত বয়স হল তখনই বাঘীরা তাকে বলে দিয়েছিল সে যেন কখনও গৃহপালিত পশুদের গায়ে হাত না তোলে, কারণ একটা ষাঁড়ের জীবনের মূল্যেই সে নেকড়ের দলে ঢুকতে পেরেছিল। বাঘীরা বলত, "সমস্ত জঙ্গলটাই তোমার; তবে মারবার মত যথেষ্ট শক্তি তোমার আছে বলেই তুমি সব কিছুকে মারতে পার না। যেহেতু একটা ষাঁড়ের দামে

BanglaBook.org

তোমাকে কেনা হয়েছে তাই তুমি কদাপি ছোট হোক, বড় হোক কোন গৃহপালিত পশুকেই মারবে না, বা খাবে না। এটাই জঙ্গলের আইন।" সে আইন মোগলি বিশ্বস্তভাবে মেনে চলে।

নেকড়ে মা তাকে দু'-একবার বলেছে, শেরে খানের মত প্রাণীকে বিশ্বাস করো না; একদিন তোমাকে ওই শেরে খানকে মারতেই হবে। একটা যুবক নেকড়ে প্রতিটি মুহূর্তে এই উপদেশকে স্মরণে রাখত, কিন্তু মোগলি সেটা ভুলে গেছে, কারণ সে এখনও একটি বালকমাত্র—যদিও মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারলেও সে নেকড়ে বলেই নিজের পরিচয় দিত।

শেরে খান সর্বদাই জঙ্গলের পথে পা বাড়ায়; একেলা ক্রমেই বুড়ো হচ্ছে, আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে, তাই খোঁড়া বাঘটা এখন দলের যুবক নেকড়েদের সঙ্গে বেশ দহরম-মহরম চালাচ্ছে; তারাও উচ্ছিষ্ট খাবারের লোভে তার পিছন-পিছন ঘোরে। শেরে খান তার নিজের এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে আসবে—একেলা সেটা কখনও হতে দিত না। ওদিকে শেরে খান কিন্তু নেকড়ে যুবকদের তোষামোদ করে; বিস্মিত হবার ভান করে বলে, তাদের মত যুবক শিকারীরা একটা আসন্নমৃত্যু বৃদ্ধ নেকড়ে আর একটা মানুষের বাচ্চার সর্দারীকে খুশিমনে মেনে নিচ্ছে কেমন করে! শেরে খান বলে, "সকলে বলে তোমরা নাকি পরিষদের বৈঠকে তার চোখের দিকে সাহস করে তাকাতেই পার না!" যুবক নেকড়েরা লোম খাড়া করে খালি গজড়-গজড় করে। তার বেশি কিছু নয়।

বাঘীরার চোখ ও কান সর্বত্র খোলা থাকে; এ ব্যাপারে কিছুটা খবর সেও জানত। দু'-একবার সে নানাভাবে মোগলিকে বলেছেও যে একদিন না একদিন শেরে খান তাকে মারবেই। মোগলি কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিত; বলত, "আমারও দল আছে; তুমি আছ; আর নিজে যত আলসেই হোক, আমার জন্য বালুও তো দু'-এক ঘা দিতে পারবে। আমার ভয়টা কিসের?"

একদিন খুব গরম পড়ল। সেই দিনই বাঘীরার মাথায় একটা নতুন খেয়াল বাসা বাঁধল—একটা শোনা কথারই ফল সেটা। হয়তো সজারু ইক্কি তাকে বলেছিল; কিন্তু কথাটা সে মোগলিকে বলল তখন যখন তারা দু'জনই একসঙ্গে গভীর জঙ্গলে ঢুকেছিল এবং ছেলেটি বাঘীরার সুন্দর কালো চামরার উপর মাথা রেখে শুয়েছিল: "ছোট ভাইটি, কতবার তোমাকে বলেছি যে শেরে খান তোমার শত্রু?"

মোগলি গুণতে জানত না; তাই সে জবাব দিল, "এক খেজুর গাছে যত খেজুর আছে ততবার হবে। তাতে কি হল? আমার ঘুম পেয়েছে বাঘীরা। শেরে খান ও রকম অনেক কিছুই বলে—ঠিক ময়ূর মাও-এর মত।"

"কিন্তু এখন তো ঘুমের সময় নয়। কথাটা বালু জানে; আমি জানি; দলের সবাই জানে; এমন কি বোকা-বোকা হরিণও জানে। টাবাকুই তোমাকেও বলেছে।"

"হো! হো!" মোগলি হেসে উঠল। "কিছুক্ষণ আগেই টাবাকুই আমার কাছে এসেছিল। কিছু আজেবাজে কথা শুনিয়ে গেল—আমি নাকি এক ন্যাংটো মানুষের বাচ্চা ছিলাম; আমি একেবারে অকর্মার ধাড়ি; কিন্তু আমিও টাবাকুইর লেজটা ধরে দুই পাক ঘুরিয়ে শিখিয়ে দিয়েছি—কেমন করে ভাল ভাবে কথা বলতে হয়।"

"খুব বোকামি করেছ; হতে পারে মানুষের ক্ষতি করাই টাবাকুইর স্বভাব, তবু সে হয় তো তোমার ভালর জন্যই কিছু বলতে চেয়েছিল। ছোট ভাইটি, দুটো চোখ খোলা রেখে চলতে শেখ। জঙ্গলে ঢুকে তোমাকে খুন করার সাহস

BanglaBook.org

শেরে খানের হবে না; কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, একেলা খুব বুড়ো হয়ে গেছে; অচিরেই এমন দিন আসবে যখন সে আর শিকার ধরে পেট ভরাতে পারবে না; তখন তো সে আর দলের সর্দারও থাকবে না। যখন তোমাকে প্রথম "পরিষদ"-এ ঢোকানো হয়েছিল সে সময়কার অনেক নেকড়েই এখন বুড়ো হয়ে গেছে; আর শেরে খানের কাছে শিক্ষা নিয়ে যুবক নেকড়েরা সকলেই এখন বিশ্বাস করে যে একটা মানুষের বাচ্চার দলে কোন স্থান থাকতে পারে না। কিছুদিনের মধ্যেই তুমিও তো একজন পুরোদস্তুর মানুষ হয়ে উঠবে।"

"একটা মানুষ এমন কি দোষ করল যে সে তার ভাই-রেবাদারদের সঙ্গে এক সাথে চলতে পারবে না?" মোগলি প্রশ্ন করল। "এই জঙ্গলেই আমি জন্মেছি। জঙ্গলের আইন মেনে চলেছি। আমাদের মধ্যে এমন কোন নেকড়ে নেই যার থাবা থেকে আমি একটা কাঁটাও তুলে দেই নি। নিশ্চয় তারা সকলেই আমার ভাই!"

বাঘীরা টান টান হয়ে শুয়ে চোখ দুটো অর্ধেক বোজাল। বলল, "ছোট ভাইটি, আমার চোয়ালের নিচটায় একবার হাত দিয়ে দেখ।" মোগলি নিজের শক্ত, বাদামি হাতটা তুলে বাঘীরার থুত্‌নির ঠিক নিচে রাখল; সেখানকার দৈত্যসুলভ মাংসপেশীগুলি চকচকে লোমের তলায় ঢাকা ছিল; তার উপর হাত পড়তেই মোগলি বুঝতে পারল, সেখানে একটা ছোট টাক আছে।

"এই জঙ্গলের কেউ জানে না যে আমি বাঘীরা এই চিহ্নটা—এই হাঁসুলির দাগটা বয়ে বেড়াচ্ছি; অথচ, ছোট ভাইটি আমার, আমিও তো মানুষের মধ্যেই জন্মেছিলাম, আর আমার মাও মারা গিয়েছিল মানুষদের মধ্যেই—উদয়পুরের রাজপ্রাসাদের খাঁচার মধ্যে। আর ঠিক এই কারণেই তুমি যখন একটা ছোট্ট ন্যাংটো বাচ্চা ছিলে তখন তোমার দামটা আমিই 'পরিষদ'-কে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, মানুষের মধ্যে আমিও জন্মেছিলাম। আমি কোন দিন জঙ্গল চোখে দেখি নি। একটা লোহার কড়াই থেকে খাবার তুলে তারা আমাকে খাওয়াত গরাদের বাইরে থেকে। তারপর—একদা রাত্রে আমি বাঘীরা চিতা হয়ে উঠলাম; আমি বুঝতে পারলাম মানুষের হাতের খেলনা আমি নই। থাবার এক আঘাতে পল্‌কা তালাটা ভেঙে খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আর যেহেতু মানুষের চালচলনগুলো আমি শিখে ফেলেছিলাম, তাই এই জঙ্গলের রাজ্যে আমি হয়ে উঠলাম শেরে খানের চাইতেও ভয়ংকর। তাই নয় কি?"

মোগলি বলল, "হ্যাঁ, সারা জঙ্গল বাঘীরাকে ভয় করে—একমাত্র মোগলি ছাড়া অন্য সব্বাই।"

কালো চিতা সস্নেহে বলল, "ওঃ, তুমি মানুষের বাচ্চাই বটে! আমি যেমন আমার জঙ্গলেই ফিরে এসেছিলাম, তেমনই শেষ পর্যন্ত তোমাকেও ফিরে যেতে হবে মানুষের কাছে—যে মানুষরা তোমার ভাই-রেবাদার—অবশ্য "পরিষদ"-এর মধ্যেই যদি তোমাকে না মেরে ফেলা হয়।"

মোগলি বলে উঠল, "কিন্তু কেন—কেন কেউ আমাকে খুন করতে চাইবে?"

"আমার দিকে তাকাও," বাঘীরা বলল। মোগলি তার দুই চোখের ঠিক মাঝখানে তাকাল। আধ মিনিটের মধ্যেই বড় চিতাটা তার মাথা ঘুরিয়ে নিল।

নিজের থাবাটা পাতার উপর সরিয়ে বাঘীরা বলল, "ঠিক এই জন্যে। এমন কি আমিও তোমার দুই চোখের মাঝখানে তাকাতে পারলাম না; অথচ আমি তো মানুষের মধ্যেই জন্মেছিলাম; আমি তোমাকে ছোট ভাইটির মত ভালবাসি।

BanglaBook.org

অন্য সকলে তোমাকে ঘৃণা করে কারণ তারা তোমার চোখের দিকে তাকাতে পারে না—কারণ তুমি জ্ঞানী—কারণ তাদের পা থেকে তুমি কাঁটা তুলে দিয়েছ—কারণ তুমি একটি মানুষ।"

বিষণ্ণ গলায় মোগলি বলল, "এ সব কথা আমি জানতাম না।" তার ভারী কালো ভুরু দুটি ভ্রূকুটি কুটিল হয়ে উঠল।

"জঙ্গলের আইন কি বলে? আগে আঘাত কর, তারপর কথা বল। তোমার উদাসীনতা দেখেই ওরা বুঝতে পেরেছে যে তুমি একটি মানুষ। কিন্তু তুমি বুদ্ধিমান হও। আমার মন বলছে, এর পরে যখনই একেলার হাত থেকে শিকার ফস্কে যাবে তখনই গোটা দল তার বিরুদ্ধে চলে যাবে, এবং তোমার বিরুদ্ধেও। তারা পাহাড়ের মাথায় "জঙ্গল পরিষদ"-এর একটা বৈঠক ডাকবে, আর তারপরেই —তারপরেই—আমি পেয়ে গেছি!" লাফ দিয়ে উঠে বাঘীরা কথাটা বলল। "যত তাড়াতাড়ি পার নিচে উপত্যকার মানুষের কুঁড়েঘরে ফিরে যাও, আর সেখানে তারা যে লাল ফুল ফোটায় তারই কয়েকটা ফুল তুলে নাও, যাতে যথাসময়ে আমি অথবা বালু, অথবা দলের যারা তোমাকে ভালবাসে তাদের সকলের চাইতেও একটি শক্তিমান বন্ধু তুমি পেয়ে যাও। লাল ফুল অবশ্যই নিয়ে এস।"

লাল ফুল বলতে বাঘীরা আগুনের কথাই বোঝাতে চেয়েছে। জঙ্গলের কোন প্রাণী আগুনকে ঐ নামে ডাকে না। প্রতিটি পশুই আগুনকে মারাত্মক ভয় করে; তাই অনেক রকম ভাবে তার বর্ণনা দিয়ে থাকে।

মোগলি বলল, "লাল ফুল? গোধূলি বেলায় যে ফুল তাদের কুঁড়ে ঘরের বাইরে ফোটে। নিশ্চয় তার কয়েকটা সঙ্গে নেব।"

বাঘীরা সগর্বে বলে উঠল, "এই তো মানুষের বাচ্চার মত কথা। মনে রেখো, এ ফুল ফোটে ছোট ছোট মালসায়। তাড়াতাড়ি একটা নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিও। দরকারের সময় কাজে লাগবে।"

"ভাল কথা!" মোগলি বলল। "আমি চলি। কিন্তু তুমি ঠিক জান বাঘীরা"—এক হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে দুটি বড় বড় চোখের গভীরে তাকাল—"তুমি ঠিক জান যে এ সবই শেরে খানের কাজ?"

"যে ভাঙা তালাটা একদিন আমাকে মুক্তি দিয়েছিল তার নামে শপথ করে বলছি, আমি নিশ্চিত জানি ছোট ভাইটি আমার।"

"তাহলে যে ষাঁড়টা আমাকে কিনেছিল তার নামে শপথ করে বলছি, শেরে খানের দের পাওনা আমি চুকিয়ে দেব—হয় তো কিছু বেশিই দেব"—কথাগুলি বলেই মোগলি সবেগে বেরিয়ে গেল।

"এই তো একটা মানুষ। একটা গোটা মানুষ," আবার শুয়ে পড়ে বাঘীরা নিজের মনেই বলল। "ওহে শেরে খান, দশ বছর আগে তুমি যে ব্যাঙকে তাড়া করেছিলে তেমন দুর্ভাগা শিকার কেউ কোনদিন করে নি!"

দ্রুতবেগে ছুটতে ছুটতে মোগলি বনের পথ ধরে দূরে—আরও দূরে চলে গেল। তার হৃৎপিণ্ডটা গরম হয়ে উঠেছে। সে যখন গুহায় পৌঁছে গেল তখন সন্ধ্যার কুহেলি উঠতে শুরু করেছে। ভাল করে শ্বাস নিয়ে সে নিচের উপত্যকার দিকে তাকাল। বাচ্চাগুলো বেরিয়ে গেছে, কিন্তু গুহার পিছনে বসে নেকড়ে মা নিঃশ্বাসের শব্দ শুনেই বুঝতে পারল যে তার মোগলি কোন বিপদে পড়েছে।

"কি হয়েছে বাবা?" নেকড়ে মা শুধাল।

"একটা বাদুর শেরে খানের কথা বলছে;"

BanglaBook.org

মোগলি জবাব দিল। "আজ রাতে আমি চষা জমিতে শিকার করব।" ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে নিচে নামতে নামতে সে উপত্যকা পেরিয়ে নদীতে পৌঁছে গেল। সেখানেই সে থেমে গেল। দলের নেকড়েদের শিকারের চিৎকার কানে এল; তাড়া-খাওয়া একটা সম্বর হরিণের ডাকও কানে এল। তারপরেই শোনা গেল যুবক নেকড়েদের হৈ-হল্লা। তারা চীৎকার করে বলছে: "একেলা! একেলা! নিঃসঙ্গ নেকড়ে এবার দেখাক তার জারিজুরি। দলের সর্দারের জন্য জায়গা করে দাও। লাফিয়ে পড়, একেলা!"

'নিঃসঙ্গ নেকড়ে' নির্ঘাৎ লাফিয়ে পড়েছিল, আর লক্ষ্যভ্রষ্টও হয়েছিল, কারণ মোগলি তার দাঁত-কড়মড়ানি শুনেছিল, এবং তারপরেই সম্বর হরিণটা যখন সমুখের পথের এক ধাক্কায় একেলাকে উল্টে ফেলে দিয়েছিল তখন তার মুখের একটা আর্ত চিৎকারও শুনতে পেয়েছিল।

সে আর সেখানে অপেক্ষা করে নি; ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল ফসলের জমির দিকে যেখানে গ্রামের লোকরা বাস করে। একটা কুঁড়েঘরের জানালার পাশে খড়ের গাদার উপর বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল, "বাঘীরা খাঁটি কথাই বলেছে। আগামী কালটা একেলার ও আমার পক্ষে একটা চরম দিন।"

তারপর জানালাটার খুব কাছে গিয়ে সে উনুনের আগুনটাকে ভাল করে লক্ষ্য করল। দেখতে পেল, চাষী-বৌ বিছানা থেকে উঠে সেই রাতেই মালসার আগুনে আরও কিছু কালো কালো ডেলা ফেলল। সকাল হলে বাইরের কুহেলি যখন সাদা ও ঠাণ্ডা হয়ে গেল তখন চাষীর ছেলে এসে ভিতরে মাটি দিয়ে লেপা একটা বেতের ঝুড়ি এনে আগুন লাল কয়লার ডেলাগুলি তুলে সেই ঝুড়িতে ভরে সেটাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে নিয়ে গোয়ালে ঢুকল গরুগুলোর দেখভাল করার জন্য।

এই সব দেখে মোগলি বলে উঠল, "বাস্, এইটুকু কাজ? একটা বাচ্চাই যদি কাজটা করতে পারে, তাহলে তো ভয় পাবার কিছু নেই।" সঙ্গে সঙ্গে এক পাক ঘুরে গিয়ে সে ছেলেটাকে ধরে ফেলল। তার হাত থেকে ঝুড়িটা নিয়ে কুয়াসার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ছেলেটা ভয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল।

ঝুড়িটায় ফুঁ দিতে দিতে মোগলি বলতে লাগল, "এগুলোও আমার মতই; খাবার না জোগালেই মরে যাবে।" গাছের ডাল আর শুকনো বাকল কুড়িয়ে এনে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল।

পাহাড়ের মাঝামাঝি উঠেই তার দেখা হয়ে গেল বাঘীরার সঙ্গে। সকালের শিশির বিন্দুগুলি তার চামড়ার উপর পড়ে চিকমিক করছে।

চিতা জানাল, "কাল একেলা শিকার ধরতে পারে নি। ওরা তাকে কালই মেরে ফেলত, কিন্তু তাদের যে তোমাকেও চাই। পাহাড়ের উপর তারা তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"আমি চষা ক্ষেতের ভিতর ছিলাম। আমিও প্রস্তুত। এই দেখ!" মোগলির আগুনের পাত্রটা তুলে ধরল।

"বেশ করেছ! ঐ ঝুড়ির মধ্যেই ফুটবে লাল কমল। তোমার ভয় করছে না তো?"

"না। ভয় কিসের? এখন আমার মনে পড়ছে—যদি সেটা স্বপ্ন না হয়ে থাকে—নেকড়ে হয়ে ওঠার আগে আমিও একটা লাল কমলের পাশে শুয়ে থাকতাম। বেশ গরম আর আরাম পেতাম।"

সারাটা দিন গুহার মধ্যে বসে মোগলি আগুনের মালসাটাকে উস্কে দিতে লাগল। তার মধ্যে শুকনো ডালপালা ফেলে দিয়ে ভাল করে নজর করে দেখল, ব্যাপারটা কেমন দেখায়।

BanglaBook.org

সন্ধ্যা হলে টাবাকুই গুহার ভিতরে ঢুকে কড়া গলায় তাকে বলল যে 'পরিষদ পাহাড়'-এ তার ডাক পড়েছে। মোগলি হো-হো করে হেসে উঠতেই টাবাকুই ছুটে পালিয়ে গেল। মোগলিও হাসতে হাসতে 'পরিষদ'-এর পথ ধরল।

নিঃসঙ্গ নেকড়ে একেলা তার পাথরটার পাশেই বসে ছিল। বোঝা গেল, দলের সর্দারের আসনটা খালিই আছে। সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে নিয়ে শেরে খান প্রকাশ্যেই হেঁটে বেড়াচ্ছে। বাঘীরা এসে মোগলির কাছেই বসল। আগুনের মালসাটা আছে মোগলির দুই হাঁটুর মধ্যে।

সকলে এসে হাজির হলে শেরে খান কথা বলতে শুরু করল—একেলার সুদিনে এ কাজটা করার সাহসই তার হত না।

বাঘীরা ফিস্-ফিস্ করে বলল, "এ অধিকার তার নেই। এ কথাটা বলে দাও। ও তো কুকুরের বাচ্চা। সহজেই ভয় পাবে।"

মোগলি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলে উঠল, "স্বাধীন জনগণ, শেরে খান কি দলের সর্দার হয়েছে? আমাদের সর্দারীর ব্যাপারে একটা বাঘের কি করার থাকতে পারে?"

"সর্দারের আসন এখনও খালি পড়ে আছে দেখে এবং কিছু বলার অনুরোধ পেয়ে—" শেরে খান বলতে শুরু করল।

আর তখনই মোগলি বলে উঠল, "কার অনুরোধ? আমরা কি সব খেঁকশেয়াল—এই কসাইয়ের পা চাটতে এসেছি? দলের সর্দার কে হবে সেটা দলই ঠিক করবে।"

চারদিক থেকে চিৎকার উঠল, "চুপ কর মানুষের বাচ্চা! ওকে বলতে দাও। ও আমাদের আইন মেনেই কথা বলছে।"

শেষ পর্যন্ত দলের প্রবীণরা বজ্রগর্জনে বলে উঠল, "মরা নেকড়েকে কথা বলতে দাও।" দলের কোন সর্দার যখন শিকারে ব্যর্থ হয় তখন থেকে আজীবন তাকে "মরা নেকড়ে" বলা হয়।

একেলা ক্লান্তির সঙ্গে পাকা মাথাটা তুলল:

"স্বাধীন জনগণ, আর শেরে খানের শেয়ালের দল, অনেক মরশুম ধরে আমিই তোমাদের শিকার করতে নিয়ে গেছি, আবার ফিরিয়েও এনেছি; আমার সর্দারির কালের মধ্যে কেউ ফাঁদে পড়ে নি, বা অঙ্গহীন হয় নি। এবার আমার হাত থেকে শিকার ফস্কেছে। কি ভাবে সে ষড়যন্ত্রটা করা হয়েছিল তা তোমরা জান। তোমরা জান, আমার দুর্বলতাকে সকলের গোচরে আনার জন্য আমাকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল একটা পোষ-না-মানা বুনো হরিণের সমুখে। বেশ কৌশলেই কাজটা করা হয়েছিল। এখন—এই 'পরিষদ পাহাড়'-এ আমাকে খুন করার অধিকার তোমরা পেয়েছ। সুতরাং, আমি জানতে চাই, 'নিঃসঙ্গ নেকড়ে'-কে শেষ করে দিতে কে এগিয়ে আসবে? কারণ জঙ্গলের আইন আমাকে এ অধিকারও দিয়েছে যে তোমরা একজন একজন করে আসবে।"

অনেকক্ষণ সব চুপচাপ, কারণ কোন নেকড়েই এককভাবে যুদ্ধে একেলাকে মারতে রাজী নয়। তখন শেরে খান গর্জন করে বলে উঠল, "বাঃ! এই দাঁত-পড়া বোকাটাকে নিয়ে আমরা কি করব? তার মৃত্যু তো আসন্ন! ঐ মানুষের বাচ্চাটাই এখনও অনেক দিন বাঁচবে। স্বাধীন জনগণ, প্রথম থেকে সেই তো ছিল আমার খাদ্য। তাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। এই মানুষ-নেকড়েটার বোকামি দেখে দেখে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। দশ বছর ধরে সে এই জঙ্গলকে বিপন্ন করে তুলেছে। এই মানুষের বাচ্চাটাকে আমার হাতে তুলে দাও; নইলে আমি চিরকাল এখানেই শিকার করব, আর কাউকে একটা হাড়ও দেব না।

BanglaBook.org

ও তো একটা মানুষ, একটা মানুষের বাচ্চা; আমার অস্থি-মজ্জা দিয়ে আমি ওকে ঘৃণা করি!"

দলের অর্ধেকের বেশি সদস্য হৈ-হৈ করে উঠল: "একটা মানুষ! একটা মানুষ! আমাদের সঙ্গে একটা মানুষের কী সম্পর্ক? ও নিজের জায়গায় চলে যাক।"

"আর আশপাশের সব গ্রামকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলুক?" শেরে খান চিৎকার করে তাতে বাধা দিল। "না; ওকে আমার হাতে তুলে দাও। ও তো মানুষ; আমরা কেউ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি না।"

একেলা পুনরায় মাথাটা তুলে বলল, "ও আমাদের সঙ্গে খেয়েছে। আমাদের সঙ্গে ঘুমিয়েছে। আমাদের জন্য শিকারকে তাড়া করেছে। জঙ্গলের আইনের একটা শব্দও ও লঙ্ঘন করে নি।"

তখন বাঘীরা অতিশয় শান্ত গলায় বলল, "তাছাড়া, ওকে যখন দলে নেওয়া হয় তখন তার দরুণ একটা ষাঁড়ের দাম আমিই দিয়েছিলাম। একটা ষাঁড়ের দাম যৎসামান্য, কিন্তু বাঘীরার একটা সম্মান আছে। সেই সম্মান রক্ষা করতে সে হয়তো যুদ্ধও করবে।"

"যে ষাঁড়ের দামটা দেওয়া হয়েছিল দশ বছর আগে!" গোটা দল খ্যাঁচ্-খ্যাঁচ্ করে উঠল। "দশ বছরের পুরনো হাড় নিয়ে আমাদের কিসের মাথাব্যথা?

"অথবা একটা প্রতিশ্রুতির জন্য?" সাদা দাঁতগুলো বের করে বাঘীরা বলল। "আচ্ছা, তোমাদেরই তো স্বাধীন জনগণ বলা হয়!"

শেরে খান গর্জন করে বলল, "কোন মানুষের বাচ্চা জঙ্গলের জীবদের সঙ্গে চলতে পারে না। ওকে আমার হাতে তুলে দাও!"

একেলা এবার বলল, "একমাত্র রক্ত ছাড়া অন্য সব দিক থেকেই সে আমাদের ভাই; আর তুমি এখানেই তাকে খুন করতে চাও! এটা সত্যি যে আমি বড় বেশি দিন বেঁচে আছি। তোমাদের কেউ কেউ গৃহপালিত পশুদের খাও; আর অন্য অনেকের সম্বন্ধে আমি শুনেছি, শেরে খানের শিক্ষামত তোমরা অন্ধকার রাতে গ্রামবাসীদের দরজা থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের জোর করে তুলে আন। সুতরাং আমি জানি যে তোমরা ভীরু, আর সেই ভীরুদেরই আমি বলছি। আমি নিশ্চিত জানি যে আমাকে মরতে হবেই; আমার জীবনেরও কোন দাম নেই; তা না হলে এই মানুষের বাচ্চাটার বদলে আমার জীবনটাই আমি দিয়ে দিতাম। কিন্তু দলের সম্মানের জন্য—সর্দারহীন হবার জন্য যে ছোট্ট কথাটা তোমরা ভুলে গেছ,—আমি প্রতিজ্ঞা করছি, এই মানুষের বাচ্চাকে তোমরা যদি তার নিজের জায়গায় চলে যেতে দাও, তাহলে আমার মরবার পালা যখন আসবে তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে একটা দাঁতও খুলব না। বিনা যুদ্ধেই আমি মৃত্যু বরণ করব। তাতে দলের অন্তত তিনটে জীবন রক্ষা পাবে। এর বেশি কিছু আমি করতে পারি না। কিন্তু তোমরা যদি চাও তো সেই ভাইটিকে মেরে ফেলার লজ্জা থেকে আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারি—যে ভাইটি কোন দোষ করে নি—যে ভাইটিকে কিনে দলে আনা হয়েছিল জঙ্গলের আইন অনুসারেই।"

"সে তো একটা মানুষ—একটা মানুষ—একটা মানুষ!" গোটা দলই গর্জে উঠল; বেশির ভাগ নেকড়েই একে একে শেরে খানকে ঘিরে বসতে শুরু করল; তার লেজটা তখন খুশিতে দুলছে।

"এখন সমস্ত ব্যাপারটাই তোমার হাতে এসেছে," বাঘীরা মোগলিকে বলল। "যুদ্ধ ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই।"

আগুনের মালসাটা হাতে নিয়ে মোগলি খাড়া

BanglaBook.org

হয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর দুই হাত টান-টান করে "পরিষদ"-এর দিকে মুখ করে হাই তুলল; কিন্তু রাগে, দুঃখে সে তখন ভয়ংকর হয়ে উঠেছে, কারণ নেকড়েদের স্বভাবমতই কোন নেকড়ে কোন দিন তাকে বলে নি তাকে তারা কতখানি ঘৃণা করে। সে চিৎকার করে বলতে লাগল, "তোমরা কান পেতে শোন! এ রকম কুকুরের মত ঘেউ-ঘেউ করার কোন দরকার নেই। আজ রাতে তোমরা বার বার আমাকে বলেছ যে আমি একটা মানুষ (আসলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি একটি নেকড়ে হয়ে থাকতাম), আমি মনে করি যে তোমাদের কথাগুলি সত্য। সুতরাং আর আমি তোমাদের ভাই বলে ডাকব না, ডাকব 'স্যাগ' (কুকুর) বলে, যেমন একটি মানুষের পক্ষে ডাকা উচিত। তোমরা কি করবে, আর কি করবে না, সেটা তোমাদের বলার কথা নয়। সেটা আমার ব্যাপার, আর আমরা যাতে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করে বুঝতে পারি সেজন্য আমি এখানে নিয়ে এসেছি একটি ছোট্ট লাল কমল যা দেখলে তোমরা, কুকুররা, ভয় পাও।"

আগুনের মালসাটাকে সে মাটিতে ছুঁড়ে দিল; জ্বলন্ত কয়লার ছোঁয়া লেগে একগোছা শুকনো শেওলা জ্বলে উঠল, আর সেই আগুনের হল্‌কা দেখে গোটা "পরিষদ" আতংকে পিছিয়ে গেল।

মোগলি বেশ কিছু মরা ডালপালা আগুনের মধ্যে ফেলে দিল; সেগুলো জ্বলে উঠে ফট্‌-ফট্‌ শব্দ করতে লাগল। সেই জ্বলন্ত ডালপালাকে হাতে নিয়ে মাথার উপর ঘোরাতে ঘোরাতে সে ভয়ার্ত নেকড়েদের মধ্যে ছুটাছুটি শুরু করে দিল।

বাঘীরা চুপিচুপি বলল, "তুমিই তো আসল লোক। একেলাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাও। সে তোমার চিরকালের বন্ধু।"

বিষণ্ণ বৃদ্ধ নেকড়ে একেলা জীবনে কারও কাছে করুণা ভিক্ষা করে নি; সেও একবার সকরুণ চোখে মোগলির দিকে তাকাল। মোগলির তখন অন্য মূর্তি—সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি বালক, জ্বলন্ত ডালপালার আলোয় তার দীর্ঘ কালো চুলের রাশি দুই কাঁধের উপর দুলছে, আর আগুনের আলোয় তার ছায়াগুলি লাফাচ্ছে আর কাঁপছে।

ধীরে ধীরে চারদিকে তাকিয়ে মোগলি বলল, "খুব ভাল! দেখতে পাচ্ছি, তোমরা কুত্তার দল। তোমাদের কাছ থেকে আমি চলে যাচ্ছি আমার আপন জনদের কাছে—অবশ্য তারা যদি আমার আপন জন হয়ে থাকে। এই জঙ্গল আমার কাছে বন্ধ হয়ে গেল; তোমাদের কথা, তোমাদের সঙ্গ আমাকে ভুলতেই হবে; কিন্তু আমি তোমাদের চাইতে অধিক করুণাময় হব। যেহেতু আমি তোমাদেরই ছিলাম, ছিলাম না কেবল তোমাদের এক রক্তের ভাই, তাই আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি যে আমি যখন অন্যের মানুষের মধ্যে একটি মানুষ হয়ে থাকব, তখন আমি বিশ্বাসঘাতকতা করে তোমাদের মানুষের হাতে তুলে দেব না, যদিও আজ তোমরা আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ।"

সে আগুনের মালসায় একটা লাথি মারল, আর আগুনের ফুল্‌কিগুলো ছিটকে পড়ে উড়তে লাগল। "আমাদের কারও সঙ্গে এই দলটার কোন যুদ্ধ হবে না। কিন্তু যাবার আগে আমি অন্তত একটা ঋণ শোধ করে যাই।"

শেরে খান এক জায়গায় বসে বোকার মত কুত্‌-কুত্‌ করে আগুনের শিখার দিকে তাকিয়েছিল। একটু হেঁটে গিয়ে মোগলি তার থুত্‌নির চুলের মুঠি ধরে টান দিল। পাছে কোন ভুলচুক ঘটে, তাই বাঘীরাও তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মোগলি চেঁচিয়ে বলল, "উঠে দাঁড়া কুত্তা! কোন মানুষ যখন তোকে কিছু বলে তখনই উঠে দাঁড়াবি;

BanglaBook.org

নইলে তোর চামড়ায় আমি ঐ আগুন ধরিয়ে দেব!"

শেরে খানের কানে সে-কথা ঢুকল না; দুটো চোখও সে বন্ধ করে ফেলল, কারণ জ্বলন্ত ডালপালাগুলি বড় বেশি কাছে ছিল।

"এই গলা-কাটা কসাই বলেছে, আমি যখন বাচ্চা ছিলাম তখন সে আমাকে মেরে ফেলে নি, তাই এই পরিষদ-এই সে আমাকে শেষ করে দিতে চায়। এই ভাবে—এই ভাবে আমরা মানুষরা কুকুরদের পেটাই। শোন্ লুংড়ি, একটা গোঁফ নাচাবি তো এই লাল কমল আমি তোর গলার মধ্যে ঢুকিয়ে দেব!" সে ডালটা দিয়ে শেরে খানের মাথায় মারতে লাগল, আর বাঘটা ভয়ে ও যন্ত্রণায় শাঁই-শাঁই শব্দ তুলে আকু-পাকু করতে লাগল।

"বারে! ঝল্সানো জংলী বিড়াল—এবার চলে যা! কিন্তু মনে রাখিস, আবার যেদিন আমি 'পরিষদ পাহাড়'-এ আসব, সেদিন শেরে খানের চামড়াটা মাথায় করেই আসব। আর বাকিদের কথা—একেলা স্বাধীন হয়ে বেঁচে থাকবে নিজের ইচ্ছামত। তুই তাকে মেরে ফেলবি না। কারণ সেটা আমার ইচ্ছা নয়। আবার এটাও আমি মনে করি না যে আর এক মুহূর্তও তুই এখানে বসে থাকবি, আর কারও পোষা কুত্তার মত জিভটা বের করে লালা ফেলবি! চলে যা!"

ডালের আগার দিকটায় আগুনটা ভীষণভাবে জ্বলছিল। সেটা হাতে নিয়ে মোগলি চারদিকে ঘুরে ঘুরে ডাইনে, বাঁয়ে এলোপাথারিভাবে নেকড়েগুলোকে ঠেঙাতে লাগল। নেকড়েদের চামড়া আগুনের ফুলকি লেগে পুড়তে লাগল। তারাও তর্জন-গর্জন করতে করতে ছুটে পালিয়ে যেতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত সেখানে থাকল কেবল একেলা, বাঘীরা এবং সম্ভবত গোটা দশেক নেকড়ে যারা মোগলির পক্ষ নিয়েছিল। তারপরেই একটা কিছু যেন মোগলির ভিতরটাকে আঘাত করতে লাগল—এমন একটা আঘাত যা সে জীবনে আগে কখনও পায় নি। তার দম আটকে এল, সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, তার দুই গাল বেয়ে চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল।

সে বলে উঠল, "এটা কি হল? এটা কি হল? আমি জঙ্গল ছেড়ে যেতে চাই না, এটা যে কি তাও জানি না। আমি কি মরতে বসেছি বাঘীরা?"

বাঘীরা বলল, "নারে ভাই, তা নয়। এতো কয়েক ফোঁটা চোখের জল মাত্র; মানুষের এমন হয়। এখন আমি জানলাম যে তুমি একটা মানুষ হয়ে উঠেছ, এখন আর মানুষের বাচ্চা নেই। সত্যি সত্যি, আজ থেকে তোমার সামনে জঙ্গলের পথ বন্ধ হয়ে গেল। ও জল পড়তে দাও মোগলি। ও তো অশ্রুজল মাত্র।"

মোগলি তবু বসে বসে কাঁদতে লাগল; যেন তার বুকটা ভেঙে যাবে। অথচ সারা জীবনে সে আগে কখনও কাঁদে নি।

সে বলল, "এবার আমি মানুষের কাছে যাব। কিন্তু প্রথমে আমাকে বিদায় নিতে হবে মার কাছ থেকে," সেই গুহায় সে চলে গেল যেখানে সে নেকড়ে বাবার কাছে বাস করত। মায়ের বুকে মুখ রেখে সে কাঁদতে লাগল; বাচ্চা চারটেও খুব কাঁদতে শুরু করল।

মোগলি শুধাল, "তোমরা আমাকে ভুলে যাবে না তো?"

বাচ্চাগুলি বলল, "যতদিন আমরা পথ চিনে যেতে পারব ততদিন কখনও ভুলব না। মানুষ হয়ে তুমি কিন্তু পাহাড়ের নিচে এস; আমরা তোমার সঙ্গে কথা বলব; আর রাত হলে আমরা

BanglaBook.org

ফসলের ক্ষেতে গিয়ে তোমার সঙ্গে খেলা করব।”

“যত শীঘ্র পার চলে এস!” নেকড়ে বাবা বলল। “ওরে আমার জ্ঞানী ছোট ব্যাঙটি, তাড়াতাড়ি আবার এস; কারণ আমরা—তোমার মা আর আমি—আমরাও তো বুড়ো হব।”

মোগলি বলল, “আমি নিশ্চয় আসব; আর আসব কেবল শেরে খানের চামড়াটাকে ‘পরিষদ পাহাড়’-এর উপর বিছিয়ে দিতে। আমাকে ভুলো না! জঙ্গলের সকলকে বলো, তারা যেন কোন দিন আমাকে না ভোলে!”

ঊষার আগমনের সময় হল। মোগলি একাকি পাহাড় বেয়ে নেমে গেল—যে সব রহস্যময় প্রাণীকে মানুষ বলা হয় তাদের সঙ্গে মিলিত হতে সে নেমে গেল।

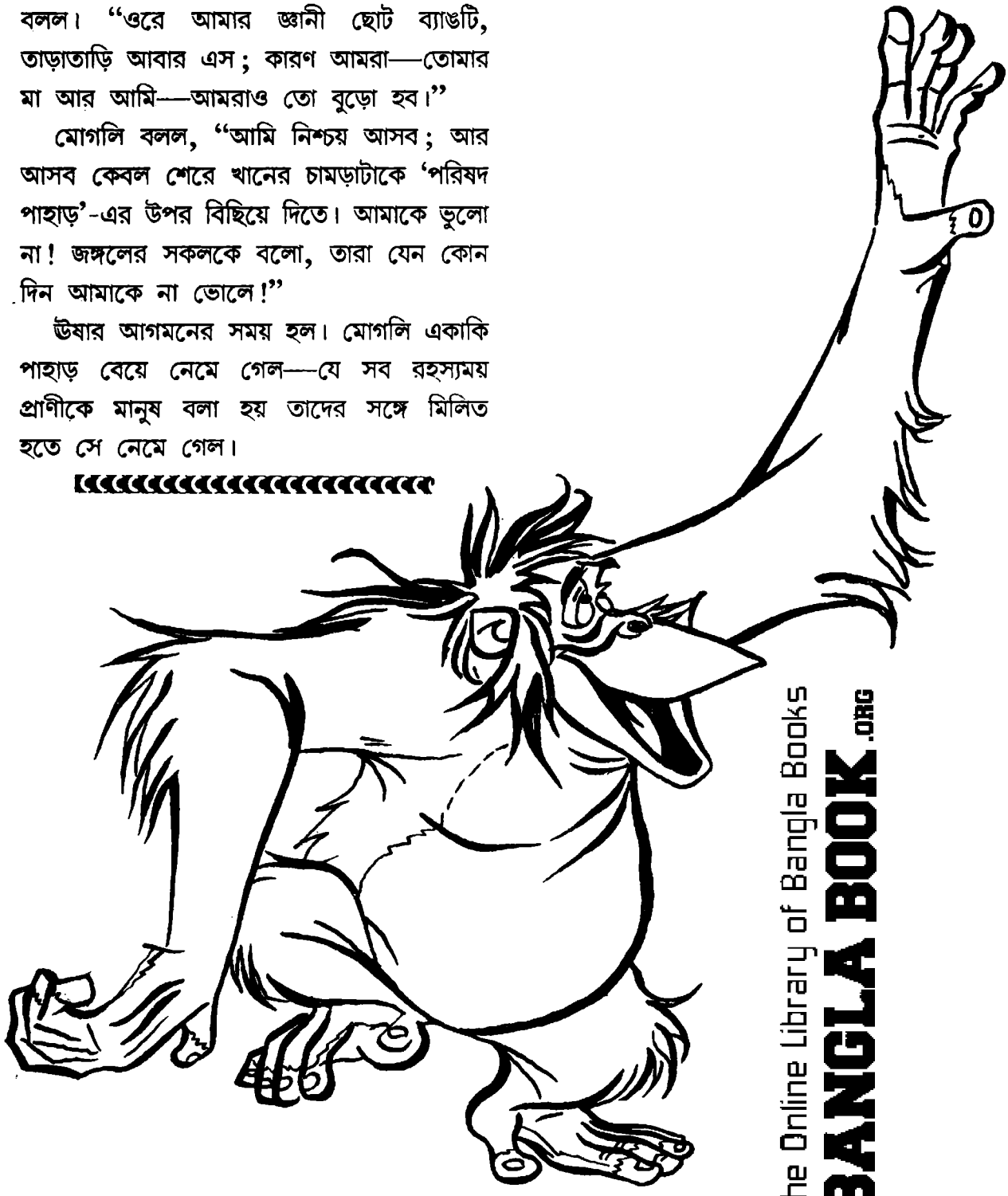

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কা-র শিকার ধরা

এখানে যা কিছু বলা হচ্ছে সে সবই ঘটেছিল কিছুদিন আগে—সীয়োনী নেকড়ে-দল থেকে মোগলিকে যখন বের করে দেওয়া হয়েছিল, অথবা সে যখন বাঘ শেরে খানের পর প্রতিশোধ নিয়েছিল, তারই কিছুদিন আগে। এ সবই সেই সময়কার কথা যখন বালু তাকে শেখাচ্ছিল জঙ্গলের আইন। গম্ভীর প্রকৃতির বুড়ো বাদামি ভালুকটি এমন আগ্রহশীল একটি ছাত্রকে পেয়ে খুব খুশি; কারণ যুবক নেকড়েরা জঙ্গলের কেবল সেই সব আইনগুলো জানতেই আগ্রহী যেগুলো তাদের দল ও উপজাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; শিকারের কবিতাটি আবৃত্তি করা শেখা হয়ে গেলেই তারা কেটে পড়ে; কিন্তু মানুষের বাচ্চা মোগলি এর চাইতে অনেক বেশি শিখতে আগ্রহী। কালো চিতা বাঘীরা অনেক সময় জঙ্গলের পথ ধরে এসে হাজির হয় তার আদরের মোগলির পড়াশুনা কেমন চলছে সেটা দেখতে; আর মোগলি যখন দিনের পড়াটা আবৃত্তি করে বালুকে শোনায়, বালু তখন একটা গাছের গায়ে মাথা ঘসতে থাকে। ছেলেটা যেমন সাঁতার কাটতে পারে, ঠিক ততটাই পারে গাছ বেয়ে উঠতে, আবার দৌড়তেও পারে সাঁতার কাটার মতই স্বচ্ছন্দে; তাই আইনের গুরুমশায় বালু তাকে বনের ও জলের আইনগুলোও শেখায়: কেমন করে বোঝা যায় গাছের কোন্ ডালটা পচা, আর কোন্ ডালটা শক্ত; মাটি থেকে পঞ্চাশ ফুট উপরে একটা মৌচাকের কাছে পৌঁছে সেখানকার বুনো মৌমাছিদের সঙ্গে কেমন করে সবিনয়ে কথা বলতে হয়; দুপুর বেলা বাদুর ম্যাঙ্ এসে যখন তাকে বিরক্ত করে তখন তাকে কি বলতে হয়; আর দীঘির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে জলচর সাপদেরই বা কি বলে সতর্ক করে দিতে হয়—এ সবই বালু তাকে শেখায়। জঙ্গলের কোন প্রাণীই বিরক্ত হওয়াটা পছন্দ করে না; কোন অনধিকারী প্রবেশকারীকে দেখলেই তারা তাকে তাড়া করে। তাছাড়া, আগন্তুকদের "শিকারের ডাক"ও মোগলিকে শেখানো হয়েছে; যখনই জঙ্গলের কোন প্রাণী নিজের এলাকার বাইরে শিকার ধরতে যায়, তখনই তাকে বার বার ঐ শিকারের "ডাক" ছাড়তে হবে যতক্ষণ তার কোন পাল্টা জবাব

BanglaBook.org

না আসে। ভাষান্তর করলে সে ডাকের অর্থটা দাঁড়ায়: "আমাকে শিকার ধরার অনুমতি দাও, কারণ আমি ক্ষুধার্ত", আর তার জবাব হল: "তাহলে শিকার ধর খাবার জন্যে, মজা করার জন্যে নয়।"

এর থেকেই বোঝা যায় মোগলিকে কত কিছু মুখস্ত করতে হত; একই কথা এক শ' বার বলতে বলতে সেও ক্লান্ত হয়ে পড়ত, কিন্তু—কথাগুলি বালুই বাঘীরাকে বলেছিল—একদিন মোগলিকে খুব বকা-ঝকা করেছিলাম, আর রাগের মাথায় বলেছিলাম: "মানুষের বাচ্চা মানুষের বাচ্চাই; তাকে তো জঙ্গলের সব আইন অবশ্য শিখতে হবে।"

কালো চিতা বলেছিল, "কিন্তু ভেবে দেখ সে কত ছোট একটা ছেলে; তোমার সব লম্বা লম্বা কথা তার ছোট মাথায় ভরে রাখবে কেমন করে?"

"জঙ্গলের রাজ্যে ছোট বলেই কি কেউ মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে? না। তাই তো তাকে আমি সব কিছু শেখাতে চাই, আর সেই কারণেই সে যখন ভুলে যায় তখন তাকে মারি—অবশ্য আস্তেই মারি।"

বাঘীরা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে উঠল, "আস্তে মার! বুড়ো লোহ-পদ, আস্তের তুমি কি জান হে? তোমার ওই আস্তে মারার ঠেলায়ই আজ বেচারির সারা মুখ কেমন থেঁৎলে গেছে। উঃ!"

বালুও আন্তরিকতার সঙ্গেই জবাব দিয়েছিল, "আমি ওকে ভালবাসি; তাইতো আমি মনে করি, কিছু না জানার দরুণ ওর কোন ক্ষতি হওয়ার চাইতে ওর মাথা থেকে পা পর্যন্ত থেঁৎলে দেওয়াটা অনেক ভাল। এখন আমি ওকে শেখাচ্ছি জঙ্গলের মূল কথাগুলি যা তাকে রক্ষা করবে পক্ষী, সাপ এবং চার-পেয়ে শিকারীদের হাত থেকে। শুধু এই কথাগুলি যদি সে মনে রাখতে পারে তাহলেই জঙ্গলের সব প্রাণীদের হাত থেকেই সে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারবে। তার জন্য কি একটু-আধটু মার খাওয়া চলে না?"

"ঠিক আছে; তবে খেয়াল রেখো, মানুষের বাচ্চাটাকে যেন একেবারে মেরে ফেলো না। সে তো একটা গাছের গুঁড়ি নয় যে তার উপর তোমার ভোঁতা নখগুলোকে শান দেবে। কিন্তু—তোমার মূল কথাগুলি কি? আমি তো সাহায্য দাবী করার চাইতে সাহায্য করাটাই পছন্দ করি। তবু আমি সব কিছু জানতে চাই।"

"মোগলিকে ডাকছি; সেই সব কিছু বলবে—অবশ্য যদি সে বলতে চায়। ছোট ভাইটি, নেমে এস!"

মাথার উপর থেকে একটা বিষণ্ণ, ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বলে উঠল, "মৌচাক-গাছের মতই আমার মাথার ভিতরটা ঝিম্-ঝিম্ করছে!" বলতে বলতে একটা গাছ বেয়ে নেমে এল ক্ষুব্ধ মোগলি। মাটিতে পা রেখেই বলে উঠল, "আমি বাঘীরার জন্য নেমে এলাম, তোমার জন্য নয়, পেটমোটা বুড়ো বালু!"

"আমার কাছে সবই সমান," আহত গলায় বালু বলল। "যাই হোক, জঙ্গলের সেই মূল কথাগুলি একবার বাঘীরাকে শুনিয়ে দাও তো, যেগুলি আজই তোমাকে শিখিয়েছি।

মোগলি ভারিক্কী চালে বলল, "কাদের জন্য মূল কথা? জঙ্গলের তো অনেক ভাষা আছে। সবগুলোই আমি জানি।"

"তুমি তো সামান্যই শিখেছ, বেশি কিছু নয়। দেখছ তো বাঘীরা, ওরা গুরুমশায়কে একটা ধন্যবাদও দেয় না। বালু ওদের এত শেখাল, কিন্তু একটা বাচ্চা নেকড়েও বুড়ো বালুকে ধন্যবাদ দিতে আসে না। ওহে বড় পন্ডিত, তাহলে

BanglaBook.org

শিকারী প্রাণীদের দরুণ কথাগুলিই শুনিয়ে দাও।"

মোগলি বলল, "তুমি ও আমি, একই রক্তের জীব।" অন্য সব শিকারী প্রাণীদের মতই মোগলিও ভালুকী উচ্চারণেই কথাগুলি বলল।

"বেশ। এবার পাখিদের দরুণ কথাগুলি বল।"

বাক্যের শেষে একটা চিলের শিস বসিয়ে মোগলির আগের কথাগুলিই আবার আউরে দিল।

"এবার হোক সাপদের দরুন," বাঘীরা বলল।

এবার সে যা উচ্চারণ করল তা একটা সম্পূর্ণ অবর্ণনীয় হিস্-হিস্ ছাড়া আর কিছুই না। দুই পা মাটিতে ঠুকে, নিজের প্রশংসায় হাত-তালি বাজিয়ে মোগলি এক লাফে বাঘীরার পিঠে চড়ে বসল, আর দুই পায়ের গোড়ালি দিয়ে বাঘীরার চকচকে চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাতে লাগল এবং বালুর দিকে মুখ করে এক নাগাড়ে যাচ্ছেতাইভাবে তাকে ভেংচি কাটতে লাগল।

বাদামি ভালুক নরম গলায় বলে উঠল, "ওই দেখ—দেখ! এই জন্যেই তো মুখটা একটু-আধটু থেঁৎলে যায়। একদিন আমার কথা তোমার মনে পড়বে হে।"

তারপর বাঘীরার দিকে মুখটা ঘুরিয়ে সে বলতে শুরু করল, কেমন অনুনয়-বিনয় করে একটা বুনো হাতির কাছ থেকে সে হাতিদের মূল কথাগুলি জেনে নিয়েছে; কেমন করে হাতিই মোগলিকে নিয়ে গেছে একটা দীঘির কাছে যেখানে একটা জলের সাপের কাছ থেকে সে শিখে এসেছে সাপের মূল কথা; আর তার ফলে মোগলি এখন জঙ্গলের সব রকম দুর্ঘটনা থেকে মোটামুটি নিরাপদ, কারণ সাপ, পাখি, বা পশু কেউ আর তার কোন ক্ষতি করবে না।

নিজের লোমশ পেটটাতে হাত বুলোতে বুলোতে বালু এক কথায় তার বক্তব্য পেশ করল, "তাহলে আর কাউকে কোন ভয় থাকল না।"

বাঘীরা চাপা স্বরে বলল, "নিজের উপজাতি ছাড়া;" তারপর, গলা ছেড়ে মোগলিকে বলল, "আহা ছোট ভাইটি! আমার পাঁজরার হাড়গুলো ভেঙো না। কী যে নাচানাচি শুরু করেছ?"

মোগলিও চিৎকার করে বলে উঠল, "শোন, শোন, আমারও একটা নিজস্ব উপজাতি দল হবে; সারা দিন আমি তাদের নিয়ে ডালে-ডালে ঘুরে বেড়াব।"

বাঘীরা বলল, "আরে, তুমিও দেখছি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলে। এ আবার কি নতুন বোকামি?"

মোগলি বলল, "হ্যাঁ, বালুর গায়ে ডালপালা ও নোংরা ছুঁড়ে মারব। তারা আমাকে কথা দিয়েছে। বুঝেছ!"

"হুফ্!" বালুর বড় থাবাটা ছোঁ মেরে মোগলিকে তুলে নিল বাঘীরার পিঠ থেকে। বড় বড় দুটো থাবার মধ্যে আটকা পড়ে ছোকরা বুঝতে পারল যে ভালুকটা রেগে গেছে।

বালু বলল, "মোগলি, ইদানিং তুমি বান্দর লোগদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছ।"

মোগলি বাঘীরার দিকেও ভাল করে তাকাল; সে বুঝতে চাইল কালো চিতাও রাগ করেছে কিনা। বাঘীরার চোখ দুটো পাথরের মত কঠিন।

"তুমি নির্ঘাৎ সাদা-চোখ হনুমানদের দলে ভিড়েছ—ওরা তো কোন আইন-কানুন মানে না—যা-তা খেয়ে বেড়ায়। কী লজ্জার কথা!"

"বালু যখন আমাকে মারল তখন আমি দূরে চলে গেলাম। ধূসর রংয়ের বাঁদরগুলো তখন গাছ থেকে নেমে এসে আমাকে কত আদর করল। আর কেউ তো ফিরেও তাকায় নি।" সে জোরে জোরে শ্বাস টানতে লাগল।

বালুও পাল্টা জবাব দিল, "বান্দর লোগের আদর! পাহাড়ি ঝর্ণার থেমে যাওয়া! গ্রীষ্মের

BanglaBook.org

সূর্যের শীতলতা! আর তারপর—তারপর কি, মানুষের বাচ্চা?"

"আর তারপর?—তারপর তারা আমাকে খেঁজুর দিল, ভাল ভাল খাবার দিল, আর—আর আমাকে কোলে নিয়ে গাছের মাথায় উঠে গেল; আর বলল যে আমি তাদের রক্ত সম্পর্কের ভাই, কেবল লেজটা নেই; একদিন আমিই তাদের সর্দার হব।"

"ওদের কোন সর্দার থাকে না," বাঘীরা বলল। "ওরা মিথ্যা বলেছে। ওরা চিরকাল মিথ্যা বলে এসেছে।"

"তারা খুব দয়ালু; আমাকে আবার যেতে বলেছে। কেন এতদিন আমাকে বান্দর লোগদের দলে নিয়ে যাওয়া হয় নি? তারা তো আমার মতই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। আমাকে থাবা দিয়ে মারে না। তারা সারাদিন খেলা করে। আমাকে উপরে যেতে দাও! পচা বালু, আমাকে উপরে যেতে দাও! আমি আবার তাদের সঙ্গে খেলা করব।"

গ্রীষ্ম রাতের বজ্র-গর্জনের মত গলায় ভালুক বলল, "কান পেতে শোন মানুষের বাচ্চা, জঙ্গলের সমস্ত প্রাণীর সব রকম জঙ্গলের আইন আমি তোমাকে শিখিয়েছি—কেবলমাত্র বান্দর লোগ ছাড়া; তারা তো বাস করে গাছে। তাদের কোন আইন নেই। তারা জাতিভ্রষ্ট—ভবঘুরে। তাদের নিজস্ব কোন ভাষা নেই; কথা বলে চুরি-করা শব্দে যা তারা গাছের ডালে বসে শোনে। তাদের পথ আর আমাদের পথ এক নয়। তারা সর্দারবিহীন। স্মরণ-শক্তি বলে কিছু নেই। খালি কিচির-মিচির করে আর এমন ভাব দেখায় যেন তারা একটা মহৎ প্রাণী, অচিরেই বনে-জঙ্গলে বড় বড় কাজ করবে; কিন্তু একটা খেজুর পড়লেই তারা হো-হো করে হাসে—সব কিছু ভুলে যায়। আমরা জঙ্গলের প্রাণীরা ওদের সঙ্গে চলা-ফেরা করি না। বান্দররা যেখানে জল খায়, সেখানকার জল আমরা খাই না; বান্দররা যেখানে যায়, আমরা সেখানে যাই না; তারা যেখানে শিকার করে সেখানে আমরা শিকার করি না; তারা যেখানে মরে আমরা সেখানে গিয়ে মরি না। আজ পর্যন্ত একদিনও কি আমার মুখে বান্দর লোগদের কথা শুনেছ?"

বালুর কথা শেষ হতেই বনটা যেন বড় বেশি চুপচাপ হয়ে গেল; মোগলি ফিস্-ফিস্ করে বলল, "না।"

"জঙ্গলের প্রাণীরা তাদের মুখ থেকে, তাদের মন থেকে বান্দর লোগদের মুছে ফেলেছে। তারা সংখ্যায় অনেক, তারা শয়তান, নোংরা, নির্লজ্জ; তারা শুধু চায় জঙ্গলের প্রাণীরা তাদের দিকে নজর দিক। কিন্তু আমরা তাদের খেয়ালের মধ্যেই আনি না; এমন কি তারা যখন আমাদের মাথায় খেজুর ও নোংরা ছুঁড়ে মারে, তখনও না।"

তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে খেজুর ও ভাঙা ডালপালা বৃষ্টির ফোঁটার মত সশব্দে এসে পড়তে লাগল। উপর থেকে কানে এল খুক্-খুক্ কাশি, হৈ-চৈ-হল্লা, আর গাছের মগডালে ক্রুদ্ধ লাফালাফির শব্দ।

বালু বলে উঠল, "বান্দর লোগ ব্রাত্য, নিষিদ্ধ; জঙ্গলের প্রাণীদের কাছে তারা জাতিভ্রষ্ট। সব সময় মনে রেখো।"

"হ্যাঁ, নিষিদ্ধ," বাঘীরা বলল, "কিন্তু আমি এখনও মনে করি যে তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে আগেই সতর্ক করে দেওয়া বালুর উচিত ছিল।"

"আমি—আমি? আমি কেমন করে বুঝব যে মোগলি এই সব হতচ্ছাড়াদের সঙ্গে খেলতে যাবে? বান্দর লোগ! ফুঃ!"

আর একবার খড়-কুটো নোংরা ঝরে পড়ল তাদের মাথায়; আর তখনই বালু ও বাঘীরা মোগলিকে নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল।

সাধারণত বান্দর লোগ কোন কিছু নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে না। কিন্তু এবার তাদের একজনের মাথায় একটা ফন্দি খেলে গেল। সবাইকে ডেকে সে বলল, মোগলিকে দলে টানতে পারলে সে অনেক কাজে লাগবে। সে বাঁশ-খড় দিয়ে মাথার উপরে ছাউনি বানাতে পারে; ঝড়-বাদলে সেটা খুব কাজে লাগবে। কথাটা বান্দর লোগদের সকলেরই মনে ধরল। তারা বলল, মোগলিকে সর্দার বানাতে পারলে তারাই হবে জঙ্গলের সব চাইতে জ্ঞানি-গুণী জন। তখন সকলেরই নজর পড়বে তাদের উপর।

অতএব—তারা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে বালু, বাঘীরা ও মোগলির পিছু নিল। দেখতে দেখতে দুপুরের ঘুমের সময় এসে গেল। নিজের কাজের জন্য মোগলি খুবই লজ্জা পেয়েছিল। সে মনে মনে স্থির করল, বান্দর লোগ-এর সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখবে না। এই ভেবে সে নিশ্চিন্ত মনে চিতা ও ভালুকের মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়ল।

তারপর—মোগলির কেবল এইটুকুই মনে আছে যে তার হাত-পায়ের উপর কারা যেন কঠিন, শক্তিশালী, ছোট হাত রাখল—তারপরেই তার চোখে-মুখে ডালপালার ঝট্‌কা লাগতে লাগল; গাছ-গাছালির ভিতর দিয়ে সে যেন কোথায় নেমে যাচ্ছে। বালুর চিৎকারে সমস্ত বনভূমি জেগে উঠল। বাঘীরা সব ক'টা দাঁত বের করে ছুটতে শুরু করল। বান্দর লোগরা জয়ের উল্লাসে চেঁচাতে-চেঁচাতে গাছের ডাল বেয়ে ক্রমেই উপরে উঠে যেতে লাগল। অত উঁচুতে ওঠার সাহস বাঘীরার নেই।

এবার শুরু হল চোরাই মাল নিয়ে বান্দর লোগ-এর দ্রুতগতি পলায়ন। সে পলায়নের বিবরণ কেউ দিতে পারবে না। পাহাড়ের উপরে নিচে তাদের নিয়মিত পথ-ঘাট-চৌমাথা আছে। আর সে সবই আছে সমতল থেকে পঞ্চাশ থেকে সত্তর বা এক শ' ফুট উপরে। দরকার হলে তারা সেই সব পথে রাতের বেলায়ও চলাফেরা করতে পারে। দুটো বলবান বান্দর মোগলির দুই হাত ধরে গাছের মাথার উপর দিয়ে এক এক লাফে বিশ ফুট দূরত্ব পার হতে লাগল। তারা যদি একলা হত তাহলে এর চাইতে দ্বিগুণ গতিতে তারা চলতে পারত, কিন্তু বাচ্চাটার ওজন তাদের গতিকে শ্লথ করে দিয়েছে। এইভাবে এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে মোগলির খুব অস্বস্তি বোধ হলেও ভ্রমণটা তার কাছে মোটামুটি ভালই লাগছিল। মাঝে মাঝেই খোলা আকাশের নিচে অনেক উঁচুতে উঠে দেখতে পেল মাইলের পর মাইল বিস্তৃত সবুজ বনভূমি; আবার পরক্ষণেই তার চোখে-মুখে লাগত ডালপালা ও পাতার ঝাপটা; সে ও তার দুই রক্ষী তখন নেমে এসেছে প্রায় মাটির কাছাকাছি।

এইভাবে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে, হুপ্-হুপ্ করে আর চিৎকার করে গোটা বান্দর লোগ উপজাতি গাছের পথ ধরে ছুটে চলল বন্দী মোগলিকে নিয়ে।

প্রথমদিকে মোগলির ভয় হচ্ছিল—ওরা বুঝি তাকে ফেলে দেবে। তারপর তার রাগ হতে লাগল, কিন্তু এটা বুঝল যে লড়াই করে কোন লাভ হবে না। তখন সে ভাবতে বসল।

সকলের আগে বালু ও বাঘীরাকে খবর পাঠাতে হবে, কারণ যে গতিতে বানরের দল ছুটছে তাতে তার দুই বন্ধু নির্ঘাৎ অনেক পিছিয়ে পড়বে। নিচে তাকানো বৃথা, কারণ তাতে গাছের মাথা

BanglaBook.org

ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না। তাই সে উপরে তাকাল, আর দূর নীলিমায় দেখতে পেল, একটা চিল দুই পাখা মেলে নিচের দিকে দৃষ্টি রেখে তাদের সঙ্গে সঙ্গেই উড়ে চলেছে; সে দেখতে চেষ্টা করছে জঙ্গলের মধ্যে কেউ মরতে বসেছে কিনা।

এক সময় চিলের চোখে পড়ল, বাঁদরগুলো কি একটা যেন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অমনি কয়েক শ' গজ নিচে নেমে সে বুঝতে চেষ্টা করল—বাঁদরদের বোঝাটা একটা খাদ্যদ্রব্য কিনা। যখন সে দেখল যে মোগলিকে একটা গাছের মাথায় টেনে তোলা হচ্ছে তখন সে সবিস্ময়ে একটা শিস্ দিয়ে উঠল; তার কানে এল মোগলি চিলকে উদ্দেশ করে বলছে—"আমরা একই রক্তের—তুমি এবং আমি।" বৃক্ষশাখার ঢেউয়ের আড়ালে ছেলেটা ঢাকা পড়ে গেল; কিন্তু চিল ঠিক সময়ে পারের গাছটার কাছে পৌঁছে ছোট বাদামি মুখখানাকে আবার দেখতে পেল।

মোগলি চিৎকার করে বলল, "আমার পথের উপর নজর রাখ। সীয়োনী দলের বালুকে আর 'পরিষদ পাহাড়'-এর বাঘীরাকে খবর দাও।"

"কার নামে খবর দেব ভাই?" চিল আগে কখনও মোগলিকে দেখে নি, যদিও তার কথা অনেক শুনেছে।

"মোগলি ব্যাঙ। ওরা আমাকে মানুষের বাচ্চা বলে ডাকে! আমার পথের উপর নজর রাখ!"

চিল মাথা নেড়ে উপরে উঠে গেল। ক্রমে সে একটা ধূলি-বিন্দুর মত হয়ে গেল। সেখানেই স্থির হয়ে ঝুলে থেকে দুটো দূরবীন-চোখ মেলে সে দেখতে লাগল মোগলির সহযাত্রীরা কোন্ পথে পাক খেতে খেতে চলছে।

এদিকে বালু আর বাঘীরা রাগে, দুঃখে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। বাঘীরা গাছ বেয়ে এত উঁচুতে উঠে গেল যেখানে সে আগে কখনও ওঠে নি। কিন্তু তার শরীরের ভারে সরু ডালগুলি ভেঙে পড়ল, আর সেও সর্-সর্ করে নিচে নেমে গেল দুই হাত ভর্তি গাছের বাকল নিয়ে।

সে বেচারি বালুকে একটা ধমক দিয়ে বলল, "কেন তুমি মানুষের বাচ্চাটাকে সাবধান করে দাও নি?"

তার কথায় কান না দিয়ে বালু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "ত্বরা কর! ত্বরা কর! আমরা—আমরা এখনও হয়তো ওদের ধরে ফেলতে পারি।"

"এই গতিতে ছুটে। এ রকম চললে তো একটা আহত গরুও ক্লান্তি বোধ করবে না। আইনের গুরুমশায়—বাচ্চা পেটানোর গোঁসাই—এভাবে এত মাইল গড়িয়ে চললে তোমার বুকটাই ফেটে দু'খানা হয়ে যাবে। স্থির হয়ে বসে ভাব! একটা পরিকল্পনা কর। ওদের তাড়া করে কোন ফল হবে না। আমরা যদি খুব কাছে পৌঁছে যাই তাহলে তো ওরা বাচ্চাটাকে নিচে ফেলে দিতেও পারে।"

"আর্‌রুল্লা! হু, উ! বোঝা বয়ে ক্লান্ত হয়ে এতক্ষণে হয়তো ওকে নিচে ফেলেই দিয়েছে। বান্দর-লোগদের কি বিশ্বাস আছে? আমার মাথায় মরা বাদুর চাপাও! আমাকে খেতে দাও পোড়া কালো হাড়! আমাকে মৌমাছির চাকের মধ্যে ছুঁড়ে দাও যাতে হুল ফুটিয়ে ওরা আমাকে মেরে ফেলে! আমাকে কবর দিও হায়েনাদের সাথে! ভালুকদের মধ্যে আমিই তো সব চাইতে অপয়া! আর্‌রুল্লা! ওয়াহুয়া! ওঃ মোগলি, মোগলি রে! তোর মাথাটা না ভেঙে কেন আমি বানরদের সম্পর্কে সাবধান করে দেই নি?"

থাবা দিয়ে দুই কান চেপে ধরে বালু গড়িয়ে গড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

একসময় উঠে বসে বলে উঠল, "ঠিক আছে;

BanglaBook.org

এই বান্দর লোগ পাহাড়ি সাপ কা-কে খুব ভয় করে। ওদের মতই কাও গাছে উঠতে পারে। রাত হলে সে বাচ্চা বানরদের চুরি করে। কা-র নাম শুনলেই ওদের লেজ ঠান্ডা হয়ে যায়। চল, আমরা কা-র কাছে যাই।"

বাঘীরা বলল, "সে আমাদের জন্য কি করতে পারবে? তার তো পা নেই, তাই সে আমাদের উপজাতিরও কেউ নয়—আর তার চোখ দুটোও দুষ্ট।"

বালু তবু বলল, "সে খুব বুড়ো আর খুব চতুর। তাছাড়া, সে তো সব সময়ই ক্ষুধার্ত থাকে। তাকে কিছু ছাগল ভেট দিলেই কাজ হবে।"

বাঘীরা কা-কে ভাল চেনে না; তাই তার মনের সন্দেহও যায় না। সে বলল, "কা তো একবার খেলেই একটা পুরো মাস ঘুমোয়। সে হয়তো এখনও ঘুমিয়েই আছে।"

বালু বলল, "তবু—চল আমরা দু'জনই তার কাছে যাই; তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলি।"

তখন দু'জনেই চলল পাহাড়ি ময়াল সাপ কা-র খোঁজে।

তাকে খুঁজে পেল পাহাড়ের একটা আল্‌সের উপর; বিকেলের পড়ন্ত রোদে টান-টান হয়ে শুয়ে শরীরটা গরম করছে, আর মাঝে মাঝেই জিভটা চাটছে; বুঝি কিছু খাবারের কথাই ভাবছে।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বালু বলল, "ব্যাটা এখনও কিছু খায় নি।" তারপরেই ময়াল সাপের বাদামি-হলুদ দাগ-দাগ নতুন চকচকে চামড়াটা দেখে বলে উঠল, "খুব সাবধান বাঘীরা। ও ব্যাটা খোলস বদলেছে। এ সময় ও একটু কানা হয়ে যায়; একটুতেই ছোবল মেরে বসে।"

ময়াল সাপ মোটেই বিষাক্ত নয়—বরং বিষাক্ত সাপদের সে ভীরু বলে ঘৃণাই করে—কিন্তু তার সব জোর তার গাঢ় আলিঙ্গনে—একবার যদি সে বিশাল বপুটা দিয়ে কাউকে জড়িয়ে ধরতে পারে, তাহলে আর কিছু বলতে হবে না।

সেখানে বসে বালু চেঁচিয়ে বলল, "তোমার শিকার ভাল হোক!" তার জাতের সব সাপের মতই কা-ও একটু কানে খাটো; প্রথম ডাকটা তার কানে যায় না। তারপরেই সে মাথাটা নিচু করে শরীরটাকে পাকিয়ে যে কোন দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত হয়।

কা উত্তর দিল, "আমাদের সবারই শিকার ভাল হোক! ওহো, বালু যে! তা—এখানে কি করছ? তোমার শিকারও ভাল হোক বাঘীরা! অন্তত আমাদের একজনের মত খাবার তো এক্ষুণি চাই! কোন শিকারের খোঁজ আছে নাকি? একটা হরিণের বাচ্চা, অথবা নিদেন পক্ষে একটা বাচ্চা ছাগল। আমার পেট তো শুকনো কূয়োর মত খালি।"

কিছু না ভেবেই বালু বলল, "আমরা তো শিকারেই বেরিয়েছি।"

কা বলল, "তাহলে অনুমতি কর, আমিও তোমাদের সঙ্গী হই। একা একা শিকারে যেতে ভয় করে। এই তো সেদিন মাঝ রাতে একটা বাচ্চা বানর শিকার করতে গিয়ে পা পিছলে গাছ থেকে প্রায় পড়েই গিয়েছিলাম। আর আমার সেই সর্-সর্ শব্দে বান্দর লোগ-এর ঘুম ভেঙে গেল। তারা আমাকে যাচ্ছেতাইভাবে গালাগাল করল।"

মুচকি হেসে বাঘীরা বলল, "পদহীন, হলুদ কেঁচো বলেছে তো?"

"স্-স্-স্! ওরা কি কদাপি আমাকে ঐ নামে ডাকে?" কা বলল।

"গত ভরা চাঁদের রাতে ওরা কিন্তু ঐ রকম একটা বলেই আমাদের গাল দিয়েছিল, কিন্তু আমরা তাতে কান দেই নি। ওরা তো যা খুশি তাই

BanglaBook.org

বলে—এমন কি এ-কথাও বলে যে তোমার একটাও দাঁত নেই, ছাগলছানার থেকে বড় কিছু তোমার মুখে রোচে না, কারণ ধেড়ে ছাগলের শিংকে নাকি তুমি খুব ভয় কর," বাঘীরা মিষ্টি-মিষ্টি করে বলল।

একটা সাপ, বিশেষ করে কা-র মত একটা সাবধানী বুড়ো ময়াল সাধারণত তার রাগকে প্রকাশ করে না। কিন্তু বালু ও বাঘীরা দেখল সেই কা-র গলার দুই দিককার গল-নালির পেশীগুলো ঢেউয়ের মত ওঠা-নামা করছে।

তাই সুযোগ-সন্ধানী বালু বলে উঠল, "আরে, আমরাও তো সেই বান্দর লোগদের খোঁজেই বেরিয়েছি। তাহলে ব্যাপারটা তোমাকে খুলেই বলি কা। ওই খেজুর-চোর ও তালপাতা কুড়োনির দল আমাদের মানুষের বাচ্চাটাকে চুরি করেছে। তুমি হয়তো আগেই তার কথা শুনেছ?"

"হ্যাঁ, ইক্কির কাছে শুনেছি, একটা মানুষের বাচ্চা নাকি নেকড়েদের দলে ঢুকেছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নি। ইক্কি তো ও রকম কত গল্পই করে।"

বালু বলল, "কিন্তু কথাটা সত্যি। এ রকম একটা মানুষের বাচ্চা বড় একটা দেখা যায় না। একটি সব চাইতে সেরা, জ্ঞানী ও সাহসী মানুষের বাচ্চা—আমার নিজের ছাত্র; একদিন সে সারা জঙ্গল রাজ্যে আমার খ্যাতি ছড়িয়ে দেবে। তাছাড়া, আমি—আমরা তাকে ভালবাসি কা।"

মাথাটা এদিক-ওদিক দোলাতে দোলাতে কা বলল, "ঠিক, ঠিক; ভালবাসা কাকে বলে তা আমিও জানি। ভালবাসার অনেক গল্প আমি তোমাদের বলতেও পারি—"

বাঘীরা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "সে সব শুনতে হলে তো একটা পরিষ্কার রাতের দরকার—সে সব পরে একদিন হবে। কি জান কা, আমাদের মানুষের বাচ্চাটা এখন বান্দর লোগ-এর হাতে পড়েছে; আর আমরা এটাও জানি যে জঙ্গলের সব প্রাণীদের মধ্যে তারা একমাত্র কা-কেই ভয় করে।"

কা বলল, "তারা কেবল আমাকেই ভয় করে। তার যথেষ্ট কারণ আছে। ওই বাঁদরগুলো তো বোকার হদ্দ, শুধু কিচির-মিচির করতেই জানে। একটা মানুষের বাচ্চা তাদের হাতে পড়েছে, এটা তো ভাল কথা নয়। আচ্ছা বলতো, বাচ্চাটাকে নিয়ে তারা কোন্ দিকে গেছে?"

"একমাত্র জঙ্গলই জানে। আমার বিশ্বাস, সূর্যাস্তের দিকে," বালু বলল। "আমরা তো ভেবেছিলাম তুমি ব্যাপারটা জানবে কা।"

"আমি? কেমন করে? তারা আমার পথ আটকালে আমি ছেড়ে কথা বলি না। কিন্তু আমি কখনও বান্দর লোগ, বা ব্যাঙ বা জলের গর্তের ব্যাঙাচিদের শিকার করি না।"

"উপর দিকে! উপর দিকে! হিল্লো! ইল্লো! ইল্লো! সীয়োনী নেকড়েদলের বালু, উপরে তাকাও!"

ওটা কার গলা জানবার জন্য বালু উপরের দিকে তাকাল। পাখা মেলে আকাশ থেকে নেমে আসছে চিল পাখি। এখন চিলের শোবার সময়, কিন্তু সে সারা জঙ্গলের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে ভালুকের খোঁজে। ঘন ডাল-পালার জন্য তাকে দেখতে পায় নি।

বালু প্রশ্ন করল, "ব্যাপার কি?"

বান্দর লোগদের মধ্যে আমি মোগলিকে দেখেছি। সেই আমাকে বলেছে তোমাকে খবর দিতে। আমি ঠিক খোঁজ রেখেছি। বান্দর লোগ তাকে নিয়ে গেছে নদীর ও-পারে বানরদের শহরে—ঠাণ্ডা গুহায়। সেখানে তারা একটা রাত, অথবা দশটা রাত, বা এক ঘণ্টাও থাকতে পারে।

BanglaBook.org

আমি বাদুরদের বলে দিয়েছি, অন্ধকারেও তারা যেন ওদের উপর নজর রাখে। নিচে যারা আছে তাদের সকলের শিকার ভাল হোক!"

বাঘীরা চেঁচিয়ে বলল, "চিল, তোমার পেট-ভরে খাবার আর চোখ ভরে ঘুম জুটুক। পরবর্তী শিকারের সময় তোমার কথা আমার মনে থাকবে। হে চিলের রাজা! একটা মাথা কেবল তোমার জন্যই আমি আলাদা করে রেখে দেব।"

"কিছু না। কিছু না। ছেলেটা মূল কথাটা ভোলে নি। আমিও সাধ্যমত চেষ্টা করেছি।" এই কথা বলে চিল পাখা মেলে তার বাসার দিকে উড়ে গেল।

গর্বের হাসি হেসে বালু বলল, "কথা বলতে সে ভুল করে নি। তাকে নিয়ে যখন গাছ থেকে গাছে টানা-পড়েন চলছে তখনও একটা ছোট ছেলে পাখিদের মূল কথাটি ভোলে নি—এটা কি ভাবা যায়!"

বাঘীরা বলল, "সত্যি, তার জন্য আমিও গর্ববোধ করছি। এবার আমাদের যেতে হবে ঠান্ডা গুহায়।"

সকলেই জানে জায়গাটা কোথায়, কিন্তু জঙ্গলের কোন প্রাণী কোন দিন সেখানে যায় নি, কারণ তারা যাকে ঠাণ্ডা গুহা বলে সেটা ছিল একটা পুরনো পরিত্যক্ত শহর, কবে হারিয়ে গেছে, চাপা পড়ে গেছে জঙ্গলের তলায়; আর যেখানে একসময় মানুষ বাস করত পশুরা সেখানে কদাচিৎ বাস করে।

বাঘীরা বলল, "পূর্ণ গতিতে ছুটলে জায়গাটা অর্ধেক রাত্রির পথ।"

বালু গম্ভীর মুখে বলল, "আমি যতটা দ্রুত পারি ছুটব।"

"তোমার জন্য অপেক্ষা করতে পারব না। তুমি পিছন-পিছন এস বালু। আমরা—কা এবং আমি—যাব বড় বড় পা ফেলে।"

কা সংক্ষেপে বলল, "পা থাকুক আর না থাকুক সব চারপেয়েদের সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে আমি চলতে পারব।"

বালু তাড়াতাড়ি ছোটার চেষ্টা করল, কিন্তু একটু পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল। অতএব তাকে পিছনে ফেলেই তারা দু'জন এগিয়ে গেল। বাঘীরা চিতাসুলভ দ্রুত তালেই ছুটতে লাগল। কা মুখে কিছু বলল না, কিন্তু পাহাড়ি ময়াল তার সঙ্গে সমান তালেই এগিয়ে চলল। একটা পাহাড়ি ঝর্ণার কাছে এসে বাঘীরা এগিয়ে গেল, কারণ নালাটা সে এক লাফেই পার হল, আর কা সেটা পার হল সাঁতার কেটে। কিন্তু সমতলে উঠেই সে ব্যবধানটা কাটিয়ে ফেলল।

গোধূলি নেমে এলে বাঘীরা বলল, "যে ভাঙা তালাটা আমাকে মুক্তি দিয়েছিল তার নামে বলছি, তুমি তো মোটেই শ্লথগতি নও।"

কা বলল, "আমি ক্ষুধার্ত। তাছাড়া, ওরা আমাকে ছিট-ছিট ব্যাঙ বলে ডাকে।"

দু'জনে আবার ছুটতে শুরু করল।

ঠাণ্ডা গুহায় পৌঁছে বান্দর লোগ একবারও মোগলির বন্ধুদের কথা ভাবে নি। তারা যে ছেলেটাকে হারানো শহরে নিয়ে আসতে পেরেছে তাতেই তারা খুশি।

মোগলি আগে কখনও ভারতবর্ষের কোন শহর দেখে নি। এই শহরটা যদিও এখন একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, তবু দেখতে কী আশ্চর্য সুন্দর। অনেক আগে কোন রাজা একটা ছোট পাহাড়ের উপর শহরটা গড়েছিল। ভেঙে-পড়া ফটক পর্যন্ত বাঁধানো রাস্তাগুলো এখনও দেখা যায়। প্রাচীরের ভিতরে ও বাইরে অনেক গাছ

BanglaBook.org

গজিয়েছে; অট্টালিকার উপরকার ফোঁকড় সমন্বিত প্রাচীরগুলি ভেঙে পড়েছে; গম্বুজের জানালা দিয়ে ঝুলছে বুনো লতাপাতা।

পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে ছাদবিহীন একটা বিরাট রাজপ্রাসাদ। প্রাঙ্গণের শ্বেতপাথর ও ঝর্ণাগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। প্রাসাদ থেকে তাকালেই চোখে পড়ে সারি সারি ছাদবিহীন বাড়ি; সেই সব বাড়ি নিয়েই তো একদিন গড়ে উঠেছিল একটা শহর। আজ সে সব বাড়ি অন্ধকারে ভর্তি শূন্য মৌচাকের মত দেখাচ্ছে। চৌমাথায় একটা আকারবিহীন কালো পাথর পড়ে আছে; একদিন হয়তো সেটাই ছিল কোন দেবদেবীর মূর্তি।

বানররা এই জায়গাটাকে বলে তাদের শহর, আর যেহেতু জঙ্গলের জীবরা বনে বাস করে তাই তাদের ঘৃণা করার ভান করে।

এক পড়ন্ত বিকেলে বানররা মোগলিকে টানতে টানতে ঠাণ্ডা গুহায় এনে ফেলল। দীর্ঘ পথযাত্রার পরে মোগলি হয়তো ঘুমিয়েই পড়ত, কিন্তু বানররা হাতে হাত ধরে নাচতে-গাইতে শুরু করে দিল। একটা বানর একটা বক্তৃতাও দিল। বন্ধুদের উদ্দেশে বলল, মোগলিকে বন্দী করা বান্দর লোগ-এর ইতিহাসে একটা নতুন ঘটনা, কারণ মোগলি আমাদের শেখাবে কেমন করে বাঁশ ও বেত দিয়ে এমন একটা বাড়ী তৈরি করা যায় যেটা বর্ষায় ও শীতে তাদের আশ্রয় দিতে পারবে।

কিছু লতাপাতা জোগাড় করে মোগলি সে কাজটা শুরু করে দিল, আর বানররাও তার দেখাদেখি কাজ করতে সচেষ্ট হল; কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে কাজে তাদের আগ্রহ ফুরিয়ে গেল; তারা একে অন্যের লেজ ধরে টানতে লাগল; অথবা চারপায়ে লাফালাফি শুরু করে দিল।

মোগলি বলল, "আমি খেতে চাই। জঙ্গলের এদিকটা আমি চিনি না। আমাকে খাবার এনে দাও, অথবা আমাকে অনুমতি দাও, আমি এখানে শিকার ধরে খাই।"

বিশ-ত্রিশটা বানর ছুটে বেরিয়ে গেল তার জন্য খেজুর ও বুনো পেপে আনতে; কিন্তু পথের মধ্যেই তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করে দিল; ফলগুলো নিয়ে যাবার কথা ভুলেই গেল।

ওদিকে মোগলি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ল। তার বেশ রাগও হল। সে জনহীন শহরের পথে পথে ঘুরতে লাগল, আর মাঝে মাঝেই নবাগতের শিকারের ডাক ছাড়তে লাগল; কিন্তু কোন জবাব এল না। মোগলি বুঝল, একটা বড়ই বাজে জায়গায় সে এসে পড়েছে। নিজের মনেই ভাবতে লাগল, বান্দর লোগদের সম্পর্কে বালু যা-যা বলেছে সবই দেখছি সত্যি। এদের কোন আইন নেই, শিকারের ডাক নেই, কোন সর্দার নেই—আছে কেবল বোকার মত কথাবার্তা, কিছু হাত সাফাইয়ের মুতবর্ব। সুতরাং আমি যদি এখানে অনাহারে মরি, বা নিহত হই, সে সবই আমার দোষ। কিন্তু আমার জঙ্গলে ফিরে যাবার চেষ্টা আমাকে করতেই হবে। বালু নির্ঘাৎ আমাকে পেটাবে, কিন্তু এখানে বান্দর লোগদের সঙ্গে কাটানোর চাইতে সেটা অনেক ভাল।

এক সময় একটা মেঘ এসে চাঁদকে ঢেকে দিল। মোগলি ভাবল, "আহা, চাঁদটা যদি আকারে যথেষ্ট বড় হত তাহলে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আমি হয়তো এখান থেকে এক ছুটে পালিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু আমি বড় ক্লান্ত।"

শহরের প্রাচীরের নিচে একটা নালার ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে দুটি সৎ বন্ধু ঐ একই মেঘের দিকে তাকিয়ে ছিল, কারণ বাঘীরাও কী জানত যে ভয়ংকর বানররা সেখানে সংখ্যায় অনেক

BanglaBook.org

বেশি, তাই তারা শহরে ঢোকার ঝুঁকি নিতে চায় নি। নিজেরা প্রতি একজনের বিরুদ্ধে এক শ' জন না হলে তারা কখনও যুদ্ধ করে না; আর জঙ্গলের প্রাণীরা তাদের পাত্তাও দেয় না।

কা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "আমি যাব পশ্চিম প্রাচীরের দিকে, আর ঢালু জমির উপর দিয়ে দ্রুত নেমে যাব। সংখ্যায় শত শত হলেও ওরা পিছন দিক থেকে আমার উপর এসে পড়বে না, কিন্তু—"

বাঘীরা বলল, "আমি তা জানি। এ সময় বালু যদি এখানে থাকত; কিন্তু আমাদের যা সাধ্য সেটা আমাদের করতেই হবে। মেঘ এসে চাঁদকে ঢেকে ফেললে আমি ছাদে উঠে যাব। সেখানে তারা ছেলেটাকে নিয়ে একটা সভার মত করছে।"

"শিকার জমবে ভাল!" কঠিন গলায় এই কথা বলে কা পশ্চিমের দেয়ালের দিকে চলে গেল। ওই প্রাচীরটাই ভেঙেছে সব চাইতে কম; তাই পাথর বেয়ে উঠতে বড় ময়াল সাপটার কিছুটা দেরি হয়ে গেল।

মেঘ এসে চাঁদকে ঢেকে ফেলল। মোগলি অবাক হয়ে ভাবল, এবার না জানি কি হবে। তারপরেই ছাদের উপর বাঘীরার হালকা পায়ের শব্দ তার কানে এল। কালো চিতা নিঃশব্দে ঢালু পথ বেয়ে নেমেই সমাগত বানরগুলোকে ডাইনে-বাঁয়ে সমানে আঘাত করতে লাগল। পঞ্চাশ-ষাট ফুট প্রশস্ত একটা বৃত্তাকারে তারা মোগলিকে ঘিরে বসে ছিল। তারা আতংকে ও ক্রোধে হৈ-হল্লা শুরু করে দিল। এমন সময় একটা বানর চিৎকার করে বলে উঠল, "আরে, ওতো এখানে সম্পূর্ণ একা। ওটাকে মার! মার!"

এক পাল বানর কামড়ে, ছাল তুলে, ছিঁড়ে ফেলে, টানাটানি করে চারদিক থেকে বাঘীরাকে ঘিরে ফেলল। আর পাঁচ-ছয়টা বানর মোগলিকে চেপে ধরে তাকে টানতে টানতে গ্রীষ্মাবাসের দেয়ালের উপর তুলে একটা ভাঙা গম্বুজের গর্তের ভিতর দিয়ে নিচে ঠেলে ফেলে দিল। মানুষের কাছে শিক্ষা পাওয়া ছেলে হলে তার শরীর ভীষণভাবে ছড়ে যেত, কারণ গর্তটা ছিল পুরো পনেরো ফুট গভীর, কিন্তু মোগলি নিচে পড়ল বালুর শিক্ষামত, তাই সে নেমে গেল মাটিতে দুই পা রেখে।

বানররা চেঁচিয়ে বলল, "তুই এখানেই পড়ে থাক, আগে তোর বন্ধুদের মেরে আসি, তারপর তোর সঙ্গে খেলা করব—অবশ্য বিষহরির চেলারা যদি তোকে জীবিত রাখে।"

সাপের ডাক ডেকে মোগলি বলে উঠল, "তোমরা ও আমি একই রক্তের জীব।" চারদিকে ছড়ানো ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে খস্‌-খস্‌, হিস্‌-হিস্‌ শব্দ তার কানে আসছিল। নিশ্চিত হবার জন্য সে পুনরায় ডাক ছাড়ল।

"ঠিক আছে! সকলে ফণা নামাও!" আধা ডজন চাপা গলা একসঙ্গে কথাগুলি বলল। "ছোট ভাইটি, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক, কারণ তোমার পায়ের চাপে আমাদের ক্ষতি হতে পারে।"

মোগলি যতটা সম্ভব শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার কানে এল কালো চিতার রণ-হুঙ্কার, আর বাঘীরার গভীর খুক-খুক কাশির শব্দ।

মোগলি ভাবল, নিশ্চয় বালু কাছেই কোথাও আছে; বাঘীরা কিছুতেই একলা আসত না। তখন সে হাঁক দিয়ে বলল, "বাঘীরা, পুকুরে চলে যাও! গড়িয়ে গড়িয়ে যাও। গড়াও আর ডুব দাও! জলের কাছে চলে যাও।"

সে ডাক বাঘীরার কানে গেল। মোগলি নিরাপদে আছে জেনে সে নতুন করে সাহস পেল। আর তখনই ভেঙে-পড়া দেয়ালের খুব

BanglaBook.org

কাছে জঙ্গলের ভিতর থেকে ভেসে এল বালুর গম্ভীর রণ-হুংকার। সে চেঁচিয়ে বলল, "বাঘীরা, আমি এখানে। আমি প্রাচীর বেয়ে উঠছি! যত তাড়াতাড়ি পারি। আহুওরা! আমার পায়ের নিচ থেকে পাথর খসে পড়ছে। ওরে কুখ্যাত বান্দর লোগ! আমি যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর্!"

তারপর শুরু হল এক ধুন্ধুমার যুদ্ধ!

সেই যুদ্ধ দেখে বাদুর মাঙ্ জঙ্গলের মাথার উপর দিয়ে উড়তে উড়তে এই মহাযুদ্ধের খবর ছড়িয়ে দিতে লাগল। এমন কি বুনো হাতি পর্যন্ত শুঁড় তুলে ডাকতে লাগল। তা শুনে অনেক দূর থেকে ঘুম ভেঙে লাফাতে লাফাতে ছুটে এল বানরের দল—পৌঁছে গেল ঠান্ডা গুহায় তাদের বন্ধুদের সাহায্য করতে। সে শব্দে মাইলের পর মাইল দূরের দিনচর পাখিদেরও ঘুম ভেঙে গেল।

তারপর এসে হাজির হল বিরাটদেহ কা। ময়াল সাপের সব শক্তি তো তার মাথায়। তার মাথার এক-এক ঢুঁতে কুপোকাত হতে লাগল বানরের পর বানর। তারপরেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই সব বানরদের উপর যারা দলে দলে হাজির হয়ে বালুকে ঘিরে ফেলে মোক্ষম মার মারছিল। এবার কা-কে দেখেই তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে ছুটে পালাতে লাগল। সকল বানরের মুখে একই রা—"কা! এ যে কা! পালা! পালা!"

যুদ্ধ শেষ হল।

বাঘীরা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "মানুষের বাচ্চাটাকে ফাঁদ থেকে তুলে আন। আমি আর পারছি না। ওরা হয়তো আবার আক্রমণ করতে পারে।"

কা হিস্-হিসিয়ে উঠল, "তুমি থামো! আমার হুকুম ছাড়া ওরা এক পাও নড়বে না। আমাকে ওরা যমের মত ভয় করে। দেখ ভাই, আমি আরও আগে কিছুতেই আসতে পারলাম না। মনে হচ্ছে, তোমার ডাক আমি শুনতে পেয়েছিলাম।"

বাঘীরা বলল, "আমি—আমি হয়তো লড়তে লড়তেই তোমাকে ডেকেছিলাম। বালু, তোমাকে কি খুব মেরেছে?"

বালু গম্ভীর হয়ে বলল, "ঠিক বুঝতে পারছি না ওরা আমার কি হাল করেছে। ওঃ! সত্যি, খুব মেরেছে। কা, আমি তো মনে করি, তোমার জন্যই আমরা—বাঘীরা ও আমি প্রাণটা ফিরে পেয়েছি।"

"ঠিক আছে। ছোট মানুষটি কোথায়?"

নিচ থেকে মোগলি চেঁচিয়ে বলল, "আমি এখানে, এই ফাঁদের মধ্যে। এই ভাঙা গম্বুজের দেয়াল বেয়ে আমি উঠতে পারছি না।"

ভিতর থেকে সাপের দল বলে উঠল, "ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও। ওতো ময়ূর মাওর-এর মত নাচছে। ওতো আমাদের বাচ্চাগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে।"

"হাঃ হাঃ!" মুচকি হেসে কা বলে উঠল, "এই ছোট মানুষটার দেখছি সর্বত্রই বন্ধু আছে। সরে দাঁড়াও ছোট মানুষ; বিষহরিরাও লুকিয়ে পড়। আমি দেয়ালটা ভেঙে ফেলছি।"

বেশ ভাল করে লক্ষ্য করে একটা শ্বেত পাথরের জাফরির মধ্যে কা একটা বিবর্ণ ফাঁটল খুঁজে পেল; তারপর একটু একটু করে পিছিয়ে গিয়ে এক লাফে শরীরটাকে মাটি থেকে ছয় ফুট উপরে তুলে প্রথমে লাফ দিয়ে এবং তারপরে অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে সজোরে আধ ডজন ঢুঁ মারতেই জাফরিটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। আর মোগলিও এক লাফে সেই ফোঁকড়ের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসে বালু ও বাঘীরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুই হাতে দু'জনের গলা জড়িয়ে ধরল।

BanglaBook.org

তাকে আদর করতে করতে বালু বলল, "তোমার খুব লেগেছে কি?"

"আমি আঘাত পেয়েছি, ক্ষিধেও পেয়েছে, শরীরের ছাল-চামড়াও ছড়ে গেছ; কিন্তু—হায় দাদারা! তোমাদের যে ওরা ভীষণ মেরেছে। তোমাদের শরীর থেকে রক্ত ঝরছে!"

ছাদের উপরে এবং পুকুরের চারপাশে মরা বানরদের দেখিয়ে বাঘীরা বলল, "ও-পক্ষের ওরাও মরেছে।"

বালু বলে উঠল, "ও কিছু না, কিছু না, তুমি যে নিরাপদে আছ সেটাই বড় কথা!

বাঘীরা বলল, "ও সব বিচার পরে হবে। কিন্তু এই যে কা-কে দেখছ, ওর দৌলতেই আমরা যুদ্ধ জিতেছি, আর তুমি ফিরে পেয়েছ তোমার জীবন। আমাদের প্রথা অনুযায়ী তুমি ওকে ধন্যবাদ দাও মোগলি।"

মুখটা ফিরিয়ে মোগলি দেখল, বিশাল ময়ালের মাথাটা তার নিজের মাথার এক ফুট উঁচুতে দুলছে।

কা বলল, "তাহলে এই সেই ছোট মানুষ। ওর চামড়াটা খুব নরম, আর দেখতেও বান্দর লোগদের চাইতে বেশি আলাদা নয়। খুব সাবধান ছোট মানুষ; সদ্য খোলস ছাড়ার পরে কোন গোধূলি বেলায় তোমাকে যেন বানর বলে ভুল করে না বসি।"

মোগলি জবাব দিল, "তুমি আর আমি একই রক্তের জীব। আজ রাতে তোমার কাছ থেকে আমার জীবন ফিরে পেলাম। হে কা, যদি তুমি কোন দিন ক্ষুধার্ত হও তাহলে আমার শিকারই হবে তোমারও শিকার।"

তার চোখ দুটো ঝিকমিকিয়ে উঠলেও কা বলল, "ছোট ভাইটি, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, এমন সাহসী শিকারী কি কি শিকার করতে পারে? এর পরে তুমি যখন শিকারে যাবে তখন যাতে তোমাকে অনুসরণ করতে পারি তাই প্রশ্নটা করলাম।"

"আমি কিছুই শিকার করি না,—আমি তো বড়ই ছোট,—কিন্তু আমি ছাগলগুলোকে তাদের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাই যারা তাদের কাজে লাগাতে পারে। তোমার যখন হাত খালি থাকবে তখন এসে দেখে যেও আমি সত্যি বলছি কি না।" দুটি হাত মেলে ধরে সে বলল, "আমার এই হাত দুটোর কিছু কৌশল আছে; তোমরা যদি কখনও ফাঁদে পড় তাহলে তোমার কাছে, বাঘীরার কাছে, আর বালুর কাছে আজ আমি যে ঋণে আবদ্ধ হলাম, সেই ঋণ সেদিন আমি শোধ করে দেব। আমার গুরুমশায়রা, তোমাদের সকলেরই ভাল শিকার হোক, এই কামনাই করি।"

বালু গর্-গর্ করে বলে উঠল, "বেশ বলেছ।" ময়াল তার মাথাটা মোগলির কাঁধের উপর আস্তে এক মিনিট রেখে বলল, "যেমন সাহসী মন, তেমনই সাহসী জিভ। ওহে ছোট মানুষ, এই গুণই তোমাকে জঙ্গলের পথে অনেক দূরে নিয়ে যাবে। কিন্তু এবার তুমি বন্ধুদের নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়। চলে যাও, আর ঘুমিয়ে পড়, কারণ চাঁদ অস্ত যাচ্ছে, আর তারপরে যা ঘটবে সেটা তোমার না দেখাই ভাল।"

পাহাড়ের ওপারে চাঁদ ঢলে পড়ছে। বানরের দল সারি বেঁধে কাঁপতে কাঁপতে প্রাচীরের উপর এসে সমবেত হল। বালু পুকুরে গেল জল খেতে; বাঘীরা তার লোমগুলোকে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখল; আর কা উড়াল দিয়ে ছাদের মাঝখানে পৌঁছে এমন একটা শব্দ করে তার চোয়াল দুটোকে একত্র করল যাতে সবগুলো বানরের চোখ গিয়ে তার উপরেই পড়ল।

সে বলল, "চাঁদ অস্ত যাচ্ছে। এখনও কি চোখে দেখার মত আলো আছে?"

BanglaBook.org

গাছের মাথায় বাতাসের মত প্রাচীরের উপর থেকে একটা আর্তস্বর ভেসে এল: "হে কা, আমরা দেখতে পাচ্ছি।"

"ভাল কথা। এবার নাচ শুরু হোক—কা-র ক্ষুধার নাচ। চুপ করে বসে দেখ।"

মাথাটাকে ডাইনে-বাঁয়ে দোলাতে দোলাতে একটা বড় বৃত্তাকারে সে দুই, তিনবার ঘুরল। তারপর নিজের শরীরটা দিয়ে কখনও একটা ফাঁস বা ইংরেজি আট-এর সংখ্যা তৈরি করল; কখনও বা নরম পংকিল ত্রিভূজগুলো ক্রমে ক্রমে হয়ে গেল সমচতুর্ভূজ এবং পঞ্চভূজ নকসায়; আর একবারও বিশ্রাম না নিয়ে, তাড়াহুড়া না করে, একবারও না থেমে অনুচ্চ কণ্ঠে গুন-গুন করে একটানা গান গেয়ে গেল। ধীরে ধীরে নেমে এল আঁধার, আরও ঘন আঁধার; শেষ পর্যন্ত কুণ্ডলিগুলি পরিবর্তিত হতে হতে এক সময়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু তার শল্কগুলির খস্-খস্ শব্দটা তখনও তাদের কানে বাজতে লাগল।

বালু ও বাঘীরা পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; তাদের গলার ভিতরে একটা ঘড়্-ঘড়্ আওয়াজ হতে লাগল; গলার লোম খাড়া হয়ে উঠল; আর মোগলি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

অবশেষে শোনা গেল কা-র কণ্ঠস্বর, "বান্দর লোগ, আমার হুকুম ছাড়া তোমরা কি হাত বা পা নাড়তে পার? বল!"

"তোমার হুকুম ছাড়া আমরা হাত বা পা কোনটাই নাড়াতে পারি না হে কা!"

"ভাল! সকলে আমার দিকে এক পা এগিয়ে এস।"

সারি সারি বানররা অসহায়ভাবে একটা ঢেউয়ের মত এগিয়ে গেল। বালু ও বাঘীরাও তাদের সঙ্গে এক পা এগিয়ে গেল।

"আরও কাছে!" কা হিস্‌হিসিয়ে বলে উঠল; সকলে আবার এগিয়ে গেল।

বালু ও বাঘীরাকে সরিয়ে আনতে মোগলি তাদের কাঁধের উপর হাত রাখল; দুই বিশালদেহ পশু এমন ভাবে হাঁটতে শুরু করল যেন তারা স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছে।

বাঘীরা ফিস্-ফিস্ করে বলল, "আমার কাঁধে তোমার হাতটা রাখ। এখানেই রাখ, নইলে আবার আমাকে ফিরে যেতে হবে—কা-র কাছে ফিরে যেতেই হবে। আঃ!"

মোগলি বলল, "কা ধূলোর উপর কতকগুলি বৃত্ত আঁকছে মাত্র; চল, আমরা ফিরে যাই।" তারা দেয়ালের একটা ফাঁকা জায়গা দিয়ে তিনজন চুপিচুপি বেরিয়ে জঙ্গলের পথ ধরল।

আবার নিথর গাছপালার নিচে দাঁড়িয়ে বালু বলে উঠল, "হুপ্! আর কখনও আমি কা-র দলে ভিড়ব না।" তার সারা শরীর কেঁপে উঠল।

বাঘীরা কাঁপতে কাঁপতে বলল, "সে আমাদের চাইতে অনেক বেশি জানে। ওখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে আমি নির্ঘাৎ পায়ে হেঁটে ওর গলার মধ্যে ঢুকে যেতাম।"

বালু বলল, "চাঁদটা আর একবার উঠবার আগে অনেকেই ও পথ ধরে হাঁটবে। কা-র নিজস্ব কায়দায় শিকারটা বেশ ভালই হবে।"

মোগলি ময়াল সাপের সম্মোহন-শক্তির কিছুই জানে না; তাই সে জানতে চাইল। "কিন্তু এসবের অর্থ কি? একটা বড় সাপ অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত কতকগুলি অর্থহীন বৃত্ত তৈরি করল—এর বেশি কিছু তো আমি দেখলাম না। আর তার নাকটাও বেশ ফুলে গিয়েছিল। হো! হো!"

বাঘীরা রেগে বলল, "মোগলি, তোমার জন্যই ওর নাকের এই দশা হয়েছে; ঠিক যেমন তোমার জন্যই আমার কান, দুটো পাশ আর থাবা এবং

BanglaBook.org

বালুর গলা ও কাঁধ দুটো ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। অনেক দিন পর্যন্ত বালু বা বাঘীরা কেউই মনের সুখে শিকার ধরতে পারবে না।"

"ও কিছু না," বালু বলে উঠল; "মানুষের বাচ্চাটাকে তো আমরা ফিরে পেয়েছি।"

"সত্যি কথা; কিন্তু যে সময়টা আমরা ভাল ভাল শিকার ধরতে পারতাম, সেই সময়ে ওরই জন্য আমাদের অনেক দাম দিতে হয়েছে; আমরা আহত হয়েছি, আমাদের লোম উঠে গেছে—আমার পিঠ বরাবর তো অর্ধেক লোমই উঠে গেছে—আর, সব চাইতে বড় কথা—আমাদের মান-মর্যাদাও গেছে। মনে রেখো মোগলি, আমি যে কালো চিতা আমিও বাধ্য হয়েছিলাম আত্মরক্ষার জন্য কা-কে ডাকতে; আর বালু আর আমি—আমরা দু'জনই তো তার বুভুক্ষা-নৃত্য দেখে ছোট পাখির মত বোকা বনে গিয়েছিলাম। জান মানুষের বাচ্চা, এ সবই বান্দর লোগদের সঙ্গে তোমার খেলাধূলার পরিণাম।"

মোগলি দুঃখিত হয়ে বলল, "সত্যি; একথা খুব সত্যি। আমি একটা শয়তান মানুষের বাচ্চা; আমার পেটটাই যত নষ্টের গোড়া।"

"ওফ্! এ বিষয়ে জঙ্গলের আইন কি বলে বালু?"

মোগলিকে আরও দুঃখের মধ্যে ঠেলে দেবার ইচ্ছা বালুর ছিল না; কিন্তু আইন নিয়ে ছেলেখেলাও সে করতে পারে না। তাই দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল, "দুঃখ কখনও দণ্ডকে রদ করতে পারে না। কিন্তু মনে রেখো বাঘীরা, ও বড়ই ছেলেমানুষ।"

"তা মনে রাখব; কিন্তু সে অনেক ক্ষতি করেছে; তাই আঘাত তাকে পেতেই হবে। মোগলি, তোমার কিছু বলার আছে?"

"কিছু না। আমি ভুল করেছি। বালু আর তুমি আহত হয়েছ। বিচার তো হবেই।"

বাঘীরা আদর করে ছয় বার তার পিঠে আস্তে আস্তে করে চাপড় দিল। একটা চিতা বাঘের দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখলে এই আদরের চাপড় তার বাচ্চাদের মনের উপর কোন রেখাপাত করত না, কিন্তু একটা সতেরো বছরের বালকের পক্ষে এ শাস্তি বড়ই কঠিন বলে মনে হল। সব শেষ হয়ে গেলে মোগলি একবার হাঁচি দিল; তারপর একটা কথাও না বলে উঠে দাঁড়াল।

বাঘীরা বলল, "ছোট ভাইটি, এবার আমার পিঠে চড়ে বসো। এখন আমরা বাড়ি যাব।"

জঙ্গলের আইনের একটা মজা হল, শাস্তিতেই সব গণ্ডগোল মিটে যায়। পরে তা নিয়ে কেউ খুঁৎ-খুঁৎ করে না।

মোগলি বাঘীরার পিঠে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল; তারপর এত গভীর ঘুম ঘুমলো যে গুহা-বাড়িতে গিয়ে তাকে যখন নেকড়ে মার পাশে শুইয়ে দেওয়া হল, তখনও তার ঘুম ভাঙল না।

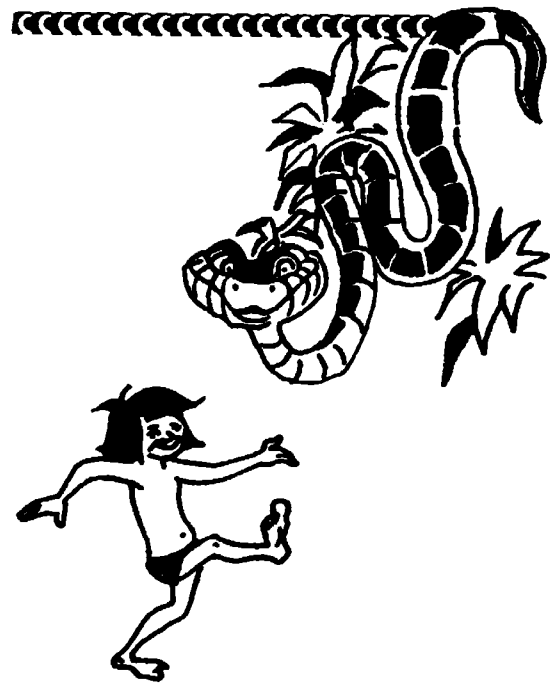

BanglaBook.org

বাঘ ! বাঘ !

এবার আমাদের ফিরে যেতে হবে প্রথম কাহিনীতে।

"পরিষদ-পাহাড়"-এ দলের সঙ্গে লড়াইয়ের পরে মোগলি নেকড়ের গুহা ছেড়ে চাষের জমির দিকে নেমে গেল। সেখানে গ্রামবাসীরাই থাকে। কিন্তু সেখানেও সে থামল না, কারণ অঞ্চলটা জঙ্গলের খুব কাছে। সে জানত, পরিষদ-এর অন্তত একজন তার চরম শত্রু হয়ে গেছে। সুতরাং যে অসমান রাস্তাটা উপত্যকা থেকে নিচের দিকে নেমে গেছে সেইটা ধরে সে প্রায় লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলল। প্রায় বিশ মাইল পার হয়ে সে পৌঁছে গেল একটা অজানা দেশে। চারদিকে অনেক ছোট ছোট পাহাড় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। মাঝে মাঝেই বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি নালা। তারই এক প্রান্তে একটা ছোট গ্রাম, আর অন্য প্রান্তে ঘন জঙ্গল। সারা মাঠে গরু-ছাগল ও মোষ ঘাস খাচ্ছে। ছোট ছোট রাখাল ছেলেরা মোগলিকে দেখেই হৈ-হৈ করে ছুটে পালিয়ে গেল। গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে-বেড়ানো হলুদ কুকুরগুলো ঘেউ-ঘেউ করে ডাকতে শুরু করল।

মোগলি এগিয়েই চলল। তার খুব ক্ষিধে পেয়েছে। গ্রামের ফটকে পৌঁছে দেখল, গোধূলি সন্ধ্যায় যে বড় কাঁটার ঝোপটা ফটকের সামনে রেখে দেওয়া হয়েছিল সেটাকে এক পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

"হুম্প্!" শব্দটা তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। কারণ কিছু খাদ্যের সন্ধানে সারা রাত গ্রামের পথে ঘুরে ঘুরে এরকম অনেক অস্থায়ী

BanglaBook.org

বেড়া তার চোখে পড়েছে। "তাহলে এখানেও সকলে জঙ্গলের প্রাণীদের ভয় করে।"

সে ফটকের পাশেই বসে পড়ল। একটি লোক বেরিয়ে আসতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে হা করল; বোঝাতে চাইল যে তার কিছু খাবার চাই। লোকটি চমকে উঠে গ্রামের একমাত্র রাস্তা ধরে ছুটতে ছুটতে পুরুত ঠাকুরকে ডাকতে লাগল। পুরুত ঠাকুর বড়সড় মোটা মানুষ; পরনে সাদা পোশাক, কপালে লাল-হলুদ রেখা। পুরুত ঠাকুর গ্রামের ফটকে এসে হাজির হল অন্তত এক শ' লোক সঙ্গে নিয়ে। সকলেই মোগলিকে দেখিয়ে ভীত হয়ে হৈ-চৈ করে নানা রকম মন্তব্য করতে লাগল।

মোগলি নিজের মনেই বলল, "এই পুরুষ মানুষগুলো আদব-কায়দা একেবারেই জানে না। একমাত্র হনুমানরাই এ রকম আচরণ করে থাকে।" মাথার লম্বা চুলের গোছা পিছনে সরিয়ে দিয়ে সে ভুরু কুঁচকে ভিড়ের দিকে তাকাল।

পুরুত ঠাকুর বলল, "ভয় পাবার কি আছে? ওর হাত-পায়ের দাগগুলোর দিকে তাকাও। ওগুলো সব নেকড়ের কামড়ের দাগ। ও একটা নেকড়ে-শিশু মাত্র; জঙ্গল থেকে পালিয়ে এসেছে।"

কথাটা সত্যি। একসঙ্গে খেলা করার সময় নেকড়ের বাচ্চাগুলো প্রায়ই না বুঝে তাদের নখগুলো একটু বেশি জোরে মোগলির গায়ে বসিয়ে দিত। তাই তার সারা হাত-পায়ে সাদা-সাদা চাকা-চাকা দাগ। সে অবশ্য প্রাণ গেলেও এগুলোকে কামড়ের দাগ বলবে না, কারণ আসল কামড় কাকে বলে সেটা সে জানত।

তিনটে মেয়েছেলে একসঙ্গে বলে উঠল, "আরে! আরে! বেচারিকে নেকড়েয় কামড়েছে! কী সুন্দর ছেলেটি! চোখ দুটো যেন আগুনের ভাঁটা। আমি বাজি ধরে বলছি মেসুয়া, যে ছেলেটাকে বাঘে নিয়ে গিয়েছিল এ সেই ছেলে; অন্য কেউ না।"

কব্জিতে ও গোড়ালিতে তামার ভারি আংটা পরা একটি মেয়েছেলে "আমাকে একবার দেখতে দে তো" বলে মোগলিকে ভাল করে লক্ষ্য করল। বলল, "আসলে এ সে নয়। এ ছেলেটা একটু বেশি পাতলা, কিন্তু দেখতে হুবহু আমার ছেলের মতই।"

পুরুত ঠাকুর চতুর মানুষ। সে জানত, মেসুয়া এই গ্রামের সব চাইতে ধনী মানুষের বৌ। এক মিনিট আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "জঙ্গল যাকে নিয়েছে, জঙ্গলই তাকে ফেরৎ পাঠিয়েছে। ছেলেটিকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাও বোন; আর মানুষের ভাগ্যদ্রষ্টা এই পুরুতের সম্মান-দক্ষিণার কথাটা ভুলো না।"

মোগলি নিজের মনেই বলল, "যে ষাঁড় আমাকে কিনেছিল তার দোহাই, এই সব কথাবার্তা নেকড়ে দলের উপেক্ষারই নামান্তর মাত্র! বেশ, আমি যদি মানুষই হই তো একটা মানুষের মত মানুষই হব।"

মেয়েছেলেটি ইঙ্গিতে মোগলিকে নিয়ে তার কুঁড়ে ঘরে চলে গেল। ভিড়ও ভেঙে গেল। নতুন বাড়িতে ঢুকে মোগলি দেখতে পেল লাল গালায় পালিশ করা একটা খাট, নানান কারুকার্য করা একটা বড় মাটির ফসলের গোলা, আধ ডজন তামার হাঁড়ি, ছোট কুলুঙ্গিতে একটি হিন্দু দেবতার মূর্তি, আর একটা আসল আয়না, যেমনটি বড় বড় মেলায় কিনতে পাওয়া যায়।

সে ছেলেটিকে অনেকটা দুধ ও রুটি খেতে দিল। তারপর তার মাথার উপর হাতটা রেখে তার দুটি চোখের দিকে তাকাল। হয়তো সে ভেবেছে, বাঘ তার যে ছেলেকে জঙ্গলে নিয়ে

BanglaBook.org

গিয়েছিল তার সেই ছেলেই হয়তো জঙ্গল থেকে ফিরে এসেছে। তাই সে ডাকল: "নাথু, ও নাথু!" মোগলি যে নামটা জানে এমন কোন ভাব সে দেখাল না। "আচ্ছা, যে দিনটাতে আমি তোকে নতুন জুতো দিয়েছিলাম সেদিনের কথা কি তোর মনে পড়ে?' সে ছেলেটির পায়ে হাত বুলাল; এতো প্রায় শিংয়ের মতই শক্ত। মেয়েছেলেটি সখেদে বলে উঠল, "না, এই দুটো পা কোন দিন জুতো পরে নি। কিন্তু তুমি অবিকল নাথুর মত দেখতে, আর আমার ছেলে হয়েই এখানে থাকবে।"

মোগলি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে, কারণ আগে কখনও সে ছাদের তলায় থাকে নি; কিন্তু ছাদের খড় দেখেই বুঝতে পারল, ইচ্ছা করলে যে কোন সময়ে এই ছাদ ভেঙে সে বেরিয়ে যেতে পারবে; আর জানালাতেও কোন খিল নেই। শেষ পর্যন্ত সে নিজের মনেই বলতে লাগল: "মানুষের কথাই যদি না বুঝতে পারি তাহলে মানুষ হয়ে লাভ কি? আমাদের জঙ্গলে গেলে একটা মানুষের যে অবস্থা হবে এখানে তো আমিও তার মতই বোকা ও বোবা। মানুষের ভাষা আমাকে শিখতেই হবে।"

তার সে চেষ্টা সফল হতে দেরি হল না। মেসুয়া একটা শব্দ উচ্চারণ করা মাত্রই মোগলি সেটাকে হুবহু নকল করতে শিখল; আর অন্ধকার নেমে আসার আগেই সে ঘরের অনেক জিনিসের নাম শিখে ফেলল।

কিন্তু মুশকিল দেখা দিল শোবার সময়। চিতার ফাঁদের মতো দেখতে এই কুঁড়েঘরে তার ঘুমই এল না। তাই তারা যখন ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল, মোগলি তখন জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। মেসুয়ার স্বামী বলল, "ওর ইচ্ছামতই ওকে চলতে দাও। মনে রেখো যে আজ পর্যন্ত কোন দিন সে বিছানায় শোয় নি। সে যদি সত্যি সত্যি আমাদের ছেলে হয়েই এসে থাকে, তাহলে এখান থেকে পালাবে না।"

মাঠের এক প্রান্তে কিছু লম্বা, পরিষ্কার ঘাসের উপর মোগলি টান্-টান্ হয়ে শুয়ে পড়ল, কিন্তু চোখ দুটো বুজবার আগেই একটা নরম, ধূসর নাক তার থুতনিকে খোঁচা মারল।

"ফুঁ!" ধূসর ভাইটি (সেটি নেকড়ে মার বড় বাচ্চা) বলে উঠল। "বিশ মাইল ঠেঙিয়ে এলাম এইটুকু পেতে। তোমার গায়ে ধোঁয়া ও গৃহপালিত জীবের গন্ধ—এর মধ্যেই প্রায় মানুষ হয়ে উঠেছ। ছোট ভাই, ওঠ। আমি খবর এনেছি।" তাকে জড়িয়ে ধরে মোগলি বলল, "জঙ্গলের সব কুশল তো?"

"সব ভাল; তবে লাল কমলের আগুনে কিছু নেকড়ে পুড়ে গিয়েছিল। এখন শোন। শেরে খান শিকার ধরতে অনেক দূরে চলে গেছে; তার শরীর ভীষণভাবে ঝলসে গেছে; তাই যতদিন নতুন চামড়া না হবে ততদিন সে দূর দেশেই থাকবে। বলে গেছে, ফিরে এসে তোমার হাড়গুলো সে বাঘগঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে।"

"সে সম্পর্কে দুটো কথা বলার আছে। আমিও একটা ছোট প্রতিজ্ঞা করেছি। কিন্তু সংবাদ সব সময়ই ভাল। আজ আমি বড় ক্লান্ত—নতুন পরিবেশ নিয়ে ক্লান্ত ধূসর ভাই,—কিন্তু সব সময় আমাকে সংবাদ এনে দিও।"

ধূসর ভাই উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, "তুমি যে নেকড়ে সেটা ভুলবে না তো? মানুষ তোমাকে ভুলতে দেবে না, এই তো?"

"কখনও না। আমি সর্বদা মনে রাখব যে আমি তোমাকে ভালবাসি—আমাদের গুহার সব্বাইকে ভালবাসি। কিন্তু এ-কথাও সর্বদা আমার স্মরণে থাকবে যে নেকড়ের দল থেকে আমাকে

BanglaBook.org

তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।"

"আর—অন্য একটা দল থেকেও তুমি বিতাড়িত হতে পার। দেখ ছোট ভাই, মানুষ মানুষই; তাদের কথাও পুকুরের ব্যাঙের কথার মতই। আবার যখন তোমার কাছে আসব, তখন চাষের জমির শেষে ওই বাঁশবনে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।"

সেই রাতের পরে তিন-তিনটে মাস মোগলি কদাচিৎ গ্রামের ফটকটা পার হয়েছে; মানুষের চাল-চলন, রীতি-নিয়ম শিখতে সে এতই ব্যস্ত ছিল। প্রথমেই তাকে একটা কাপড় পরতে হত, আর সেটা ছিল একটা ভয়ংকর ব্যাপার; তারপর তাকে শিখতে হল টাকা-পয়সার লেনদেন; সেটা সে একেবারেই বুঝত না; আর লাঙল দিয়ে চাষের যে কি দরকার সেটাও সে বুঝত না। তারপর গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে বড়ই রাগাত। ভাগ্য ভাল যে জঙ্গলের আইন তাকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে শিখিয়েছে, কারণ জঙ্গলে মাথা ঠাণ্ডা রাখার উপরেই জীবন-মরণ নির্ভর করে।

একদিন পুরুত ঠাকুর এসে মেসুয়ার স্বামীকে বলল, "এবার যত তাড়াতাড়ি পার মোগলিকে কাজে পাঠাও।" ওদিকে গ্রাম-প্রধানরাও মোগলিকে জানাল যে পরদিন থেকে সে মোষের পাল নিয়ে মাঠে যাবে এবং তাদের ঘাস খাওয়াবে। এতে মোগলি তো মহাখুশি; সেই রাত থেকেই সে যেন গোটা গ্রামের চাকর হয়ে গেল। মাঠে গিয়েই সে সেখানকার একটা আড্ডার দলে ভিড়ে গেল। রোজ সন্ধ্যায় আড্ডাটা বসত একটা বড় ডুমুর গাছের তলায় মাটির বেদীর উপর। ওটাই গ্রামের ক্লাব। সেখানে এসে জুটত গ্রাম-প্রধান, চৌকিদার, আর নাপিত (গ্রামের সব রকম গাল-গল্প থাকত তার ঠোঁটের আগায়); আর ছিল গ্রামের শিকারী বলদেও—তার ছিল একটা সেকেলে বন্দুক। তারা সকলেই সেখানে আসত আর হুক্কা টানত। গাছের আগডালে বসে বানররা কিচির-মিচির করত; বেদীর নিচে গর্তের মধ্যে থাকত একটা গোখড়ো সাপ; প্রতি রাতেই একটা ছোট বাটিতে করে তাকে দুধ দেওয়া হত, কারণ সকলেই তাকে পবিত্র দেবী বলে মনে করত। অনেক রাত পর্যন্ত নানা রকম গল্প-গুজব করে সকলেই যার যার বাড়িতে ফিরে যেত।

একদিন সন্ধ্যায় বলদেও সকলকে বুঝিয়ে বলছিল—যে বাঘটা মেসুয়ার ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল সে ছিল একটা বাঘ-ভূত; তার দেহে ভর করেছিল এক বুড়ো সুদখোরের ভূত। সে বলল, "আমি জানি এটা সত্যি, কারণ পুরণ দাস সব সময় খুঁড়িয়ে হাঁটত, আর যে বাঘটার কথা আমি বলছি সেটাও খোঁড়াত; তার পায়ের ছাপগুলোও অসমান ছিল।"

সব পাকাচুল বুড়োরা: "সত্যি, সত্যি, নির্ঘাত সত্যি," বলে মাথা নাড়তে লাগল।

মোগলি বলে উঠল, "এসব কাহিনীই কি মাকড়শার জাল আর চাঁদের মা বুড়ির মতই অলীক? এ-কথা তো সকলেই জানে যে বাঘ খোঁড়ায় যেহেতু সে জন্ম হতেই খোঁড়া। যে বাঘের একটা শেয়ালের সাহসটুকুও ছিল না সে ভর করবে এক সুদখোরের আত্মায়, এটা তো নেহাৎ ছেলেমানুষী গল্প।"

এক মুহূর্তের জন্য বিস্মিত বলদেওর মুখে কথা ফুটল না। গ্রাম-প্রধানও হা করে তাকিয়ে রইল।

"ওহো! এ সেই জংলী ছোঁড়াটা, তাই না? তোর যদি এতই বিদ্যেবুদ্ধি, তো তার চামড়াটা খানিওয়াড়াতে নিয়ে আয় না; সরকার তো তার জন্যে এক শ' টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

BanglaBook.org

তার চাইতে ভাল হয়, বড়রা যখন কথা বলে তখন তার মধ্যে কথা বলতে আসিস না।"

মোগলি উঠে দাঁড়াল। মুখটা ঘুরিয়ে বলল, "সারা সন্ধ্যা এখানে শুয়ে আমি সব কথাই শুনেছি। জঙ্গলের ব্যাপারে দু' একবার ছাড়া একটা সত্যি কথাও সে বলে নি। অথচ জঙ্গলটা তো আছে তার দোর গোড়াতে। তাহলে কেমন করে আমি বিশ্বাস করব, যে সব ভূত, দেবতা ও অপদেবতার কথা সে বলেছে তাদের সকলকেই সে চোখে দেখেছে?"

গ্রাম-প্রধান বলে উঠল, "অনেকক্ষণ হল ছোকরাটার গরু-মোষ নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় হয়ে গেছে।" ওদিকে, মোগলির উদ্ধত ব্যবহারে বলদেও তো রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা!

একদিন একদল রাখাল তাদের গরু, ষাঁড় ও মহিষ নিয়ে মাঠে গেল চরাতে। সেই দলে মোগলিও ছিল। এর মধ্যেই সে একজন সর্দার-রাখাল হয়ে উঠেছে। ভোর হতেই মোগলি তার প্রিয় বাহন "বামা" ষাঁড়ের পিঠে চড়ে গ্রামের পথে নামল। শ্লেট-নীল রংয়ের মহিষগুলো তাদের লম্বা, পিছন দিকে বাঁকানো শিং ও বন্য চোখ নিয়ে একে একে গোয়াল থেকে বেরিয়ে এসে মোগলির পিছন-পিছন হাঁটতে শুরু করল। সঙ্গী-সাথী অন্য সব রাখালদের মোগলি খুব পরিষ্কার করেই বুঝিয়ে দিয়েছে যে সেই সব রাখালদের সর্দার। একটা লম্বা, চাঁছা-ছোলা বাঁশের লাঠি দিয়ে মোগলি মহিষগুলোকে পেটাতে লাগল, আর কামিয়া নামের অন্য একটি ছেলেকে বলল সে যেন গরু ও ষাঁড়গুলোকে যার যার মত করে চরতে দেয়। তারপর নিজে একটা মহিষের পিঠে বসে অন্য মহিষগুলোকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলতে লাগল।

তাদের নিয়ে সে মাঠের সেই প্রান্তে গিয়ে পৌঁছল যেখানে বাণগঙ্গা নদী জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে। সেখানে রামার পিঠ থেকে নেমে এক দৌড়ে সে একটা বাঁশ-ঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আর সেখানেই পেয়ে গেল ধূসর ভাইকে। ধূসর ভাই বলল, "আমি তো মাঝে মাঝেই এখানে এসে তোমার জন্য অপেক্ষা করি। এই গরু-মোষ চরানোর অর্থটা কি?"

মোগলি বলল, "এটাই হুকুম। কিছুদিনের জন্য আমি গ্রামের রাখাল হয়েছি। শেরে খানের খবর কি?"

"সে এই দেশে ফিরে এসেছিল, আর তোমার জন্য অনেকদিন অপেক্ষা করেও ছিল। এখন সে আবার ফিরে গেছে, কারণ এখানে শিকারের বড় অভাব। কিন্তু তোমাকে মেরে ফেলাই তার লক্ষ্য।"

"খুব ভাল কথা," মোগলি বলল। "যতদিন সে বাইরে থাকে ততদিন তুমি অথবা চার ভায়ের যে কোন একজন এ পাহাড়ের উপর এসে বসো, যাতে গ্রাম থেকে বেরিয়ে আমি তোমাকে দেখতে পাই। আর সে ফিরে এলে মাঠের মাঝখানে "ঢাক" গাছের পাশের গিরিখাতে আমার জন্য অপেক্ষা করো। আমরা সেধে শেরে খানের মুখের মধ্যে যাব না।"

দিনের পর দিন মোগলি মহিষের দলকে নিয়ে কাদার মধ্যে ছেড়ে দেয়, দিনের পর দিন দেড় মাইল দূর থেকে ধূসর ভাইয়ের পিছন দিকটা দেখে, আর দিনের পর দিন ঘাসের উপর শুয়ে কান পেতে নানা রকম শব্দ শোনে, আর জঙ্গলের পুরনো দিনগুলির স্বপ্ন দেখে। শেরে খান যদি তার খোঁড়া পা নিয়ে বাণগঙ্গার পাশের জঙ্গলে হাঁটত, তাহলে এই দীর্ঘ, শান্ত সকালগুলিতে সে অবশ্যই তার ডাক শুনতে পেত।

BanglaBook.org

শেষ পর্যন্ত সেই দিনটা এল যখন নির্দিষ্ট জায়গায় সে ধূসর ভাইকে দেখতে পেল না। উচ্চকণ্ঠে হাসতে হাসতে সে মহিষগুলোকে নিয়ে ঢাক গাছের পাশের গিরিখাতের দিকে এগিয়ে চলল। ঢাক গাছটা সোনালী রঙা ফুলে একেবারে ছেয়ে গেছে। ধূসর ভাই সেখানেই বসে ছিল। তার পিঠের সব লোম খাড়া হয়ে উঠেছে।

নেকড়ে ভাই হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "তোমাকে অরক্ষিত অবস্থায় ধরবার জন্য সে এক মাস ধরে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। কাল রাতে টাবাকুইকে সঙ্গে নিয়ে সে পাহাড়গুলো পার হয়েছে তোমাকে খুঁজতে।"

মোগলির ভুরু কুটিল হয়ে উঠল। "শেরে খানকে আমি ভয় করি না। কিন্তু টাবাকুই বড়ই চালাক।"

ঠোঁট চাটতে চাটতে ধূসর ভাই বলল, "কোন ভয় নেই। ভোর বেলায় আমি টাবাকুইর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। এখন সে চিলদের বড় বড় কথা বলে বেড়াচ্ছে, কিন্তু পাছে আমি তার পিঠটা ভেঙে দেই সেই ভয়ে সে আমাকে সব কথা জানিয়েছে। শেরে খানের মতলবটা হচ্ছে—আজ সন্ধ্যায় সে তোমার জন্য গ্রামের ফটকে অপেক্ষা করবে—শুধু তোমার জন্য। অন্য কারও জন্য নয়। এখন সে বাণগঙ্গার বড় গিরিখাতটায় শুয়ে আছে।"

"আজ কি সে খেয়েছে, না খালি পেটেই শিকার ধরবে?" মোগলি জানতে চাইল; জবাবটা তার কাছে জীবন-মরণের ব্যাপার।

"সকালে সে একটাকে মেরেছে—একটা শুয়োরের বাচ্চা,—আর তাড়িও গিলেছে। মনে রেখো, শেরে খান কখনও ভূখা থাকে না, এমন কি প্রতিহিংসা সাধনের জন্যেও নয়।"

"আঃ! বোকা, বোকা! ব্যাটা কী বাচ্চারও বাচ্চা! খেয়েছে, নেশাও করেছে, আর সে ভেবেছে তার ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করে থাকব! এখন বল, সে কোথায় শুয়ে আছে? আমরা যদি দশ জনও জুটতে পারতাম, তাহলে ঘুমন্ত অবস্থায়ই তাকে টেনে নিয়ে যেতে পারতাম। চারদিক থেকে ঘিরে ধরতে না পারলে মহিষরা তাকে আক্রমণ করবে না। কিন্তু আমি তো তাদের ভাষায় কথা বলতে পারি না। আমরা কি তার পথের পিছু নিতে পারি, যাতে তার পথের গন্ধটা আমরা শুকতে পারি?"

ধূসর ভাই বলল, "সে পথ বন্ধ করার জন্যে সে বাণগঙ্গা পর্যন্ত সাঁতার কেটে এসেছে।"

"এটা টাবাকুইই তাকে বলে দিয়েছে, আমি জানি। সে নিজে এটা ভাবতই না।" মুখে আঙুল দিয়ে মোগলি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। "বাণগঙ্গার বড় গিরিখাতটা, যেখানে সেটা খোলা মাঠে পড়েছে সে জায়গাটা এখান থেকে আধ মাইলও হবে না। দলবল নিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ঘুরে গিয়ে আমি গিরিখাতের মাথায় গিয়ে পৌঁছতে পারি; তারপর সেখান থেকে সোজা নিচের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ব—কিন্তু সে তো পাহাড়ের সানুদেশ থেকে পালিয়ে যেতে পারে। সে পথটাও বন্ধ করতেই হবে। ধূসর ভাই, আমার হয়ে মহিষের দলটাকে কি তুমি সমান দুই ভাগ করতে পার?

"না, আমি হয়তো পারি না—কিন্তু আমি একজন ভাল সাহায্যকারী সঙ্গে নিয়ে এসেছি।" ধূসর ভাই দুই পা লাফিয়ে একটা গর্তের ভিতরে নেমে গেল। তারপরেই সেখান থেকে উঠে এল একটা মস্ত বড় ধূসর মাথা যেটা মোগলি ভাল করেই চেনে।

দুই হাতে তালি বাজিয়ে মোগলি বলে উঠল, "একেলা! একেলা! আমার জানা উচিত ছিল

BanglaBook.org

যে তুমি আমাকে ভুলে থাকবে না। আমাদের হাতে একটা বড় কাজ এসেছে। একটা দলকে দুই ভাগ করতে হবে একেলা। গরু আর তার বাছুরগুলোকে একদিকে রাখ, আর ষাঁড় এবং চাষের মহিষগুলোকে রাখ অন্য ভাগে।"

দুই নেকড়ে, মেয়েদের হারের মত কায়দায়, এদিকে-ওদিক করে দলের ভিতর দিয়ে দৌড়তে লাগল। জন্তুগুলোও মাথা তুলে নাকের শব্দ করতে করতে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। একদিকে দাঁড়াল গরু-মহিষরা তাদের বাছুরদের মাঝখানে রেখে; অন্য দিকে ষাঁড় ও ছোট ষাঁড়রা নাক ডাকাতে ডাকাতে পা ঠুকতে লাগল। ছ'টা মানুষ একসঙ্গে চেষ্টা করলেও এত সুন্দরভাবে গোটা দলকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারত না।

"আর কি হুকুম?" একেলা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। "ওরা যে আবার মিশে যাবার চেষ্টা করছে।"

মোগলি রামার পিঠে উঠে বসল। "ষাঁড়গুলোকে বাঁদিকে চালিয়ে নিয়ে যাও একেলা। ধূসর ভাই, আমরা চলে গেলে গরুগুলোকে একত্র রেখে গিরি-খাত বরাবর তাড়িয়ে নিয়ে যেও।"

"কতদূর পর্যন্ত?" ধূসর ভাই শুধাল।

মোগলি চেঁচিয়ে বলল, "যতক্ষণ না দুটো দিক তার চাইতে উঁচু থাকে যতটা শেরে খান লাফিয়ে উঠতে পারে।"

সুশৃঙ্খলার সঙ্গে সেই ব্যবস্থা মতই কাজ হল।

"খুব ভাল কাজ করেছ। এবার সাবধান—খুব সাবধান একেলা। হুয়া! এতো দেখছি কালো হরিণ তাড়ানোর চাইতেও শক্ত কাজ। তোমরা কি ভাবতে পেরেছিলে, এই জীবগুলো এত দ্রুত ছুটতে পারে?" মোগলি হেঁকে বলল।

ধূলোর উপর বসে একেলা ঢোক গিলে বলে উঠল, "আমার কালে আমি এদেরও শিকার করেছি। এবার কি ওদের জঙ্গলের দিকে ঘুরিয়ে দেব?"

"হ্যাঁ, ঘুরিয়ে দাও! ওদের তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে দাও! রামা রাগে পাগল হয়ে আছে। আহা, আজ যে ওকে আমার কত দরকার সেটা যদি আমি ওকে বলতে পারতাম!"

মোগলির পরিকল্পনাটা ছিল বেশ সহজ-সরল। সে চেয়েছিল, পাহাড়ের উপর পর্যন্ত একটা বড় বৃত্ত তৈরি করে গিরি-খাতের মাথায় পৌঁছে যাবে এবং তারপর ষাঁড়গুলোকে তার নিচে নামিয়ে এনে ষাঁড় ও গরুদের মাঝখানে আটকে ফেলবে; কারণ সে জানত যে এক পেট খাওয়া এবং প্রাণ ভরে তাড়ি টানার পরে যুদ্ধ করার মত বা লাফিয়ে গিরি-খাতটা পার হবার মত অবস্থা শেরে খানের থাকবে না।

ষাঁড়গুলোকে এবার ডান দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হল। তারাও ঝোপ-ঝাড় ভেঙে সেই দিকে ছুটল। আধ মাইল দূর থেকে অন্য রাখালরা এই অবস্থা দেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পা চালিয়ে গ্রামের দিকে ছুটতে শুরু করল, আর চেঁচিয়ে বলতে লাগল যে মহিষগুলো পাগলা হয়ে দল ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

দুই হাত মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে গিরি-খাতের দিকে মুখ করে মোগলি হুংকার দিয়ে উঠল—সেই শব্দ পাহাড় থেকে পাহাড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই শোনা গেল ভরপেট খাওয়া সদ্য ঘুম-ভাঙা একটা বাঘের গজরানি। শেরে খান হাঁক দিল, "কে ডাকে?"

ঠিক তখনই একটা বাহারি ময়ূর ডাকতে ডাকতে গিরি-খাত থেকে বেরিয়ে গেল।

"আমি মোগলি কথা বলছি। গরু-চোর, এবার তোকে যেতে হবে পরিষদ পাহাড়ে! একেলা!

BanglaBook.org

দ্রুত ওদের নিচে পাঠিয়ে দাও। রামা, নিচে—আরও নিচে!"

মুহূর্তের জন্য জন্তুগুলো ঢালের মুখে থমকে দাঁড়াল। কিন্তু একেলার মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটা জোরালো শিকারের ডাক; আর তারাও ঢালু পথ ধরে সবেগে নিচে নামতে লাগল। কে যে কার ঘাড়ে পড়ল, কে কাকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে গেল, তার কোন ঠিক-ঠিকানা রইল না। একবার ছুটতে শুরু করলে একটা জন্তুর দলকে ঠেকানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ওদিকে তারা গিরি-খাতের কাছে পৌঁছবার মুহূর্তকাল আগেই রামা অন্য দিক থেকে ঘুরে শেরে খানকে ঘিরে ফেলেই হুংকার ছাড়ল।

তার পিঠের উপর বসে মোগলি হা-হা করে হেসে উঠল, বলল, "এবার তুই ঠেলাটা বুঝবি।"

কালো শিং, ফেনায়িত মুখ, আর ক্রুদ্ধ দৃষ্টির একটা তীব্র স্রোত সবেগে গিরি-খাতের দিকে নেমে গেল বর্ষার প্রস্তরখণ্ডের মত। শুরু হল মহিষের পালের এক ভয়ংকর আক্রমণ। তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আশা কোন বাঘই করে না।

তাদের ক্ষুরের বজ্র-ধ্বনি শেরে খানের কানেও ঢুকল। কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে সে গিরি-খাত ধরে নামতে লাগল; পালাবার পথের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল; কিন্তু গিরি-খাতের দুই দিকেই পাথরের প্রাচীর খাড়া উঠে গেছে। তবু খানা-পিনায় ভারী দেহটা নিয়ে সে নিচেই নামতে লাগল। তখন যুদ্ধ ছাড়া আর সব কিছু করতেই সে প্রস্তুত।

মহিষের দল সশব্দে গিরি-খাতে নেমে পড়ল। মোগলির কানে এল বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জন। সে তাকিয়ে দেখল, শেরে খান ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

তারপরেই রামা হোঁচট খেল, উল্টে পড়ে যেতে যেতে টাল সামলাল, এবং আবার ছুটল একটা নরম বস্তুকে পায়ের তলায় পিষ্ট করে। তারপরেই মহিষের দল ক্ষুরের নিচে সব কিছু ভেঙে চুরমার করে ছুটে গেল।

কালবিলম্ব না করে মোগলি রামার পিঠ থেকে নেমে পড়ল। হাতের লাঠিটা ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটতে লাগল।

"একেলা! শিগ্‌গির! দলটাকে ছড়িয়ে দাও। নইলে ওরা নিজেরাই লড়াই করে মারা পড়বে। ওদের তাড়িয়ে নিয়ে যাও একেলা! হেই রামা! হেই! হেই! বাছারা আমার। ধীরে, ধীরে। সব শেষ হয়ে গেছে!"

শেরে খানকে আর পদাঘাত করতে হবে না। সে মরে গেছে। তাকে দেখে চিলরাও নিচে নেমে আসছে।

গলায় ঝোলানো খাপের ভিতরে রাখা ছুরিটা খুঁজতে খুঁজতে মোগলি বলল, "ভাইসব, এটা তো একটা কুকুরের মৃত্যু। সে কখনও যুদ্ধের খেলা দেখায় নি। তার চামড়াটা 'পরিষদ পাহাড়'-এর উপর বেশ মানাবে। সে কাজটা আমাদের তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে।"

মানুষের কাছে শিক্ষা-পাওয়া একটা ছেলে কখনও একাকি একটি একটা দশ ফুট লম্বা বাঘের চামড়া ছাড়াবার কথা স্বপ্নেও ভাবত না। কিন্তু মোগলি তখন বেপরোয়া। এক ঘণ্টা ধরে সে একটানা ছুরি চালিয়ে গেল। আর নেকড়েগুলো জিভ্ বের করে লালা ঝরাতে লাগল।

এমন সময় একটা হাত মোগলির কাঁধের উপর পড়ল। সে চোখ তুলে দেখল, বন্দুকধারী বলদেও দাঁড়িয়ে আছে। ছেলে-ছোকরাদের মুখে খবরটা শুনেই সে রাগে লাল হয়ে এখানে ছুটে এসেছে। একটা মানুষ এসেছে দেখে নেকড়েরা সব ফেটে পড়ল।

BanglaBook.org

বলদেও সক্রোধে বলে উঠল, "এ সব কী বোকামি হচ্ছে? তুমি ছাড়াবে একটা বাঘের ছাল! মহিষগুলো কোথায় একে শেষ করেছে? এটা তো সেই খোঁড়া বাঘ, যাঁর মাথার জন্য এক শ' টাকা ঘোষণা করা হয়েছে। তা বেশ, তা বেশ; মহিষের ব্যাপারটা না হয় আমরা চেপেই যাব। আর এই চামড়াটা খানিওয়াড়াতে পৌঁছে দিয়ে যে পুরস্কারটা পাব তার থেকে একটা টাকা না হয় তোমাকেই দেব।"

বলতে বলতেই নিচু হয়ে সে শেরে খানের গোঁফগুলো উপড়ে নিল। স্থানীয় শিকারীরা বাঘের গোঁফ তুলে নেয় ভূতের উৎপাত থেকে বাঁচবার জন্য।

একটা সমুখের থাবার ছাল ছাড়াতে ছাড়াতে মোগলি স্বগত উক্তির মত করেই বলল, "হুম্! তাহলে পুরস্কারের জন্য তুমি চামড়াটাকে নিয়ে যাবে খানিওয়াড়াতে, আর আমাকে হয়তো একটা টাকাও দেবে? কি জান, আমি ভাবছি যে আমার নিজের কাজের জন্যই চামড়াটা আমার দরকার।"

"গ্রামের প্রধান শিকারীর সঙ্গে এ কী ধরনের কথাবার্তা? শোন মোগলি, পুরস্কারের এক কানা কড়িও আমি তোমাকে দেব না,—দেব একটা জোর পেটানি। লাশটা এখানে রেখে চলে যাও!"

মোগলি বলল, "যে ষাঁড়টা আমাকে কিনেছিল তার দোহাই, সারাটা দুপুর আমাকে কি একটা বুড়ো হনুমানের সঙ্গে বক্ বক্ করতে হবে? দেখছ একেলা, এই লোকটা আমাকে জ্বালাতন করছে।"

বলদেও তখনও শেরে খানের মাথার উপরেই ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ সে দেখল, সে নিজে ঘাসের উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে, একটা বুড়ো নেকড়ে তার উপরে দাঁড়িয়ে আছে, আর মোগলি এমন ভঙ্গিতে ছালটা ছাড়াচ্ছে যেন সারা ভারতবর্ষে কেবল সে একাই বেঁচে আছে।

দাঁতে দাঁত চেপে মোগলি বলে উঠল, "তুমি ঠিকই বলেছ বলদেও। পুরস্কারের একটা আনাও তুমি কোন দিন আমাকে দেবে না। এই খোঁড়া বাঘ ও আমার মধ্যে অনেক দিনের পুরনো একটা লড়াই আছে,—আর সে লড়াইতে আমি জিতেছি।"

বলদেও পুরো ব্যাপারটাকেই ভুল বুঝল। সে ভাবল, যে নেকড়ে একটা ছেলের হুকুম মেনে চলে সে তো সাধারণ জানোয়ার নয়। এতো দেখছি কুহকবিদ্যা, একটা বাজে রকমের যাদু। তার ভয় হল, গলায় ঝোলানো মাদুলিটা তাকে এর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে তো! সে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল। প্রতিমুহূর্তেই আশংকা করছে, এই বুঝি মোগলিও একটা বাঘ হয়ে যাবে।

ভাঙা-ভাঙা গলায় ফিসফিস করে সে বলে উঠল, "মহারাজ! মহান রাজা!"

মাথাটা না ঘুরিয়েই মুচকি হেসে মোগলি জবাব দিল, "ঠিক আছে।"

"আমি বুড়ো মানুষ। বুঝতে পারি নি যে তুমি একটা গরুর রাখালের চাইতে অনেক বড় কিছু। আমি কি এখান থেকে উঠে চলে যেতে পারি, না, তোমার চেলারা আমাকে ছিঁড়ে খাবে?"

"চলে যাও; শান্তিতে থেকো। কেবল আর কোন দিন আমার শিকারের দিকে হাত বাড়িও না। ওকে যেতে দাও, একেলা।"

পড়ি-কি-মরি করে বলদেও ছুট দিল গ্রামের দিকে। বার বার পিছন ফিরে দেখতে লাগল, মোগলি একটা কোন ভীষণাকার মূর্তি ধারণ করল কি না। গ্রামে পৌঁছেই সে এমন একখানা যাদু, সম্মোহন ও কুহকবিদ্যার গল্প শুনিয়ে দিল যে পুরুত ঠাকুরের মুখখানাও গম্ভীর হয়ে গেল।

মোগলির হাতের কাজ চলতেই লাগল। সে

আর নেকড়েরা মিলে যখন বাঘের গোটা ছালটা ছাড়িয়ে ফেলল তখন প্রায় সন্ধ্যা।

"এবার আমরা চামড়াটা লুকিয়ে রেখে মহিষদের বাড়িতে নিয়ে যাব। এ কাজে তুমি আমাকে সাহায্য কর একেলা।"

কুয়াশা-ঢাকা গোধূলির আলোয় মহিষের পাল একত্র হল। গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে মোগলি অনেক আলো দেখতে পেল; তার কানে এল শঙ্খ ও ঘণ্টার শব্দ। প্রায় অর্ধেক গ্রাম তার জন্যই ফটকে অপেক্ষা করছিল। মোগলি ভাবল, "সে শেরে খানকে মেরে ফিরে এসেছে বলেই এ সব হচ্ছে।" কিন্তু এ কি! এক ঝাঁক পাথর যে তার কানের কাছ দিয়ে হিস্‌হিসিয়ে বেরিয়ে গেল, আর গ্রামবাসীরা চিৎকার করে বলে উঠল: "কুহকি! নেকড়ের ব্যাটা! জংলি রাক্ষস! চলে যা! এক্ষুণি দূর হয়ে যা, নইলে পুরুত ঠাকুর আবার তোকে একটা নেকড়ে বানিয়ে দেবে। গুলি চালাও বলদেও, গুলি চালাও!"

পুরনো গাদা বন্দুক থেকে গুলি ছুটল, আর একটা বাচ্চা মহিষ যন্ত্রণায় ডেকে উঠল।

"আবার সেই কুহক!" গ্রামবাসীরা চেঁচিয়ে বলল। "ও দেখছি গুলির মুখও ঘুরিয়ে দিতে পারে।"

"এসব কি হচ্ছে?" আরও বেশি পাথর-বৃষ্টি হতে দেখে হতবুদ্ধি মোগলি বলে উঠল।

পবিত্র তুলসি গাছের একটা ছোট ডাল নেড়ে নেড়ে পুরুত ঠাকুর বলল, "নেকড়ে! নেকড়ের বাচ্চা! চলে যা!"

"আবার? শেষ বার তাড়া খেয়েছিলাম কারণ তখন আমি ছিলাম মানুষ। এবার তাড়া খাচ্ছি কারণ আমি একটা নেকড়ে। আমরা বরং চলেই যাই একেলা।"

একটি মেয়েছেলে—সে মেসুয়া ছাড়া আর কে হবে—ছুটে এগিয়ে এসে চিৎকার করে বলতে লাগল, "ওরে, আমার ছেলে, আমার ছেলে! ওরা বলছে, তুই নাকি একটা কুহকি; ইচ্ছা করলেই নিজেকে একটা জন্তু বানিয়ে ফেলতে পারিস। আমি বিশ্বাস করি না; তবু বলছি, তুই চলে যা, নইলে ওরা তোকে মেরে ফেলবে। বলদেও বলছে, তুই একটা যাদুকর, কিন্তু আমি জানি, তুই আমার নাথুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছিস।"

জনতা হুংকার দিয়ে উঠল, "তুমি ফিরে এস মেসুয়া। ফিরে এস, নইলে আমরা তোমার গায়েও পাথর ছুঁড়ব।"

একটা পাথর এসে তার মুখে লাগতেই মোগলি একটুখানি কুৎসিত হাসি হাসল। বলল, "ফিরে যাও মেসুয়া। সন্ধ্যা হলে বড় গাছটার তলায় বসে ওরা যে সব অর্থহীন গল্প তোমাদের বলে এটাও তারই একটা নমুনা। শেষ পর্যন্ত তোমার ছেলের জীবনের দাম আমি পেয়ে গেলাম। বিদায়! তুমি তাড়াতাড়ি ছুটে চলে যাও, কারণ আমার দলবলকে ওদের পাথরের চাইতেও দ্রুত গতিতে আমি তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। আমি যাদুকর নই মেসিয়া। বিদায়!"

একেলার দিকে ঘুরে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "এবার মহিষের পালকে ভিতরে নিয়ে যাও একেলা।"

মহিষগুলো ঘরে ফেরার জন্য ছটফট করছিল। একেলার ডাকের কোন দরকারই ছিল না। একটা ঘূর্ণি বাতাসের মত সকলকে ডাইনে-বাঁয়ে ঠেলে দিয়ে তারা ফটকের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

মোগলি ঘৃণার সঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, "ভাল করে গুনে নাও। এমনও তো হতে পারে যে একটাকে আমি চুরি করে রেখে দিয়েছি। গুনে নাও। আমি আর তোমাদের রাখালি করব না।

BanglaBook.org

তোমাদের ভাল হোক মানুষের সন্তানরা আর এই জন্য মেসুয়াকে ধন্যবাদ দাও যে আমার নেকড়ের দলকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদেরই পথের উপর তোমাদের শিকার করতে আমি আসি নি।"

সে ঘুরে দাঁড়াল; নিঃসঙ্গ নেকড়েকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে গেল। মাথার উপরে তাকিয়ে তারাদের দেখে তার বড় ভাল লাগল। "আর আমি ফাঁদের তলায় ঘুমব না একেলা। শেরে খানের চামড়াটা নিয়ে আমরা চলে যাব। না; গ্রামের কোন ক্ষতিও আমরা করব না, কারণ মেসুয়া আমাকে দয়া করেছে।"

মাঠের উপরে চাঁদ উঠল। চারদিক দুধের মত সাদা। আতংকিত গ্রামবাসীরা দেখল, মাথায় একটা বোঝা নিয়ে মোগলি নেকড়ের মত স্থির পদক্ষেপে মাঠের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছে। তার পিছন-পিছন হাঁটছে দুটো নেকড়ে।

তখন গ্রামবাসীরা মন্দিরে ঘণ্টা বাজাল; শাঁখে ফুঁ দিল; মেসিয়া কত কাঁদল।

চাঁদ যখন নিচে নামতে শুরু করল তখন মোগলি ও দুটো নেকড়ে 'পরিষদ পাহাড়'-এ পৌঁছে গেল। থামল এসে নেকড়ে মার গুহায়।

মোগলি চিৎকার করে বলল, "তারা আমাকে মানুষের দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে মা, কিন্তু আমি আমার কথা রেখেছি; শেরে খানের চামড়া আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।"

নেকড়ে মা আড়ষ্ট পা ফেলে গুহা থেকে বেরিয়ে এল বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে। চামড়াটা দেখেই তার চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

"সেদিন সে যখন তার মাথা ও ঘাড় দুটো গুহার মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছিল, তোর জীবনটা শেষ করে দেবার জন্য ছোট ব্যাঙ, তখনই আমি তাকে বলেছিলাম যে এই শিকারীকেই একদিন শিকার হতে হবে। কাজটা ভালই করেছিস।"

ঝোপের ভিতর থেকে একটা গম্ভীর গলা বলে উঠল, "ছোট ভাইটি, তুমি কাজটা ভালভাবেই করেছ। তুমি ছাড়া আমরা জঙ্গলে বড়ই একা হয়ে পড়েছিলাম।" ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল বাঘীরা। দু'জন একসঙ্গে উঠে গেল 'পরিষদ পাহাড়'-এ। মোগলি চামড়াটা বিছিয়ে দিল সেই চওড়া সমতল পাথরটার উপর যেখানে একেলা বসত; চারটে বাঁশের গোঁজ দিয়ে সেটাকে আটকে দিল। একেলা সেটার উপর বসে পুরনো সুরেই 'পরিষদ'কে ডেকে বলল, "ভাব, ভাল করে ভাব হে নেকড়েরা!" ঠিক যে ভাবে সে কথাগুলি বলেছিল মোগলিকে যেদিন প্রথম সেখানে আনা হয়েছিল।

একেলাকে গদিচ্যুত করার পর থেকে নেকড়ের দলটা এতদিন ছিল নেতৃহীন, যার যার খুশিমত তারা শিকার করত, লড়াই করত। আজ তাদের অনেকেই পঙ্গু হয়ে গেছে; অনেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কিন্তু যারা আজও বেঁচে আছে তারা সকলেই 'পরিষদ পাহাড়'-এ এসে হাজির হয়েছে। সকলেই দেখল, পাহাড়ের উপর পাতা হয়েছে শেরে খানের চামড়াটা।

ঠিক সেই সময় মোগলি একটা সুর-তালহীন গান বানিয়ে ফেলল; গানটা আপনা থেকে তার গলায় এসেছিল; সে কেবল গলা ছেড়ে সেটাকে গাইতে লাগল; গানের সঙ্গে সে সশব্দে লাফাতে লাগল চামড়াটার উপরে পায়ের গোড়ালি দিয়ে তাল ঠুকে ঠুকে; তারপর একসময় তার দম ফুরিয়ে গেল। ধূসর ভাই আর একেলা কিন্তু তার গানের ফাঁকে ফাঁকে চেঁচিয়ে দোহারি করতে লাগল।

গান শেষ করে মোগলি বলল, "ভাল করে ভাব হে নেকড়েরা! আমার কথা আমি রেখেছি

BanglaBook.org

তো ?"

নেকড়েরা এককণ্ঠে সায় দিল, "হ্যাঁ, রেখেছ।"

জীর্ণদেহ আহত একটি নেকড়ে চেঁচিয়ে বলল, "হে একেলা, তুমি আবার আমাদের নেতা হও। হে মানুষের বাচ্চা, এই শৃঙ্খলাহীনতা আর আমাদের সহ্য হচ্ছে না। আবার আমরা স্বাধীন, মুক্ত জীব হতে চাই।"

গলার মধ্যে ঘড়্-ঘড়্ শব্দ করে বাঘীরা বলে উঠল, "না, সেটা না হতেও পার। যখনই তোমরা পেট ভরে খাবার পাবে, তখনই পাগলামি এসে আবার তোমাদের ঘাড়ে চাপবে। তোমাদের যে স্বাধীন জীব বলা হয় সেটা কি এমনি! স্বাধীনতার জন্য তোমরা লড়াই করেছ, তাই স্বাধীনতা তোমাদের করায়ত্ত হয়েছে। সে স্বাধীনতা তোমরা ভোগ কর, হে নেকড়েগণ!"

মোগলি বলল, "মানুষের দল আর নেকড়ের দল—দুই দলই আমাকে ত্যাগ করেছে। এখন আমি একলাই জঙ্গলে শিকার করে বেড়াব।"

বাচ্চা নেকড়ে চারটে বলে উঠল, "আমরা যাব তোমার সঙ্গে শিকার করতে।"

অতএব—

সেইদিন থেকে মোগলি চারটে নেকড়ের বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে শিকার করে বেড়ায়। কিন্তু চিরদিন সে তো একলা থাকল না, কারণ কয়েক বছর পরে সে একটা মানুষ হয়ে উঠল—বিয়ে করল।

কিন্তু সে তো আর একটা গল্প—বড়দের গল্প।

BanglaBook.org

ভয়ের সূচনা

জঙ্গলের বিধান পৃথিবীর প্রাচীনতম বিধান। জঙ্গলের অধিবাসীদের জীবনে যত রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সে সবেরই ব্যবস্থা আছে সে বিধানে। আজ পর্যন্ত এই বিধানের নীতি নিয়মই যথাসম্ভব পূর্ণতা লাভ করেছে। পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে মোগলি তার জীবনের বেশিরভাগ সময়ই কাটিয়েছে সীয়োনীর একদল নেকড়ের সঙ্গে, আর বিধি-বিধান শিখেছে বাদামী ভালুক বালুর কাছে; ছেলেটি যখন নানা রকম নির্দেশ শুনে শুনে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল তখন বালুই তাকে বলেছিল যে বিধান হচ্ছে রাক্ষুসে লতার মত; প্রত্যেকের পিঠের উপরেই সেটা ঝুলে আছে; তার হাত থেকে কারও রেহাই নেই। বালু বলেছিল, "ছোট ভাইটি, তোমার যখন আমার মত বয়স হবে তখন তুমি নিজেই দেখতে পাবে যে জঙ্গলের সব প্রাণীই অন্তত একটা বিধান মেনে চলে। আর সে দৃশ্যটা খুব সুখকর নয়।"

কথাগুলি তার এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, কারণ যে ছেলের জীবন কাটে কেবল খেয়ে আর ঘুমিয়ে সে কখনও অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না যতক্ষণ না সেটা তার একেবারে মুখের উপর এসে পড়ে। কিন্তু একটা বছরেই বালুর কথাই সত্য হল। মোগলি দেখল যে সারা জঙ্গলটা জঙ্গলের বিধানেই চলে।

বর্ষাকালের বৃষ্টিটা যখন প্রায় হলই না তখনই ব্যাপারটা শুরু হল। বাঁশ-বনে সজারু ইক্কির সঙ্গে দেখা হতেই সে মোগলিকে বলল যে জঙ্গলের

banglabook.org

সব ওল শুকিয়ে যাচ্ছে। সকলেই জানে, খাবারের ব্যাপারে ইক্কি বড় বেশি রকম খুঁতখুঁতে; সব চাইতে ভাল ও পাকা ফল ছাড়া আর কিছুই সে খায় না। তাই মোগলি বলল, "তাতে আমার কি?"

গায়ের কাটাগুলি খট্‌খটিয়ে ইক্কি বলল, "এখন কিছুই না, কিন্তু পরে আমরাও দেখব। আচ্ছা ছোট ভাইটি, 'মৌমাছি' পাহাড়ের নিচেকার গভীর ডোবার জলে কি এখনও ডুব দেবার কাজটা চলছে?"

মোগলির ধারণা, এখন সে একজন সবজান্তা হয়ে উঠেছে; তাই সে বলল, "না। বোকা হ্রদটা ক্রমেই শুকিয়ে যাচ্ছে; সেখানে ডুব দিয়ে নিজের মাথাটা ভাঙার ইচ্ছা আমার নেই।"

"সেটাই তোমার ক্ষতি। একটা ছোট ফাটল হলেও কিছু জ্ঞান তার ফাঁক দিয়ে ঢুকতে পারত।" পাছে মোগলি তার নাকের কুঁচি ধরে টানে তাই সে কথাটা বলেই সেখান থেকে কেটে পড়ল। মোগলিও বালুর কাছে গিয়ে তাকে কথাটা বলল।

বালুর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল; কিছুটা নিজেকেই যেন বলল, "আমি যদি একা হতাম তাহলে অন্য কেউ কিছু ভাববার আগে আমি এখনই শিকারের জায়গাগুলি পাল্টে ফেলতাম। তাছাড়া, নতুন জায়গায় শিকার করতে গেলেই ঝগড়া-বিবাদ করতে হয়; তাতে মানুষের বাচ্চাটা আঘাত পেতে পারে। কাজেই আমাদের অপেক্ষা করে দেখতে হবে এ মরশুমে মহুয়া ফুলটা কি রকম ফোটে।"

মহুয়া ফুল বালুর খুব প্রিয় খাদ্য। কিন্তু সেবার বসন্তকালে মহুয়া গাছে কোন ফুলই ফুটল না। সবুজ আভার মাখন-রংয়ের কলিগুলো ফোটার আগেই গরমে শুকিয়ে গেল। বালু যখন পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে গাছটার ডাল ধরে ঝাঁকি দিল তখন ঝরে পড়ল মাত্র কয়েকটা বাজে গন্ধওয়ালা পাঁপড়ি। তারপর এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে তীব্র গরম ঢুকে পড়ল জঙ্গলের ভিতরে; সারা জঙ্গলটা প্রথমে হলদে, বাদামী হতে হতে এক সময়ে কালো হয়ে গেল। গিরি-নালার দুই তীরের ঘাস-পাতা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। ঢাকা ডোবাগুলোর জল শুকিয়ে গেল; চারধারে জলের রেখাগুলিমাত্র আঁকা হয়ে রইল। বাঁশগাছগুলো শুকিয়ে গেল; গরম হাওয়ায় ঠোকাঠুকি লেগে একটা খস্-খস্ শব্দ হতে লাগল।

আসন্ন বিপদ বুঝতে পেরে পাখিরা ও বানররাও বছরের গোড়াতেই আরও উত্তরে চলে গেছে। হরিণ ও বুনো শুয়োরের দল জঙ্গল ছেড়ে গ্রামাঞ্চলের মরা ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে মানুষ মারার মত শক্তির অভাবে তাদের চোখের সামনেই মারা পড়ছে। সেই সব মৃত জন্তুর মাংস খেয়ে চিল বেটা বেশ গায়ে গতরে বেড়ে উঠেছে; প্রতি সন্ধ্যায় সে খবর নিয়ে আসছে, চারদিকের তিন দিন পর্যন্ত উড়ানের দূরত্বে সূর্যের প্রচণ্ড তাপে জঙ্গল পুড়ে খাক হয়ে গেছে।

সত্যিকারের ক্ষুধা কাকে বলে সেটা মোগলি আগে কখনও বোঝে নি। এবার তারও একমাত্র খাদ্য হল পাহাড়ের পরিত্যক্ত মৌচাক খুঁড়ে খুঁড়ে বের করে আনা তিন বছরের পুরনো মধু—দেখতে অনেকটা কালো গুঁড়ো মিছরির মত। ক্রমে জঙ্গলের মরা জন্তুগুলোও হাড়-চামড়ায় পরিণত হল। ফলে বাঘীরার খাবারও জোটে না। কিন্তু সব চাইতে অভাব দেখা দিল জলের। জঙ্গলের প্রাণীরা জল খায় বারে কম, কিন্তু প্রতি বারে পরিমাণটা অনেক বেশি।

গরম ক্রমেই বাড়তে লাগল। যেখানে যা কিছু জলীয় পদার্থ ছিল সব শুঁষে নিল। ফলে শেষ পর্যন্ত বাণগঙ্গা নদীর প্রধান খাতটাই হয়ে দাঁড়াল জঙ্গলের একমাত্র জলের শীর্ণ ধারা। তখন যে বুনোহাতি একশ' বছর বা তারও বেশি দিন

BanglaBook.org

বেঁচে থাকে সে একদিন একটা দীর্ঘ, শীর্ণ, নীল পাহাড়ের শুষ্কপ্রায় জলধারা দেখতে পেয়ে বুঝতে পারল যে সেটাই শান্তি পাহাড়, আর তখনই তার শুঁড়টাকে ঊর্ধ্বে তুলে ঘোষণা করল, সাময়িক জল-শান্তি চুক্তি—ঠিক যেমনটি করেছিল তার বাবা পঞ্চাশ বছর আগে। হরিণ, বুনো শুয়োর আর মহিষের দল যার যার কর্কশ গলায় তাতে সাড়া দিল। আর চিল পাঁক খেয়ে উড়তে উড়তে শিষ দিয়ে, আর্তনাদ করে সর্বত্র ছড়িয়ে দিল সেই সতর্ক-বার্তা।

জঙ্গলের বিধান অনুসারে জল-শান্তি চুক্তি ঘোষণার পরে জলপানের ঘটনাস্থলে কাউকে হত্যা করলে তার শাস্তি মৃত্যু। এই বিধানের কারণ—জলপানের স্থান খাদ্যগ্রহণেরও আগে। যখন শুধু খাদ্যের অভাব ঘটে তখন জঙ্গলের প্রাণীরা কষ্ট করে হলেও এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারে; কিন্তু জল হচ্ছে প্রাণ; যখন জলের মাত্র একটি উৎসই নাগালের মধ্যে থাকে, তখন শিকার-ধরা ছেড়ে সভ্য বন্য প্রাণীই সেই একমাত্র জলাধারের কাছে ছোটে তেষ্টা মেটাবার জন্য। তখন জঙ্গলের সব প্রাণীই ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত দেহ নিয়ে শুষ্কপ্রায় নদীর পারে গিয়ে হাজির হয়—বাঘ, ভালুক, হরিণ, শুয়োর, সব এক সঙ্গে সেই নোংরা জলই পান করে এবং ক্লান্তিবশত সেখানেই গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে।

একদিন রাতে ঠিক তেমন একটি জায়গাতেই এসে হাজির হল মোগলি—ঠাণ্ডায় বিশ্রামও হবে আবার সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে দেখাও হবে এই আশায়। তার সব চাইতে ক্ষুধার্ত শত্রুটিও যে তখন তার দিকে নজর দেবে এমন সম্ভাবনাও ছিল না। তার উলঙ্গ দেহটাকে তখন আরও বেশি শীর্ণ ও জীর্ণ দেখাচ্ছিল। রোদের তাপে পুড়ে তার চুলগুলোতে শণপাটের রং ধরেছে; পাঁজরের হাড়গুলো গোনা যায়; হাঁটু ও কনুইয়ের মাংস শুকিয়ে খড়ের দড়ির মত হয়ে গেছে। কিন্তু তার চোখ দুটি তখনও শান্ত ও স্থির; এই বিপদের দিনে বাঘীরাই তার পরামর্শদাতা; সেই তাকে বলে দিয়েছে—শান্ত হয়ে চলবে, ধীরেসুস্থে শিকার ধরবে, আর কখনও কোন অবস্থাতেই নিজের মেজাজ হারাবে না।

এক ঘর্মাক্ত সন্ধ্যায় কালো চিতা তাকে বলেছিল, "সময়টা খুবই খারাপ যাচ্ছে; কিন্তু আমরা যদি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারি তাহলে এ দুর্দিন কেটে যাবে। তোমার পেটটা ভর্তি আছে তো মানুষের বাচ্চা?"

"আমার পাকস্থলীতে বস্তু কিছু আছে, কিন্তু তাতে আমি রস পাচ্ছি না। তুমি কি মনে কর বাঘীরা, যে বৃষ্টি আমাদের পরিত্যাগ করেছে এবং আর কোন দিন আসবে না?"

"না, আমি তা মনে করি না। এখনও মহুয়ার ফুল ফোটার সময় আছে। ছোট ছোট হরিণ শিশুরা তাজা ঘাস খেয়ে পেট ভরাচ্ছে। চল 'শান্তি পাহাড়ে' যাই, খবরাখবর জেনে আসি। আমার পিঠে চড়ে বস ছোট ভাইটি।"

"বোঝা বয়ে বেড়াবার মত সময় নেই। এখনও আমি একাই দাঁড়াতে পারি, কিন্তু—সত্যি বলতে কি, আমরা দু'জনই এখন আর পেটমোটা ষাঁড়টি নই।"

মোগলি হেসে উঠল। তারপর দু'জন নদীর তীর ধরে এগোতে লাগল।

বেশ কিছুটা উজানে নদীর জলধারাটা যেখানে 'শান্তি পাহাড়'-এর নিচে মোড় ঘুরেছে সেইখানে জল-শান্তি চুক্তির রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক হাতি তার বাচ্চাদের নিয়ে পায়চারি করছিল। চাঁদের আলোয় তাদের ধূসর মূর্তিগুলো অনবরত দুলছিল। হাতির ঠিক নিচেই দাঁড়িয়েছিল এক পাল হরিণ; তারও নিচে শুয়োর আর বুনো মোষের দল। আর নদীর অপর তীরে দাঁড়িয়েছিল মাংস-খেকো

BanglaBook.org

প্রাণীরা—বাঘ, চিতা, ভালুক ও অন্যান্যরা।

জল-কাদার মধ্যে গড়াগড়ি খেতে খেতে বাঘীরার চোখ পড়ল অদূরে খেলায় মত্ত হরিণ-শিশু আর শুয়োর-শিশুদের উপর। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে উঠল, "আমরা সকলেই যে একই বিধানের অধীন সেটা ঠিক; কিন্তু যদি সে বিধানটা না থাকত, তাহলে এখানে শিকারটা বেশ ভালই জমত।"

হরিণের কানে শেষের কথাটা ধরা পড়ে গেল; আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ার্ত ফিস্‌ফিসানি পুরো দলটার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

"শান্তি-চুক্তি! শান্তি-চুক্তির কথা মনে রেখো!"

বুনো হাতিটা গড়্-গড়্ করে বলে উঠল, "শান্তি! শান্তি! শান্তি-চুক্তি ঘোষণা করা হয়েছে বাঘীরা। এখন আর শিকারের কথা বলা চলবে না।"

হলুদ চোখদুটো উজানের দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাঘীরা জবাব দিল, "সে কথাটা আমার চাইতে বেশি আর কে জানে? আমি তো কাছিম-খেকো—ব্যাঙ ধরে বেড়াই।

একটা এতটুকু বাচ্চা হরিণ বলে উঠল, "আমরাও তো সেটাই চাই দাদু।"

কথাগুলি শুনে এত দুঃখের মধ্যেও হাতির মুখে মুচকি হাসি ফুটল।

মোগলি শুয়ে ছিল গরম জলে কনুই ডুবিয়ে। সেও হো-হো করে হেসে উঠল।

বাঘীরা বলল, "খাসা বলেছ হে সদ্য শিং-ওঠা বাবাজি। যখন শান্তি-চুক্তি শেষ হবে, তখনও কথাগুলি আমার মনে থাকবে।"

এইভাবে নানা রকম গল্প-গুজবে জলপানের আসরটা বেশ জমে উঠল।

এক সময় নদীর ওপার থেকে একটি যুবক শম্বর বলে উঠল, "অনেক মানুষও যার যার লাঙ্গলের পাশেই মরে পড়ে আছে। কাল দিনে-রাতে আমি ওরকম পাঁচটা মৃতদেহ দেখেছি। যার যার বলদকে পাশে নিয়ে তারা অসার হয়ে পড়ে ছিল। অচিরেই আমাদেরও সেই অবস্থাই হবে।"

বালু বলল, "কাল রাতের পর থেকে নদীর জল আরও নেমে গেছে। আচ্ছা হাতি, এ রকম শুকা মরশুম তুমি আগে কখনও দেখেছ?"

নিজের পিঠে ও পেটে জল ছিটাতে ছিটাতে হাতি বলল, "এ দিন থাকবে না; এ দিন থাকবে না।"

বালু বলল, "এখানে আমাদের মধ্যে এমন একজন আছে যে আর বেশি দিন এ অবস্থা সইতে পারবে না।" সস্নেহ দৃষ্টিতে সে আদরের ছেলেটির দিকে তাকাল।

"আমি?" জলের মধ্যে বসেই মোগলি সক্ষোভে বলে উঠল। "আমার হাড়গুলো ঢাকবার মত লম্বা লোম আমার নেই, কিন্তু—তোমার চামড়াটা যদি তুলে নেওয়া হয় বালু—"

সে কথা ভেবে হাতি শিউরে উঠল। আর বালু কঠিন কণ্ঠে বলে উঠল, "মানুষের বাচ্চা, একজন বিধানের শিক্ষকের সঙ্গে এ ভাবে কথা বলাটা শোভন নয়। আমার লোমহীন শরীরটা কেউ কোন দিন দেখে নি।"

"নাগো, আমি তোমাকে কোন খারাপ কথা বলি নি বালু; আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে তুমি একটি খোলে ঢাকা নারকেল, আর আমিও সেই একই নারকেল, তবে খোলাবিহীন, উলঙ্গ। এখন তোমার ওই বাদামী খোলাটা যদি ভেঙে ফেলা যায়—"

মোগলি তার স্বভাবমতই দুই পা ভেঙে বসে তর্জনিটা উঁচিয়ে সব কথা বুঝিয়ে বলছিল; এমন সময় বাঘীরা এসে তার নরম থাবাটা দিয়ে এক ধাক্কায় তাকে জলের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিল।

BanglaBook.org

ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে শরীর থেকে জল ঝেড়ে ফেলতে লাগল। আর কালো চিতা বলে উঠল, "খারাপ, খুব খারাপ। প্রথমেই বালুর চামড়া তুলে নিতে হবে; আর তাহলেই সে হয়ে যাবে একটি নারকেল। খুব সাবধান, সে যেন আবার ঝুনো নারকেলের মত কাজটি করে না বসে।"

"সেটা আবার কি?" কথাটা না বুঝেই মোগলি প্রশ্নটা করল।

তাকে আবার জলের মধ্যে চুবিয়ে ধরে বাঘীরা শান্ত গলায় বলল, "তোমার মাথাটা ভাঙত।"

মোগলিকে যখন তৃতীয় বার জলের মধ্যে চুব্‌নি দেওয়া হল, তখন ভালুক বলে উঠল, "নিজের শিক্ষককে নিয়ে তামাশা করাটা ভাল কাজ নয়।"

"মোটেই ভাল না! এখনই দেখছ কি? এই ন্যাংটো ছেলেটা এখানে-ওখানে ছুটে বেড়ায় আর এক কালের ভাল ভাল শিকারীদের সঙ্গে বাঁদরামি করে; আমাদের মধ্যে যারা সব দিক থেকে সেরা তাদেরই দাঁড়ি ধরে টেনে মজা করে।"

কথাগুলি বলল শেরে খান। খোঁড়া বাঘটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জলের ধারে এসে হাজির হয়েছে। তারপর মাথাটা নিচু করে সে গড়্‌র্‌-গড়্‌র্‌ করে বলে উঠল, "জঙ্গলটা তো এখন হয়ে উঠেছে যত সব ন্যাংটো বাচ্চাদের আঁতুড় ঘর। ওই মানুষের বাচ্চাটাকেই দেখ না!"

মোগলি যতদূর সম্ভব উদ্ধত ভঙ্গিতে তাকাল—বলা যায়, রক্ত-চক্ষে তাকাল। আর এক মিনিটের মধ্যেই শেরে খান সেখান থেকে কেটে পড়ল।

জল খেতে খেতে সে গজ্‌-গজ্‌ করে বলতে লাগল, "এখানে মানুষের বাচ্চা আর ওখানেও মানুষের বাচ্চা। এই বাচ্চাটা দেখছি মানুষও নয়, বাচ্চাও নয়; তাহলে অবশ্যই ভয় পেত। যা অবস্থা দেখছি তাতে পরের মরশুমে তো জল খেতে হলে তারই অনুমতি নিতে হবে।"

দুই চোখের স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বাঘীরা বলল, "সে রকম দিন আসতেও পারে —ছ্যা-ছ্যা, শেরে খান!—কোন্‌ নতুন লজ্জায় তুমি আবার এখানে এসেছ?"

খোঁড়া বাঘটা জলে থুত্‌নি ও ঠোঁট ডুবিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিয়ে বলল, "মানুষ! এক ঘন্টা আগে একটা মানুষকে মেরেছি।"

সব পশুরা দল বেঁধে কাঁপতে কাঁপতে ছুটাছুটি শুরু করে দিল। একটা ফিস্‌-ফিস্‌ শব্দ হঠাৎ তীব্র কান্না হয়ে উঠল: "মানুষ! মানুষ! সে একটা মানুষকে মেরেছে!" সকলেই এক সঙ্গে হাতির দিকে তাকাল। কিন্তু দেখে মনে হল, কথাগুলি বুঝি বুনো হাতিটার কানেই ঢোকে নি।

"এই দুঃসময়ে একটা মানুষকে মেরে ফেলল! আর কোন শিকার কি এখানে ছিল না?" বাঘীরা ঘৃণার সঙ্গে বলে উঠল। বিড়ালের মতই সে প্রতিটি থাবা নেড়ে এখানকার কলংকিত জলগুলি ঝেড়ে ফেলতে লাগল।

"আমি মজা করার জন্যই মেরেছি—খাবার জন্যে নয়।" আবার শুরু হল সেই আতংকগ্রস্ত ফিস্‌-ফিস্‌ শব্দ। হাতির সদা-সতর্ক দুটি ছোট ছোট সাদা চোখের স্থিরদৃষ্টি পড়ল শেরে খানের উপর।

শেরে খান আবার বলল, "মজা করতে। এবার আমি এসেছি জল খেতে, আর নিজেকে আবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তুলতে। নিষেধ করার মত কেউ আছে কি?"

বাঘীরার পিঠটা ঝোড়ো হাওয়ায় বাঁশের মত বেঁকে যেতে লাগল। আর হাতি তার শুঁড়টা তুলে শান্ত গলায় কথা বলতে লাগল।

সে প্রশ্ন করল, "তুমি মজা করার জন্য মানুষকে মেরেছ?" আর হাতি যখন প্রশ্ন করে তখন তার জবাব দেওয়াটাই সব দিক থেকে ভাল।

BanglaBook.org

"ঠিক তাই। এটা আমার অধিকার এবং আমার বাত। হে হাতি, তুমি তো ভালই জান।" শেরে খান যথাসম্ভব ভদ্রভাবেই বলল।

"হ্যাঁ, আমি জানি," হাতি জবাব দিল; একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, "তোমার জল খাওয়া শেষ হয়েছে?"

"আজ রাতের মত হয়েছে।"

"তাহলে চলে যাও। নদীর জল খাবার জন্যে, দূষিত করার জন্যে নয়। এই মরশুমে—যখন আমরা সকলেই এক সঙ্গে কষ্ট ভোগ করছি—মানুষ আর জঙ্গলের প্রাণীরা সমবেতভাবে, তখন একমাত্র তোমার মত খোঁড়া বাঘ ছাড়া আর কেউ এ ভাবে অধিকারের বড়াই করত না। পবিত্র হও অথবা অপবিত্র, এই মুহূর্তে তুমি তোমার গুহায় চলে যাও শেরে খান!"

শেষের কথাগুলি ধ্বনিত হল রূপোর রণ-ভেঁপুর মত। হাতির তিন ছেলে আধ পা এগিয়েও গেল; কিন্তু তার কোন দরকার ছিল না। শেরে খান নিঃশব্দে কেটে পড়ল; একটা গজড়ানির সাহসও তার হল না, কারণ সে জানত—যা অন্য সকলেই জানে—যে শেষ পর্যন্ত হাতিই এই জঙ্গল-রাজ্যের অধিকর্তা।

মোগলি বাঘীরার কানে কানে বলল, "এ কিসের অধিকারের কথা শেরে খান বলল? মানুষকে মারা তো সব সময়ই লজ্জার ব্যাপার। বিধানও তাই বলে। অথচ হাতি বলছে—"

"তাকেই জিজ্ঞাসা কর। আমি জানি না ছোট ভাইটি। অধিকার অনধিকার বুঝি না, হাতি যদি কথা না বলত তাহলে আমিই ওই খোঁড়া কসাইটাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দিতাম। একটা মানুষকে মেরে সোজা 'শান্তি পাহাড়'-এ চলে আসা—এবং তা নিয়ে গর্ব করা—এটা তো একটা শেয়ালের মত চালাকি। তাছাড়া, সে তো পবিত্র জলকে কলুষিত করেছে।"

সাহস সঞ্চয় করার জন্য মোগলি এক মিনিট অপেক্ষা করল, কারণ হাতিকে কেউ সরাসরি কোন প্রশ্ন করতে পারে না। তার পরেই সে চিৎকার করে বলে উঠল, "হে হাতি, শেরে খানের অধিকারটা কি?" তার কথাগুলি নদীর দুই তীরেই প্রতিধ্বনিত হল। জঙ্গলের সব প্রাণীই একান্তভাবে কৌতূহলী হয়ে উঠল, কারণ এইমাত্র যে দৃশ্যটি তারা দেখল সেটা একমাত্র অতিমাত্রায় চিন্তান্বিত বালু ছাড়া আর কেউ বুঝতে পেরেছে বলে মনে হল না।

হাতি বলতে শুরু করল, "এ এক পুরনো কাহিনী; এই জঙ্গলটার চাইতেও পুরনো। দুই তীরের তোমরা সবাই চুপ কর। সে কাহিনী আমি তোমাদের শোনাব। তোমরা সকলেই জান, আমরা সব চাইতে বেশি ভয় করি মানুষকে।"

একটা সম্মতিসূচক গুঞ্জন উঠল।

বাঘীরা মোগলিকে বলল, "এ কাহিনী তোমাকে নাড়া দেবে ছোট ভাইটি।"

মোগলি জবাব দিল, "আমি? আমি তো এই দলেরই একজন—মুক্ত প্রাণীজগতের এক শিকারী। মানুষের সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক?"

হাতি বলতে লাগল, "তোমরা কি জান কেন তোমরা মানুষকে ভয় কর? কারণটা এই। জঙ্গলের একেবারে আদিকালে—কেউ জানে না সে কালটা কখন ছিল—আমরা জঙ্গলের প্রাণীরা এক সঙ্গেই পথ চলতাম। কেউ কাউকে ভয় করতাম না। সেকালে শুখা মরশুম কিছু ছিল না। একই গাছে ফলত পাতা, ফুল ও ফল; আর আমরাও পাতা, ফুল, ঘাস, ফল ও বাকল ছাড়া আর কিছুই খেতাম না।"

বাঘীরা বলে উঠল, "ভাগ্যিস সে কালে আমি জন্মাই নি। বাকলে তো কেবল থাবার নখরগুলোকেই ধার দেওয়া চলে।"

"আর তামাম জঙ্গলের রাজা ছিল থা, সেই

তো প্রথম হাতি। সে শুঁড় দিয়ে গভীর জলের ভিতর থেকে জঙ্গলটাকে টেনে তুলল। দাঁত দিয়ে যেখানে সে মাটিতে শিরালা কাটল সেখানেই সৃষ্টি হল নদী; তার পায়ের চাপে যেখানে গর্ত হল সেখানেই গড়ে উঠল ভাল জলের পুকুর; আর সে যখন তার শুঁড় তুলে বৃংহিতের ধ্বনি তুলল, তখনই—এইভাবে—গাছগুলো মাটিতে শুয়ে পড়ল। এই ভাবেই থা-র হাতে গড়ে উঠেছিল এই জঙ্গল; আর কাহিনীটাও এই ভাবেই আমাকে বলা হয়েছিল।"

বাঘীরা ফিস্-ফিস্ করে বলল, "কথা বলার গুণে রসের কিছু হানি ঘটে নি।" মোগলিও মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসল।

"সেই সব দিনে কোন ফসল বা তরমুজ বা লংকা বা আখ ছিল না; ছিল না এই সব কুঁড়ে ঘর যা তোমরা সকলেই দেখছ; আর জঙ্গলের প্রাণীরা মানুষ বলে কাউকে চিনত না; এই জঙ্গলে সকলে এক সঙ্গে বাস করত, একটা জাতির মত। কিন্তু তার মধ্যেই খাবার ব্যাপার নিয়ে তাদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দিল, যদিও সকলের খাবারমত চারণভূমির কোন অভাব ছিল না। তারা ছিল অলস। সকলেই চাইত যেখানে শোবে সেখানেই খাবে, যেমনটি বর্ষাকালে আমরাও কখনও কখনও করে থাকি। আদিমতম হাতি নতুন নতুন জঙ্গল তৈরি করতে, নতুন নতুন নদী তৈরি করতে সর্বদা ব্যস্ত থাকত। সে একা সব জায়গায় যেতে পারত না; তাই সে প্রথম বাঘকে বানাল জঙ্গলের প্রধান এবং বিচারক; জঙ্গলের প্রাণীদের সব বিবাদ-বিতর্কের কথা তাকেই জানাতে হত। সেকালে অন্যসব প্রাণীর মতই বাঘও ফল আর ঘাস খেত। সে ছিল আমার মতই বড়সড় চেহারার প্রাণী; আর দেখতেও ছিল খুব সুন্দর; গায়ের রং ছিল হলুদ লতার ফুলের মত। জঙ্গলের সব প্রাণী নির্ভয়ে তার কাছে আসত; আর তার মুখের কথাই ছিল জঙ্গলের বিধান। মনে রেখো, তখন আমরা সকলেই ছিলাম এক জাতি।

"তথাপি কোন এক রাতে দুই ছাগলের মধ্যে ঝগড়া হল—ঘাস খাওয়া নিয়ে—সেই রকম ঝগড়া যা তোমরা এখন মেটাও শিং ও সমুখের পা দিয়ে। লোকে বলে, তারা দু'জন যখন এক সঙ্গে এসে আদি বাঘের কাছে তাদের অভিযোগগুলি বলছিল, তখন একটা ছাগল তার শিং দিয়ে বাঘকে দিল এক খোঁচা, আর আদি বাঘও ভুলে গেল যে সে তখন জঙ্গলের প্রধান ও বিচারক; সেও এক লাফে ছাগলের উপর লাফিয়ে পড়ে তার ঘাড়টা মটকে দিল।

"সেই রাতের আগে পর্যন্ত আমাদের কেউ কখনও মারা যায় নি; আর আদি বাঘও নিজের কীর্তি-কলাপ দেখে এবং রক্তের গন্ধে একেবারে বোকা বনে গিয়ে উত্তরের জলাভূমির দেশে পালিয়ে গেল। তখন আমরা জঙ্গলের প্রাণীরাও বিচারকবিহীন হয়ে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই শুরু করে দিলাম। এই সব খবর শুনে থা-ও ফিরে এল। তখন আমরা তাকে কেউ বললাম এ-কথা, আবার কেউ বলল সে-কথা। কিন্তু ফুলের বনে মরা ছাগলটাকে দেখে থা জানতে চাইল, কে তাকে মেরেছে। আমরা বনের প্রাণীরা কেউ তাকে সে কথাটা বললাম না, কারণ রক্তের গন্ধ আমাদের সবাইকে তখন বোকা বানিয়ে ফেলেছে। আমরা গোল হয়ে ছুটতে ছুটতে লাফিয়ে, চেঁচিয়ে, মাথা নেড়ে নেড়ে ঘুরতে লাগলাম। তখন থা ঝুলে পড়া গাছ ও আঁকাবাঁকা লতাদের উদ্দেশ্যে হুকুম জারি করল, তারা যেন ছাগলের খুনীকে খুঁজে বের করে তাকে জানিয়ে দেয়। থা আরও বলল, 'তোমাদের মধ্যে কে হবে জঙ্গলের প্রধান?' তখন গাছের ডালে লাফিয়ে উঠে ধূসর বানর বলে উঠল, 'এখন থেকে আমিই হব জঙ্গলের

BanglaBook.org

প্রধান।' থা হা-হা করে হেসে উঠে বলল, 'তথাস্তু।' খুব রেগে সে তখনই সেখান থেকে চলে গেল।

"বৎসগণ, ধূসর বানরকে তোমরা চেনো। সে আজ যেমন আছে সেদিনও তেমনই ছিল। প্রথম দিকে সে বেশ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গেই কাজ করতে লাগল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে আবার তার বাঁদরামি শুরু করে দিল। একদিন থা এসে দেখল, ধূসর বানর একটা গাছের ডাল থেকে মাথাটা নিচু করে ঝুলছে, আর যারা নিচে দাঁড়িয়েছিল তাদের দিকে ভেঙ্চি কাটছে। তারাও তাকে পাল্টা ভেঙ্চি কাটছে। তার অর্থ, জঙ্গলে তখন আর কোন নিয়ম কানুনই ছিল না—শুধুই বোকার মত কথাবার্তা আর অর্থহীন ভাষা।

"তখন থা আমাদের এক সঙ্গে ডেকে এনে বলল, 'তোমাদের প্রথম প্রধান মৃত্যুকে ডেকে এনেছিল জঙ্গলে, আর দ্বিতীয় প্রধান ডেকে এনেছে লজ্জাকে। এবার নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার সময় হয়েছে। আবার চাই সেই বিধান যাকে তোমরা কেউ ভাঙবে না। এবার তোমাদের পরিচয় হবে ভয়ের সঙ্গে; তাকে দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে সেই তোমাদের প্রধান; বাকি যা কিছু সেটা আপনি আসবে।' তখন আমরা জঙ্গলের প্রাণীরা বললাম, 'ভয় কাকে বলে?' থা বলল, 'তাকে না পাওয়া পর্যন্ত খুঁজতে থাক।' অতএব আমরা জঙ্গলের সর্বত্র ভয়কে খুঁজতে লাগলাম। ইতিমধ্যে মহিষরা—"

"উঃ!" বালুকাময় তীর থেকে মহিষদের সর্দার মাইসা বলে উঠল।

"হ্যাঁ মাইসা, তারা মহিষই ছিল। তারা এই সংবাদ নিয়ে ফিরে এল যে জঙ্গলের গুহায় বসে আছে 'ভয়'; তার মাথায় চুল নেই, সে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে। তখন আমরা জঙ্গলের প্রাণীরা মহিষের দলের পিছন পিছন হেঁটে সেই গুহায় পৌঁছে গেলাম। গুহার মুখেই দাঁড়িয়ে ছিল 'ভয়'; মহিষদের বিবরণ মতই তার মাথায় চুল ছিল না, আর সে হাঁটে পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে। আমাদের দেখেই সে চিৎকার করে উঠল, আর সেই কণ্ঠস্বর আমাদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিল। আজও সেই কণ্ঠস্বর কানে এলেই আমরা ভয় পেয়ে পড়ি-কি-মরি করে ছুটতে শুরু করি। সেই রাতে—এই রকমই আমাকে বলা হয়েছিল—আমরা জঙ্গলের প্রাণীরা প্রচলিত রীতি অনুসারে একসঙ্গে না শুয়ে প্রতিটি উপজাতি আপনা থেকেই ভাগ হয়ে গেলাম—শুয়োর শুয়োরের সঙ্গে, হরিণ হরিণের সঙ্গে; শিং-এ শিং মিলিয়ে, ক্ষুরে ক্ষুর মিলিয়ে—দলের সঙ্গে গা মিলিয়ে, জঙ্গলে শুয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগলাম।

"আমাদের সঙ্গে ছিল না একমাত্র প্রথম বাঘটি, কারণ তখনও সে লুকিয়ে ছিল উত্তরের জলাভূমিতে। গুহার মধ্যে আমরা যে বস্তুটিকে দেখেছি, তার কথা যখন তাকে জানানো হল তখন সে বলল: 'আমি সেই বস্তুটার কাছে গিয়ে তার গলাটা ছিড়ে ফেলব।' সারা রাত ধরে ছুটে সে গুহায় পৌঁছে গেল; কিন্তু পথে গাছপালা ও লতারা থা-র হুকুম স্মরণ করে নিজেদের ডালপালা নুইয়ে তার গায়ে চিহ্ন এঁকে দিল; তার পিঠে, দুই পাশে, কপালে ও চোয়ালে তাদের আঙুল টেনে চিহ্ন এঁকে দিল। তারা যেখানে যেখানে তাকে স্পর্শ করল সেখানেই বাঘের হলুদ চামড়ার উপর একটা করে দাগ ও ডোরা চিহ্ন আঁকা পড়ল। তার সন্তান-সন্ততিরা আজও সেই ডোরা-কাটা দাগ বয়ে বেড়ায়। গুহায় এসে হাজির হতেই সেই কেশবিহীন 'ভয়' হাতটা বাড়িয়ে বলে উঠল, 'তুমি সেই ডোরা-কাটা যে রাত হলেই আসে? কেশবিহীন প্রাণীটিকে দেখে আদি বাঘ ভয় পেয়ে ডাকতে ডাকতে জলাভূমিতেই ফিরে গেল।"

BanglaBook.org

এই সময় জলের মধ্যে থুত্‌নি ডুবিয়ে মোগলি মুচকি হাসল।

"সে এত জোরে গর্জন করতে লাগল যে থা সেটা শুনতে পেয়ে বলল, 'দুঃখটা কিসের?' আদি বাঘটি নাক উঁচু করে সদ্য-তৈরি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, হে থা, ফিরিয়ে দাও আমার শক্তি। জঙ্গলের সব প্রাণীর সামনে আমাকে লজ্জা দেওয়া হয়েছিল, আর এখন কোন্ এক কেশবিহীনের কাছ থেকে আমি পালিয়ে এসেছি, সে আমাকে একটা লজ্জাকর নাম ধরে ডেকেছে।"

"কিন্তু কেন?" থা বলল।

"কারণ জলাভূমির কাদায় আমার শরীরটা মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল," আদি বাঘটি বলল।

"তাহলে সাঁতার কাটো গে, ভেজা ঘাসের উপর গড়াও গে, তাহলেই কাদার দাগ হলে সেটা ধুয়ে-মুছে যাবে," থা বলল।

"প্রথম বাঘটি জলে সাঁতার কাটল, ঘাসের উপর কতবার গড়াল; গড়াতে গড়াতে তার দুই চোখের সামনে পুরো জঙ্গলটা ঘুরতে শুরু করল; কিন্তু তার চামড়ার উপর থেকে একটা ছোট দাগও মুছে গেল না। তার অবস্থা দেখে থা হেসে উঠল।

"তখন আদি বাঘটি বলল, 'আমি এমন কি করেছি যে আমার কপালে এটা ঘটল?'

"থা বলল, 'তুমি একটা ছাগলকে খুন করেছ, তুমি মৃত্যুকে ছেড়ে দিয়েছ জঙ্গলের মধ্যে, আর সেই মৃত্যুর সঙ্গে এসেছে ভয়; তাই জঙ্গলের প্রাণীরা পরস্পরকে ভয় করছে, ঠিক যেমন তুমি ভয় পেয়েছ কেশবিহীন একজনকে দেখে।'

"আদি বাঘ বলল, 'তারা কখনই আমাকে ভয় করবে না, কারণ শুরু থেকেই আমি তাদের চিনতাম।'

"থা বলল, 'বেশ তো, গিয়েই দেখ।'

"তখন থেকেই আদি বাঘ বনের পথে পথে ছুটতে লাগল, আর গলা ছেড়ে ডাকতে লাগল হরিণ, শুয়োর, শম্বর, সজারু আর জঙ্গলের অন্যসব প্রাণীদের। কিন্তু একদিন যে ছিল তাদের বিচারক তাকে দেখে আজ তারা সকলেই পালিয়ে গেল, কারণ তারা ভয় পেল।

"তখন আদি বাঘ ফিরে এল। তার অহংকার চূর্ণ হয়েছে। মাটিতে মাথা ঠুকে-ঠুকে চার পা দিয়ে পৃথিবীকে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে সে বলতে লাগল: 'তোমরা স্মরণ কর যে একদিন আমি ছিলাম এই জঙ্গলের প্রধান। হে থা! তুমি আমাকে ভুলো না। আমার সন্তানরা চিরদিন মনে করে রাখুক যে একদিন আমি ছিলাম লজ্জা ও ভয়ের ঊর্ধ্বে!'

"থা বলল, 'এটুকু আমি করব, কারণ তুমি আর আমি এক সঙ্গে এই জঙ্গলকে গড়ে উঠতে দেখেছি। প্রতি বছর একটা রাত তোমার ও তোমার সন্তানদের কাছে এই জঙ্গলটা হয়ে যাবে ছাগল খুন হবার আগেকার মত। সেই একটি রাতে যদি কেশবিহীন প্রাণীটির সঙ্গে তোমার দেখা হয়, তাহলে তাকে দেখে তুমি ভয় পাবে না, কিন্তু সে ভয় পাবে তোমাকে দেখে; যেন তুমিই জঙ্গলের বিচারক এবং সব কিছুর কর্তা। মনে রেখো তার নাম 'মানুষ'। তার সেই ভয়ের রাতে তুমি তাকে দয়া করো, কারণ ভয় কাকে বলে তা তুমি জেনেছ।'

"তখন আদি বাঘ বলল, 'আমি সন্তুষ্ট হলাম।' কিন্তু তার পরেই নদীতে নেমে সে দেখতে পেল তার শরীরের ডোরা-কাটা দাগগুলো। অমনি তার মনে পড়ে গেল কেশহীন প্রাণীটি তাকে কি নাম দিয়েছিল, আর সেও খুব রেগে গেল। একটা বছর সে জলাভূমিতেই কাটাল। কবে থা তার কথা রাখবে তার জন্য সে অপেক্ষা করতে লাগল।

"তারপর এক রাতে 'চাঁদের শেয়াল'টি (সন্ধ্যা

BanglaBook.org

তারা) যখন বনরেখার উপরে পরিষ্কার দেখা দিল, তখনই তার মনে হল যে এতদিনে তার রাতটা এসেছে। তখনই সে ছুটে গেল সেই গুহায় কেশবিহীন একজনকে দেখতে। থা যেমনটি বলেছিল ঠিক তেমনটিই ঘটল। কেশবিহীন একজন সপাটে তার সমুখে মাটিতে শুয়ে পড়ল। আদি বাঘ তাকে আঘাত করল, তার পিঠটা ভেঙে দিল, কারণ সে ভাবল যে এ রকম বস্তু জঙ্গলে একটিই ছিল, আর সেই ভয়কেই সে খুন করেছে। আর নাকটা তুলে উপরে তাকাতেই সে শুনতে পেল উত্তরের অরণ্য থেকে নেমে আসছে থা; আরও শুনতে পেল প্রথম হাতিটির কণ্ঠস্বর—যে স্বর আমরা আজও শুনতে পাই—"

বজ্রগর্ভ মেঘ শুষ্ক ক্ষতবিক্ষত পাহাড়ের উপরে-নিচে পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল; কিন্তু সে মেঘ বয়ে আনল না কোন বৃষ্টি—শুধু বিদ্যুতের চমক পাহাড়ে-পাহাড়ে ঝল্‌সে উঠল—আর হাতি বলতে লাগল: সেই কণ্ঠস্বর সেও শুনতে পেয়েছিল; সে বলেছিল: "এই তোমার করুণা?"

আদি বাঘ ঠোঁট চেটে বলেছিল: "তাতে কি হল? ভয়কে তো আমি মেরেছি।" আর থা বলল, "হারে অন্ধ ও মূর্খ! মৃত্যুর দুই পায়ের বাঁধন তুমিই খুলে দিয়েছ; তোমার মৃত্যু পর্যন্ত সে তোমাকে তাড়া করবে। তুমিই মানুষকে হত্যা করতে শিখিয়েছ!"

নিহত মানুষটার পাশে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আদি বাঘ বলেছিল: "এও তো সেই ছাগলের মতই পড়ে আছে। ভয়ের কিছু নেই। আবার আমি জঙ্গলের প্রাণীদের বিচার শুরু করব।"

আর থা বলেছিল: "জঙ্গলের প্রাণীরা আর কোন দিন তোমার কাছে আসবে না। তারা কোন দিন তোমার পথে হাঁটবে না, তোমার কাছে ঘুমবে না, তোমার অনুগমন করবে না, তোমার সঙ্গে বসে খাবে না। একমাত্র ভয় তোমার পিছু নেবে। সে তোমাকে এমনভাবে আঘাত করবে যা তুমি দেখতেও পাবে না। তোমার পায়ের তলা থেকে সে মাটি সরিয়ে দেবে; লতাদের দিয়ে তোমার গলায় ফাঁস লাগাবে; গাছের গুঁড়িগুলোকে এত উঁচু করে রাখবে যে ততটা উঁচুতে তুমি লাফিয়েও উঠতে পারবে না; আর শেষ পর্যন্ত সে তোমার চামড়া খুলে নিয়ে তার বাচ্চাদের ঢেকে দেবে তাদের দেহকে গরম করতে। তুমি মানুষটিকে করুণা কর নি; তাই কেউ তোমাকে করুণা করবে না।"

আদি বাঘটি ছিল খুবই সাহসী, কারণ সে রাতটা তখনও তার হাতেই ছিল। সে বলল: "থা-র মুখের কথার কখনও অন্যথা হয় না। সে কি আমার রাতটাও নিয়ে নেবে?"

থা বলল, "আমি যখন কথা দিয়েছি তখন এই একটি রাত তোমারই থাকবে, কিন্তু তার জন্য তোমাকে মূল্য দিতে হবে। তুমিই মানুষকে খুন-খারাবি করতে শিখিয়েছ; আর মানুষের শিক্ষা নিতে দেরি হয় না।"

আদি বাঘটি বলল: "সে তো এখানে আমার পায়ের নিচে পড়ে আছে; তার পিঠটাও ভেঙে গেছে। জঙ্গলের সকলে জানুক, আমি ভয়কে হত্যা করেছি।"

থা হেসে উঠল; বলল: "তুমি তো খুন করেছ অনেকের মধ্যে একজনকে; কিন্তু জঙ্গলের প্রাণীদের কাছে সে কথাটা তোমাকেই বলতে হবে—কারণ তোমার রাত শেষ হয়েছে।"

অতএব দেখা দিল দিন। গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল আর এক লোমহীন জীব। পথের উপরে সে দেখতে পেল মানুষের মৃতদেহ—তার উপর দাঁড়িয়ে আছে আদি বাঘটি। লোমহীন জীব হাতে তুলে নিল একটা তীক্ষ্ণমুখ লাঠি—

হাতি বলতে লাগল, "সেই তীক্ষ্ণমুখ লাঠিটা সে ছুঁড়ে দিল; লাঠিটা প্রথম বাঘের বুকের

BanglaBook.org

পাশে আমূল বিদ্ধ হল। সেই অবস্থাতেই সে গর্জন করতে করতে জঙ্গলময় ছুটে বেড়াতে লাগল। এক সময় কোন রকমে সেই লাঠিটা বুক থেকে টেনে বের করে ফেলল। আর সারা জঙ্গল জেনে গেল যে লোমহীন ছোট জীবটি দূর থেকে আঘাত হানতে জানে; তাই তারা সকলেই তাকে আরও বেশি ভয় করতে লাগল। অতএব ব্যাপারটা এই দাঁড়াল যে আদি বাঘটিই লোমহীন জীবকে শেখাল হত্যার কৌশল—তার ফলে আমাদের সকলের কত ক্ষতি যে সেই আদি বাঘটি করে গেছে তা তোমরা সকলেই জান—ফাঁস লাগিয়ে, খাদে ফেলে, ফাঁদ পেতে, উড়ন্ত লাঠি (বর্শা) দিয়ে, আর ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে উড়ে-আসা আগুনে মাছি (রাইফেলের গুলি) দিয়ে; তাছাড়া আছে সেই 'লাল ফুল' যা আমাদের খোলা মাঠে টেনে বের করে।"

মোগলি বলল, "তাহলে কি মানুষ বাঘকে ভয় করে মাত্র একটা রাতের জন্য?"

হাতি বলল, "হ্যাঁ, মাত্র একটা রাতের জন্য।"

"কিন্তু আমি—কিন্তু আমরা—কিন্তু জঙ্গলের সবাই জানে যে শেরে খান এক চাঁদে দুই এবং তিনবার মানুষকে হত্যা করে।"

"তা হলেও। তখন সে পিছন থেকে লাফ দেয়, আঘাত করার সময় মাথাটাকে ঘুরিয়ে নেয়, কারণ ভয় তাকে চেপে ধরে থাকে। মানুষ যদি তখন তার দিকে চোখ মেলে তাকাতে পারে তাহলেই বাঘ ছুটে পালাবে। কিন্তু তার সেই একটা রাতে বাঘ বুক ফুলিয়ে গ্রামে ঢোকে, দরজার ভিতর দিয়ে মাথাটা গলিয়ে দেয়, তাতেই মানুষ মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে, আর সেই সুযোগে বাঘ তাকে মেরে ফেলে। সে রাতে মাত্র একটাই শিকার।"

জলের মধ্যে ভাসতে ভাসতে মোগলি নিজের মনেই বলল, "ও হো! এখন বুঝতে পারছি কেন তার দিকে তাকাতে শেরে খান আমাকে নিষেধ করেছিল! কিন্তু সে নিষেধে কোন কাজ হয় নি, কারণ সে স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতে পারে নি, আর—আর আমিও তার পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ি নি। তাছাড়া, আমি তো মানুষই নই—জঙ্গলের মুক্ত প্রাণীদেরই একজন।"

লোমশ গলায় বাঘীরা বলে উঠল, "উম্‌ম্‌! বাঘ কি জানে কোন্‌টা তার রাত?"

"চাঁদের শেয়াল যখন সন্ধ্যার কুয়াসার ভিতর থেকে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় তার আগে কিছুই জানতে পারে না। সেই রাতটা কখনও আসে গ্রীষ্মের শুখায়, আবার কখনও ভেজা বর্ষায়—বাঘের সেই একটা রাত!"

বাঘীরার ঠোঁট দুটো হাসিতে বেঁকে গেল। সে বলল, "এটা—এই কাহিনীটা মানুষরা জানে?"

"বাঘরা এবং আমরা—থা-য় বংশধর হাতিরা ছাড়া আর কেউ জানে না। আর এখন তোমরা যারা এই জলের ধারে আছ তারাও শুনলে, কারণ আমি তোমাদের বললাম।"

তার যে আর কিছু বলার ইচ্ছা নেই সেটা বোঝাবার জন্য হাতি তার শুঁড়টাকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিল।

বালুর দিকে মুখ ফিরিয়ে মোগলি বলল, "কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু, প্রথম বাঘটি কেন ঘাস, পাতা ও গাছগাছালি খাওয়ার অভ্যাসটা চালিয়ে গেল না? সে তো ছাগলের ঘাড় মটকায় নি। তাকে খায় নি। সে কেন মাংস খেতে শুরু করল?"

"কি জান ছোট ভাইটি, গাছরা আর লতারাই তার গায়ে ছাপ মেরে দিল; আজ তাকে আমরা যে ডোরা-কাটা চেহারায় দেখি সেটাও তারাই করে দিয়েছে। তাই তাদের ফল সে আর কোন দিন খাবে না; কিন্তু সেই দিন থেকেই সে

BanglaBook.org

হরিণ ও অন্য সব তৃণভোজীর উপর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হল," বলল বালু।

"তাহলে তুমি দেখছি কাহিনীটা জান। আরে! আমি কেন এতদিন শুনি নি?"

"কারণ এ রকম কত কাহিনী জঙ্গলের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আমি যদি একবার শুরু করি তাহলে কোন দিন বলার শেষ হবে না। তাই এখানেই শেষ করলাম ছোট ভাইটি।"

জঙ্গলের আইন-কানুন

জঙ্গলের আইন যেমন অসংখ্য। তেমনই বিচিত্র। তার মধ্যে যে আইনগুলি নেকড়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তারই কয়েকটি আমি এখানে অনুবাদ করে দিলাম (বালু সর্বদাই এগুলি আবৃত্তি করত সুর করে)। অবশ্য এরকম আরও শত শত আইন আছে, কিন্তু সহজ আইনগুলির দৃষ্টান্ত হিসাবে এগুলিই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

জঙ্গলের এই সব আইন আকাশের মতই প্রাচীন ও সত্য; যে নেকড়ে এগুলি মেনে চলবে তার ভাল হবে, কিন্তু যে নেকড়ে এই আইন ভাঙবে তার হবে মৃত্যু।

একটা লতা যেমন গাছকে চারদিক থেকে ঘিরে থাকে, আইনও তেমনি এগিয়ে-পিছিয়ে চলে—দলের শক্তি যেমন একটি নেকড়ে, তেমনি একটি নেকড়ের শক্তিও তার দল।

নাকের ডগা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত রোজ জলে ধুয়ে ফেলবে, কিন্তু কখনও গভীর জলে যাবে না;

আর মনে রেখো রাতটা শিকারের সময়; আর ভুলে যেয়ো না যে রাতটা ঘুমবার সময়।

শেয়াল বাঘের পিছু নিতে পারে, কিন্তু বাচ্চা, তোমার যখন গোঁফ গজাবে।

মনে রেখো নেকড়ে এক শিকারী—সেখান থেকে সরে গিয়ে নিজের খাদ্যে মন দাও।

বাঘ, চিতা, ভালুক—এই সব জঙ্গলের প্রভুদের সঙ্গে শান্তি বজায় রেখে চল;

নীরব হাতিকে ঘাটিও না, আর তার নিজের বাসায় শুয়োরকে নিয়ে কখনও তামাসা করো না।

জঙ্গলে যখন এক দলের সঙ্গে আর এক দলের দেখা হবে, আর কেউ পথ ছাড়তে চাইবে না, তখন নেতারা কিছু না বলা পর্যন্ত শুয়ে পড়—হয়তো ভাল কথাই টিকে থাকবে।

যদি দলের সর্দার-নেকড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে সে যখন একলা থাকবে এবং দূরে থাকবে তখনই যুদ্ধ করবে, অন্যরা যাতে সেই যুদ্ধে যোগ দিতে না পারে, সে জন্য যুদ্ধ করে দলের সংখ্যা কমিয়ে দেবে।

নেকড়ের বাসাটা তার আশ্রয়, সেখানে সে তার সংসার পেতেছে, সেখানে প্রধান নেকড়েও ঢোকে না; সেখানে পরিষদও আসে না। নেকড়ের বাসাটা তার আশ্রয়, সেখানে সে মাটি কেটে জায়গাটাকে সমভূমি করে তুলেছে, পরিষদ তাকে একটা বার্তা পাঠাবে, আর সেও বাসাটা আবার পাল্টাবে।

মধ্যরাতের আগে তুমি যদি কোন শিকার ধর, তাহলে চুপ করে থাক, ডাকাডাকি করে গোটা জঙ্গলকে জাগিয়ে তুলো না;

অন্যথায় হরিণ তার খাবার ফেলে পালাবে, আর তোমার ভাইরা ভুখা পেটে থাকবে।

তুমি হত্যা করতে পার নিজেদের জন্য, তোমার সঙ্গীদের জন্য, তোমার বাচ্চাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য;

কিন্তু হত্যার সুখের জন্য কখনও হত্যা করো না; আর মানুষের বেলায় তো সাত সাতবার

BanglaBook.org

নয়—কদাপি নয়।

কোন দুর্বলতর প্রাণীর শিকার যদি তুমি লুঠ-কর, অহংকারবশে তার সবটা খেয়ো না; দলীয় অধিকার হচ্ছে নিকৃষ্টতম অধিকার; মাথা ও চামড়াটা তার জন্যই রেখে দাও।

দলের কাউকে মারা হলে সে মাংস দলের। যেখানে পাবে সেখানেই তোমাকে খেতে হবে; সে মাংস কেউ তার বাসায় নিয়ে যেতে পারবে না; নিয়ে গেলে তাকেও মরতে হবে।

নেকড়ের শিকারের মাংস নেকড়েরই প্রাপ্য। তা নিয়ে সে যা খুশি তাই করতে পারে, কিন্তু, তার অনুমতি ছাড়া দলের কেউ সে মাংস খেতে পারে না।

বাচ্চার অধিকার এক বছর পর্যন্ত চলবে। শিকারীর খাওয়া শেষ হবার পরে দলের যে কোন জন্তুর কাছে সে ভর-পেট খাবার দাবী করতে পারে; কেউ তাতে আপত্তি করতে পারবে না।

বাসার অধিকার মায়ের এক্তিয়ার। তার সমবয়সী সকলের কাছ থেকেই সে তার বাচ্চাদের জন্য প্রতিটি শিকারের নরম মাংসটা দাবী করতে পারে; সে দাবী কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

গুহার অধিকার বাবার এক্তিয়ার—নিজের পরিবারের জন্য শিকার করার অধিকার তার আছে: দলের ব্যাপারে সে স্বাধীন; তার বিচার করতে পারে একমাত্র 'পরিষদ'।

তার বয়স, তার অভিজ্ঞতা, এবং তার কঠিন মুষ্টি ও থাবার কথা বিবেচনা করে, বিধানে যে সব কথা বলা নেই তেমন সবক্ষেত্রেই প্রধান নেকড়ের কথাই আইন।

এই হল জঙ্গলের বিধান: সে বিধান সংখ্যায় অনেক, আর মহান; কিন্তু আইনের মাথাই বল আর ক্ষুরই বল, পেটই বল আর পিঠই বল,—আসল কথাটা হচ্ছে—আজ্ঞা পালন কর!

BanglaBook.org

জঙ্গলের অধিকার

পাঠকদের অবশ্যই মনে আছে, পরিষদ পাহাড়ে শেরে খানের চামড়াটা ভাল করে আটকে দেবার সময় মোগলি বলেছিল, এখন থেকে সে একাই জঙ্গলে শিকার করে বেড়াবে; তার নেকড়ে বাবা-মার চার ছেলেও তার সঙ্গে শিকার করতে পারবে। কিন্তু এক মিনিটেই একটা জীবনের ধারাকে বদলে দেওয়াটা সহজ কাজ নয়—বিশেষ করে জঙ্গলে। উচ্ছৃংখল দলবল সরে যাবার পরে মোগলির প্রথম কাজটিই ছিল সোজা সেই গুহা-বাসায় গিয়ে একটা দিন ও রাত টানা ঘুম দেওয়া। তারপরই সে নেকড়ে মা ও বাবাকে যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে বলল তার বিচিত্র অভিযানের কথা, আর সব কিছু শুনে তারাও বলল যে সে বেশ কিছু বিষয়ে শিখে ফেলেছে।

সব শেষে মোগলি বলেছিল, "একেলা ও ধূসর ভাই সঙ্গে না থাকলে আমি কিছুই করতে পারতাম না। মা, মাগো! সেই মানুষের দল যখন পাথর ছুঁড়ে আমাকে মারছিল, সে দৃশ্য যদি তুমি দেখতে!"

নেকড়ে মা কঠিন গলায় বলেছিল, "সে দৃশ্য যে আমাকে দেখতে হয় নি তাতেই আমি খুশি। আমার বাচ্চারা শেয়ালের মত এখান থেকে ওখানে তাড়িত হয়ে বেড়াক এটা আমি চাই না। মানুষদের কাছ থেকে আমি তার ন্যায্য দাম আদায় করে নিতাম; কিন্তু যে মেয়ে মানুষটি তোমাকে তার বুকের দুধ খাইয়েছিল তাকে আমি রেহাই দিতাম। হ্যাঁ, একমাত্র তাকেই ছেড়ে দিতাম।"

নেকড়ে বাবা আলস্যভরা গলায় বলে উঠল, "চুপ কর, চুপ কর রাখ্‌শা! আমাদের ব্যাঙটি তো ঘরে ফিরে এসেছে—তার সেইটুকু বুদ্ধির জন্যই তার নিজের বাবারই তার পা চাটা উচিত। মাথাটা একটু কেটে গেছে তো কি হয়েছে? মানুষদের কথা ছাড়ো।"

বালু ও বাঘীরাও তার কথারই প্রতিধ্বনি করল:

"মানুষদের কথা ছাড়ো।"

খুশির হাসি হেসে মোগলি নেকড়ে মার দিকে পাশ ফিরে বলল, তার নিজের কথা হচ্ছে, আর কোনদিন সে মানুষের মুখ দেখবে না, তাদের কথা শুনবে না, তাদের গায়ের গন্ধও শুঁকবে না।

একটা কান খাড়া করে একেলা বলল, "কিন্তু মানুষরা যদি তোমাকে ছেড়ে না দেয় তাহলে তুমি কি করবে ছোট ভাইটি?"

"আমরা পাঁচজন এক হয়ে থাকব," ধূসর ভাই চারদিকে তাকিয়ে সংখ্যাটার উপর জোর দিয়ে বলল।

বালুর দিকে তাকিয়ে লেজটা নাড়াতে নাড়াতে বাঘীরা বলল, "আমরাও সে শিকারে হাজির থাকতে পারি। কিন্তু একেলা, এখনও তুমি মানুষদের কথা ভাবছ কেন?"

নিঃসঙ্গ নেকড়ে জবাব দিল, "ভাবনার যথেষ্ট কারণ আছে। কি জান ছোট ভাইটি, মানুষরা মজা করার জন্য বন্দুক নিয়ে বেড়ায় না। একটি বন্দুকধারী মানুষ আমাদের উপর কড়া নজর রাখছে। কে জানে, এই মুহূর্তে সে আমাদের আশেপাশেই কোথাও আছে কি না।"

মোগলি রেগে বলল, "কিন্তু সে আমাদের পিছু নেবে কেন? মানুষরা তো আমাকে তাড়িয়েই দিয়েছে। তাদের আর কি চাই?"

একেলা জবাব দিল, "তুমিও তো মানুষ ছোট ভাইটি। তোমার ভাই-বেরাদাররা কখন কি করে, কেন করে তার আমরা কি জানি?"

তার কথা শুনে মোগলি ভীষণ রেগে গেল। রাগের ঝোঁকে হাতের ধারালো ছুরিটাকে সজোরে মাটির ভিতর ঢুকিয়ে দিল। কিন্তু পর মুহূর্তেই রাগটা সামলে নিয়ে ছুরিটাকে খাপে ঢুকিয়ে দিয়ে শান্ত গলায় বলল, "আর কখনও মানুষ ও মোগলির কথা এক নিঃশ্বাসে বলবে না—বলবে আলাদা করে।"

ঠিক তখনই বাঘীরা হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল; যতটা পারল মাথাটা তুলে ধরল; কি যেন শুঁকল; তারপরেই তার শরীরটা কেমন যেন কাঠ-কাঠ হয়ে গেল। বালুও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল; বাঁদিকে একটু সরে গিয়ে ডান দিক থেকে আসা বাতাসে কি যেন শুঁকতে লাগল। ওদিকে একেলাও প্রশ্বাসের সঙ্গে পঞ্চাশ গজ উপরের বাতাস টেনে নিয়ে আধাছুব্‌নি পেতে বসে কেমন যেন শক্ত হয়ে গেল। মোগলি ঈর্ষান্বিত চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। অন্য মানুষের তুলনায় তার ঘ্রাণ-শক্তি অনেক বেশি হলেও জঙ্গলের জীবদের মত চুল-চেরা তীক্ষ্ণ অনুভূতি তার নাকের ছিল না। তার উপর তিনটে মাস ধোঁয়া-ভরা গ্রামে বাস করার ফলে তার ঘ্রাণ-শক্তিও অনেক হ্রাস পেয়েছে।

সেখানে বসেই একেলা গর্‌-গর্‌ করে বলে উঠল, "মানুষ!"

"বলদেও!" মাটিতে বসে পড়ে মোগলি বলল। "সে আমাদের পিছু নিয়েছে। দূরে দেখা যাচ্ছে তার বন্দুকের উপর রোদের ঝিলিক। ওই দেখ!"

বিজয়ীর ভঙ্গিতে একেলা বলে উঠল, "আমি জানতাম মানুষরা আমাদের পিছু নেবে। বৃথাই এতদিন ধরে নিজের দলবলকে চালাই নি।"

বাচ্চা চারটে কিছুই না বলে পাহাড়ি পথ ধরে নিচে নেমে গেল।

মোগলি হাঁক দিয়ে বলল, "কিছু না বলে কোথায় যাচ্ছ তোমরা?"

তার কথার উত্তর দিল বালু, "চুপ! দুপুরের আগেই তার খুলিটা এখানেই ফেলে দেব।"

মোগলি চিৎকার করে ভাইদের ডেকে বলল, "ফিরে এস! ফিরে এসে দেখই না কি হয়। মানুষ মানুষের মাংস খায় না!"

বাচ্চা নেকড়ে চারটে ফিরে এসে বসে পড়ল।

BanglaBook.org

একেলা বলে উঠল, "একটু আগেই একটা নেকড়ে হয়ে গিয়েছিল? কে খাপ থেকে ছুরিটা বের করেছিল?"

মোগলি সক্রোধে বলে উঠল, "আমি যা কিছু করি তার জন্যই কি আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে?"

গোফ নাচিয়ে বাঘীরাও পাল্টা জবাব দিল, "এই তো মানুষ! এই তো মানুষের মতই কথা! এই ভাবেই একদা উদয়পুরের রাজার খাঁচার চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে মানুষরা কথা বলত। আমরা জঙ্গলের প্রাণীরা জানি যে মানুষই সকলের চাইতে বিজ্ঞ। নিজেদের কানকে বিশ্বাস করলে আমাদের জানা উচিত ছিল যে মানুষই সব চাইতে মূর্খ।"

গলাটা আরও চড়িয়ে সে আবার বলল, "এ ব্যাপারে মানুষের বাচ্চাই সঠিক কাজটা করে। মানুষ দল বেঁধে শিকার করে। এস, দেখা যাক আমাদের প্রতি এই মানুষটির মনোভাব কি।"

মোগলি একবার এ-বন্ধুর দিকে, আবার সে-বন্ধুর দিকে তাকাতে লাগল; তার বুকটা ওঠা-পড়া করছে; চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। নেকড়েদের দিকে এগিয়ে গিয়ে নতজানু হয়ে সে বলল, "আমার মনকে কি আমি চিনি না? আমার দিকে একবার তাকাও!"

অস্বস্তির সঙ্গে তারা চোখ তুলে তাকাল; তাদের চোখগুলি ঘুরতে লাগল; তাদের সারা শরীর কাঁপতে লাগল। মোগলি তাকিয়ে আছে তো তাকিয়েই আছে।

এক সময় সে বলল, "এবার বল, আমাদের পাঁচজনের মধ্যে কে নেতা?"

"তুমিই আমাদের নেতা ছোট ভাইটি," এই কথা বলে বালু মোগলির পা চাটতে লাগল।

মোগলি বলল, "তাহলে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর।" দুই পায়ের মধ্যে লেজ ঢুকিয়ে দিয়ে চারজনই তার পিছন পিছন হেঁটে চলল।

বাঘীরা বলল, "এটাই মানুষের সঙ্গে বাস করার ফল। এখন তো জঙ্গলের বিধান ছাড়াও অনেক কিছু জঙ্গলে ঘটছে বালু।"

বুড়ো বালু মুখে কিছু বলল না, কিন্তু ভাবতে লাগল অনেক কিছু।

মোগলি পাহাড়ি জঙ্গলের পাকদণ্ডী পথ ধরে সোজাসুজি এগিয়ে গেল। তার পিছন পিছন গেল বাঘীরা ও বালু! একটা ঝোপের আড়ালে পৌঁছে তারা বলদেওকে দেখতে পেল। গাদা বন্দুকটা কাঁধে সেও এগিয়ে চলেছে। তারপর একটা জায়গায় বসে কাশতে শুরু করল। একটু পরেই জঙ্গলের তিন প্রাণী একটু একটু করে সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে থেকে তাকে ঘিরে ধরল। তখন তারা বলদেও-এর এতই কাছে পৌঁছে গেছে যে সে একটা পাথর ছুঁড়ে মারলেও সেটা তাদের গায়ে এসে লাগতে পারত। নেকড়েরা খুব নিঃশব্দে পা ফেলে এগোতে পারে; আর ততটা নিঃশব্দে না হলেও মোগলিও একটা ছায়ার মত কাউকে অনুসরণ করতে পারে।

ইতিমধ্যে একদল মশালচী এসে বলদেও-র সঙ্গে যোগ দিল। আশপাশের বিশ মাইল বৃত্ত পর্যন্ত জঙ্গলের সব মানুষই একজন ভাল শিকারী হিসাবে বলদেওকে চেনে। তারাও বলদেওকে ঘিরে বসে পড়ল। ধূমপান করতে করতে তারাও নানা রকম গল্পগুজব শুরু করে দিল।

এক সময় কথাপ্রসঙ্গেই বলদেও মোগলির কথা তুলল। সে বলতে লাগল, সেই শয়তানের বাচ্চাটাকে মারবার জন্যই গ্রামবাসীরা তাকে এই জঙ্গলে পাঠিয়েছে। ইতিমধ্যেই তারা মেসুয়া ও তার স্বামীকে কব্জা করে ফেলেছে; তাদের দৃঢ় বিশ্বাস তারাই এই শয়তানের বাচ্চার মা ও বাবা। তাদের দু'জনকেই গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। তাদের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে তারা স্বীকার করে যে তারা দু'জনই ডাইনি ও জাদুকর। তাহলেই সকলে মিলে তাদের দু'জনকে

BanglaBook.org

পুড়িয়ে মেরে ফেলবে।

সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আশায় মশালচীরা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, "সেটা কবে হবে?"

বলদেও জানাল, সে না ফেরা পর্যন্ত কিছুই করা হবে না, কারণ গ্রামবাসীদের ইচ্ছা সকলের আগে সেই জংলীটাকেই শেষ করতে হবে। তারপর তারা মেসুয়া ও তার স্বামীকে শেষ করবে, এবং তাদের জমিজমা ও মহিষগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেবে।

বলদেও এ প্রসঙ্গে আরও অনেক কথাই বলল। তার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে না পেরে দুই অনুগত জন্তু বার বার প্রশ্ন করতে লাগল, "ও কি বলছে? ও কি বলছে?" আর মোগলিও তাদের ভাষায় সব কিছু বুঝিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু ওই ডাইনির ব্যাপারটায় পৌঁছে সেও পরিষ্কার কিছু বুঝতে না পেরে আগেকার প্রসঙ্গেই ফিরে গিয়ে জানাল, যে দুটি পুরুষ ও নারী তার প্রতি এত সদয় ছিল দু'জনকেই তারা ফাঁদে আটকে রেখেছে।

বাঘীরা বলল, "মানুষ কি মানুষকে ফাঁদে ফেলে?"

"তাই তো সে বলছে। ওদের কথাবার্তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। ওরা সবাই যে পাগল হয়ে গেছে। মেসুয়া ও তার স্বামীর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক যে তাদের ফাঁদে আটকাতে হবে! তবে একটা কথা ঠিক, মেসুয়াকে নিয়ে তারা যাই করুক সেটা বলদেও ফেরার আগে করবে না। আর সেই জন্যে হাতের ধারালো ছুরিটা আঙুল দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে মোগলি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগল। ওদিকে বলদেও ও মশালচীরা সার বেঁধে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে চলল।

মোগলি বলল, "এখনই আমাকে মানুষদের গ্রামে ফিরে যেতে হবে।"

"আর ওরা?" মশালচীদের বাদামী পিঠের দিকে তাকিয়ে বালু বলল।

দাঁত বের করে মোগলি বলল, "আমি চাই না অন্ধকার হবার আগে তারা গ্রামের ফটকে পা রাখুক। তুমি কি তাদের আটকে রাখতে পারবে?"

বাদামী বালু বলল, "মানুষকে যদি আমি ঠিক ঠিক চিনে থাকি, তাহলে তাদের আমি ছাগলের পালের মত একই জায়গায় চক্রাকারে ঘোরাতে পারি।"

"অতটা করতে হবে না। পথে তারা যাতে নিঃসঙ্গ বোধ না করে তাই একটু-আধটু তোমার গলাটা শোনাবে; ডাকটা যে বেশ মিষ্টি-মধুর হতে হবে তাও নয়। বাঘীরা, তুমিও ওদের সঙ্গে যাও; আর সমবেত সঙ্গীতে গলাটা মেলাও। যখন রাত নেমে আসবে তখন গ্রামে আমার সঙ্গে দেখা করবে—বাদামী দাদা জায়গাটা চেনে।"

বাঘীরা বলল, "মানুষের বাচ্চার জন্য কাজ করাটা তো চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু—আমি তাহলে ঘুমব কখন?" সে একটা হাই তুলল বটে, কিন্তু তার চোখ দুটো বলল যে কাজটা পেয়ে সে খুশি হয়েছে। "ঐ ন্যাংটো মানুষগুলোর জন্য আমাকেও গলা সাধতে হবে? ঠিক আছে; চেষ্টা করে দেখি।"

তার ডাকটা যাতে অনেক দূর পর্যন্ত যায় তাই সে মাথাটা নামিয়ে একটা দীর্ঘ বিলম্বিত সুরে হাঁক দিল "শিকার ভাল হোক" অপরাহ্নেই শোনা গেল একটি মধ্যরাতের ডাক; শুরু হিসাবে ডাকটা বেশ ভয়াবহই বটে। মোগলিও শুনতে পেল। সে ডাক গম্-গম্ করে একবার উঠল, একবার পড়ল, আর তারপরে একটা কাঁপা হিস্-হিস্ শব্দ হয়ে দূরে মিলিয়ে গেল। নিজের মনেই হাসতে হাসতে মোগলি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুটে চলল। সে দেখতে পেল মশালচীরা দল বেঁধে এগিয়ে চলেছে; বুড়ো বলদেও-র

BanglaBook.org

বন্দুকের নলটা কলাপাতার মত দুলছে। তখনি সে শুনতে পেল বাদামী দাদার ডাক—"ইয়া-লা-হি! ইয়ালাহা!" অন্য তিনজনও তার সঙ্গে যোগ দিল। ক্রমে এক সময় মোগলিরও মনে হল, পুরো দলটাই বুঝি এক সঙ্গে গলা মিলিয়েছে।

সেই সমবেত কলকণ্ঠ শুনে লোকগুলো যে যে ভাবে পারল গাছের ডালে উঠে বসল; আর বলদেও বিড়বিড় করে মন্ত্র-তন্ত্র আওড়াতে লাগল। তারপর তারা সকলেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। মানুষদের আবার ভাল ঘুম না হলে কাজে মন যায় না।

ওদিকে মোগলি মাইলের পর মাইল পার হয়ে চলেছে, ঘণ্টায় নয় মাইল গতিতে। এতদিন মানুষের সঙ্গে কাটিয়েও যে তার হাঁটুতে খিল ধরে যায় নি সেটা বুঝতে পেরে তার খুব ভাল লাগল। কিন্তু তখন তার মাথায় কেবল একটা চিন্তাই ঘুরছে—ফাঁদটা যে রকমই হোক না কেন, মেসুয়া ও তার স্বামীকে সেই ফাঁদ থেকে বের করে আনতেই হবে।

ঠিক গোধূলির সময় তার চোখে পড়ল অনেক দিনের চেনা সেই সব চারণ-ভূমি, সেই ঢাকগাছটা যেখানে শেরে খানকে হত্যা করার দিন সকালে বাদামী দাদা তার জন্য অপেক্ষা করে ছিল। গোটা মানুষ জাতটার প্রতিই সে ক্রুদ্ধ; গ্রামের বাড়ির ছাদগুলোর উপর চোখ পড়তেই কি যেন একটা তার গলার মধ্যে লাফিয়ে উঠল, তার দম আটকে এল। সে দেখল, সকলেই বেশ কিছু আগেই ক্ষেত থেকে ফিরে এসেছে; সান্ধ্য ভোজনে যোগ না দিয়ে দল বেঁধে গ্রামের পুরনো গাছটার তলায় এসে জমায়েত হয়েছে; হৈ-চৈ করছে, চিৎকার-চেঁচামেচি করছে।

মোগলি বলে উঠল, "মানুষরা সব সময় অন্য মানুষের জন্য ফাঁদ পাততেই ব্যস্ত, নইলে তাদের সুখ হয় না। কাল রাতে ছিল মোগলির পালা—কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সেটা যেন অনেক আগের একটা বর্ষার রাত। এবার মেসুয়া ও তার স্বামীর পালা। আগামী কাল এবং তারপর থেকে আরও অনেক রাতে আবার আসবে মোগলির পালা।"

দেয়ালের পাশে পাশে হামাগুড়ি দিয়ে সে মেসুয়ার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে জানালা দিয়ে উঁকি দিল। মুখ ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মেঝেতে শুয়ে মেসুয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়ছে আর গোঙাচ্ছে; তার স্বামীকে বেঁধে রাখা হয়েছে খাটের সঙ্গে। ঘরের যে দরজাটা রাস্তার দিকে খোলে সেটাকে শক্ত করে আটকে দেওয়া হয়েছে; তিন-চারটি লোক সেই দরজায় পিঠ রেখে বসে আছে।

কালবিলম্ব না করে মোগলি জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকল; দু'জনের উপর ঝুঁকে পড়ে মেসুয়ার বাঁধন কেটে দিল, মুখে গুঁজে দেওয়া ন্যাকড়া বের করে দিল, তারপর চারদিকে তাকাল একটু দুধের খোঁজে।

যন্ত্রণায় ও ভয়ে মেসুয়ার তখন আধ-মরার মত অবস্থা (সারাটা সকাল তাকে পেটানো হয়েছে, তাকে লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়া হয়েছে); তার স্বামীটি বিহ্বল ও ক্রুদ্ধ; নিজের ছেঁড়া দড়ির ভিতর থেকে ধূলো-ময়লা খুটে খুটে বের করছে।

শেষ পর্যন্ত মেসুয়া ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি জানতাম—আমি জানতাম সে আসবে। এবার আমি বুঝতে পারছি সে আমারই ছেলে!" মেসুয়া মোগলিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। এতক্ষণ পর্যন্ত মোগলি সম্পূর্ণভাবে দৃঢ়চিত্ত ছিল, কিন্তু এবার তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। অবশ্য তাতে সেই অবাক হল বেশি।

একটু চুপ করে থেকে সে বলল, "এই দড়ির ফাঁসগুলো কিসের জন্য? কেন ওরা তোমাকে বেঁধে রেখেছিল?"

বুড়ো মানুষটি সক্ষোভে বলল, "তোমাকে

BanglaBook.org

ছেলের মত করে মানুষ করেছে বলে ওকে মারতে চেয়েছিল—আর কিসের জন্য? চেয়ে দেখ, আমার শরীরেও রক্ত ঝরছে।"

মোগলি বলল, "এসব কার কাজ? তাকে এর উচিত দাম দিতে হবে।"

"এ সবই গ্রামবাসীদের কুকীর্তি। আমার অনেক টাকা-পয়সা। আমার অনেক গরু-মহিষ। তাইতো ওদের চোখে আমরা ডাইনি, কারণ তোমাকে আমরা আশ্রয় দিয়েছিলাম।"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সব কথা মেসুয়াকে বলতে দাও।"

মেসুয়া ভয়ে ভয়ে বলতে লাগল, "আমি তোমাকে বুকের দুধ খাইয়েছি নাথু; তোমার মনে পড়ে? তার কারণ, তুমি আমারই ছেলে যাকে বাঘে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, আর আমি তোমাকে বড় বেশি ভাল বেসেছিলাম। তারা বলছে, আমি তোমার মা, এক শয়তানের মা, আর তাই মৃত্যুই আমার উপযুক্ত শাস্তি।"

মোগলি বলল, "শয়তান কাকে বলে? মৃত্যুকে আমি দেখেছি।"

লোকটি বিষণ্ন চোখ তুলে তাকাল, কিন্তু মেসুয়া হেসে উঠল। স্বামীকে বলল, "দেখলে তো! আমি জানতাম—ও জাদুকর নয়। ও আমার ছেলে—আমার ছেলে!"

"ছেলেই হোক আর জাদুকরই হোক, তাতে আমাদের কি? আমরা তো মরেই আছি।"

জানালা দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে মোগলি বলল, "ওই দূরে জঙ্গলে যাবার রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। এখন তোমাদের হাত-পা খোলা। এখনই চলে যাও।"

মেসুয়া বলল, "জঙ্গলকে তো আমরা তোমার মত করে চিনি না বাবা। তাছাড়া, এতটা পথ আমরা হাঁটতে পারব বলে তো মনে হয় না।"

স্বামী বলল, "আর গ্রামের স্ত্রী-পুরুষরা আমাদের ধরে পথ থেকে আবার এখানেই টেনে নিয়ে আসবে।"

ধারালো ছুরিটা হাতের তালুতে ঠুকতে ঠুকতে মোগলি বলল, "হু-ম্! গ্রামবাসীদের কোন রকম ক্ষতি করার ইচ্ছা আমার ছিল না। তবু—। কিন্তু আমার তো মনে হয় না তারা তোমাদের ছেড়ে দেবে। আরে!" মাথাটা তুলে সে কান পাতল। বাইরে হট্টগোল ও পায়ের শব্দ। "তাহলে এতক্ষণে বলদেও ছাড়া পেয়েছে?"

মেসুয়া চিৎকার করে বলে উঠল, "আজ সকালেই তাকে পাঠানো হয়েছিল তোমাকে খুন করার জন্য। তার সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছিল?"

"হ্যাঁ—আমরা—আমি তাকে দেখেছিলাম। কিন্তু এদের সে অনেক কথাই বলবে, আর সেই সময়টুকুর মধ্যে অনেক কিছুই করা সম্ভব। আগে আমাকে জানতে হবে—তারা কি করতে চায়। যেখানে খুশি তোমরা চলে যাও। শুধু তোমরা কখন ফিরে আসবে সেটা আমাকে বলে যাও।"

এক লাফে জানালাটা পার হয়ে মোগলি গ্রামের দেয়ালের পাশ দিয়ে ছুটতে লাগল। একটা পিপুল গাছের তলায় অনেক লোক গোল হয়ে বসে আছে। তাদের সব কথা শোনা যায় এমন দূরত্বে পৌঁছে মোগলি থেমে গেল।

বলদেও মাটিতে শুয়ে শুয়ে কেবলই কাশছে আর গোঙাচ্ছে; সকলে তাকে নানা প্রশ্ন করছে। বলদেও-র মাথার চুল কাঁধের উপর ছড়িয়ে পড়েছে; গাছে চড়তে চড়তে তার হাত-পা ছড়ে গেছে; কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কথা তো তাকে বলতেই হবে—অনেক কথা। সে এক গ্লাস জল চাইল।

মোগলি নিজের মনেই বলল, "বাঃ! বক্-বক্, বক্-বক্। বল, বলে যাও! এ ব্যাপারে দেখছি

BanglaBook.org

মানুষ আর বান্দর লোগ একই রক্তের ভাই-বেরাদার। কিন্তু এত কথা শোনার মত সময় তো আমার নেই।"

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে আবার সে কুটিরের পথ ধরল। জানালার কাছে পৌঁছেই সে বুঝতে পারল কে যেন তার পা-টা ছুঁয়েছে।

"মা," সে বলে উঠল; সে—ভাষাটা সে ভালই জানে; "তুমি এখানে কি করছ?"

"জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আমার ছেলেদের ডাক আমার কানে এল; তাই আমি তারই পিছু নিলাম যাকে আমি সকলের চাইতে বেশি ভালবাসি। ছোট ব্যাঙটি আমার, যে মেয়ে মানুষটি তোমাকে তার বুকের দুধ খাইয়েছিল তাকে দেখার বড় সাধ হল মন," নেকড়ে মা কথাগুলি বলল। শিশির পড়ে তার সারা শরীর ভিজে গেছে।

"ওরা তাকে বেঁধে রেখেছিল মা; মেরে ফেলতে চেয়েছিল। আমি সব বাঁধন কেটে দিয়েছি। এখনই তারা এখান থেকে চলে যাবে।"

"আমিও তাদের পিছু নেব। আমি বুড়ি হয়েছি, কিন্তু এখনও আমার দাঁতগুলো পড়ে যায় নি।" পিছনের পায়ে ভর দিয়ে নেকড়ে মা জানালা দিয়ে অন্ধকার ঘরের ভিতরে তাকাল। এক মিনিট পরেই নিঃশব্দে নেমে এসে বলল, "আমি তোমাকে প্রথম দুধ খাইয়েছিলাম; কিন্তু বাঘীরা খাঁটি কথাটাই বলে: 'শেষ পর্যন্ত মানুষ মানুষের কাছেই যায়!"

নেকড়ে মা এক লাফে অনেকটা পথ পার হয়ে লম্বা ঘাসের ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মোগলিও তখনই কুটিরে ফিরে গিয়ে বলল, "তারা সবাই বলদেওকে ঘিরে বসে আছে, আর বলদেও এমন সব কথা বলছে যা মোটেই ঘটে নি। ওরা বলছে, একটু পরেই ওরা এখানে আসবে লাল ফুল—অর্থাৎ আগুন হাতে নিয়ে, আর তোমাদের দু'জনকেই পুড়িয়ে মারবে। আর তার পরে?"

মেসুয়া বলল, "আমার পুরুষটার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। খান্‌হিওয়ারা এখান থেকে ত্রিশ মাইলের পথ, কিন্তু খান্‌হিওয়ারাতে গেলে আমরা ইংরেজদের সঙ্গে দেখা করতে পারব—"

"তারা আবার কারা?" মোগলি শুধাল।

"তা জানি না। শুনেছি তারা সাদা মানুষ, সমস্ত দেশের তারা কর্তা; অকারণে কেউ মানুষকে পোড়াবে বা কামড়াবে—এটা তারা সহ্য করে না। আজ রাতেই যদি সেখানে যেতে পারি তবেই আমরা বাঁচব। অন্যথায় আমরা মরব।"

"তাহলে বেঁচেই যাও। আজ রাতে কেউ ফটক পার হতে পারবে না। কিন্তু—ও লোকটি কি করছে?" মেসুয়ার স্বামী হাত ও হাঁটুর উপর ভর দিয়ে ঘরের এক কোণে মাটি খুঁড়ছিল।

মেসুয়া বলল, "ওর যৎসামান্য টাকা-পয়সা ওখানেই থাকে। আর কিছুই তো আমরা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না।"

"ওঃ, তা ঠিক। এটা হচ্ছে সেই চিজ্ যা এক হাত থেকে আর এক হাতে চলে যায়, কিন্তু কখনও গরম হয় না। এ জায়গাটার বাইরেও কি ওটার দরকার হয়?" মোগলি বলল।

লোকটি সক্রোধে তাকাল। বলে উঠল, "ও একটা বোকা, মোটেই শয়তান নয়। টাকা থাকলে আমি একটা ঘোড়া কিনতে পারব। আমাদের হাত-পা এমনভাবে ছড়ে গেছে যে আমরা বেশি দূর হাঁটতে পারব না। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রামের লোকরা আমাদের খুঁজতে বের হবে।"

"আমি বলছি, আমি যতক্ষণ না চাইব ততক্ষণ তারা তোমাদের পিছু নেবে না। কিন্তু ঘোড়ার চিন্তাটা খুবই ভাল, যেহেতু মেসুয়া খুবই ক্লান্ত।"

তার স্বামীটি উঠে দাঁড়াল; শেষ টাকাটা পর্যন্ত কোমরে গুঁজে নিল। মোগলি জানালা দিয়ে মেসুয়াকে বের করে দিল। রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে

BanglaBook.org

মেসুয়া কিছুটা ভাল বোধ করল; কিন্তু তারার আলোয় জঙ্গলটা দেখাচ্ছিল ঘোর অন্ধকার আর ভয়ংকর।

মোগলি ফিস্ ফিস্ করে বলল, "তোমরা খান্‌হিওয়ারার পথটা চেন?"

তারা মাথা নাড়ল।

"খুব ভাল। মনে রেখো, ভয় করবে না। আর তাড়াতাড়ি যাবারও কোন দরকার নেই। একমাত্র—একমাত্র তোমাদের পিছনে ও সমুখে কিছু ছোটখাট ডাক তোমাদের কানে ঢুকতে পারে।"

মেসুয়ার স্বামী বলল, "মানুষের হাতে পুড়ে মরার চাইতে জন্তুর হাতে মরা অনেক ভাল।" মেসুয়া মোগলির দিকে তাকিয়ে হাসল।

মোগলি বলল, "আমি বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা খান্‌হিওয়ারা না পৌঁছচ্ছ ততক্ষণ কোন মানুষ বা জন্তু তোমাদের আটকাতে পারবে না। একজন তোমাদের উপর চোখ রাখবে।" বলেই সে মেসুয়ার দিকে ফিরে বলল, "ও হয় তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করবে তো?"

"নিশ্চয় বাবা, নিশ্চয়। জঙ্গলের মানুষ, ভূত, বা নেকড়ে—সকলকেই আমি বিশ্বাস করি।"

মোগলি বলল, "এবার তোমরা যাত্রা কর। ধীরে ধীরে যাবে, তাড়াহুড়া করার কোন দরকার নেই। সব ফটকই বন্ধ।"

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে মেসুয়া মোগলির পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ল। মোগলি তাড়াতাড়ি তাকে তুলে ধরল। তখন মেসুয়া তার গলা জড়িয়ে ধরে নানা রকম ভাবে তাকে আশীর্বাদ করতে লাগল; আর তার স্বামী সাগ্রহ দৃষ্টিতে তার ক্ষেত-খামারের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল: "যদি আমরা খান্‌হিওয়ারা পৌঁছতে পারি, আর ইংরেজদের সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারি তাহলে ওই বামুন আর বলদেও এবং অন্যদের বিরুদ্ধে এমন একখানা মামলা ঠুকে দেব যে সারা গ্রামের মানুষ শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। আমার না-চষা জমি আর না-খাওয়া গরু-মহিষের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তারা আমাকে দিতে বাধ্য হবে দ্বিগুণ টাকা। একটা বড় রকমের ন্যায় বিচার আমি পাবই।"

মোগলি হেসে উঠল, "ন্যায় বিচার কি আমি জানি না, কিন্তু পরের বর্ষাটা এলেই দেখতে পাবে কতটা কি পাওয়া যাবে।"

তারা জঙ্গলের পথ ধরল, আর নেকড়ে মাও তার লুকোবার জায়গা থেকে এক লাফে বেরিয়ে এল।

মোগলি বলল, "ওদের পিছু নাও! তারা দু'জনই যে নিরাপদ সেটা যাতে সারা জঙ্গল জানতে পারে সেদিকে নজর রেখো। জিভটাকে একটু নাড়িও। আমি বাঘীরাকে ডেকে নেব।"

একটা কিছু, একটানা গর্জন উঠল, আর পড়ল। মেসুয়ার স্বামী ভয় পেয়ে বাড়ির দিকে মুখ ফেরাল; মেসুয়া তার স্বামীকে সমুখের দিকে ঠেলে দিল। রাতের অন্ধকার তাদের দু'জনকে ও নেকড়ে মাকে ঢেকে দিল।

ওদিকে গ্রামের আর এক প্রান্তে পিপুল গাছের তলায় গ্রামের জমায়েতে কোলাহল ক্রমেই বাড়তে লাগল। ভীষণ চিৎকার-চেঁচামেচির মধ্যে জমায়েত ভেঙে পুরুষ ও মেয়েরা পথে নেমে পড়ল; মুগুর, বাঁশের লাঠি, কাস্তে ও ছুরি ঘোরাতে ঘোরাতে তারা ছুটতে শুরু করল। সকলের আগে চলল বলদেও ও পুরুত; তাদের পিছনে থেকে জনতা চিৎকার করে বলতে লাগল, "ডাইনি ও জাদুকর। এবার দেখব, গরম টাকার ছ্যাঁকা খেলে তারা স্বীকার করে কি না! তাদের ঘর-দোর জ্বালিয়ে দাও! নেকড়ে-শয়তানটাকে আশ্রয় দেবার মজাটা তাদের ভাল করে শিখিয়ে দাও! না, আগে তাদের ধরে পেটাও। মশাল। আরও মশাল আন! বলদেও, তোমার বন্দুকের নলটা গরম কর!"

BanglaBook.org

দরজার খিলটা খুব শক্ত করে বাঁধা ছিল। খুলতে কিছুটা অসুবিধা হল। জনতার টানে বাঁধন ছিঁড়ে গেল। মশালের আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরের ভিতরে। সেখানে বিছানার উপরে দুটো থাবা আড়াআড়ি করে রেখে সটান শুয়ে আছে দৈত্যের মত ভয়ংকর চেহারার ঘোর কালো বাঘীরা। আধ মিনিট সব কিছু চুপচাপ। জনতার সামনে যারা ছিল তারা আঁচড়ে-কামড়ে চৌকাঠের কাছ থেকেই মুখ ঘুরিয়ে পিছনে চলে গেল। আর এক মিনিটের মধ্যেই বাঘীরা মাথাটা তুলে একটা মস্ত বড় হাই তুলল—সমকক্ষ কাউকে অপমান করতে হলে সে এই ভাবে হাই তোলে। তার কুঁচকানো ঠোঁট দুটো উঠল আর নামল; লাল জিভটা বেঁকে গেল; নিচের চোয়ালটা নামতে নামতে এতদূর নেমে গেল যে তার গরম গল-নালীর সবটাই দৃশ্যমান হয়ে উঠল; বড় বড় শ্বদন্তগুলো এমনভাবে মাড়ির উপরে পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করতে লাগল যে সেই কড়-মড় শব্দটা কানে ঢুকতেই গোটা রাস্তাটা জনশূন্য হয়ে গেল। আর এক লাফে জানালাটা পার হয়ে এক দৌড়ে ফিরে গেল মোগলির পাশে।

বাঘীরা গম্ভীরভাবে বলল, "দিনের আলো ফোটার আগে ওরা আর নড়াচড়া করবে না। তারপর এখন কি হবে?"

মোগলি চুপ করে বসে ভাবতে লাগল। তার মুখটা ক্রমেই কালো হয়ে উঠতে লাগল।

বাঘীরা বলল, "কাজটা কেমন করলাম?"

"খুব ভাল কাজ করেছ। দিন হওয়া পর্যন্ত ওদের উপর নজর রাখ। আমি ঘুমব।"

মোগলি ছুটে জঙ্গলে ঢুকে গেল। একটা পাথরের উপর মরার মত পড়ে ঘুম দিল। সে ঘুম চলল সারাটা দিন পার হয়ে পরের রাত পর্যন্ত।

ঘুম ভাঙতেই সে দেখল, তার পাশেই বাঘীরা দাঁড়িয়ে আছে। তার পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা সদ্য-মরা হরিণের বাচ্চা। সঙ্গে সঙ্গে মোগলি তার হাতের ছুরিটা দিয়ে হরিণের বাচ্চার চামড়াটা তুলে ফেলল; তারপর আহার-পর্ব শেষ করে হাতের উপর থুতনিটা রেখে মুখটা ফেরাল।

বাঘীরা বলতে লাগল, "সেই মরদ আর মেয়েটা নিরাপদে খান্‌হিওয়ারা পৌঁছে গেছে। তোমার নেকড়ে মা চিলকে দিয়ে খবরটা পাঠিয়েছে। মাঝরাতের আগেই তারা একটা ঘোড়া পেয়ে গিয়েছিল; তাই তারা খুব তাড়াতাড়িই পৌঁছে গেছে।"

"খুব ভাল," মোগলি বলল।

"তোমার গাঁয়ের মানুষরা সূর্য আকাশে অনেকটা উঠে আসার পরে নড়তে শুরু করেছে। তারপর যার যার খাবার খেয়ে বাড়ি ফিরে গেছে।"

"তারা কি একবারও তোমাকে দেখতে পেয়েছিল?"

"তা হয় তো দেখেছে। ভোরবেলা আমি ফটকের সামনে ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছিলাম, আর হয় তো একটু-আধটু ডাকও ছেড়েছিলাম। দেখ ছোট ভাইটি, এখন তো আর কিছু করার নেই। এবার বাঘীও আমার সঙ্গে শিকার করবে চল। অনেক নতুন মৌচাকের খবর সে পেয়েছে, আর সে সবই সে তোমাকে দেখাতে চায়। আমরা সকলেই চাই যে তুমি আগের মতই আমাদের মধ্যে ফিরে আস। ও ভাকে আমার দিকে তাকিও না; আমার ভয় করে! ওই মরদ ও মেয়ে মানুষটাকে কেউ আর 'লাল ফুল'-এ পোড়াবে না। আর জঙ্গলের খবরও ভাল। তাই না? মানুষের দলকে আমরা ভুলে যেতেই চাই।"

"অচিরেই তাদের আমরা ভুলে যাব। আজ রাতে হাতি কোথায় চরবে?"

"তার যেখানে খুশি। সেই নির্বাকের কথা কে বলতে পারে? কিন্তু কেন? হাতি এমন

BanglaBook.org

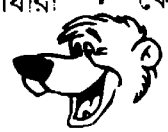

কি করতে পারে যেটা আমরা পারি না?"

"তাকে আর তার তিন ছেলেকে এখানে আসতে বল।"

"কিন্তু—সত্যি কথা বলতে কি ছোট ভাইটি, হাতিকে 'এস' বা 'যাও' বলাটা ভাল শোনায় না। মনে রেখো, সে এই জঙ্গলের প্রধান; আর মানুষরা তোমার মুখের চেহারাটা বদলে দেবার আগে ওই হাতিই তোমাকে শিখিয়েছিল জঙ্গলের প্রধান বাক্যগুলি।"

"সে সবই এক। এখন আমার কাছেও তার জন্য একটা প্রধান বাক্য আছে। মোগলির কাছে আসার হুকুমটা তাকে শুনিয়ে দাও। সে যদি প্রথমে সে-কথায় কান না দেয়, তাহলে ভরতপুরের ক্ষেত লুটের জন্যই তাকে এখানে আসতে বল।"

"ভরতপুরের ক্ষেত লুট" বাঘীরা দুই-তিনবার কথাগুলি উচ্চারণ করল। তারপর বলল, "আমি যাচ্ছি। হাতি বড় জোর রাগ করবে—তবু আমি যাব।"

হাতি ও তার তিন ছেলে তাদের স্বাভাবিকভাবেই কোন শব্দ না করে এসে হাজির হল। তাদের শরীরে তখনও নদীর কাদা লেগে ছিল। হাতি চিন্তিত মুখে একটা কলাগাছের চারার সবুজ অংশটা চিবুচ্ছিল। কিন্তু তার বিরাট দেহের প্রতিটি রেখা যেন বাঘীরাকে বলে দিল—এটা তো এক জঙ্গলের প্রধানের একটি মানুষের বাচ্চার সঙ্গে কথা বলা নয়, এ তো কথা বলছে একটি ভীত, ত্রস্ত প্রাণী এমন একজনের সঙ্গে যে মোটেই ভীত নয়।"

হাতি "শুভ শিকার" জানালে মোগলি মাথাটা তুলে একবার তাকালও না। হাতিকে কোন কথা বলার আগে মোগলি তাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখল; আর সে যখন মুখ খুলল, তখনও সেটা করল বাঘীরাকে লক্ষ্য করে, হাতিদের উদ্দেশে নয়।

মোগলি বলতে লাগল, "আজ তুমি যে শিকারীকে শিকার করেছ সে একদিন আমাকে যে কাহিনীটা শুনিয়েছিল সেটাই আজ আমি তোমাকে শোনাব। কাহিনীটা একটি হাতির, এক বৃদ্ধ, জ্ঞানী হাতির—যে একদিন একটা ফাঁদে আটকা পড়েছিল, আর ধারালো অংকুশটা তার পা থেকে ঘাড় পর্যন্ত এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত করেছিল যার ফলে তার দেহে একটা স্থায়ী সাদা দাগ আঁকা পড়ে গিয়েছিল।" মোগলি তার হাতটা হাতির দিকে বাড়িয়ে দিল, আর হাতিটা এক পাশ ঘুরে দাঁড়াতেই দেখা গেল তার স্লেট-রং দেহটা জুড়ে একটা দীর্ঘ, সাদা রেখা—যেন একটা গরম চাবুক দিয়ে কেউ তাকে আঘাত করেছিল।

মোগলি বলেই চলল, "মানুষরা তাকে ফাঁদ থেকে বের করে নিতে এসেছিল, কিন্তু তার দেহে ছিল অমিত শক্তি, তাই সে দড়ি ছিঁড়ে সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। তারপর তার সেই ঘা শুকিয়ে গেলে ক্রোধে অন্ধ হয়ে একদিন রাতে সে আবার গেল সেই সব শিকারীদের ক্ষেতে। আর আজ আমার মনে পড়ছে যে তারও তিনটে ছেলে ছিল। এই ঘটনাগুলি ঘটেছিল অনেক—অনেক বর্ষা আগে, এখান থেকে অনেক—অনেক দূরে ভরতপুরের ফসলের ক্ষেতে। পরবর্তী ফসল কাটার সময় হলে সেই সব ক্ষেতের কি দশা হয়েছিল হাতি?"

হাতি বলল, "আমি ও আমার তিন ছেলে সব ফসল কেটে নিয়েছিলাম।"

"আর ফসল কাটার পরে আবার যখন লাঙল দেবার সময় এল তখন কি হয়েছিল?"

"কোন লাঙলই চলে নি," হাতি বলল।

মোগলি বলল, "আর সে সব মানুষ সেই সব ক্ষেতের ফসল খেয়ে বেঁচে থাকে, তাদের কি হয়েছিল?"

"তারা দূরে কোথাও চলে গিয়েছিল।"

BanglaBook.org

"আর যে সব মানুষ সেই সব কুঁড়ে ঘরে ঘুমত সেগুলি?" মোগলি প্রশ্ন করল।

হাতি বলল, "ঘরের ছাদগুলোকে আমরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলাম, আর জঙ্গল এসে তাদের দেয়ালগুলোকে গ্রাস করেছিল।"

"আরও কিছু?" মোগলি আবার প্রশ্ন করল।

"পূব থেকে পশ্চিমে যতটা জমি আমি দুই রাতে হেঁটে পার হতে পারি, আর উত্তর থেকে দক্ষিণে যতটা জমি আমি তিন রাত হেঁটে পার হতে পারি, সেই সব জমিটাই জঙ্গল এসে গ্রাস করল। পাঁচটা গ্রামকে আমরা জঙ্গলের হাতে তুলে দিলাম; সেই সব গ্রামে, তার জমিতে, চারণ-ভূমি ও ফসলের ক্ষেতে, আজ এমন একটি মানুষও নেই যে ঐ জমি থেকে তার খাবার সংগ্রহ করতে পারে। সেটাই হল 'ভরতপুরের ক্ষেত লুট', যে কাজটা করেছিলাম আমি ও আমার তিন ছেলে। এবার আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি মানুষের ছাঁ, এ খবর তুমি পেলে কেমন করে?"

"একটা মানুষ আমাকে বলেছে; আর এখন আমি দেখছি যে বলদেওর মত মানুষও সত্য কথা বলতে পারে। সাদা দাগ-খাওয়া হাতির পক্ষে কাজটা ভালভাবেই করা হয়েছিল; কিন্তু দ্বিতীয় বারে সে-কাজটা আরও ভালভাবেই করা হবে, কারণ এবার সে কাজটা পরিচালনা করবে একটা মানুষ। যে গ্রামের মানুষরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল সে গ্রামটা তুমি চেন? তারা অলস, নির্বোধ ও নিষ্ঠুর; তারা মুখে অনেক কথা বলে, কিন্তু তারা খাদ্য হিসাবে দুর্বলদের মারে না, মারে খেলা হিসাবে। পেট-ভরা থাকলে তারা নিজেদের বাচ্চাকেও 'লাল ফুল'-এ ছুঁড়ে দিতে পারে। আমি নিজের চোখে দেখেছি। তারা আর একটা দিনও এখানে থাকুক—সেটা মোটেই ভাল নয়। তাদের আমি ঘেন্না করি।"

"তাদের মেরে ফেল," মুখের ঘাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাতির ছোট ছেলেটা দুই লাল চোখ ঘুরিয়ে বলে উঠল।

মোগলি সক্রোধে বলে উঠল, "কেবল সাদা হাড় নিয়ে আমি কি করব? আমি কি একটা বাচ্চা নেকড়ে যে একটা শুকনো মাথার খুলি দিয়ে রোদে বসে খেলা করব? শেরে খানকে আমি মেরে ফেলেছি; তার চামড়াটা 'পরিষদ পাহাড়'-এর উপর পচছে; কিন্তু শেরে খান কোথায় গেছে তাও আমি জানি না, আর আমার পেটটা এখনও খালি আছে। এবার আমি কেবল তাকেই খাব যাকে আমি দেখতে পারি, ছুঁতে পারি। সমস্ত গ্রামটার উপরে জঙ্গলকে ছড়িয়ে দাও হাতি!"

বাঘীরা ভয়ে জড়সড় হয়ে থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগল। সে বুঝতে পেরেছে, অবস্থাটা শোচনীয় থেকে শোচনীয়তর হয়ে উঠবে; গ্রামের পথ ধরে ছুটে যাওয়া, এলোপাথাড়িভাবে একটা ভিড়ের উপর লাফিয়ে পড়া, অথবা মানুষরা যখন গোধূলিবেলায় মাঠে চাষ করে তখন সুকৌশলে তাদের হত্যা করা; এ সবই তো ঘটবে। কিন্তু মানুষ ও পশুদের চোখের সামনে থেকে একটা গোটা গ্রামকে সুপরিকল্পিতভাবে মুছে ফেলার কথা ভেবে বেচারি খুব ভয় পেয়েছে। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে, কেন মোগলি হাতিকে ডেকে পাঠিয়েছে। এই দীর্ঘজীবী হাতি ছাড়া আর কেউ এরকম একটা যুদ্ধের ছক কষতে এবং সেটাকে কার্যে পরিণত করতে পারবে না।

"ভরতপুরের ক্ষেত থেকে মানুষরা যে ভাবে পালিয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেই ভাবে তারা এখান থেকেও ছুটে পালিয়ে যাক—যতদিন না একটিমাত্র লাঙলের জন্য বর্ষার জল নেমে আসবে, গাছের পাতায় পাতায় বেজে উঠবে বৃষ্টির টুপ্-টাপ্ শব্দ—যতদিন না বাঘীরা ও আমি ওই বামুনের বাড়িতে আমাদের বাসা বানাতে পারব, এবং

BanglaBook.org

হরিণের বাচ্চাগুলো মন্দিরের পিছনকার পুকুরের জল খেতে পারবে! জঙ্গল দিয়ে গ্রামটাকে ঢেকে দাও হাতি!"

হাতি সন্দিগ্ধ গলায় বলল, "কিন্তু আমার—কিন্তু আমাদের তো ওদের সঙ্গে কোন ঝগড়া নেই; মানুষরা যেখানে ঘুমোয় সেই জায়গাগুলোতে দাঁত দিয়ে টেনে ভেঙে ফেলার আগে আমাদের মনে তো বিরাট যন্ত্রণার একটা রক্ত-রাঙা ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠা দরকার।"

"জঙ্গলের সব ঘাস কি কেবল তোমরাই খাও? তোমার সব দলবলকে এখানে তাড়িয়ে নিয়ে এস। হরিণ, শুয়োর, আর নীল গাইরাও এসে তাতে মুখ লাগাবে। সব ক্ষেতকে তোমরা ফাঁকা করে দাও। জঙ্গলকে ডেকে নিয়ে এস হাতি!"

"কোনরকম রক্তারক্তি হবে না তো? ভরতপুরের ক্ষেত লুটের সময় আমার দাঁত দুটো রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল; সেই গন্ধটাকে আমি আর একবার জাগিয়ে তুলতে চাই না।"

"আমিও চাই না। এমন কি খোলা মাঠের উপর তাদের হাড়গুলো পড়ে থাকুক তাও আমি চাই না। তারা এখান থেকে চলে যাক; নতুন বাসা খুঁজে নিক। এখানে তাদের থাকা হবে না। যে নারী আমার মুখে খাবার তুলে দিয়েছে—আমি না থাকলে যে নারীকে তারা হত্যা করত, সেই নারীর রক্ত আমি চোখে দেখেছি—তার গন্ধও শুঁকেছি। তাদের দরজায় দরজায় গজিয়ে-ওঠা নতুন ঘাসের গন্ধই শুধু পারে সেই গন্ধকে দূরে সরিয়ে দিতে। সে রক্তের জ্বালায় এখনও আমার মুখ জ্বলছে। জঙ্গলকে ডেকে নিয়ে এস হাতি!"

"আঃ!" হাতি বলে উঠল। "সেদিন গ্রামগুলোকে শুকিয়ে মরতে দেখে আমার চামড়ার অংকুশের ক্ষতটাও ঠিক এই ভাবেই জ্বালা করেছিল। এবার আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার যুদ্ধ আমাদেরও যুদ্ধ। আমরা এক সঙ্গে জঙ্গলকে ডেকে আনব!"

মোগলি একটা নিঃশ্বাস ফেলবার সময়ও পেল না—রাগে ও ঘৃণায় তার সারা শরীর তখন কাঁপছে—তার আগেই হাতিরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল। আর বাঘীরা আতংকিত চোখে তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

শেষ পর্যন্ত কালো চিতাই কথা বলল, "যে ভাঙা তালাটা আমার মুক্তি এনে দিয়েছিল তার দোহাই! দলের সকলেই যখন যুবক ছিল, তখন যার হয়ে আমি কথা বলেছিলাম সেই ন্যাংটো বাচ্চাটাই কি তুমি? জঙ্গলের মালিক, আমার শক্তি যখন হারিয়ে যাবে, তখন তুমি আমার হয়ে কথা বলো—বালুর হয়ে কথা বলো—আমাদের সকলের হয়ে কথা বলো! তোমার সামনে আমরা তো সকলেই বাচ্চা! পায়ের তলার ভাঙা শুকনো ডাল! মা-হারা মৃগশিশুর দল!"

বাঘীরা একটা মা-হারা মৃগ-শিশু এ-কথা ভাবতেই মোগলির মাথাটা ঘুরে গেল; হো-হো করে হেসে উঠে সে দমটা বন্ধ করল; ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল; আবার হাসল; আর শেষ পর্যন্ত নিজেকে সংযত করতে একটা দীঘিতে ঝাঁপ দিল। তারপর সে সাঁতার কেটে বার বার ঘুরতে লাগল, চাঁদের আলোর ফাঁকে ফাঁকে ডুব দিল আর ভাসল, ঠিক তারই মিতে ব্যাঙটির মত।

ইতিমধ্যে হাতি ও তার তিন ছেলে উপত্যকার পথ ধরে নিঃশব্দে নিচে নামতে লাগল। পুরো দুটো দিনে তারা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পার হল দীর্ঘ ষাট মাইল পথ। অদূরেই তাদের গন্তব্যস্থল সেই গ্রামটি। সেখানে তখন ক্ষেতে-ক্ষেতে ফসল পাকতে শুরু করেছে; গ্রামের লোকরা ফসলের ক্ষেতের মাঝে মাঝেই নিজেদের হাতে তৈরি বাঁশের "মাচান"-এ উঠে বসে আছে পাখিদের

BanglaBook.org

এবং অন্য সব ফসল-চোরদের তাড়াতে।

হাতি ও তার তিন ছেলে যখন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নিচের সমতলে নেমে এল তখন নিষুতি রাত নেমে এসেছে। ক্ষেতের মধ্যে ঢুকেই তারা শুঁড় দিয়ে বাঁশের "মাচান"গুলো টেনে টেনে ভেঙে ফেলতে শুরু করল। হতচকিত গ্রামবাসীরা পড়ি-কি-মরি করে ক্ষেতের ভিতর দিয়ে পালাতে শুরু করল; হাতিদের গভীর গর্জন তাদের কানে তালা লাগিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে হরিণ এসে গ্রামে ঢুকে পড়ল, আর চারণভূমি ও ফসলের ক্ষেতগুলি দলে, পিষে একেবারে তচ্‌নচ্‌ করে দিল। তাদের পিছন পিছন এল ধারালো ক্ষুরওয়ালা পায়ের বুনো শুয়োরের পাল। হরিণের দল যেটুকু ফসল ক্ষেতে রেখে গিয়েছিল শুয়োরের দল সেটুকুও নষ্ট করে দিল। মাঝে মাঝেই নেকড়েদের ক্ষুব্ধ গর্জন তাদের ত্রস্ত করে তুলতে লাগল; তারা ইতস্তত ছুটাছুটি করতে লাগল, আর তার ফলে ফসলের ক্ষেতের অবস্থা আরও শোচনীয় রূপ ধারণ করল। ফসল-ধ্বংসের কাজটা ভালভাবেই শেষ হল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে গ্রামবাসীরা দেখল, তাদের সব ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। তার অর্থ এখান থেকে দূরে কোথাও সরে না গেলে তাদের মৃত্যু অনিবার্য; কারণ জঙ্গলের খুব কাছাকাছি থাকে বলে বছর ভরেই তাদের দিন কাটে আধ-পেটা খেয়ে; এখন সে খাবারও রইল না। মহিষগুলোকে যখন চরতে পাঠানো হল চারণভূমিতে তখন সেই ক্ষুধার্ত প্রাণীগুলো দেখল হরিণের দল রাতেই তার দফা রফা করে রেখে গেছে। অগত্যা খাবারের আশায় তারা জঙ্গলে ঢুকে পড়ল এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আর গোধূলির অন্ধকার নেমে আসতেই দেখা গেল গ্রামের তিন-চারটে টাট্টুঘোড়াই রক্তাক্ত মুখটা আস্তাবলের মাটিতে গুঁজে পড়ে আছে। এরকম হিংস্র থাবার আঘাত একমাত্র বাঘীরাই করতে পারে।

সে রাতে ক্ষেতের মধ্যে আগুন জ্বালাবার মত মনের অবস্থা গ্রামবাসীদের ছিল না। অতএব হাতি তার তিন ছেলেকে সঙ্গে নিয়েই নিরাপদে ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে গেল যা কিছু ফসল বা শিষ তখনও ক্ষেতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ছিল সেগুলি কুড়িয়ে আনতে। আর যেখানে হাতি একবার পরিত্যক্ত ফসল কুড়িয়ে চলে যায়, সেখানে কারও ভাগেই আর একটি দানাও পড়ে থাকে না। তখন গ্রামবাসীরা স্থির করল, যে ফসলের বীজগুলি গোলাজাত করা আছে সেটা খেয়েই বর্ষা আসা পর্যন্ত দিনগুলি কোন রকমে কাটিয়ে দেবে। ফসলের দোকানদার তখন তার বস্তাভর্তি ফসলের বীজ ও সেটা বিক্রি করলে যে টাকাটা তার হাতে আসবে তারই চিন্তায় মশগুল হয়ে গোলায় ঢুকল। কী সর্বনাশ! কোন্ ফাঁকে হাতি গোলায় ঢুকে তার ধারালো দাঁতের খোঁচায় মাটির গোলাটা ভেঙে ফেলে সব ফসলের বীজ ও গোবরে মাখামাখি করে চারদিকে ছড়িয়ে রেখে গেছে।

এই চরম সর্বনাশটা যখন চোখে পড়ল, তখন সেখানে ডাক পড়ল বামুনের। তাকে বলতে হবে কেন এই অঘটন ঘটল? কার পাপে? নিজের দেবতাদের কাছে বামুন অনেক প্রার্থনা জানিয়েছে; কেউ কোন উত্তর দেয় নি। তাই সে বলল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে নিজেদের অজ্ঞাতে গ্রামবাসীরাই হয় তো জঙ্গলের দেবতাদের রুষ্ট করেছে; তাই জঙ্গল তাদের প্রতি বিরূপ হয়েছে।

কিন্তু দুর্দিনের আকাশ যতই কালো হয়ে উঠুক, বিপদের ভ্রূকুটি যতই ভয়াল-ভয়ংকর হোক, একটা গ্রামকে কখনও তার বাস্তু থেকে উপড়ে তুলে নেওয়া যায় না। যতদিন পর্যন্ত গ্রীষ্মকালের এতটুকু খাবারও তাদের কপালে জুটল ততদিন তারা গ্রাম

BanglaBook.org

থেকে নড়ল না। তারা জঙ্গলে যায় বাদাম কুড়োতে; সেখানেও ছায়ামূর্তিদের অগ্নিদৃষ্টি তাদের উপর নজর রাখে; কখনও বা দিন-দুপুরেও তাদের সমুখে এসে থাবা তুলে দাঁড়ায়। ভয়ে তারা ছুটে গ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। এমনি করেই দুঃখে-কষ্টে তাদের দিন কাটে।

কিন্তু দুর্দিনের রাত আর শেষ হয় না। শেষ পর্যন্ত শেষ আশ্রয় হিসাবে গ্রামবাসীরা স্থির করল, এবার তারা খান্‌হিওয়ারাতেই চলে যাবে ইংরেজদের করুণার প্রত্যাশায় হাত পাততে। তাছাড়া বেঁচে থাকার আর কোন পথই তাদের সামনে খোলা নেই।

কিন্তু গ্রামের মানুষদের যা স্বভাব—তাদের শহরে যাবার দিনটি ক্রমাগতই পিছিয়ে যেতে লাগল। তারপরেই একদিন আকাশ ভেঙে নেমে এল বর্ষার প্রথম বৃষ্টির ধারা। তাদের যাত্রা বিঘ্নিত হল। তাদের ভাঙা ছাদের ভিতর দিয়ে বন্যা বয়ে গেল; চারণ-ভূমিতে এক হাঁটু জল জমল। তার উপর ছড়িয়ে পড়ল গ্রীষ্মের উত্তাপ। সর্বত্র জেগে উঠতে লাগল নতুন জীবনের অংকুর।

তবু তারা বেরিয়ে পড়ল—পুরুষ, নারী, সবাই। সকালের তপ্ত বারিধারা চোখের দৃষ্টিকে বন্ধ করে দিচ্ছে। তবু যার যার বাস্তুভূমিকে শেষবারের মত দেখতে স্বভাবতই তারা একবার পিছন ফিরে তাকাল।

লাইন-বাঁধা যাত্রীদের শেষ দলটি যখন পোটলা-পুটলি নিয়ে গ্রামের ফটকটা পার হতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই তাদের কানে এল দেয়ালের পিছনে কড়ি-বরগা ও চালা ভেঙে পড়ার শব্দ। তারা দেখল, কালো সাপের মত একটা শুঁড় মুহূর্তের জন্য মাথার উপর উঠে এক রাশ ভেজা খড় চারদিকে ছড়িয়ে দিল। সেটা অদৃশ্য হয়ে যেতেই আরও একটা চালা ভেঙে পড়ার শব্দ, এবং তারপরেই একটা কর্কশ বৃংহিত। লোকে যে ভাবে জল-কমল তোলে ঠিক সেই ভাবে হাতি বাড়ির ছাদগুলো তুলে ফেলছে, আর তারই একটা কড়ি উল্টে এসে হাতির মাথায় লেগেছে। তার পুরো শক্তিটাকে কাজে লাগাবার জন্য এই আঘাতটারও দরকার ছিল, কারণ একটা ক্রুদ্ধ হাতি জঙ্গলের অন্য যে কোন প্রাণী অপেক্ষা অধিকতর ধ্বংসপ্রবণ। তার পিছনের পায়ের এক লাথিতে আরও একটা মাটির দেয়াল ভেঙে পড়ল, আর সেই হলুদ মাটি বৃষ্টির স্রোতের সঙ্গে মিশে বইতে লাগল। হাতিটা এক পাক ঘুরে আবার একটা ডাক ছাড়ল; তারপরেই সংকীর্ণ রাস্তার ডাইনে-বাঁয়ে ধাক্কা মেরে মেরে এগোতে লাগল, আর সেই ধাক্কায় বাড়িগুলির দেয়াল ভাঙল, দরজা-জানালা কাঁপতে লাগল, ছাঁচগুলো ভেঙে পড়ল। হাতির পিছন-পিছন তার তিন ছেলেও বাবার অসম্পূর্ণ ধ্বংস-কার্যটি শেষ করে দিয়ে এগিয়ে চলল, ঠিক যে ভাবে তারা ভরতপুরের ক্ষেত লুটের কাজে অংশ নিয়েছিল।

"জঙ্গল এই সব কিছু গ্রাস করবে," ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে ভেসে এল একটি শান্ত কণ্ঠস্বর। "বাইরের দেয়ালটাকে ভেঙে ফেলতে হবে।" একটা ভেঙে-পড়া দেয়ালের পিছন থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মোগলি। তার খোলা কাঁধ ও হাত বেয়ে অঝোরে ঝরছে বৃষ্টির জল।

হাতি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "সব কাজটাই যথাসময়ে হয়ে গেছে। ওঃ, কিন্তু ভরতপুরে আমার দাঁতদুটো রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল; বাইরের দেয়ালটা ভেঙে ফেল বাছারা! মাথা দিয়ে মারো ঠেলা! এক সাথে! এই মুহূর্তে!"

চারটি প্রাণী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ধাক্কা দিতে লাগল; বাইরের দেয়ালটা হেলেদুলে এক সময় ভেঙে পড়ল; ভয়ে বাক্যহারা গ্রামবাসীরা হাঁ করে তাকিয়ে রইল ধ্বংসকারীদের কাদামাখা মাথাগুলোর দিকে; তারপর সেই গৃহহীন, খাদ্যহীন

BanglaBook.org

মানুষগুলি উপত্যকার আরও নিচে পালিয়ে গেল। পিছনে পড়ে রইল তাদের বিধ্বস্ত, পদদলিত ছোট গ্রামখানি।

এক মাস পরে সেই এবড়ো-খেবড়ো মাটির টিবিটা আবার নরম, সবুজ ঘাসে ছেয়ে গেল; আর বর্ষার শেষ নাগাদ ছয় মাস আগেও যেখানে ছিল কর্ষিত ফসলের ক্ষেত, সেখানে গড়ে উঠল একটি সগর্ব পূর্ণাঙ্গ অরণ্য।

রাজার অংকুশ

পাহাড়ি অজগর কা তার জন্মের পর থেকে হয় তো এই দু'শ' বার তার খোলস বদল করেছে; আর এই কা-ই যে একদা তার জীবন রক্ষা করেছিল সে কথাটা মোগলি আজও ভুলে যায় নি বলেই এই উপলক্ষ্যে সে তাকে অভিনন্দন জানাতে গেল। খোলস বদলের পরে যতদিন পর্যন্ত নতুন চামড়াটা ঝক্‌ঝকে ও সুন্দর হয়ে না ওঠে ততদিন পর্যন্ত সাপের মেজাজটা ঠিক স্বাভাবিক থাকে না; কিছুটা খেয়ালি ও মন-মরা হয়ে যায়। এখন আর কা মোগলিকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে না; জঙ্গলের অন্য সব প্রাণীদের মতই সেও তাকে জঙ্গলের মালিক বলে স্বীকার করে নিয়েছে, এবং তার মত বৃহৎ আকারের একটি অজগরের পক্ষে যতটা শোনা সম্ভব সে রকম সব খবরাখবরই সে মোগলিকে এনে দেয়।

সেদিন বিকালে কা-র বিরাট কুণ্ডুলির বৃত্তের মধ্যে বসে মোগলি তার ছেড়ে-ফেলা পুরনো খোলসটা নিয়েই নাড়াচাড়া করছিল। মোগলির চওড়া কাঁধদুটোকে সে এমন সমাদরে নিজের শরীরের উপর বসিয়ে রেখেছিল যে ছেলেটি সত্যি সত্যি একটা জীবন্ত আরাম-কেদারায় বসে বিশ্রামের সুখই ভোগ করছিল।

খোলসটা নিয়ে খেলা করতে করতে মোগলি নিজের মনেই বলে উঠল, "চোখে দেখে তো একেবারেই এক রকম মনে হয়। একজনের মাথার আবরণটা তারই পায়ের কাছে পড়ে আছে দেখলে সত্যি অবাক লাগে!"

কা বলল, "আরে, আমার তো পা-ই নেই; আর যেহেতু এটাই আমাদের সকলেরই রীতি, তাই আমার কাছে এটা মোটেই অবাক লাগে না। আচ্ছা, তোমাদের কাছে কি গায়ের চামড়াটাকে কখনও পুরনো ও খস্‌খসে মনে হয় না?"

"আরে মাথামোটা, তখনই তো আমি নদীতে গিয়ে গা ধুয়ে আসি; কিন্তু এটা খুবই সত্যি

BanglaBook.org

যে প্রচণ্ড গরম পড়লে মনে হয়, কোন রকম কষ্ট না পেয়ে যদি চামড়াটা খুলে ফেলে খালি গায়ে থাকতে পারতাম তো কি ভালই না হত!"

"আমি গা-টা ধুয়ে ফেলি, আবার চামড়াটাও ছেড়ে ফেলি। নতুন কোটটা কেমন দেখাচ্ছে?"

চিত্র-বিচিত্র মস্ত বড় পিঠটার উপর হাত বুলাতে বুলাতে বেশ গম্ভীর বিচারকের ভঙ্গিতে মোগলি বলল, "কাছিমের পিঠটা আরও শক্ত, কিন্তু এত সুন্দর নয়। আবার আমার মিতে ব্যাঙের পিঠটা দেখতে আরও সুন্দর, কিন্তু এতটা শক্ত নয়। তোমার পিঠটা দেখতে খুব সুন্দর—ঠিক একটা লিলি ফুলের মুখের মত ফুট-ফুট কাটা।"

"একটু জলে ধোয়া দরকার। প্রথম স্নানের আগে নতুন চামড়ার পুরো বস্তুটা খোলে না। চল, গা ধুয়ে আসি।"

মোগলি বলল, "আমি তোমাকে পিঠে করে নিয়ে যাব।" হাসতে হাসতে সে কা-র শরীরের মাঝখানটা কাঁধে তুলে নিল। ফুৎকার দিতে দিতে কা-ও চুপচাপ শুয়ে থাকল। তারপরেই শুরু হল তাদের নিত্য-সন্ধ্যার খেলা—একদিকে একটি শক্তিধর বালক, আর অন্যদিকে নতুন চামড়ায় ঢাকা একটি অজগর—দু'জনের মধ্যে কুস্তির খেলা—চোখ ও শক্তির পরীক্ষা। অবশ্য কা ইচ্ছা করলেই এক ডজন মোগলিকে একেবারে কুপোকাত করে ফেলতে পারে; কিন্তু সে খেলে খুব সাবধানে—নিজের শক্তির দশ ভাগের এক ভাগও প্রকাশ করে না।

একই খেলা চলে নানা বিচিত্রভাবে ও ভঙ্গিতে, কিন্তু শেষ হয় একই ভাবে—মাথার এক গুঁতোয় কা বার বার মোগলিকে জলের মধ্যে চুবিয়ে দেয়। সেই বিদ্যুৎ-গতি গুঁতোর হাত থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার শিক্ষাটা কিছুতেই মোগলি আয়ত্তে আনতে পারল না। কা-ও তাকে বলে দিয়েছে যে সে চেষ্টা করেও কোন লাভ হবে না।

শেষ পর্যন্ত কা বলে, "শুভ শিকার!" আর মোগলিও আধা ডজন গজ দূরে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে হাসতে শুরু করে। তারপর দু'জন এক সঙ্গে চলে যায় সাপের প্রিয় স্নানের ঘাটে—পাহাড়-ঘেরা একটা কালো জলের গভীর তালাওতে।

স্নানের শেষে মোগলি ঘুম-ঘুম গলায় বলল, "খুব ভাল লাগছে। আমার যতদূর মনে পড়ে, এই সময়ে মানুষরা দলে দলে শুয়ে পড়ে একটা মাটির ফাঁদের মধ্যে পাতা কয়েক টুকরো শক্ত কাঠের উপর; বাইরের খোলা বাতাসকে সম্পূর্ণ বাইরে ঠেলে দেয়; মাথার উপর নোংরা চাদর টেনে দেয়; আর বিচ্ছিরিভাবে নাকে ডাকতে শুরু করে। তার চাইতে জঙ্গলের ব্যবস্থা অনেক ভাল।"

একটা গোখরো সাপ দ্রুতগতিতে পাহাড় থেকে নেমে এসে জল খেল। তারপর তাদের "শুভ শিকার!" জানিয়ে চলে গেল।

"শস্‌স্‌!" যেন হঠাৎই কিছু মনে পড়েছে সেইভাবে কা শিস্‌ দিয়ে উঠল। বলল, "তাহলে তুমি যা কিছু চেয়েছ জঙ্গল তোমাকে সে সবই দিয়েছে, কি বল ছোট ভাইটি?"

মোগলি হেসে বলল, "সব নয়; তা না হলে তো আর একটা নতুন শেরে খান এসে প্রতি চাঁদে একজনকে মেরে ফেলত। এখন আমি নিজের হাতেই শিকার ধরতে পারি। কোন মহিষের সাহায্য আমার লাগে না।"

"তোমার আর কোন ইচ্ছা নেই?" বড় সাপ জানতে চাইল।

"আর কি ইচ্ছা থাকতে পারে? আমার জঙ্গল আছে, জঙ্গলের স্নেহ-ভালবাসা আছে! সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মধ্যে অন্য কোথাও কি এর চাইতে বেশি কিছু আছে?"

BanglaBook.org

"ও কথা থাক। আমি বলছিলাম এক ফণীর কথা—" কা বলতে শুরু করল।

"কোন্ ফণী? এই মাত্র যে কিছু না বলে চলে গেল?"

"না, অন্য এক ফণী।"

"অনেক বিষহরির চেলার সঙ্গেই তোমার ভাবসাব আছে না কি? আমি তো তাদের পথই মাড়াই না। সাক্ষাৎ মৃত্যু আছে তাদের সমুখের দাঁতে। কিন্তু তুমি কোন্ ফণীর কথা বলছ?"

কা বলল, "আমি বলছি এক সাদা খৈ-গোখরোর কথা। একদিন সে আমাকে এমন সব জিনিসের কথা বলেছিল, এমন সব জিনিস আমাকে দেখিয়েছিল, যেমনটি আমি আগে কখনও দেখি নি।"

মোগলি সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে বলল, "কোন নতুন শিকার? ভাল শিকার তো?"

"মোটেই কোন শিকারের কথা নয়; কিন্তু খৈ-গোখরো আমাকে বলেছিল যে সে সব জিনিস শুধু একবার চোখে দেখার জন্যই মানুষ তার পাঁজরের তলাকার প্রাণটাই দিয়ে দিতে পারে।"

"তাহলে তো একবার দেখতেই হচ্ছে," মোগলি বলল। "এখন মনে পড়ছে যে একদিন আমিও মানুষ ছিলাম।"

"ধীরে—ধীরে। যে হলুদ সাপ সূর্যকে গিলতে গিয়েছিল, তাড়াহুড়া করেই সে প্রাণটা দিল। একটা লম্বা গর্তের ভিতর দিয়ে মাটির নিচে নেমে কথা বলছিলাম আমরা দু'জন; আমি বলেছিলাম তোমার কথা; তুমি যে একটি মানুষ সে কথাও তাকে বলেছিলাম। সে কথা শুনে খৈ-গোখরো বলেছিল: 'অনেক দিন আমি মানুষ দেখি নি। তাকে একবার নিয়ে এস; সে একবার এই সব জিনিস দেখে যাক। আরে—এ সব জিনিসের কণামাত্রের জন্যও অনেক মানুষ প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে।"

"তাহলে তো আমরা অবশ্যই সেখানে যাব। আমি কখনও খৈ-গোখরো দেখি নি। সেই জিনিসগুলো দেখারও আমার খুব ইচ্ছা। সে কি সেখানকার সবাইকে মেরে ফেলেছে?"

"সে সবই তো মরা জিনিস। সে তো বলে, সে সব জিনিসের রক্ষক নাকি সে নিজে।"

"আহা! একটা নেকড়েও তো গর্তে টেনে নিয়ে যাওয়া জন্তুর রক্ষক। এখনই চল।"

দু'জন এক সঙ্গে যাত্রা করল ঠাণ্ডা দেশের সেই জনহীন পরিত্যক্ত শহরের উদ্দেশে যার কথা তোমরা হয় তো আগেও শুনেছ। সেই সময়ে মোগলি বান্দর লোগকে মোটেই ভয় করত না, কিন্তু বান্দর লোগ তাকে ভীষণ ভয় করত। অবশ্য তখন তারা সকলেই জঙ্গলে চলে গিয়েছিল; তাই ঠাণ্ডার দেশটা ছিল একেবারেই প্রাণীশূন্য ও নিস্তব্ধ। কা এগিয়ে চলল ছাদের উপরকার রাণী-নিবাসের ভগ্নস্তূপের ভিতর দিয়ে, অনেক জঞ্জাল পার হয়ে; তারপর শ্বাসরোধকারী সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল। মোগলি সাপের ডাক দিয়ে বলল,—"আমাদের একই রক্ত, তোমার ও আমার।" এবং হাত ও হাঁটুর উপর ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। বেশ কয়েকটা আঁকা-বাঁকা মোড় পার হয়ে শেষ পর্যন্ত তারা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেল যেখানে মাথার উপরে ত্রিশ ফুট উঠে যাওয়া এক বৃহৎ বনস্পতির শিকড়ের চাপে দেয়ালের একটা নিরেট পাথর খসে পড়ে গেছে। সেই ফোঁকড়ের ভিতর দিয়ে গলে গিয়ে তারা পৌঁছে গেল একটা বড় গম্বুজের তলাকার ঘরে। নানা গাছের শিঁকড়-বাঁকড়ের চাপে সেই গম্বুজের ছাদ অনেক জায়গায় ভেঙে-চুরে গেছে, আর এই সব ছিদ্রপথে কয়েকটা ক্ষীণ আলোর রেখা এসে পড়েছে অন্ধকার ঘরে।

শক্ত পায়ের উপর দাঁড়িয়ে মোগলি বলল,

BanglaBook.org

"এ আশ্রয়টা নিরাপদ বটে। কিন্তু রোজ আসার পক্ষে পথটা বড়ই বেশি ও দুর্গম। কিন্তু—কিছু দেখতে পাচ্ছি কৈ?"

"আমি কি কিছুই না?" ঘরের মাঝখান থেকে কে যেন বলে উঠল। মোগলি দেখতে পেল, একটা সাদা কিছু একটু একটু করে উঠতে উঠতে তার সামনে এসে দাঁড়াল একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ—এত বড় গোখরো সাপ সে আগে কখনও দেখে নি। সাপটা দৈর্ঘ্যে প্রায় আট ফুট; অন্ধকারের মধ্যে তার শরীর থেকে বেরুচ্ছে একটা হাতির দাঁতের মত শ্বেত আভা। এমন কি তার ফণার উপরকার চশমা-চিহ্নটাতেও যেন হাল্কা হলুদ রং ধরেছে। তার চোখ দুটো চুনির মত লাল; সব মিলিয়ে সে এক আশ্চর্য প্রাণী।

"শুভ শিকার!" মোগলি বলল। ছুরিটা যথারীতি তার সঙ্গেই আছে।

প্রতি-অভিনন্দন না জানিয়ে খৈ-গোখরো বলল, "শহরের খবর কি? সেই প্রাচীর-ঘেরা বিরাট শহর—এক শ' হাতি, বিশ হাজার ঘোড়া, আর অগুন্তি গরু-মহিষের শহর—বিশ রাজার এক রাজার শহর—তার খবর কি? এখানে আমি দিনে দিনে বধির হয়ে যাচ্ছি—কত দিন যে তাদের যুদ্ধের হাঁক-ডাক শুনি নি।"

মোগলি বলল, "জঙ্গলটা আছে আমাদের মাথার উপরে। হাতি বলতে তো আমি জানি কেবল একটা হাতি ও তার চার ছেলেকে। বাঘীরা গ্রামের সব ঘোড়াগুলোকে মেরে ফেলেছে, আর—রাজা আবার কি?"

নিচু গলায় কা গোখরোকে বলল, "চার চাঁদ আগেই তো আমি তোমাকে বলেছি যে শহরের কোন অস্তিত্বই নেই।"

"সেই শহর—বনের সেই বিরাট শহর যার ফটকগুলোকে পাহারা দিত রাজার কুরুজগুলো—সেটা তো শেষ হতে পারে না। সে শহর তারা বানিয়েছিল আমার বাবার বাবা ডিম ফুটে বের হবার আগে, আর সেটা অক্ষত থাকবে যতদিন আমার ছেলের ছেলেরা হবে আমার মত সাদা! যেগাসুরির ছেলে বিয়েজা, তার ছেলে চন্দ্রবিজা, তার ছেলে সালোমধি এই শহরটা তৈরি করেছিল বাপ্পা রাওয়েল-এর আমলে। তুমি কার ছেলে?"

কা-র দিকে তাকিয়ে মোগলি বলল, "এ কোন্ দেশে এলাম? ওর কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আমিও পারছি না। ও খুব বুড়ো হয়ে গেছে। শোন গোখরোদের জনক, আদ্যি কালে যেমন ছিল সেই জঙ্গলই এখনও তেমনই আছে।"

খৈ-গোখরো বলল, "তাহলে ওটি কে? যার হাতে আছে ছুরি, আর জিভটা সাপের মত?"

উত্তর এল, "সকলে আমাকে মোগলি বলে ডাকে। নেকড়েরাই আমার আপনজন, আর এই কা আমার দাদা। গোখরোদের জনক, তুমি কে?"

"আমি রাজার কোষাগারের রক্ষক। কুরুণ রাজা (কুবের?) এই পাথরের ডালাটা বানিয়েছিল সেই যুগে যখন আমার চামড়া ছিল কালো, যাতে কেউ চুরি করতে এলে আমি তাদের বুঝিয়ে দিতে পারি মৃত্যু কাকে বলে। তখন থেকে তারা এই পাথরের মধ্যে সব সম্পদ জমা করতে শুরু করল। এখনও আমি শুনতে পাই আমার মালিক ব্রাহ্মণদের মন্ত্র।"

মোগলি নিজের মনেই বলল, "হুম্! এক ব্রাহ্মণকে তো শায়েস্তা করে এসেছি। এখানেও দেখছি সেই একই বিপদ।"

"আমি যবে থেকে এখানে এসেছি তার মধ্যে পাঁচবার এই পাথরটাকে তোলা হয়েছে, কিন্তু সব সময়ই এর মধ্যে আরও কিছু ঢালতে, কখনও কিছু তুলতে নয়। এমন ধন-সম্পদ আর কোথাও নেই—এ যে একশ' রাজার রাজকোষ। কিন্তু

BanglaBook.org

এই পাথরটা শেষবারের মত তোলা হয়েছিল অনেক—অনেক কাল আগে; আমার তো মনে হয়, আমার শহর এ সব ভুলেই গেছে।"

কা তবু বলল, "শহর বলে কিছু নেই। উপরে তাকাও। ঐ দেখ বড় বড় গাছের শেঁকড় পাথরটা বিদীর্ণ করে ফেলেছে। বৃক্ষ ও মানুষ এক সঙ্গে বাড়তে পারে না।"

খৈ-গোখরো হিংস্র গলায় বলে উঠল, "দু'বার কি তিনবার মানুষ এখানে আসার পথটা খুঁজে পেয়েছিল; কিন্তু অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আমি তাদের কাছে আসার আগে তারা টু শব্দটিও করতে পারে নি; আর তার পরে তারা একবার মাত্র চিৎকার করে উঠেছিল। কিন্তু তোমরা এসেছ মিথ্যা সংবাদ নিয়ে—মানুষ আর সাপ দুই-ই; তোমরা আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ যে শহর বলে কিছু নেই, আর আমার রক্ষক হবার পালাও শেষ। সময়ের সাথে সাথে মানুষেরও কিছু পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু আমার কোন পরিবর্তন নেই! যেদিন এই পাথরটা তোলা হবে, ব্রাহ্মণরা এসে আমার জানা গান গাইবে, আমাকে গরম দুধ খাওয়াবে, আর আবার আমাকে আলোয় নিয়ে যাবে, তার আগে পর্যন্ত আমি—আমি—আমি, আর কেউ নয়, এই রাজকোষের রক্ষক! তোমরা বলছ, শহরটা মরে গেছে, আছে শুধু এই শিঁকড়গুলো? তাহলে নিচু হয়ে যত পার তুলে নাও। পৃথিবীতে আর কোথাও এত ধন-সম্পদ নেই। সাপের জিভওয়ালা মানুষ, যে পথে তুমি এখানে ঢুকেছ সেই পথ দিয়ে যদি জ্যান্ত ফিরে যেতে পার, তাহলে সব ছোট রাজারা হবে তোমার চাকর মাত্র।"

"আবার সব গুলিয়ে যাচ্ছে," মোগলি ঠাণ্ডা গলায় বলল। "এও কি সম্ভব যে কোন শেয়াল এত গভীর গর্তটা খুঁড়ে এই মস্তবড় সাদা ফণার উপর কামড় দিয়েছিল? এ তো নির্ঘাৎ পাগল। গোখরোদের জনক, আমি তো নেবার মত কিছুই এখানে দেখতে পাচ্ছি না।"

"সূর্য ও চন্দ্র দেবতাদের দোহাই! এই ছেলেটাকে তো মৃত্যুর পাগলামিতে পেয়েছে!" গোখরো হিস্-হিস্ করে বলে উঠল। "তোমার চোখ দুটো বন্ধ হবার আগে তোমার একটা উপকার আমি করব। ভাল করে তাকাও, চোখ ভরে দেখো যা মানুষ কোন দিন দেখে নি।"

দাঁতে দাঁত চেপে ছেলেটি বলল, "মোগলিকে যে উপকারের কথা শোনায়, জঙ্গলে তাদের ভাল হয় না। কিন্তু আমি জানি, অন্ধকারে সব বদলে যায়। তুমি যদি চাও তো আমি ভাল করেই তাকাব।"

দুই চোখ কুঁচকে সে চারদিকে তাকাল; তারপর মেঝে থেকে মুঠোভর্তি এমন কিছু জিনিস তুলে নিল যা ঝিকমিক করছিল।

সে বলল, "ও হো! মানুষের দল তো এ জিনিস নিয়ে খেলা করে; তফাতের মধ্যে এটার রং হলুদ, আর তাদের গুলোর রং বাদামী।"

সোনার টুকরোগুলো মাটিতে ফেলে দিয়ে সে সামনে এগিয়ে গেল। ভূগর্ভ-ঘরের মেঝেটা স্বর্ণমুদ্রায় ও রৌপ্যমুদ্রায় পাঁচ-ছয় ফুট নিচে ডুবে গেছে; গোড়াতে যে সব বস্তার মধ্যে সেগুলো ভর্তি করা ছিল সেগুলি ফেটে গিয়ে সব মুদ্রা মেঝের উপর ছড়িয়ে আছে। ভাঁটার সময় বালির কণাগুলো যেমন দলা বেঁধে যায়, সুদীর্ঘ সময়ের চাপে এই সব ধাতব বস্তুগুলোও জমাট বেঁধে গেছে। তার উপরে, তার ভিতরে, যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে মণি-মুক্তা-খচিত রূপোর হাওদা; তাতে সোনার পাত বসানো। আর আছে রাণীদের বয়ে নেবার জন্য রূপো ও এনামেলের পাত বসানো পাল্কি ও ডুলি; তাতে চারদিক ঘুরিয়ে ঝালর ঝোলানো, আছে সোনার মোমবাতি-দান। আছে পাঁচ ফুট উঁচু

BanglaBook.org

খোদাই-করা বিস্মৃত দেবতাদের সব মূর্তি; তাতে মুক্তো বসানো রূপোর চোখ। আছে ইস্পাতের উপর সোনার জল-করা বর্ম-চর্ম; পায়রার রক্তের মত রং-এর চুণির মালা দিয়ে সাজানো মস্তকাবরণ; কচ্ছপের খোল ও গণ্ডারের চামড়া দিয়ে তৈরি সব তাল—তাল সোনা ও মণি-মুক্তো বসানো; আর হীরে-বসানো তলোয়ার, ছুরি ও শিকারের অস্ত্রশস্ত্রের খাপ। তাছাড়া যে কত রকমের হীরে-চুন্নি-পান্না বসানো রাণীদের অলংকার ও পোশাক সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, কে তার হিসাব রাখে!

খৈ-গোখরো খাঁটি কথাই বলেছে। শত শত বৎসরের যুদ্ধ, লুণ্ঠন, বাণিজ্য ও রাজ-কর সূত্রে সঞ্চিত এই ধন-ভাণ্ডারের মূল্য মুদ্রার অঙ্কে নির্ধারণ করা যায় না। নানাবিধ মূল্যবান পাথর আর দুই-তিন শ' টন ওজনের সোনা-রূপোর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম; শুধু এই মুদ্রাগুলোই তো এক অমূল্য সম্পদ। আজকের ভারতবর্ষের প্রতিটি দেশীয় রাজা—তা তিনি যত গরিবই হোন—রাজাই তো তার বিশাল রাজকোষকে নিয়তই স্ফীততর করে তুলছেন। যদিও নব্য শিক্ষাপ্রাপ্ত রাজপুত্ররা এখন দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে একবার করে চল্লিশ-পঞ্চাশটি মহিষের গাড়ি বোঝাই করে রূপো পাঠিয়ে তার বদলে সরকারি ঋণ-পত্র সংগ্রহ করছেন, তবু রাজকোষের বিপুল পরিমাণ অর্থ-বিত্ত রাজকোষেই জমা করে রাখছেন এবং তার হাল-হকিকত একান্তভাবে গোপনই রাখছেন।

স্বভাবতই এই সব জিনিসপত্রের মূল্য সম্পর্কে মোগলির কোন ধারণাই নেই। বৃহদাকার তীক্ষ্ণধার ছুরিগুলো তার মনকে টানলেও নিজের ছুরির তুলনায় সেগুলি খুব মনের মত না হওয়ায় সেগুলোকে হাতে নিয়েও সে আবার সেই ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে ফেলে দিল। শেষ পর্যন্ত মুদ্রার স্তূপের মধ্যে অর্ধেক ডুবে-থাকা একটা হাওদার সামনের দিকে ঝোলানো সত্যিকারের আকর্ষণীয় একটা জিনিস তার চোখে পড়ল। একটা তিন ফুট লম্বা অংকুশ-সুচিমুখ হস্তি-তারণ-দণ্ড। তার একেবারে মাথায় একটা ঝক্‌ঝকে লাল চুনি বসানো; তার নিচে আট ইঞ্চি মাপের হাতলটাতে বেশ ঘন করে অনেকগুলি অমসৃণ পীরোজা-মণি বসানো, যাতে হাতলটাকে মুঠো করে ধরতে সুবিধা হয়। হাতলের বাকি অংশটা খাঁটি হাতির দাঁতের তৈরি; অংকুশের ফলা ও আংটার ইস্পাতের উপর সোনা দিয়ে হাতি-ধরার ছবি আঁকা। এই ছবিটাই মোগলিকে আকর্ষণ করল; তার মনে হল, বন্ধু নির্বাক হাতির হয় তো এ জিনিসটা ভালই লাগবে।

খৈ-গোখরো তার পিছন-পিছনেই আসছিল। এবার সে বলল, "বলেছিলাম না যে প্রাণের মূল্য দিয়েও এগুলি অবশ্য দর্শনীয়? এটা কি তোমাকে একটা বড় রকমের উপকার করা নয়?"

মোগলি বলল, "ঠিক বুঝতে পারছি না। জিনিসগুলো শক্ত আর ঠাণ্ডা, আর কোন মতেই খেতেও ভাল হবে না।" অংকুশটা তুলে নিয়ে বলল, "কিন্তু এটা আমি নিয়ে যেতে চাই; সূর্যের আলোয় একবার দেখব। তুমি তো বলছ এ সবই তোমার? আমাকে শুধু এই জিনিসটা দাও না? তোমার খাবার জন্য আমি অনেক ব্যাঙ এনে দেব।"

একটা নিষ্ঠুর আনন্দে খৈ-গোখরো তার ফণাটা দোলাতে লাগল। বলল, "এটা তোমাকে নিশ্চয় দেব। এখানে যা কিছু আছে সব তোমাকে দেব—অবশ্য যখন তুমি চলে যাবে।"

"কিন্তু আমি তো এখনই যাব। এ জায়গাটা যেমন অন্ধকার তেমনই ঠাণ্ডা। এই কণ্টক-মুখ জিনিসটাকে আমি জঙ্গলে নিয়ে যাব।"

"তোমার পায়ের দিকে তাকাও। ওখানে ওটা কি পড়ে আছে?"

BanglaBook.org

মোগলি হাত বাড়িয়ে একটা সাদা, মসৃণ জিনিস তুলে নিল। শান্ত গলায় বলল, "এটা তো মানুষের মাথার খুলি। এখানে আরও দুটো আছে।"

"অনেক বছর আগে ওরা এখানে এসেছিল এই ধন-সম্পদ নিয়ে যেতে। আমি অন্ধকারে তাদের সঙ্গে কথা বললাম, আর তারা অসার হয়ে এখানেই শুয়ে পড়ল।"

"কিন্তু তোমরা যাকে ধন-সম্পদ বল তাতে আমার কি দরকার? তুমি যদি এই অংকুশটা আমাকে দাও, তাহলে পাওনাটা ভালই হবে। যদি না দাও, তাহলেও এটা ভালই। কিন্তু বিষহরির চ্যালাদের সঙ্গে আমি লড়াই করি না, আর তোমার জাতের মূল মন্ত্রটাও আমাকে শেখানো হয়েছে।"

"এখানে মাত্র একটা মূলমন্ত্রই আছে। সেটা আমার!"

কা-র চোখ দুটো জ্বলে উঠল। সে ছিটকে সমুখে এগিয়ে গেল। হিস্‌হিসিয়ে বলল, "এই মানুষটিকে এখানে আনতে কে আমাকে হুকুম করেছিল?"

বুড়ো খৈ-গোখরো অস্ফুট গলায় বলল, "আমিই করেছিলাম। অনেক দিন পরে একটা মানুষকে দেখলাম, আর এই মানুষটি আমাদের ভাষায়ই কথা বলে।"

কা বলল, "কিন্তু মেরে ফেলার কথা তো ছিল না। জঙ্গলে ফিরে গিয়ে আমি কেমন করে বলব যে আমি তাকে মৃত্যুর হাতে সপে দিয়ে এসেছি?"

"সময় না হলে আমিও মেরে ফেলার কথা বলি না। আর তুমি যাবে কি যাবে না, তার জন্যে তো দেয়ালে একটা গর্ত আছেই। হে বাদর-খেকো মোটা জীব, এবার শাস্তি হোক। আমি শুধু একবার তোমার গলাটা ছোঁব, তাহলেই জঙ্গল আর কোন দিন তোমাকে দেখতে পাবে না। কোন মানুষ একবার এখানে এলে পাঁজরের তলাকার শ্বাসটাকে নিয়ে এখান থেকে ফেরে না। রাজার শহরের ধন-ভাণ্ডারের আমি রক্ষক!"

কা চিৎকার করে বলে উঠল, "কিন্তু, অন্ধকারের সাদা কীট তুমি, তোমাকেই আমি বলছি যে এখানে রাজা অথবা শহর কোনটাই নেই! আমাদের চারদিকে শুধুই জঙ্গল আর জঙ্গল!"

"রত্ন-ভাণ্ডারটা এখনও আছে। কিন্তু একটা কাজ করা যেতে পারে। পাহাড়ের কা, একটু অপেক্ষা কর, আর দেখ, ছেলেটা কেমন ছোটে। এখানে বড় খেলার মত যথেষ্ট জায়গাও আছে। জীবনটা বড় ভাল। ওরে ছেলে! এদিক-ওদিক একটু দৌড় দাও; মজা কর!"

মোগলি নিঃশব্দে কা-র মাথার উপর হাতটা রাখল। তার কানে কানে বলল, "এই সাদা ব্যাটা আজ পর্যন্ত মানুষ-দলের মানুষদের নিয়েই কাজ-কারবার করেছে। সে আমাকে চেনে না। সে শিকার চেয়েছে, শিকারই সে পাবে।" অংকুশের ফলার মুখটা নিচের দিকে রেখে মোগলি দাঁড়িয়ে ছিল। অতি দ্রুত সে অংকুশটাকে ছুঁড়ে দিল; সেটা সটান গিয়ে বড় সাপটার ফণার পিছনে আঘাত করে ফণাটাকে মেঝের সঙ্গে গেঁথে ফেলল। বিদ্যুৎগতিতে কা-র ভারী দেহটা আছড়ে পড়ল সাপের মোচড়ানো দেহের উপর; ফণা থেকে লেজ পর্যন্ত তাকে একেবারে অবশ করে দিল। তার লাল চোখ দুটো জ্বলতে লাগল; মাথার বাকি ছয় ইঞ্চি অংশটা হিংস্রভাবে একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে ছোবল মারতে লাগল।

মোগলি ছুরিটা তুলে নিতে হাত বাড়িয়ে দিতেই কা বলে উঠল, "শেষ করে দাও!"

ছুরির ফলাটা টেনে নিয়ে সে বলল, "না; খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া আর কখনও আমি কাউকে মারব না। কিন্তু একবার তাকিয়ে দেখ কা!" ফণার পিছন থেকে সাপটাকে চেপে ধরে ছুরির

BanglaBook.org

ফলা দিয়ে মুখটাকে খুলে সে তার উপরের চোয়ালের ভয়ংকর বিষের থলিটা দেখাল; দাঁতের মাড়ির মধ্যে বিষ-থলিটা শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। গোখরোটা কিন্তু তখনও বেঁচে ছিল।

"থু" (শুকনো কাঠ) বলে মোগলি ইশারায় কা-কে চলে যেতে বলে অংকুশটা তুলে নিল; গোখরোটাও ছাড়া পেল।

সে গম্ভীর মুখে বলল, "রাজার রত্ন-ভাণ্ডারের জন্য তো একজন নতুন রক্ষক দরকার। থু, তুমি কাজটা ভালভাবে করতে পার নি। এদিক-ওদিক একটু ছোট; মজা কর থু!"

খৈ-গোখরো হিস্‌হিসিয়ে বলল, "আমি লজ্জা পাচ্ছি। আমাকে মেরে ফেল!"

"মরার কথা অনেক হয়েছে। এবার আমরা চলে যাব। এই কণ্টক-মুখ জিনিসটা আমি নিয়ে যাচ্ছি থু, কারণ আমি লড়াই করেছি এবং তোমাকে হারিয়ে দিয়েছি।"

"তাহলে খেয়াল রেখো, শেষ পর্যন্ত এই জিনিসটা যেন তোমাকেও মেরে ফেলতে না পারে। এটা এক যম! মনে রেখো, এটা যম! এই জিনিসটার মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমার গোটা শহরের সব মানুষকেই মেরে ফেলতে পারে। জঙ্গলের মানুষ, তুমিও এটাকে দীর্ঘ দিন ধরে রাখতে পারবে না; তোমার হাত থেকে যে এটাকে নেবে সেও পারবে না। এটার জন্য সকলেই একের পর এক খুন করে যাবে! আমার শক্তি নিঃশেষে শুকিয়ে গেছে, কিন্তু ঐ অংকুশটাই আমাদের কাজটা করে দেবে। এটা যম! এটা যম!"

গর্তের ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এক সময় মোগলি আবার সেই পথটা পেয়ে গেল; শেষ বারের মত সে দেখেছিল, খৈ-গোখরোটা তার নিরীহ, শক্তিহীন ফণাটা তুলে হিংস্রভাবে ছোবল মারছে মেঝেতে পড়ে-থাকা দেবতাদের অসহায় সোনার মুখের উপর, আর হিস্‌হিস্ করে বলছে, "এটা যম!"

আবার দিনের আলোয় পৌঁছতে পেরে তারা খুব খুশি হল। তারপর যখন তারা নিজেদের জঙ্গলে ফিরে গেল, আর ভোরের আলোয় মোগলির হাতের অংকুশটা ঝিক্‌মিক্ করতে লাগল, তখন মোগলির মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

চুনিটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে সে সানন্দে বলে উঠল, "এটা তো বাঘীরার চোখের চাইতেও উজ্জ্বলতর। এটা আমি তাকে দেখাবই; কিন্তু মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে সে থু বলল কেন? থু-র অর্থ কি?"

কা বলল, "আমি বলতে পারি না। সে যে তোমার ছুরির খোঁচা খায় নি, তাতেই আমার দুঃখের অবধি নেই। সেই ঠাণ্ডার দেশের সব কিছুই খারাপ—কি মাটির উপরে, আর কি মাটির নিচে। কিন্তু আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে। এই ভোরে তুমি কি আমার সঙ্গে শিকারে যাবে?"

"না; আগে বাঘীরাকে এটা দেখাতে হবে। শুভ শিকার!" মস্ত বড় অংকুশটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে মোগলি নাচতে নাচতে চলে গেল। এক সময় পৌঁছে গেল জঙ্গলের সেই অংশে যেখানে বাঘীরা বেশির ভাগ সময় থাকে। একটা বড় শিকার ধরে সে তখন জল খাচ্ছিল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের অভিযানের সব কথা মোগলি তাকে শোনাল। শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে বাঘীরা ঘুমন্ত অংকুশটাকে শুঁকতে লাগল। মোগলি যখন খৈ-গোখরোর শেষ কথাগুলি শোনাল, চিতা তখন সম্মতিসূচক গড়্-গড়্ শব্দ করে উঠল।

মোগলি সঙ্গে-সঙ্গে জানতে চাইল, "সাদা ফণার কথাটার অর্থ কি?"

"আমি জন্মেছিলাম উদয়পুরের রাজার খাঁচার মধ্যে; তাই মানুষদের কিছু কিছু জিনিস আমার

BanglaBook.org

পেটে আছে। শুধু ওই বড় লাল পাথরটার জন্যই অনেক মানুষই এক রাতে তিনটে খুনও করতে পারে।"

"কিন্তু ওই পাথরটার জন্যই তো ওটাকে হাতে নিলে বেশ ভারী মনে হয়। আমার ঝক্‌ঝকে ছুরিটাও ওটার চাইতে ভাল; আর—দেখ! লাল পাথরটা খাওয়াও যায় না। তাহলে তারা কেন খুন করবে?"

"মোগলি, তুমি ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়। তুমি মানুষের সঙ্গে বাস করেছ, আর—"

"মনে পড়েছে। মানুষ খুন করে কারণ তারা শিকার ধরে না;—খুন করে আলস্য ও খুশির জন্য। জেগে ওঠ বাঘীরা। এই কন্টক-মুখ জিনিসটা তৈরি করা হয়েছিল কোন্ কাজের জন্য?"

বাঘীরার খুব ঘুম পাচ্ছিল। সে চোখ দুটো আধখানা খুলল—তাতে ঝিলিক দিয়ে উঠল একটা ক্ষতির বাসনা।

"মানুষ এটা তৈরি করত হাতির ছেলেদের মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার জন্য, যাতে রক্তের ধারা উছলে পড়ে। উদয়পুরের রাজপথে আমাদের খাঁচার সামনে আমি এ রকম জিনিস অনেক দেখেছি। অনেক হাতির রক্তের স্বাদ ওই জিনিসটা পেয়েছে।"

"কিন্তু কেন তারা এটাকে হাতির মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিত?"

"তাদের মানুষের আইন-কানুন শেখাতে। মানুষের নখর নেই, দাঁত নেই, তাই তারা এই সব জিনিস—এবং এর চাইতেও খারাপ জিনিস তৈরি করে।"

মোগলির মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল। ভারী অংকুশটা বয়ে বয়ে সে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। "এ কথা জানলে আমি কখনই এটা নিতাম না। প্রথমে দেখেছিলাম মেসুয়ার রক্ত, আর এখন দেখছি হাতির রক্ত। এটাকে আমি আর কোন দিন হাতে নেব না। দেখ!"

অংকুশটা ঝল্‌মল্ করতে করতে উড়ে গিয়ে গাছ-গাছালি পার হয়ে ত্রিশ গজ দূরে মাটির ভিতরে ঢুকে গেল। তাজা, ভিজে মাটিতে দুই হাতের তালু ঘষতে ঘষতে মোগলি বলল, "এবার আমার দুই হাতই মৃত্যুর স্পর্শ থেকে মুক্তি পেল। থু বলেছিল, মৃত্যু আমার পিছু নেবে। সে তো বৃদ্ধ, সাদা আর পাগল।"

"সাদা হোক আর কালো হোক, মৃত্যু হোক আর জীবন হোক, আমি ঘুমতে চললাম ছোট ভাইটি। অনেকে পারলেও আমি সারা রাত শিকার করতে, আর সারা দিন হল্লা করতে পারি না।"

বাঘীরা দুই মাইল দূরে এক পরিচিত শিকার-শিবিরে চলে গেল। মোগলি সহজেই একটা সুবিধামত গাছে উঠে গেল এবং তিন-চারটে লতাকে গিঁট দিয়ে দিয়ে বেঁধে অল্প সময়ের মধ্যেই মাটি থেকে পঞ্চাশ ফুট উপরে একটা দোলনা বানিয়ে তাতে দোল খেতে লাগল। এক সময় সে ঘুমিয়েও পড়ল। গাছের অন্য সব বাসিন্দাদের উচ্চ কণ্ঠের কোলাহলে যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন আবার গোধূলি নেমে এসেছে, আর এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছিল সেই সব সুন্দর পাথরের নুড়িগুলোর যা সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছে।

"সেই জিনিসটাকে আর অন্তত একটিবার দেখব," এই কথা বলে একটা লতা বেয়ে সে মাটিতে নেমে গেল। দেখল, বাঘীরা দাঁড়িয়ে আছে তার সমুখে। সেই আলো-আঁধারিতে মোগলি শুনতে পেল বাঘীরা কি যেন শুঁকছে।

মোগলি চিৎকার করে বলে উঠল, "কন্টক-মুখ জিনিসটা কোথায় গেল?"

"একটা মানুষ সেটা নিয়ে গেছে। এই দেখ তার পায়ের দাগ।"

"এইবার আমরা দেখব থু সত্য কথা বলেছে

BanglaBook.org

কি না। তীক্ষ্ণমুখ জিনিসটা যদি মৃত্যু হয় তাহলে সে মানুষটাকেও মরতে হবে। চল আমরা এগিয়ে যাই।"

বাঘীরা বলল, "আগে শিকার ধর। পেট খালি থাকলে চোখ ভাল দেখতে পায় না। মানুষ খুব ধীরে হাঁটে, আর জঙ্গলটা ভিজে এতই নরম হয়ে আছে যে খুব হাল্কা পায়ের দাগও যথেষ্ট পরিষ্কার বোঝা যাবে।"

যত তাড়াতাড়ি পারল তারা একটা শিকার ধরল; তারপর প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগল খাওয়া-দাওয়া শেষ করে, জল খেয়ে পথে নামতে। জঙ্গলের জীবরা জানে, তাড়াতাড়ি খেলে যে ক্ষতিটা হয় কোন কিছু দিয়েই তা পূরণ করা যায় না।

মোগলি প্রশ্ন করল, "তুমি কি মনে কর যে তীক্ষ্ণমুখ জিনিসটা মানুষের হাতের মধ্যেই মুখটা ঘুরিয়ে তাকেই মেরে ফেলবে? থু বলেছিল, এটাই যম।"

মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতেই বাঘীরা বলল, "চোখে দেখলেই জানতে পারব। সে তো এক-পেয়ে (সে বলতে চাইল যে এটা একটা মানুষেরই কাজ), আর জিনিসটার ভারে তার গোড়ালিটা নিশ্চয় মাটিতে বেশ বসে গেছে।"

"হাই! এটা তো গ্রীষ্মকালের বিদ্যুৎ-চমকের মতই পরিষ্কার।" মোগলি জবাব দিল। তারপর চাঁদের আলোয় দুটো খালি পায়ের দাগ অনুসরণ করে তারা এগিয়ে চলল।

মোগলি বলল, "এবার সে দ্রুত বেগে ছুটছে। আঙুলের ছাপগুলো বেশ কিছুটা দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে।" তারা বেশ কিছুটা ভিজে মাটি পার হয়ে গেল। "এ কি? এখানে এসে সে মোড় ঘুরল কেন?"

"দাঁড়াও!" বাঘীরা বলে উঠল। একটা মস্ত বড় লাফ দিয়ে সে অনেকটা জমি পার হয়ে মাটিতে পা ফেলল। একটা পথের চিহ্ন যখন ঠিক মত বোঝা যায় না, তখন নিজের পায়ের ছাপ মাটিতে ফেলে সব কিছু গুলিয়ে না ফেলাটাই হচ্ছে প্রথম কাজ। মাটিতে পা ফেলামাত্রই বাঘীরা ঘুরে গিয়ে মোগলির মুখোমুখি হয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, "এখানে অন্য একটা পায়ের ছাপ এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে। এবারের পা-টা তুলনায় ছোট, আর আঙুলগুলো ভিতরমুখী।"

মোগলি ছুটে গিয়ে ভাল করে তাকাল। তারপর বলল, "এটা তো কোন 'গোণ্ড' শিকারীর পা। দেখ! এখানে সে ঘাসের উপর দিয়ে তার ধনুকটা টেনে নিয়ে গেছে। সেই কারণেই প্রথম পায়ের দাগটা এত তাড়াতাড়ি এক দিকে সরে গেছে। বড় পা-টা ছোট পায়ের কাছ থেকে লুকিয়ে পড়েছিল।"

বাঘীরা বলল, "ঠিক কথা। দেখ, পাছে আমরা একে অন্যের পায়ের ছাপের উপর দিয়ে চলতে গিয়ে পায়ের ছাপগুলোকেই নষ্ট করে ফেলি, তাই এস আমরা দুজন আলাদা আলাদা পথ ধরে হাঁটি। আমি বড় পায়ের পথে, আর তুমি 'গোণ্ড'-এর ছোট পায়ের পথে।"

বাঘীরা এক লাফে মূল পথে ফিরে গেল; আর মোগলি মাথা নিচু করে জঙ্গলের ছোট জংলি মানুষটার অদ্ভুত ছোট পায়ের ছাপগুলি দেখতে লাগল।

সারিবদ্ধ পায়ের ছাপ ধরে এক পা এক পা করে এগোতে এগোতে বাঘীরা বলল, "এবার আমি, বড় পা, এখানে মোড় নিলাম। এবার একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম; একটা পা ফেলতেও আমার সাহস হচ্ছে না। তোমার পায়ের শব্দ কর ছোট ভাইটি।"

নিজের পথ ধরে ছুটে গিয়ে মোগলি বলল, "এবার আমি, ছোট পা, ডান হাতের উপর ঝুঁকে এবং দুই পায়ের ফাঁকে আমার ধনুকটা

BanglaBook.org

রেখে একটা পাথরের উপর বসলাম। আমি এখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি, কারণ এখানে আমার পায়ের ছাপটা বেশ গভীর।"

পাথরের আড়াল থেকে বাঘীরা বলল, "আমিও অপেক্ষা করছি। কণ্টক-মুখ জিনিসের শেষ প্রান্তটাকে একটা পাথরের উপর বসিয়ে রেখেছি। ওটা একটু হড়কে যাচ্ছে, কারণ এখানে পাথরের উপর একটা আঁচড়ের দাগ আছে। তোমার পায়ের শব্দ কর ছোট ভাইটি!"

মোগলি গলা নামিয়ে বলল, "এখানে দু'একটা পল্লব আর একটা বড় ডাল ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। এখন, সেটা আমি বোঝাব কেমন করে? আরে, এ জায়গাটা তো বেশ সমতল। আমি, ছোট ব্যাঙ, সেগুলিকে মাড়িয়ে, শব্দ করে হাঁটছি, যাতে বড় পা সেটা শুনতে পায়।" গাছপালার ভিতর দিয়েই সে এক পা এক পা করে এগিয়ে চলল; একটা ছোট জলপ্রপাতের দিকে এগোতে এগোতে তার গলার স্বর ক্রমেই দূর হতে দূরে চলে যেতে লাগল। "আমি—চলে যাচ্ছি—অনেক—দূরে—যেখানে—প্রপাতের— জল—আমার—শব্দকে—ঢেকে—দিচ্ছে: আর—এখানেই—আমি—অপেক্ষা—করছি। তুমিও পায়ের শব্দ কর বাঘীরা, বড় পা!"

চিতা চারদিক তাকিয়ে দেখছিল, বড় পায়ের দাগগুলো পাথরের পিছন থেকে কি ভাবে দূরে সরে গেছে। তারপর সে কথা বলল:

"আমি হাঁটুতে ভর দিয়ে কণ্টক-মুখ জিনিসটাকে টানতে টানতে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। কাউকে না দেখে আমি ছুটতে শুরু করেছি। আমি, বড় পা, দ্রুত ছুটছি। পায়ের দাগ ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে। যার যার পথে চল। আমি ছুটলাম!"

পরিষ্কার পায়ের চিহ্ন ধরে বাঘীরা সবেগে ছুটতে লাগল, আর মোগলি গোণ্ড-এর পায়ের ছাপ দেখে দেখে এগিয়ে চলল। কিছুক্ষণ জঙ্গলটা সুনসান—নিস্তব্ধ।

বাঘীরা চেঁচিয়ে বলল, "তুমি কোথায় ছোট পা?" ডানদিকে পঞ্চাশ গজ মত দূর থেকে ভেসে এল মোগলির কণ্ঠস্বর।

খুব কাশতে কাশতে চিতা বলল, "উম্! দু'জন পাশাপাশি ছুটছে; ক্রমেই কাছাকাছি চলে আসছে।"

একই দূরত্বে থেকে দু'জন আরও আধ মাইল ছুটল। এক সময় মোগলি চেঁচিয়ে বলল, "দু'জনের দেখা হয়েছে। শুভ শিকার—তাকিয়ে দেখ! এইখানে দাঁড়িয়েছিল ছোট পা, পাথরের উপর হাঁটু রেখে—আর ওখানে আছে বড় পা!"

তাদের সমুখে দশ গজের মধ্যে ভাঙা পাথরের একটা স্তূপের উপর আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে জেলার এক গ্রামবাসীর দেহ; তার বুকে ও পিঠে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে বিঁধে আছে একটা পালক-লাগানো "গোণ্ডি" তীর।

বাঘীরা শান্ত গলায় বলল, "থু কি এতই বুড়ো আর এতদূর পাগল হয়ে গিয়েছিল ছোট ভাইটি? এখানেই তো অন্তত একটা মৃত্যু ঘটেছে।"

"আরও এগিয়ে চল। কিন্তু হাতির রক্ত পান করা সেই লালমুখী কাঁটাটা কোথায়?"

"হয় তো ছোট পা সেটা পেয়ে গেছে। আবার সেই 'এক পা'।"

একটা হাল্কা মানুষ বাঁ কাঁধের উপর একটা ভারি জিনিস নিয়ে যে শুকনো ঘাসের উপর অনেকক্ষণ ধরে চক্রাকারে ঘুরছিল, দুই পদাতিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেখানকার প্রতিটি পায়ের ছাপে ধরা পড়েছে একটা গরম লোহার ছ্যাঁকার দাগ।

পায়ের ছাপ ধরে গিরি-নালার মধ্যে লুকিয়ে-থাকা একটা তাঁবুর আগুনের ছাই পর্যন্ত উঠে যাবার আগে কেউ কোন কথা বলল না।

সে যেন হঠাৎ পাথর হয়ে গেছে এই ভাবে থেমে গিয়ে বাঘীরা বলে উঠল, "আবার!"

BanglaBook.org

বিশীর্ণ, কুঞ্চিতদেহ এক ছোটখাট "গোণ্ড"-এর মৃতদেহ পড়ে আছে ছাইয়ের মধ্যে দুই পা রেখে। বাঘীরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মোগলির দিকে তাকাল।

"এটা করা হয়েছে একটা বাঁশ দিয়ে," এক নজর দেখেই ছেলেটি বলল। "আমি যখন মানুষদের দলে ছিলাম তখন মোষ চরাতে এ ধরনের জিনিস আমি ব্যবহার করেছি। গোখরোদের জনক—তার সঙ্গে ঠাট্টা করেছিলাম বলে এখন আমি দুঃখ পাচ্ছি—ভাল করেই এদের চিনত—আর আমারও ভাল করে চেনাই উচিত ছিল। আমি কি তখন বলি নি যে মানুষ আলস্য কাটাবার জন্যই খুন করে?"

বাঘীরা বলল, "আসলে তারা খুনটা করেছে লাল-নীল পাথরগুলোর জন্যে। মনে রেখো, এক সময় আমি উদয়পুরের রাজার খাঁচায় ছিলাম।"

ছাইয়ের স্তূপের উপর ঝুঁকে মোগলি বলল, "এক, দুই, তিন, চারটে পায়ের দাগ। পায়ে জুতো-পরা মানুষদের চারটে পায়ের দাগ। তারা 'গোণ্ড'দের মত দ্রুত চলতে পারে না। এখন কথা হচ্ছে, এই ছোটখাট জংলি মানুষটা তাদের কি ক্ষতি করেছিল? দেখ, তাকে মেরে ফেলার আগে তারা পাঁচজনই একত্রে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। বাঘীরা, চল, আমরা ফিরে যাই। আমার পেটটা ভরাই আছে, তবু সেটা ওঠা-নামা করছে ডালের শেষ প্রান্তে বোনা হরিয়াল পাখির বাসার মত।"

"শিকার হাতে পেয়েও তাকে ছেড়ে দেওয়া ভাল শিকারীর লক্ষণ নয়। এগিয়ে চল!" চিতা বলল। "ওই আটটা জুতো-পরা পা এখনও বেশি দূর যেতে পারে নি।"

জুতো-পরা চারটি মানুষের হেঁটে-যাওয়া চওড়া পথটা ধরে তারা উপরে উঠে গেল। এক ঘণ্টা পর্যন্ত কেউ একটা কথাও বলল না।

তখন দিনের আলো ফট্ ফট্ করছে। বাঘীরা বলল, "আমি তামাকের গন্ধ পাচ্ছি।"

নতুন জঙ্গলের ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে খোঁজ করতে করতেই মোগলি বলল, "মানুষ সর্বদাই দৌড়নোর চাইতে খেতে বেশি ভালবাসে।" তার একটু দূরে বাঁ দিক থেকে বাঘীরা তার গলার ভিতরে একটা বর্ণনাতীত শব্দ করে উঠল।

সে বলতে লাগল, "এই আর একজন যে খাবার সময়ই কাজটা করেছে।" রঙিন কাপড়ের একটা বাণ্ডিল ঝোপের তলায় ছড়িয়ে পড়ে ছিল; আর তার চারদিকে ছড়ানো ছিল কিছু ময়দার গুঁড়ো।

মোগলি বলল, "এবারও একটা বাঁশ দিয়েই কাজটা করা হয়েছে। দেখ! ঐ সাদা ধূলোটা মানুষরা খায়। তারাই এর কাছ থেকে জিনিসটা লুট করেছে,—সে তাদের খাবারটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল,—আর তারা তাকে ফেলে রেখে গেছে একটা চিল উড়ে এসে খাবে বলে।"

বাঘীরা বলল, "এটা হল তৃতীয়।"

মোগলি আপন মনেই বলে উঠল, "চারটে নতুন বড় ব্যাঙ নিয়ে আমি গোখরোদের জনকের কাছে যাব, সব তাকে খাইয়ে মোটা করে রেখে আসব। হাতিদের রক্ত যে খেয়েছে সে তো সাক্ষাৎ যম,—কিন্তু তবু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!"

"এগিয়ে চল!" বাঘীরা বলল।

আরও আধ মাইল যাবার আগেই তারা শুনতে পেল, একটা তেঁতুল গাছের মাথায় বসে কাক কো মৃত্যুর গান গাইছে, আর সেই গাছের ছায়ায় তিনটি মানুষ শুয়ে আছে। বৃত্তের মাঝখানে একটা নিভু-নিভু আগুনের ধোঁয়া উঠছে; আর সেই আগুনের উপর বসানো একটা লোহার তাওয়ার উপর রয়েছে একটা কালো, পোড়া রুটি। আগুনের পাশেই পড়ে আছে চুণি ও পীরোজা বসানো অংকুশটা। সূর্যের আলো পড়ে সেটা চকচক করছে।

বাঘীরা বলে উঠল, "এই জিনিসটা কাজ করে

BanglaBook.org

খুব দ্রুত; এখানেই সব শেষ হয়ে গেছে। এরা সব কি ভাবে মারা গেছে মোগলি? কারও শরীরে তো আঘাতের চিহ্ন নেই।"

বিষাক্ত গাছ-গাছড়া ও ফল সম্পর্কে একজন ডাক্তার যতটা জানে, জঙ্গলের বাসিন্দারা অভিজ্ঞতা থেকেই ততটা জেনে ফেলে। আগুন থেকে যে ধোঁয়াটা উঠছিল মোগলি সেটা একবার শুঁকলো, পোড়া, কালো রুটির একটা টুকরো ভেঙে মুখে দিল, আর তারপরেই থু-থু করে সেটা ফেলে দিল।

কাশতে কাশতে বলল, "মৃত্যু-ফল। প্রথম মানুষটিই এদের খাদ্যে বিষ মিশিয়েছিল; আর তারাই প্রথমে 'গোণ্ড'কে মেরে তারপরেই তাকেও মেরে ফেলেছে।"

"সত্যি খুব ভাল শিকার! একটার পর একটা মৃত্যু ঘটানো হয়েছে," বাঘীরা বলল।

কাঁটাওয়ালা ফল অথবা ধুতুরাকে জঙ্গলের বাসিন্দারা বলে মৃত্যু-ফল—সারা ভারতবর্ষে ওটাই সব চাইতে মারাত্মক বিষ-ফল।

"এখন কি হবে?" চিতা বলল। "ওই লাল-চক্ষু খুনীটার জন্য আমরা কি পরস্পরকে খুন করব?"

মোগলি অনুচ্চ স্বরে বলল, "ওটা কি কথা বলতে পারে? ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি কি ভুল করেছি? আমরা দু'জন কেউ কারও ক্ষতি করব না, কারণ মানুষরা যা চায়, আমরা তা চাই না। এই জিনিসটাকে যদি এখানে রেখে যাই তাহলে নির্ঘাৎ একটার পর একটা মানুষকে ও খুন করে যাবে, ঠিক যে রকম ঝড়ো হাওয়ার গাছের ফলগুলো মাটিতে ঝড়ে পড়ে। মানুষের প্রতি আমার কোন ভালবাসা নেই, কিন্তু এক রাতে তারা ছয়জন মারা যাক তাও আমি চাই না।"

"ব্যাপার কি? তারা তো মানুষই। তারা একজন আর একজনকে মেরেছে, আর তাতেই খুশি হয়েছে," বাঘীরা বলল। "প্রথম জংলী লোকটা তো শিকারটা ভালই করেছিল।"

"তবু তো তারা বাচ্চা; জলের উপর চাঁদের আলো পড়লে সেটাতে কামড় বসাতে গেলে বাচ্চা তো জলে ডুবে মরবেই। দোষটা তো আমারই," মোগলি এমনভাবে কথাগুলি বলল যেন সব ব্যাপারটাই সে জানত। "আর কখনও কোন আজগুবি জিনিস আমি জঙ্গলে নিয়ে আসব না—সে জিনিস ফুলের মত সুন্দর হলেও না।"—খুব সন্তর্পণে সে অংকুশটাতে হাত বুলাল—"এ জিনিসটা তবে গোখরোদের জনকের কাছেই ফিরে যাক। কিন্তু সব কিছুর আগে আমাদের একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে; এই ঘুমন্ত মানুষদের কাছে তো মোটেই ঘুমতে পারব না। তাছাড়া, এটাকেও তো কবর দিতে হবে; না হলে ও হয় তো ছুটে গিয়ে আরও ছয়জনকে মারবে। ওই গাছটার নিচে একটা গর্ত কর।"

সেখান থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে বাঘীরা বলল, "কিন্তু ছোট্ট ভাইটি, আমি তোমাকে বলছি যে এ ব্যাপারে ওই রক্ত-চোষার কোন দোষ নেই। গোলমালটা বাঁধিয়েছে মানুষরা।"

"একই কথা," মোগলি বলল। "গর্তটা বেশ গভীর করো। ঘুম থেকে উঠে আমিই ওটাকে তুলে নিয়ে যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে আসব।"

* * *

দুই রাত পরে—

সেই অন্ধকার ভূগর্ভ-ঘরে লজ্জিত, লুণ্ঠিত ও নিঃসঙ্গ খৈ-গোখরো বসে বসে কাঁদছিল; এমন সময় সেই পীরোজাখচিত অংকুশটা দেয়ালের গর্তের ভিতর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সোনার মুদ্রা-ঠাসা মেঝের উপর সশব্দে আছড়ে পড়ল।

মোগলি বলল (আগে থেকেই সতর্ক হয়ে

BanglaBook.org

সে দেয়ালের অপর দিকটাতেই ছিল), "গোখরোদের জনক, তোমার নিজের জাতের কোন যুবক পাকা সাপের খোঁজ করে তাকে এই রাজার গুপ্তধন রক্ষার কাজে বহাল কর, যাতে কোন মানুষ আর এটাকে নিয়ে জ্যান্ত ফিরে যেতে না পারে।"

"আঃ-হা! ওটা তাহলে ফিরে এসেছে! আমি তো বলেছিলাম ও সাক্ষাৎ একটা মৃত্যু-যম। তাহলে—তুমি এখনও বেঁচে আছ কেমন করে?" পরম স্নেহে অংকুশের হাতলটাকে পাঁক দিতে দিতে বুড়ো গোখরো অস্ফুট স্বরে বলল।

"যে ষাঁড় আমাকে কিনেছিল তার দোহাই, আমি কিছুই জানি না! ওই জিনিসটি এক রাতে ছয়বার খুন করেছে। ওকে আর কখনও বাইরে যেতে দিও না।"

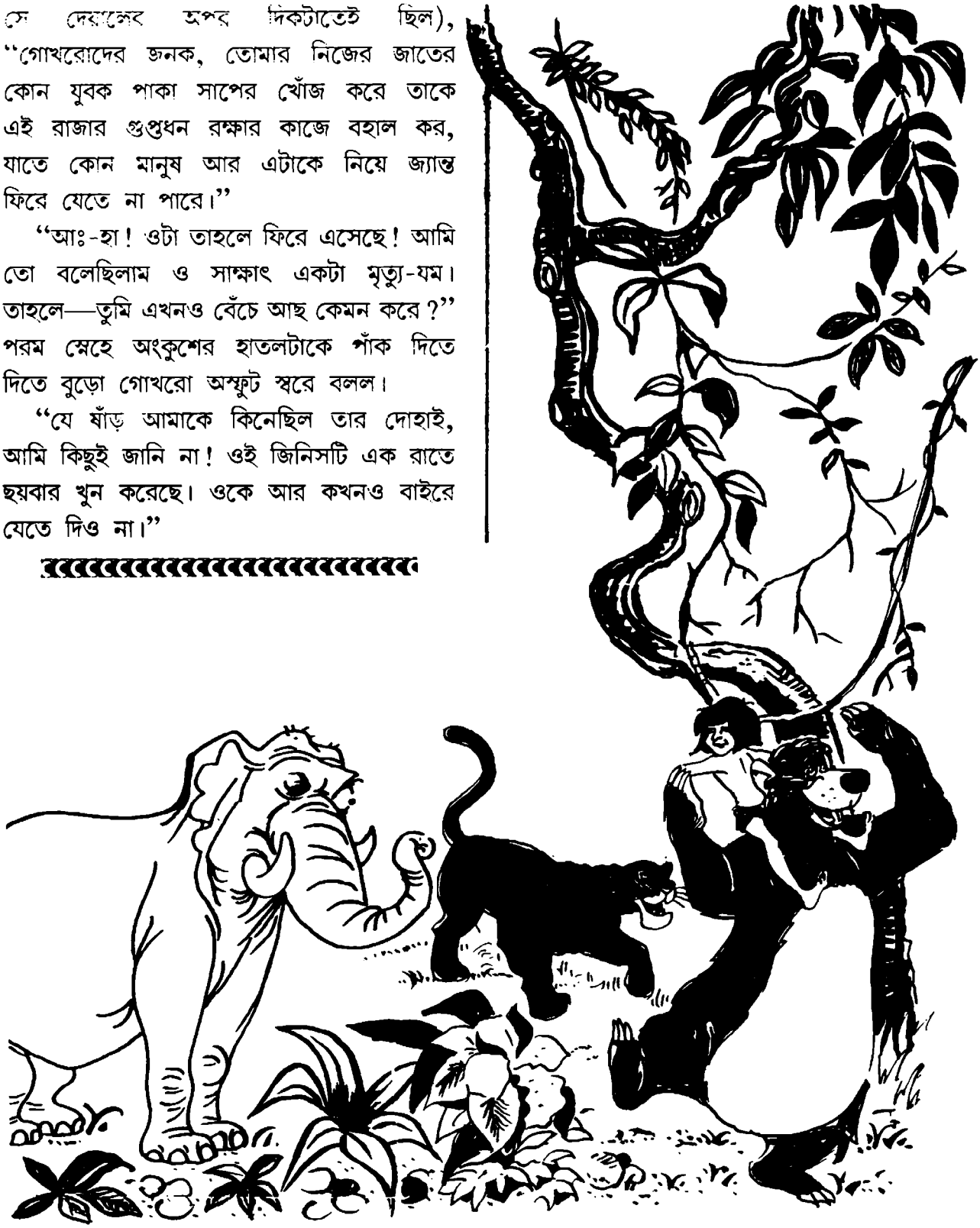

লাল কুত্তা

জঙ্গলের অধিকার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শুরু হল মোগলির জীবনের সুখের দিন। ঋণ শোধ হওয়ার ফলে তার বিবেক এখন পরিষ্কার; গোটা জঙ্গল তার বন্ধু; তাকে একটু ভয় করেও চলে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাবার পথে, চার সঙ্গীকে নিয়েই হোক, আর তাদের ছেড়েই হোক, যা কিছু সে দেখেছে এবং শুনেছে, তা নিয়ে লম্বা লম্বা অনেক গল্প বলা যায়। কিন্তু—

প্রথম গল্পটা থেকেই শুরু করা যাক। নেকড়ে বাবা ও নেকড়ে মা মারা গেল; তাদের গুহার মুখে একটা মস্তবড় পাথর চাপা দিয়ে সেখানে বসে মোগলি অনেক কাঁদল; বালু আরও বুড়ো ও স্থবির হয়ে পড়ল; এমন কি যে বাঘীরার স্নায়ু ছিল ইস্পাতের মত, মাংসপেশী ছিল লোহার মত, সেও যেন শিকার ধরতে কিছুটা শ্লথ হয়ে পড়ল। একেলার রং ধূসর থেকে দুধ-সাদা হয়ে গেল; তার বুকের পাঁজরার হাড় বেরিয়ে পড়ল; সে হাঁটা-চলা করে যেন কাঠের পুতলির মত, মোগলি তার শিকার ধরে দেয়।

স্মৃতির টানেই মোগলি এখনও পরিষদ পাহাড়ে যায়। যখন সে কিছু বলতে চায়, তখন দলের অন্য সকলেই তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। কথা শেষ করে সে একেলার পাশেই পাথরের উপর বসে পড়ে। নতুন দলপতি ফাও যেখানে বসে তারও উপরের আসনে। সে সব দিন ছিল ভাল শিকারের ও ভাল ঘুমের। মাঝে মাঝেই সে চার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে দূর দূর জঙ্গলে চলে যায়—খায়-দায়, ছোঁয়, দেখে, আর নতুন নতুন স্বাদ গ্রহণ করে।

একদা গোধূলিবেলায় সে যখন পাহাড়ি পথ ধরে ধীরেসুস্থে হেঁটে যাচ্ছিল একটা শিকারের অর্ধেকটা একেলাকে দিতে, আর চার ভাই তার পিছন-পিছন যাচ্ছিল পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করে, বেঁচে থাকার আনন্দে একটু ধাক্কাধাক্কি করে, এমন সময় একটা চিৎকার তার কানে এল;

BanglaBook.org

শেরে খানের খারাপ দিনগুলির পরে এ রকম চিৎকার সে শোনে নি। জঙ্গলের জীবরা এটাকে বলে "ফীয়াল" (ফেউয়ের ডাক)—বাঘের পিছনে থেকে শেয়ালই এ ধরনের বীভৎস চিৎকার করে ডাকে। ঘৃণা, জয়লাভ, ভয় ও হতাশার মিশ্রণের সঙ্গে একটা বিকৃত মুখভঙ্গি যোগ করলে যেটা দাঁড়ায় তারই নাম "ফীয়াল"—সেই বিস্তৃত শব্দটা একবার উঠছে, আবার পড়ছে; এবং এই ভাবে কাঁপতে কাঁপতে বাণগঙ্গার দুই তীরে দূর হতে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ছে। চার ভাই সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। মোগলির হাতটা তার ছুরিটাকে চেপে ধরেই সংযত হল। তার মুখে রক্তের আভা ছড়িয়ে পড়ল; ভুরু দুটো কুঁচকে গেল।

সে বলে উঠল, "এখানে শিকার করার মত ডোরা-কাটা তো কেউ নেই।"

বালু দাদা বলল, "এটা তো কোন ফেউয়ের ডাক নয়। একটা বড় শিকারের শব্দ। ওই শোন!"

আবার সেই চিৎকার ভেসে এল—অর্ধেক ফোঁপানি, আর অর্ধেক চাপা হাসি; শুনলেই মনে হয়, শোয়ালেরও বুঝি মানুষের মত নরম ঠোঁট আছে। তখন মোগলি জোরে শ্বাস টেনে এক দৌড়ে পরিষদ পাহাড়ে উঠে গেল; পিছনে পড়ে রইল ছুটন্ত নেকড়ের দল। ফাও আর একেলা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইল পাহাড়ের উপরে; আর তাদের নিচে বসে রইল বাকি সকলে; তাদের প্রতিটি স্নায়ু টান-টান হয়ে উঠেছে। মায়েরা ও বাচ্চারা সাত-তাড়াতাড়ি বাসার পথ ধরল; কায়ক "ফীয়াল" (ফেউ) যখন ডাকে তখন দুব্‌লা জীবরা কেউ বাইরে থাকে না।

অন্ধকারের মধ্যে কল্‌-কল্‌ শব্দে ছুটে চলেছে বাণগঙ্গা; গাছের মাথায় মৃদু শব্দ করে বইছে সন্ধ্যার বাতাস। হঠাৎ নদীর ওপার থেকে ভেসে এল একটা নেকড়ের ডাক। দলের কোন নেকড়ে সেটা নয়, কারণ তারা সকলেই পাহাড়ে বসে ছিল। শব্দটা ক্রমে একটা টানা হতাশার ডাক হয়ে গেল। ডাকটা কেবলই বলছে "ডোল! ডোল! ডোল! ডোল!" পাহাড়ের উপর ক্লান্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল। সারা দেহে রক্ত-মাখা একটা ক্ষীণকায় নেকড়ে একলাফে সকলের মাঝখানে ঢুকে মোগলির পায়ের উপর পড়ে লাফাতে লাগল; তার সামনের থাবাটা মোগলির পায়ের উপর পড়ে হাঁপাতে লাগল; তার সামনের থাবাটা অকেজো হয়ে গেছে; চোয়াল বেয়ে সাদা ফেনা গড়াচ্ছে।

"শুভ শিকার! তোমাদের সর্দার কে?" ফাও গম্ভীর গলায় বলল।

জবাব এল, "শুভ শিকার! আমি ওয়ান-টোলা।" সে বলতে চায় যে সে একটি সঙ্গীহীন নেকড়ে; একাই এসেছে; তার সঙ্গিনী ও বাচ্চারা আছে অনেক দূরের এক বাসায়। দক্ষিণের অনেক নেকড়েই এভাবে শিকার করে। ওয়ান-টোলা-র অর্থ দল-ছুট—যে দল থেকে আলাদা চলে। নেকড়েটা হাঁপাতে লাগল; সকলেই দেখল, হৃৎপিণ্ডের ওঠা-পড়ার সঙ্গে তার সারা শরীর উঠছে ও পড়ছে।

"কে এসেছে?" ফাও শুধাল, কারণ "ফেউ" ডাকলে জঙ্গলের সকলেই এই প্রশ্নটা করে।

"ডোল, দাক্ষিণাত্যের ডোল—লাল কুকুর, ঘাতক! তারা দক্ষিণ থেকে উত্তরে এসেছে; বলছে, সে দেশ ফাঁকা হয়ে গেছে; তাই তারা পথে পথে শিকার ধরছে। এই চাঁদ যখন নতুন ছিল, তখন আমার সংসারে ছিল চারজন—আমার সঙ্গিনী ও তিনটে বাচ্চা। ঘাসের মাঠে বৌটা বাচ্চাদের শিকার ধরা শেখাত। মাঝরাতেও আমি তাদের সকলের গলা শুনেছি। কিন্তু ভোরের বাতাস বইতেই দেখলাম, ঘাসের বুকেই তারা নিথর হয়ে পড়ে আছে—চার চারটি স্বাধীন প্রাণী; এই চাঁদ যখন নতুন ছিল তখনও তারা চারজনই

BanglaBook.org

ছিল। তখনই আমি দাবী করলাম আমার রক্তের অধিকার। ডোলকে খুঁজে বের করলাম।"

"সংখ্যায় কত?" মোগলির তড়িৎ প্রশ্ন; গোটা দলের গলায় গর্-গর্ গর্জন।

"আমি জানি না। তাদের মধ্যে তিনজন আর কোনদিন শিকার ধরবে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা আমাকে একটা হরিণের বাচ্চার মত তাড়িয়ে দিয়েছে তিন-ঠ্যাঙওয়ালা করে। স্বাধীন জন্তুরা, এই দেখ!"

সে তার ভাঙা সামনের পা-টা এগিয়ে দিল; সারা পায়ে শুকনো রক্তের কালো দাগ। শরীরের দুই পাশে নিষ্ঠুর কামড়ের দাগ; গলাটাও ছিন্নভিন্ন।

মোগলি তার জন্য যে মাংসটা এনেছিল সেটার উপর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একেলা বলল, "খাও"; দল-ছুট নেকড়েটা তার উপর লাফিয়ে পড়ল।

ক্ষুধার প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে সে বিনীতভাবে বলল, "তোমাদের এ ক্ষতি আমি পুষিয়ে দেব। আমার গতরে একটু জোর আনতে দাও। তারপর আমিও শিকার ধরব। এই চাঁদ যখন নতুন ছিল তখনও আমার যে বাসা ছিল ভরা, এখন সেটা শূন্য হয়ে গেছে; সে রক্তের ঋণ এখনও সবটা শোধ হয় নি।"

কথাটাকে সমর্থন করে ফাও-এর দাঁতগুলিও কড়মড় করে উঠল। সে বলল, "ওই দুটো চোয়াল আমাদের কাজেও লাগবে। ডোলের সঙ্গে বাচ্চা-কাচ্চা ছিল?"

"না, না। সব লাল শিকারী: দলের বয়স্ক সব কুকুর; ডেকান-এর গিরগিটি খেয়ে খেয়ে যেমন পেটমোটা তেমনই শক্তসমর্থ।"

ওয়ান-টোলা যা বলল তার মোদ্দা অর্থ হল—দাক্ষিণাত্যের লাল শিকারী কুত্তা "ডোল" শিকার করতে করতে চলে এসেছে। সকলেই জানে, একটা বাঘ পর্যন্ত তার সদ্য-ধরা শিকারকে ডোল-এর হাতে তুলে দেয়। তারা সোজা জঙ্গলে ঢুকে পড়ে; হাতের কাছে যাকে পায় তাকেই মাটিতে ফেলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে। যদিও তারা নেকড়ের মত বড়সড় নয়, আর একটা নেকড়ের আধখানা বুদ্ধিও রাখে না, তবু তারা খুব শক্তিশালী, আর সংখ্যায়ও অনেক। যেমন, সংখ্যায় অন্তত এক শ' না হলে ডোল তাদের একটা দল বলে না; অথচ চল্লিশটা নেকড়ে একত্র হলেই একটা বড় দল হয়ে যায়। বনে-বনে ঘুরে বেড়াবার সময় মোগলি দাক্ষিণাত্যের লম্বা ঘাসে ভর্তি প্রান্তরের কাছাকাছিও গিয়েছিল। সেখানেই সে দেখেছে ডোলরা ছোট ছোট গর্তের মধ্যে আর লম্বা ঘাসের মধ্যেই বাসা বানায়; সেখানেই তারা ঘুমোয়, খেলা করে, আর জড়াজড়ি করে। মোগলি তাদের তুচ্ছ জ্ঞান করত, ঘৃণা করত, কারণ তাদের গায়ের গন্ধ স্বাধীন জীবদের মত নয়, কারণ তারা গুহায় বাস করে না, আর সব চাইতে বড় কথা, তাদের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে লোম গজায়, অথচ তার নিজের এবং তার বন্ধুদের সকলের পা-ই পরিষ্কার। কিন্তু সে জানত, হাতি তাকে বলেছিল, ডোল-এর একটা শিকারী দল কত ভয়ংকর। এমন কি হাতি পর্যন্ত তাদের পথ থেকে সরে যায়; আর যত দিন তাদের মেরে ফেলা না হয়, অথবা শিকারের অভাব না ঘটে, ততদিন তারা এগিয়েই যায়।

ডোলদের কথা একেলাও কিছু কিছু জানত; সে মোগলির কানে কানে বলল, "সর্দারহীন ও নিঃসঙ্গ হওয়ার চাইতে পুরো দলের সঙ্গে থেকে মরাও ভাল। এটাও ভাল শিকার, এবং—আমার শেষ শিকার। কিন্তু মানুষ তো অনেক দিন বেঁচে থাকে, তাই তোমার সামনে আরও অনেক দিন আর অনেক রাত আছে ছোট ভাইটি। তুমি আরও উত্তরে গিয়ে শুয়ে থাক। লাল কুত্তারা চলে যাবার পরেও যদি ফেউ বেঁচে থাকে, তো সেই তোমাকে যুদ্ধের খবরাখবর

BanglaBook.org

এনে দেবে।”

মোগলি গম্ভীর মুখে বলল, “আঃ, আমি কি তাহলে জলাভূমিতে গিয়ে ছোট ছোট মাছ ধরব, আর গাছের ডালে শুয়ে ঘুমোব, আর না হয় তো বান্দর লোগদের সঙ্গে নিয়ে বাদামের খোসা ছাড়াব,—আর এখানে দলের সকলে যুদ্ধ করবে?”

একেলা বলল, “এ যুদ্ধ যে মৃত্যুর যুদ্ধ। লাল কুত্তাদের তুমি কখনও দেখ নি—এরা লাল জল্লাদ। এমন কি ডোরা-কাটা পর্যন্ত—”

“হয়েছে! হয়েছে!” মোগলি তাচ্ছিল্যের সুরে বলল। “মন দিয়ে শোন: এক সময়ে একটা নেকড়ে ছিল, আমার বাবা; একটা নেকড়ে ছিল, আমার মা; আর ছিল এক বুড়ো নেকড়ে (তার কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল; এখন সে সাদা হয়ে গেছে), সে ছিল একাধারে আমার বাবা ও মা। সুতরাং আমি—” এবার তার গলাটা চড়ল,—“আমি বলছি, লাল কুত্তারা যখন আসবে—সত্যি, সত্যি যদি আসে—তখন মোগলি ও মুক্ত জীবরা এককাট্টা হয়ে দাঁড়াবে; আরও বলছি—যে মহিষ আমাকে কিনেছিল তার নামে—আজকের দলের তোমরা যে পুরনো দিনের কথা ভুলে গেছ সেই পুরনো কালে আমার জন্যে বাঘীরা যে মহিষকে কিনেছিল তার নামে—আমি বলছি, আমি ভুলে গেলেও হে বৃক্ষ ও নদী, তোমরাও শোন, তোমরা মনে রেখো; আমি বলছি যে আমার এই ছুরিটাই দলের একটা দাঁত—আর সে দাঁতটাকে আমি ভোঁতা বলে মনে করি না। এটাই আমার কথা, আর আমার মুখ থেকেই বেরিয়েছে।”

ওয়ান-টোলা বলল, “নেকড়ের দাঁতওয়ালা মানুষ তুমি, লাল কুত্তাকে চেন না। তারা আমাকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলার আগে আমি তাকিয়ে আছি শুধু সেই দিনের অপেক্ষায় যেদিন তাদের বিরুদ্ধে আমার রক্ত-ঋণ শোধ করে দিতে

BanglaBook.org

পারব। তারা চলে ধীরে, যেতে যেতেই খুন করে; কিন্তু দুটো দিনের মধ্যেই আমার গায়ে কিছুটা জোর ফিরে আসবে, আর আমিও রক্ত-ঋণ শোধ করার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে পারব। কিন্তু, তুমি মুক্ত জীব, তোমার প্রতি আমার একটাই কথা—তুমি উত্তরে চলে যাও, আর যতদিন লাল কুত্তারা এ দেশ ছেড়ে না যায় ততদিন যা জোটে তাই খেয়ে বেঁচে থাক। এই শিকারে মাংসের কোন স্থান নেই।"

মোগলি হেসে উঠল। বলল, "শোন দল-ছুট বিদেশী! মুক্ত জীব আমরা—আমাদেরই চলে যেতে হবে উত্তরে; সেখানে নদীর তীরে গর্ত বানিয়ে লুকিয়ে থাকতে হবে, পাছে হঠাৎ কোন লাল কুত্তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সে আমাদের অঞ্চলের সব শিকার মেরে শেষ করবে, আর আমরা উত্তরে লুকিয়ে থাকব। সে তো একটা কুকুর—কুকুরের বাচ্চা—তার রং লাল, পেটের দিকটা হলুদ, সে আশ্রয়হীন, তার আঙুলের ফাঁক ফাঁকে লোম! মুক্ত জীব আমরা—আমাদেরই তো পালিয়ে যেতে হবে, আর উত্তরের জীবদের ভিক্ষা করতে হবে মৃত পশুর ফেলে-দেওয়া নাড়িভূড়ি। কথায় বলে: উত্তরের জীব পোকা-মাকড়; দক্ষিণের জীব উকুন। আমরা জঙ্গলের জীব।—বেছে নাও, তোমরাই বেছে নাও। কথা পাক্কা!—পাক্কা! পাক্কা!

গোটা দল একসঙ্গে গর্জে উঠল, মনে হল যেন একটা বনস্পতি সশব্দে ভেঙে পড়ল। সে শব্দ রাতের আকাশে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল। তারা বলল, "পাক্কা!"

চার ভাইকে মোগলি বলল, "এদের সঙ্গে থেকো। প্রতিটি দাঁতই আমাদের চাই। ফাও আর একেলা যুদ্ধের আয়োজন করবে। আমি যাচ্ছি লাল কুত্তাদের সংখ্যাটা গুনতে।"

ওয়ান-টোলা অর্ধেকটা উঠে চিৎকার করে বলল, "এ তো অনিবার্য মৃত্যু! লাল কুত্তাদের বিরুদ্ধে এই সব লোমহীনরা কি করবে? মনে রেখো, একটা ডোরা-কাটা পর্যন্ত—"

মোগলি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "সত্যি তুমি বিদেশী, কিন্তু সে সব কথা হবে লাল কুত্তাদের মৃত্যুর পরে। সকলের শিকার শুভ হোক!"

সে অন্ধকারের মধ্যে ছুটে গেল। উত্তেজনায় অধীর হয়ে কোথায় পা ফেলছে সে খেয়ালটাও ছিল না। ফলে সে সোজা উল্টে পড়ল গিয়ে কা-র প্রকাণ্ড কুণ্ডলীটার মধ্যে; অজগরটা সেখানেই বসেছিল হরিণদের নদীতে যাবার পথটার উপর নজর রেখে।

কা ভীষণ রেগে বলে উঠল, "বাঃ! এটাই কি জঙ্গলের রীতি—ধাক্কা দেবে, পায়ে দলবে, একটা রাতের শিকার নষ্ট করবে?"

কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে মোগলি বলল, "দোষটা আমার। আসলে, আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম মাথা মোটা; কিন্তু কি জান, যখনই আমাদের দেখা হয় তখনই তুমি লম্বায়-চওড়ায় এক হাত বেড়ে যাও। এ জঙ্গলে তোমার মত আর কেউ নেই—তুমি জ্ঞানী, বৃদ্ধ, শক্তিশালী, আর কত সুন্দর কা।"

"তা—এই পথে কোথায় চলেছ?" কা-র গলাটা নরম হয়েছে। "এমন একটা চাঁদও যায় না যখন ছুরি-হাতে এক মানুষের ছা' আমার মাথাটা লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারে না, আর আমাকে গেছো-ছিনাল বলে ডাকে না, যেহেতু আমি খোলা জায়গায় পড়ে ঘুমোই।"

অজগরের চক্‌রা-বক্‌রা কুণ্ডলীর মধ্যে আরাম করে বসে মোগলি বলল, "আর সেই মাথামোটা এতই কানে-খাটো যে তার শিস্‌টাও শুনতে পায় না, পথ থেকেও সরে যেতে পারে না।"

"আবার সেই একই মানুষের ছা' নরম, সুড়সুড়ি-দেওয়া গলায় সেই মাথামোটাকেই বলে

BanglaBook.org

জ্ঞানী, শক্তিমান ও সুন্দর, আর এই একই বুড়ো মাথামোটা তার কথায় বিশ্বাস করে সেই একই ঢিল-ছোঁড়া মানুষের ছা'-র জন্যে এমন একটা আরামের আসন পেতে রাখে, আর—আচ্ছা, তোমার বেশ আরাম হয়েছে তো? বাঘীরা কি তোমাকে এ রকম একটা ভাল আরামের জায়গা দিতে পারত?"

মোগলির দেহের ভারে কা যথারীতি নিজেকে একটা নরম আধা-দোলনা গোছের বানিয়ে ফেলেছে। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে ছেলেটা কা-র ফিতের মত মসৃণ গলাটা খুঁজে নিল, আর শেষ পর্যন্ত কা-র মাথাটা তার কাঁধের উপর এলিয়ে পড়ল। সেই অবস্থাতেই সে রাতের সমস্ত ঘটনাটা কা-কে খুলে বলল।

সব কথা শুনে কা বলল, "আমি জ্ঞানী হতে পারি, কিন্তু অবশ্যই কানে-খাটো। তা না হলে 'ফীয়াল'টা আমার শোনা উচিত ছিল। তা—লাল কুত্তারা সংখ্যায় কত?"

"এখনও আমি দেখি নি। ছুটে তোমার কাছেই এসেছি। তুমি হাতির চাইতেও প্রবীণ। কিন্তু আঃ, কা—" এখানে মোগলির গলাটা খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল— "শিকারটা ভালই হবে। আমাদের মধ্যে কত জন যে আর একটা চাঁদ দেখতে পাবে কে জানে!"

"তুমিও এই লড়াইতে সামিল হবে কি? মনে রেখো তুমি একটা মানুষ; আরও মনে রেখো কারা তোমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। নেকড়েকেই কুকুরের মোকাবিলা করতে দাও। তুমি তো মানুষ।"

মোগলি বলল, "গত বছরে যা ছিল বাদাম এ-বছর সেগুলি কালো মাটি। এ কথা সত্যি যে আমি একটা মানুষ, কিন্তু আমার পেটের দায়েই আজ রাতে আমি বলেছি যে আমি একটা নেকড়ে। নদী ও বনস্পতিকে ডেকে বলেছি, তারা যেন এ কথাটা মনে রাখে। লাল কুত্তারা যতদিন ফিরে না যাচ্ছে ততদিন আমিও মুক্ত জীবদেরই একজন কা।"

আপত্তির সুরে কা বলল, "মুক্ত জীব, না মুক্ত চোর! আর তুমি কি না মৃত্যুর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছ মৃত নেকড়েদের কথা স্মরণ করে? এটা ভাল শিকার নয়।"

এটা আমার মুখের কথা। বনস্পতিরা জানে, নদী জানে। লাল কুত্তারা যতক্ষণ ফিরে না যাবে ততক্ষণ আমার কথা আমি ফিরিয়ে নেব না।"

"ধুত্তোর! সব পথই তো বদলে গেল। আমি ভেবেছিলাম, তোমাকে নিয়ে উত্তরের জলাভূমিতে চলে যাব, কিন্তু কথা—একটা ছোট, উলঙ্গ, চুলহীন ছোট মানবকের কথা হলেও—কথা কথাই। এবার আমি কা বলছি—"

"ভাল করে ভাবনা-চিন্তা কর মাথামোটা, নইলে তুমিও হয় তো মৃত্যু ফাঁদে জড়িয়ে পড়বে। তোমার কোন কথা শোনার দরকার আমার নেই, কারণ আমি ভাল করেই জানি—"

কা বলল, "তাহলে তাই হোক। আমি কোন কথা বলব না; কিন্তু লাল কুত্তারা এলে তুমি কি করবে বলে ভেবেছ?"

"বাঘগঙ্গা সাঁতরেই তাদের আসতে হবে। আমি ভেবেছি, আমার ছুরিটা নিয়ে অল্প জলেই তাদের মুখোমুখি হব; দলটা থাকবে আমার পিছনে; তারপর চলবে ছুরির খোঁচা ও ঠেলা-ধাক্কা; হয় তো তাদের ভাঁটির দিকে কিছুটা ঠেলে দিতে পারব, অথবা তাদের গলা ভেজাতে পারব।"

কা বলল, "লাল কুত্তারা মুখ ফেরায় না, আর তাদের গলাও গরমই থাকে। শিকার শুরু হলে মানুষের ছা'ও থাকবে না, নেকড়ের বাচ্চাও টিকবে না, থাকবে কেবল শুকনো হাড়।"

"আলালা! মরতে হলে মরব। শিকারটা খুব ভাল হবে। কিন্তু আমার তো বয়স অল্প, আর

BanglaBook.org

অনেক বর্ষার অভিজ্ঞতাও আমার নেই। আমি জ্ঞানী নই, শক্তিমানও নই। এর চাইতে ভাল কোন পরিকল্পনা কি তোমার আছে কা?"

"আমি শত শত বর্ষা দেখেছি। হাতির দুধের দাঁত পড়ার আগেই মাটির উপর আমার পায়ের অনেক ছাপ পড়েছে। প্রথম ডিমের হিসাবে আমি অনেক গাছের চাইতেও বয়সে বড়, জঙ্গলের সব কাজকর্ম আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

মোগলি বলল, "কিন্তু এবার তো নতুন রকমের শিকার। লাল কুত্তারা আগে কখনও আমাদের পথ মাড়ায় নি।"

"যা হয়েছে তা হয়েছে। যা হবে সেটা পিছনে ফেলে যাওয়া একটা ভুলে-যাওয়া বছরের বেশি কিছু হবে না। যতক্ষণ আমার বছরগুলো গুনছি, ততক্ষণ তুমি চুপ করে বসে থাক।"

দীর্ঘ এক ঘণ্টা সময় মোগলি কুণ্ডুলির উপরেই শুয়ে থাকল, আর কা নিজের মাথাটাকে মাটির উপর স্থিরভাবে রেখে ভাবতে লাগল সেই সব কথা যা সে দেখেছে ও জেনেছে ডিম থেকে বের হবার পর থেকে। মনে হল, তার চোখ থেকে সব আলো নিভে গেছে; মণিদুটো দেখাচ্ছে পুরনো উপলমণির মত; মাঝে মাঝেই মাথাটাকে ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাচ্ছে, যেন ঘুমের মধ্যেই শিকার ধরছে। মোগলি চুপচাপ ঝিমুতে লাগল, কারণ সে জানে শিকারের আগে ঘুমের চাইতে ভাল কিছু নেই; আর দিনে বা রাতে যে কোন সময়ে ঘুমিয়ে পড়ার শিক্ষা তার আছে।

তারপরেই সে বুঝতে পারল, কা-র পিঠটা ক্রমেই বড় ও চওড়া হয়ে যাচ্ছে; বিশাল অজগরটি নিজেকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলছে; কোষ হতে নিষ্কাষিত তলোয়ারের মত একটা হিস্-হিস্ শব্দ বের হচ্ছে তার মুখ থেকে।

শেষ পর্যন্ত কা বলল, "সবগুলি মরা ঋতু আমি দেখেছি। সারা শরীরে শেওলা গজিয়ে ওঠার আগে পাহাড়গুলো যখন ছিল ন্যাড়া ও খোঁচা-খোঁচা সেই পাহাড়গুলো দেখেছি, দেখেছি বড় বড় গাছ আর বুড়ো হাতিদের। তুমি কি এখনও জেগে আছ মানুষের ছা?"

মোগলি বলল, "সবে তো চাঁদ অস্ত গেল। আমি বুঝতে পারছি না—"

"শস্‌স্! আবার আমি সেই কা। আমি জানতাম, হাতে সময়টা খুবই অল্প। এবার আমরা নদীতে যাব। তোমাকে দেখাব, লাল কুত্তাদের বিরুদ্ধে কি আমাদের করতে হবে।"

সে একটা তীরের মত সোজা ছুটল বাণগঙ্গার মূল স্রোতের দিকে জলের একটু উপরে মাথাটা ভাসিয়ে রেখে। মোগলিও ছুটল তার পাশে থেকে।

"না, সাঁতার কেটো না। আমি খুব দ্রুত চলতে পারি। ছোট ভাইটি, তুমি আমার পিঠে চড়ে বসো।"

মোগলি বাঁ হাত দিয়ে কা-র গলাটা জড়িয়ে ধরল, ডান হাতটা রাখল তার দেহের কাছাকাছি, আর পা দুটো টান-টান করে ছড়িয়ে দিল। তখন কা এমনভাবে জল কেটে এগোতে লাগল যেন সে একাই ভেসে চলেছে। কা-র চলমান দেহে ধাক্কা খেয়ে বাণগঙ্গার স্রোত মোগলির গলার চারদিকে উপ্‌চে পড়তে লাগল; আর অজগরের লেজের টানে জলে যে ঘূর্ণি-পাক তৈরি হচ্ছিল তার টানে মোগলির পা দুটো উথাল-পাথাল করতে লাগল। শান্তি পাহাড়ের এক মাইল বা দুই মাইল উপরে বাণগঙ্গা নদী দুটো শ্বেত পাথরের মাঝখানে পরে সংকীর্ণস্রোতা হয়ে আশি থেকে এক শ' ফুট উঁচু থেকে তীব্র বেগে নেমে আসছে নিচের উপলখণ্ডের উপর। জল নিয়ে মোগলির কোন রকম মাথা ব্যথা নেই; পৃথিবীর কোন জলেরই তোয়াক্কা সে করে না। একটা ডুবে-থাকা পাহাড়ের কাছে এসে কা নিজের ল্যাজটাকে দুই পাক ঘুরিয়ে মোগলিকে তার ধাক্কার হাত থেকে বাঁচিয়ে

BanglaBook.org

নিয়ে আবার জলের সঙ্গে ভেসে যেতে লাগল।

ছেলেটা বলল, "এটা তো মৃত্যুর থান; আমরা এখানে এলাম কেন?"

কা বলল, "তারা ঘুমিয়ে আছে। হাতি ডোরা-কাটার জন্য পাশও ফিরবে না। অথচ হাতি এবং ডোরা-কাটা এক সঙ্গে পাশ ফিরবে লাল কুত্তাদের জন্য; আর লোকে বলে লাল কুত্তা নাকি কারও জন্যই পাশ ফেরে না। তথাপি পাহাড়ের ছোট জীবরা কার জন্য পাশ ফেরে? এবার বল জঙ্গলের কর্তা, জঙ্গলের আসল কর্তা কে?"

মোগলি ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "এরা। এটাই মৃত্যুর থান। এবার এগিয়ে চল।"

"না, ভাল করে দেখে নাও, কারণ ওরা ঘুমিয়ে আছে। আমি যখন তোমার একটা হাতের মত লম্বাও হইনি তখন এরা যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে।"

জঙ্গলের একেবারে আদি কালে বাণগঙ্গার সংকীর্ণ গিরিখাত নানাভাবে ভেঙেচুরে যাওয়ায় এবং ঝড়-ঝাপ্টা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের অবিরাম আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পাহাড়ি অঞ্চলের "ছোট ছোট জীবরা"—অর্থাৎ ভারতবর্ষের সদাকর্মব্যস্ত, হিংস্র, কালো কালো বন্য মৌমাছিরা সেইখানে এসে বাসা বাঁধতে শুরু করে। মোগলি এটা ভাল করেই জানত। সে আরও জানত, এই গিরিখাতে পৌঁছবার আধ মাইল আগেই সব পথ অন্য দিকে ঘুরে গেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মৌমাছিরা পাথরের খাঁজে খাঁজে চাক বানায়; ঝাঁকে ঝাঁকে সেখানে আসে; বারে বারে আসে; পুরনো মধু লেগে লেগে সাদা মর্মর দাগে দাগে ভরে যায়; বেশ বড় মাপের চাকগুলো বানায় ভিতরকার অন্ধকার গুহার গায়ে; সেগুলো মধুতে টুস্-টুস্ করে; আর সেই খাদের অন্ধকারে মানুষ, পশু, আগুন, অথবা জল কোন দিন মৌমাছিদের স্পর্শ পর্যন্ত করে না। সেই গিরিখাতের দুই দিকে আগাগোড়া ঝুলে ঝুলে আছে ঝিলিক-দেওয়া কালো রেশমী পর্দার মত লক্ষ লক্ষ ঘুমন্ত মৌমাছি। সে দৃশ্য দেখেই মোগলির বুকের ভিতরটা টিপ্‌টিপ্ করে উঠল।

এ ছাড়া নদীর এক তীরে ছিল পাঁচ ফুটেরও কম চওড়া একটা তীর-ভূমি। দীর্ঘকাল ধরে সেখানে জমে স্তূপাকার হয়ে আছে যতরাজ্যের জঞ্জাল—মরা মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছি, স্রোতে ভেসে-আসা নানা জঞ্জাল, পুরনো, পচা মৌচাক, উড়ন্ত প্রজাপতি ও পোকা-মাকড়। সব কিছু গলে, পচে একাকার হয়ে অতি সূক্ষ্ম কালো ধূলায় পরিণত হয়েছে। আর তার থেকে যে তীব্র, তীক্ষ্ণ দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে সেটা নাকে ঢুকলেই পাখাহীন যে কোন প্রাণী, আর বিশেষ করে যারা সেই ছোট প্রাণীগুলোর চরিত্র ভাল করেই জানে তাদের আত্মারাম খাঁচা ছাড়বার উপক্রম করবে।

কা স্রোতের ধারা বেয়ে আরও উপরে উঠতে লাগল। এক সময় সে পৌঁছে গেল গিরি-খাতের মুখের কাছে একটা বালিয়াড়িতে।

"এরা সব এই মরশুমেই মরেছে। তাকিয়ে দেখ!" কা বলল।

নদীর তীরে পড়ে আছে একজোড়া হরিণ ও একটা মহিষের কংকাল। মোগলি দেখেই বুঝতে পারল কোন নেকড়ে বা শেয়াল সেই কংকালগুলি স্পর্শও করে নি; তারা যে ভাবে শুয়েছিল সেই ভাবেই পড়ে আছে।

মোগলি অস্ফুট গলায় বলল, ওরা সীমানা ছাড়িয়ে বিপথে চলে এসেছিল, জঙ্গলের আইন ওরা জানত না; তাই ছোট প্রাণীরা (মৌমাছি) ওদের মেরে ফেলেছে। "ওরা আবার জেগে ওঠার আগে, চল, আমরা এখান থেকে সরে পড়ি।"

BanglaBook.org

কা বলল, "ভোর না হওয়া পর্যন্ত ওরা জাগবে না। এবার তোমাকে সব কথাই বলব।

"অনেক—অনেক বর্ষা আগে একটা হরিণ তাড়া খেয়ে দক্ষিণ থেকে এই দিকে ছুটে এসেছিল। একে সে জঙ্গলটা চিনত না; তার উপর তার পিছু নিয়েছিল একটা গোটা দল। ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে সে উপর থেকে লাফিয়ে পড়েছিল। তার দেখাদেখি দলটাও লাফিয়ে পড়েছিল। সূর্য তখন মাঝ-আকাশে; মৌমাছিরাও খুব রেগে গিয়েছিল; আর সংখ্যায়ও তারা ছিল অনেক। দলের যারা বাণগঙ্গায় লাফ দিয়েছিল তারা জল পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই মৌমাছির বিষ-দংশনে মারা পড়ল। যারা লাফ দিল না তারও মারা পড়ল উপরের পাহাড়ে। কিন্তু হরিণটা বেঁচে গেল।"

"কেমন করে?"

"কারণ সেই তো প্রাণের ভয়ে ছুটতে ছুটতে সকলের আগে এসেছিল, আর মৌমাছিরা ব্যাপারটা আঁচ করার আগেই সে বাণগঙ্গার জলে লাফ দিয়ে পড়েছিল। ততক্ষণে মৌমাছিরা সজাগ হয়ে উঠেছে। তখন বাকি দলটা উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল, আর হাজার হাজার মৌমাছির বিষ-কামড়ে প্রাণ দিল।"

মোগলি আবার প্রশ্ন করল, "আর হরিণটা বেঁচে গেল?"

"অন্তত তখনকার মত সে মরে নি, যদিও প্রচণ্ড রেগে জলের স্রোতে ছিট্‌কে পড়ার আগে তাকে কোলে তুলে নেবার জন্য কোন শক্তদেহের প্রাণী নিচে অপেক্ষা করে ছিল না, যেমন অপেক্ষা করে থাকে এই নাদুস-নুদুস কানে-খাটো বুড়ো হলুদ মাথামোটা জীবটা একটা ছোট্ট মানুষের ছা-র জন্যে—হ্যাঁ, যদিও এখন দাক্ষিণাত্যের সব লাল কুত্তারা দল বেঁধে তার পিছু নিয়েছে। তোমার আবার কি হল। এ রকম উস্‌খুস্‌ করছ কেন?"

"মৃত্যুর গোঁফজোড়া ধরে টানতে বড় ইচ্ছা করছে, কিন্তু—যাই বল কা, তুমিই জঙ্গলের সব চাইতে জ্ঞানী জীব।"

"অনেকেই সে কথা বলে বটে। তারপর শোন—লাল কুত্তারা যদি তোমার পিছু নেয়—"

"যদি আবার কি? অবশ্যই পিছু নেবে। হো! হো! তখন আমার জিভের তলা থেকে বেরিয়ে অনেক ছোট ছোট কাঁটা তাদের চামড়ায় বিঁধে যাবে।"

"তারা যদি অন্ধের মত তোমার পিছু নেয়, তাদের চোখ যদি কেবল তোমার গলার দিকেই আটকে থাকে, তাহলে যারা পাহাড়ের উপরে মারা না যায়, তারা সকলেই এখানে অথবা আরও নিচে জলের মধ্যেই মারা পড়বে, কারণ ততক্ষণে মৌমাছিরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে তাদের ঘিরে ফেলবে। এদিকে, বাণগঙ্গার জলও ক্ষিধেতে পাগল হয়ে আছে; এর পরেও যারা বেঁচে থাকবে তারা গিয়ে পড়বে সীয়োনী পাহাড়ের নেকড়েদের মুখে।"

"আহাই! ইয়োওয়া! এই গরমে বর্ষা নামার আগে এর চাইতে ভাল খবর আর কি হতে পারে। এখন তো বাকি কেবল ছুটে যাওয়া আর লাফিয়ে পড়া। আমিই লাল কুত্তাদের মোকাবিলা করব, যাতে তারা অবশ্যই আমাকে তাড়া করবে—ছুটতে শুরু করবে আমার পিছনে।"

"তোমার মাথার উপরকার পাহাড়গুলো তুমি ভাল করে দেখেছ? মাটির দিক থেকে?"

"সত্যি বলতে কি, সে ভাবে দেখি নি। দেখলেও ভুলে গেছি।"

"যাও, ভাল করে দেখে এস। খুব বাজে ব্যাপার—এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো, খানা-খন্দে ভর্তি। ভাল করে না দেখে যেখানে-সেখানে একটা পা পড়লেই তোমার শিকারের ইতি হয়ে যাবে। শোন, তোমাকে এখানে রেখে আমি চলে যাচ্ছি। তোমার খাতিরেই লাল কুত্তাদের ব্যাপারটা আমি দলকে

BanglaBook.org

জানিয়ে দেব। আমার কথা যদি বল, তো ব্যক্তিগতভাবে কোন নেকড়ের সঙ্গে আমার চামড়ার মিল নেই।"

আর কথা না বাড়িয়ে সে ভাঁটির টানে সাঁতার দিল। পাহাড়ের উল্টোদিকে ফাও এবং একেলার সঙ্গেও তার দেখা হয়ে গেল।

সে খুশি-খুশি গলায় বলল, "শ-স্-স্! লাল কুত্তারা ভাঁটির টানেই আসবে। যদি ভয়ে পিছিয়ে না যাও তো হাঁটু-জলে তোমরাই তাদের শেষ করে দিতে পারবে।"

ফাও বলল, "তারা কখন আসবে?"

একেলা বলল, "আমার মানুষের ছা'টা কোথায় আছে?"

কা বলল, "তারা যথাসময়েই আসবে। অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবে। আর তোমাদের মানুষের ছা'টার ব্যাপারে তার কাছ থেকে তোমরা তো মুখের কথাটা বের করেই নিয়েছ, তাকে ঠেলে দিয়েছ মৃত্যুর মুখে। তোমাদের সেই মানুষের ছা' আমার কাছেই আছে। সে যে এখনও মরে নি সে দোষ তো তোমাদের কারও নয়, রং-করা কুত্তার দল! লাল কুত্তাদের জন্য তোমরা এখানেই অপেক্ষা করে থাক; শুনে সুখী হবে মানুষের ছা' ও আমিই তাদের মহড়া নেব।"

কা আবার স্রোতের উজানে এগিয়ে গিয়ে গিরি-খাতের ঠিক মাঝখানে স্থির হয়ে বসল। এক সময় আকাশের তারাদের প্রেক্ষাপটে একবার সে মোগলির মাথাটা দেখতে পেল; তারপরেই বাতাসে একটা শোঁ-শোঁ শব্দ হল; দুই পা এগিয়ে দিয়ে একটা দেহ সবেগে নেমে আসছে; পর মুহূর্তেই মানুষের ছেলেটা সোজা নেমে এসে বসে পড়ল কা-র দেহের কুণ্ডলির মধ্যে।

আরাম করে বসে মোগলি শান্ত গলায় বলল, "উপরটা দেখলাম; খুব বাজে জায়গা—নিচু নিচু ঝোপ-ঝাড়, আর গভীর খানা-খন্দ—সব কিছুই মৌমাছিতে ঠাসা। তিনটে গিরি-নালার দুই তীর বরাবর অনেক বড় বড় পাথর সাজিয়ে রেখে এলাম। আমি ছুটতে ছুটতেই পায়ের ধাক্কায় সেগুলিকে নিচে ফেলে দেব, আর মৌমাছিগুলো রেগে টং হয়ে আমার দিকে ধেয়ে আসবে।"

কা বলে উঠল, "এই তো মানুষের মত কথা আর মানুষের মত বুদ্ধি। তুমিও তো জ্ঞানী হে। মৌমাছিরা কিন্তু সব সময়ই রেগে থাকে।"

"না, গোধূলিবেলায় কাছে-দূরে সব পাখাই কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নেয়। হ্যাঁ, তুমি এখানেই অপেক্ষা কর কা, যতক্ষণ আমি লাল কুত্তাদের সঙ্গে নিয়ে ফিরে না আসি। অপেক্ষা করবে তো?"

"তা তো করব, কিন্তু তারা যদি জঙ্গলেই তোমাকে মেরে ফেলে, অথবা নদীতে লাফিয়ে পড়ার আগেই মৌমাছিরা যদি তোমাকে মেরে ফেলে, তাহলে?"

জঙ্গলের একটা প্রবাদ কথা আউরে মোগলি বলল, "আগামী কালের শিকার আগামী কালই হবে। আপাতত শুভ শিকার, কা!"

অজগরের গলা থেকে হাতটা তুলে নিয়ে সে বাঘের মুখে খড়কুটোর মত ভাসতে ভাসতে গিরি-নালার অপর তীরে চলে গেল, আর খুশিতে হো-হো করে হেসে উঠল। মৃত্যুর ঝুটি ধরে টানতে এবং সে যে এই জঙ্গলের রাজা সেটা বোঝাতে তার খুব ভাল লাগে। বালুকে সঙ্গে নিয়ে অনেকবার সে কোন-না-কোন গাছের মৌচাক ভেঙেছে; তাই সে জানে যে মৌমাছিরা বুনো রসুনের গন্ধ সইতে পারে না; তাই সে বেশ কয়েকটা রসুন সংগ্রহ করে গাছের ছালের দড়ি দিয়ে বেঁধে নিল। তারপর ওয়ান-টোলার রক্তমাখা পথটা ধরে মাইল পাঁচেক পথ চলল।

মুচকি হেসে নিজের মনেই বলল, "ব্যাঙ-মোগলি আমি হয়েছি; মুখে বলেছি যে

BanglaBook.org

আমি নেকড়ে-মোগলি ; আর এখন হরিণ-মোগলি হবার আগে আমাকে হতে হবে হনুমান-মোগলি। আর শেষ পর্যন্ত আমি হব মানুষ-মোগলি। হো!" নিজের আঠারো ইঞ্চি ফলার ছুরিটাতে সে তার বুড়ো আঙ্গুলটা ঘষতে লাগল।

ওয়ান-টোলার পথটা চলে গেছে ঘন বনের ভিতর দিয়ে। মৌমাছি-পাহাড় থেকে মাইল দুই আগে পর্যন্ত পথটা ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে গেছে। গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে মোগলি খোলা জায়গাটাতে পৌঁছে গেল। ঘন্টাখানেক ধরে সে জায়গাটাকে ভাল করে দেখে নিয়ে আবার ওয়ান-টোলার পথ ধরে এগিয়ে উঠে বসল মাটি থেকে আট ফুট মত উঁচুতে একটা গাছের ডালে। সেখানে বসে নিজের পায়ের তলায় ছুরিটা শাণ দিতে দিতে নিজের মনেই গান গাইতে শুরু করল।

ভর দুপুরের একটু আগে; আকাশে তখন সূর্যের দীপ্তি প্রখর ; এমন সময় তার কানে এল পায়ের থপ্-থপ্ শব্দ; নাকে এল লাল কুত্তাদের গায়ের বীভৎস গন্ধ ; তারা এগিয়ে আসছে ওয়ান-টোলার পথ ধরে। গাছের উপর থেকে লাল বুনো কুকুরগুলোকে দেখাচ্ছে আকারে একটা নেকড়ের অর্ধেক; কিন্তু তাদের পা আর চোয়াল যে কত শক্তি ধরে সেটাও মোগলি জানে। দলের সর্দারের আরক্ত পিঙ্গল মাথাটাকে ভাল করে দেখে নিয়ে সে তাকে জানাল, "শুভ শিকার।"

জন্তুটা মুখ তুলে তাকাল। পিছনে তার সঙ্গীরাও দাঁড়িয়ে পড়ল—অগুনতি লাল কুকুর, ঝোলানো নিচু লেজ, ভারী গর্দান, আর রক্তাক্ত মুখ। লাল কুত্তারা স্বভাবতই চুপচাপ থাকে; নিজেদের জঙ্গলেও তারা কোন নিয়ম-কানুন মেনে চলে না। পুরো দু'শ' লাল কুত্তা সর্দারের পিছনে জড় হয়েছে; কিন্তু মোগলির বুঝতে ভুল হল না যে সর্দাররাও ক্ষুধার্তের মত ওয়ান-টোলার পথটা শুঁকছে, আর দলটাকে সামনের দিকে টেনে নিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু সেটি হচ্ছে না; তাহলে তো এরা দিনের আলোতেই তাদের গুহা-গহ্বরে পৌঁছে যাবে; তাই গোধূলির সময় পর্যন্ত ওদের এখানে আটকে রাখতেই মোগলি চায়।

সে বলে উঠল, "কার হুকুমে তোমরা এখানে ঢুকেছ?"

"সব জঙ্গলই আমাদের জঙ্গল," একজন জবাব দিল; সে জবাবটা দিল সবগুলো দাঁত বের করে। মোগলি মৃদু হেসে দাক্ষিণাত্যের লাফানে ইঁদুরের মত কিচির-মিচির করে উঠল; সে হয় তো বোঝাতে চাইল যে লাল কুত্তারা তার কাছে লাফানে ইঁদুরের চাইতে বড় কিছু নয়। গোটা দল গাছটাকে ঘিরে দাঁড়াল; সর্দার হিংস্র গলায় ডেকে উঠে মোগলিকে গেছো-বাদর বলে গাল দিল। তার জবাবে মোগলি তার একটা খোলা পা টান-টান করে নামিয়ে দিয়ে তার আঙুলগুলোকে সর্দারের মাথার উপর নাচাতে লাগল। আর যাবে কোথায়! গোটা দল রেগে টং হয়ে গেল। সর্দার লাফিয়ে উঠতেই মোগলি পা-টা তুলে নিয়ে মিষ্টি-মিষ্টি করে বলে উঠল: "লাল, লাল কুত্তা। দাক্ষিণাত্যে ফিরে গিয়ে গিরগিটি ধরে খাগে যা! তোর ভাই চিকাই (লাফানে ইঁদুর)-এর কাছে যা—কুত্তা, কুত্তা—লাল, লাল কুত্তা! তোদের আঙুলের ফাঁকে তো চুল গজায়!" সে আবার নিজের আঙুলগুলো নাচাতে লাগল।

গোটা দল একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "নেমে আয় লোমহীন হনুমান; নইলে তোকে আমরা না খাইয়েই মেরে ফেলব।" মোগলি তো এটাই চাইছিল। গাছের বাকলে গালটা রেখে সে ডালটার উপর সটান শুয়ে পড়ল; শুধু ডান হাতটা ফাঁকা রাখল। আর সেই অবস্থাতেই লাল কুত্তাদের সম্পর্কে সে যা কিছু জানত—তাদের

BanglaBook.org

আচার-আচরণ, তাদের রীতি-নীতি, তাদের স্যাঙ্গাত ও বাচ্চা-কাচ্চা—সব কিছু নিয়ে মোগলি সমানে তাদের গালাগালি করতে লাগল; তাদের বাপান্ত করে ছাড়ল। আর ওদিকে প্রথমে চুপচাপ থাকলেও লাল কুত্তারা ক্রমেই গজরাতে শুরু করল; তারপর গজরানি থেকে গর্জন, আর গর্জন থেকে অকথ্য গালাগালি। বড় লাল সর্দার অনেকবার শূন্যে লাফালাফি করল, কিন্তু মোগলি ভ্রূক্ষেপও করল না। শেষ পর্যন্ত সর্দার বেপরোয়া হয়ে সাত-আট ফুট লাফিয়ে উঠতে লাগল। এবার মোগলি আর ঝুঁকি নিল না। তার হাতটা গেছো সাপের মাথার মত ছোঁ মেরে এসে সর্দারের গলাটা টিপে ধরল। সর্দারও প্রাণপণ চেষ্টায় মোগলিকে নিচে টানতে লাগল। দু'জনের ভারে ডালটা কাঁপতে লাগল। সর্দার যত মোগলিকে মাটির দিকে টানে, মোগলির মুঠো ডালটাকে ততই শক্ত করে ধরে থাকে; এইভাবে ইঞ্চি-ইঞ্চি করে মোগলি লাল কুত্তাটাকে টেনে তুলল ডালের উপর; বাঁ হাত দিয়ে ছুরিটা তুলে তার লাল, ঝাকড়া লেজটাকে কেটে দু'খানা করে তাকে আবার মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার ফলে মোগলি যা চাইছিল সেটাই ঘটল। গোটা দলই ওয়ান-টোলার পথ ধরে আর এক পাও এগোল না—হয় তারা মোগলিকে শেষ করবে, অথবা মোগলি তাদের শেষ করবে। তারা চায় এস্পার-ওস্পার!

গাছের ডালে বসেই মোগলি দেখল—তারা গোল হয়ে গাছটাকে ঘিরে বসে কোমর দোলাচ্ছে; তার অর্থ—তারা এখানেই ঘাঁটি গেড়ে থাকবে। অগত্যা মোগলি আরও উঁচুতে একটা দো-ডালাতে উঠে চিৎ হয়ে আরাম করে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

তিন-চার ঘন্টা পরে তার ঘুম ভাঙল। উঠেই সে নিচের দলের সংখ্যাটা একবার গুনল। সকলেই হাজির আছে; চুপচাপ, ভাঙা-ভাঙা গলা, শুকনো মুখ, চোখে ইস্পাতের কাঠিন্য। সূর্য ডুবতে বসেছে। আধ ঘন্টার মধ্যেই পাহাড়ের ছোট প্রাণীরা তাদের কাজকর্ম শেষ করবে। সকলেই জানে, লাল কুত্তারা গোধূলিতে ভাল লড়তে পারে না।

একটা ডালের উপর দাঁড়িয়ে মোগলি ভদ্রভাবে বলল, "এমন বিশ্বস্ত পাহারাদারের তো আমার দরকার ছিল না, কিন্তু এটা আমার মনে থাকবে। তোমরাই আসল লাল কুত্তা, কিন্তু আমি মনে করি, তোমরা একটু বাড়াবাড়ি করছ। আর সেই কারণেই বড় গিরগিটি-খোরকে তার লেজটা ফিরিয়ে দেব না। তুমি খুশি তো লাল কুত্তা!"

থাবা দিয়ে গাছের গুঁড়িটা আঁচরাতে আঁচরাতে সর্দার চেঁচিয়ে বলল, "আমি নিজে তোর পেটটা ছিঁড়ে ফেলব!"

"না, দাক্ষিণাত্যের বুদ্ধিমান ইঁদুর, ভাল করে ভেবে দেখ্। একবার বালি গরম হয়ে উঠলে কাটা নাড়ার খোঁচায় লেজহীন ছোট লাল কুত্তারা দলে দলে পড়বে আর মরবে। লাল কুত্তা, এখনও বাড়ি ফিরে যা, আর কেঁদে কেঁদে বল্‌গে যে একটা হনুমান তোর এই দশা করেছে। যাবি না? বেশ, তাহলে চল্ আমার সাথে; আমি তোকে অনেক বড় জ্ঞানী করে দেব!"

বান্দর লোগদের মতই সে এ-গাছ থেকে পরের গাছে, তার পরের গাছে লাফাতে লাফাতে এগোতে লাগল, আর লাল কুত্তার দলটা ক্ষুধার্ত মাথা উপরে তুলে তার পিছন পিছন ছুটতে লাগল। মোগলি মাঝে পড়ে যাবার ভান করছে, আর দলটাও যমের বাড়ি যাবার তাড়ায় হোঁচট খেয়ে একজন আর একজনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। সে এক দেখার মত দৃশ্যই বটে!— ছেলেটা ডালে ডালে লাফিয়ে চলেছে, পড়ন্ত সূর্যের আলোয় তার ছুড়িটা চক্‌চক্ করছে, আর নিচে ঠেলাঠেলি করে নীরবে ছুটছে লাল কুত্তার দল। একেবারে শেষের গাছটায় পৌঁছে মোগলি রসুনটা নিয়ে

BanglaBook.org

সারা গায়ে ভাল করে মাখল, আর সেই গন্ধ নাকে যেতেই লাল কুত্তারা ঘৃণায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ওরে নেকড়ের জিভওয়ালা হনুমান, তুই কি গন্ধ ছড়িয়েই পার পাবি ভেবেছিস্? আমরা যমের বাড়ি পর্যন্ত তোর পিছু নেব।"

ছুটতে ছুটতেই কাটা লেজটা ছুঁড়ে দিয়েই মোগলি বলল, "এই নে তোর লেজ—আর আমার পিছু নিয়ে চল্ যমের বাড়িতে।"

সে যে কি করতে যাচ্ছে লাল কুত্তারা সেটা বুঝবার আগেই মোগলি গাছ থেকে নেমে খালি পায়ে বাতাসের বেগে ছুটে চলল মৌমাছি পাহাড়-এর দিকে। মোগলি জানে, লাল কুত্তারা ছোটে নেকড়েদের চাইতে অনেক ধীর গতিতে; তা না হলে তাদের চোখের সামনে দুই মাইল পথ ছোটার ঝুঁকি সে কখনও নিত না। লাল কুত্তারা তখন নিশ্চিত যে এবার মোগলি তাদের হাতের মুঠোয়; আবার মোগলিও নিশ্চিত যে সে ওদের খুশি মত খেলাতে পারবে। তখন তার একমাত্র লক্ষ্য গোটা দলকে এমনভাবে তাতিয়ে রাখা যাতে তারা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াতে না পারে। সে ছুটছে সমানতালে—লাফিয়ে লাফিয়ে; লেজবিহীন সর্দার ছুটছে তার পাঁচ গজ পিছনে, আর গোটা দল ছুটছে প্রায় সিকি মাইল দূরে থেকে— খুনের নেশায় তখন তারা পাগল—অন্ধ হয়ে গেছে।

মৌমাছিরা তখন গোধূলির প্রথম আলোয় ঘুমিয়ে পড়েছিল, কারণ সেটা বিলম্বিত ফুল ফোটার মরশুম নয়। কিন্তু মোগলির প্রথম পা ফেলার শব্দটা যখন নিচের ফাঁকা গহ্বরে প্রতিধ্বনি তুলল, তখনই তার কানে এমন একটা আওয়াজ এল যেন সারা পৃথিবীটাই গুনগুনিয়ে উঠেছে। পরক্ষণেই সে প্রাণপণ শক্তিতে ছুটতে লাগল—এত দ্রুত সে জীবনে কখনও ছোটে নি। ছুটতে ছুটতেই সে স্তূপাকার করে রাখা পাথরগুলি থেকে একটা—দুটো—তিনটে পাথরকে ঠেলে ফেলে দিল নীচের অন্ধকার, মিষ্টিগন্ধে ভরা গিরি-নালার মধ্যে; গুহার ভিতর থেকে সমুদ্র-গর্জনের মত একটা গর্জন সে শুনতে পেল; ভাল করে তাকিয়ে দেখল তার পিছনে বাতাসও অন্ধকারে ঢেকে গেছে; অনেক নিচে দেখল বাণগঙ্গার স্রোত বয়ে চলেছে, আর একটা চ্যাপ্টা হীরকাকৃতি মাথা জলের মধ্যে ভাসছে; গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে একটা লাফ দিল; মাঝপথে তার কাঁধটা ধাক্কা খেল লেজবিহীন আঙ্গুলহীন লাল কুত্তার সঙ্গে, তারপরেই সে নিরাপদে পৌঁছে গেল নদীতে—রুদ্ধশ্বাস ও বিজয়ীর ভঙ্গিতে। তার গায়ে একটা হুলও ফোটে নি। যে অল্প কয়েক সেকেণ্ড সে মৌমাছিদের মধ্যে ছিল সেই সময়টুকু রসুনের গন্ধই মৌমাছিদের তফাৎ রেখে দিয়েছিল।

সে যখন আবার উঠে দাঁড়াল ততক্ষণে কা-র কুণ্ডলি তাকে সামলে নিয়েছে। ওদিকে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছিরা প্রচণ্ড বেগে উপরের দিকে উড়ে চলল; একটা লাল কুত্তার দেহ পাক খেতে খেতে নিচে নেমে জলের স্রোতে ভেসে গেল। মাথার উপর থেকে ভেসে এল কিছু হিংস্র আর্তনাদ; পরক্ষণেই তরঙ্গের উচ্ছ্বসিত গর্জনে সে আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল—সে গর্জন উঠেছে পাহাড়ের মৌমাছিদের পাখার সম্মিলিত তাড়নায়। মৌমাছিদের হুলের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে লাল কুত্তারা একে একে ভাসতে ভাসতে গিয়ে ছিটকে পড়ল বাণগঙ্গার জলে; অনেকে আবার হুলের খোঁচায় পাগলের মত লাফিয়ে পড়ল জলে; পরে কা বলেছে, বাণগঙ্গার জল সেদিন ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছিল।

ছেলেটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত কা তাকে ভাল করে ধরে রেখেছিল।

সে বলল, "এখানে থাকাটা ঠিক হবে না।

BanglaBook.org

মৌমাছিরা সত্যি জেগে উঠেছে। চলে এস!"

জলের নিচে সাঁতার কেটে কখনও বা ডুব দিয়ে, মোগলি নদীতে ভেসে চলল; ছুরিটা তখনও তার হাতেই ধরা আছে।

কা বলল, "ধীরে, ধীরে। গোখরোর দাঁত ছাড়া অন্য কারও একটা দাঁত একশ' জনকে মেরে ফেলতে পারে না। মৌমাছিদের উড়তে দেখে অনেক লাল কুত্তাই তাড়াতাড়ি জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।"

"তাহলে তো আমার ছুরির কাজ আরও বেড়ে গেল। ফাই! মৌমছিরা কি ভাবে ছুটে আসছে।" মোগলি আবার ডুব দিল। জলের উপরটা মৌমাছিতে ঢেকে গেল। গম্ভীর গুন-গুন শব্দ করে তারা যাকে পাচ্ছে তাকেই হুল ফোটাচ্ছে।

মোগলির কানে এল, লাঙ্গুল-কাটা সর্দার তার স্যাঙ্গাতদের হুকুম করছে—সীয়োনীর প্রত্যেকটা নেকড়েকে শেষ করে দাও। মোগলি কিন্তু সে হুকুম শোনার জন্য বসে থাকল না।

একটা লাল কুত্তা বলে উঠল, "আমাদের পিছন থেকে অন্ধকারে কে যেন একটার পর একটা খুন করে চলেছে। এই দেখ, জল রাঙা হয়ে গেছে।"

ভোঁদরের মত এক ডুবে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে একটা যন্ত্রণা-কাতর লাল কুত্তাকে মোগলি এমনভাবে চেপে ধরল যে সেটা টু শব্দটাও করতে পারল না; তার দেহটা যখন কাত হয়ে ভেসে উঠল তখন তার চারদিকের জলও রাঙা হয়ে উঠেছে। লাল কুত্তারা এবার ফিরে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু স্রোতের ধাক্কায় এগোতে পারল না। মৌমাছিরা তীরের মত তাদের মাথায় ও কানে বিঁধতে লাগল; আঁধার যত ঘনিয়ে এল, ততই তাদের কানে বাজতে লাগল সীয়োনী দলের ক্রমবর্ধমান চিৎকার ও আস্ফালন। মোগলি আবার ডুব দিল; আবার একটা লাল কুত্তা জলের নিচে চলে গেল আর ভেসে উঠল তার মরা দেহটা; আবার পিছন থেকে ভেসে এল নিজেদের দলের লাল কুত্তাদের চেঁচামেচি; কেউ বলছে, তীরে উঠে যাওয়াই ভাল; আবার কেউ সর্দারকে ডেকে বলছে, তাদের দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক; কেউ বা মোগলিকে হেঁকে বলছে—বাইরে বেরিয়ে এসে তাদের হাতে মরতে।

কা বলল, "ওরা যুদ্ধ করতে এসেছে দুটো পেট আর অনেকগুলো গলা নিয়ে। বাকি সব ধরা পড়েছে তোমার ভাইদের হাতে। মৌমাছিরা ঘুমতে চলে গেছে। তারা আমাদের অনেক দূর পর্যন্ত তাড়া করেছে। এবার, আমারও ফেরার পালা, কারণ আমি নেকড়েদের এক চামড়ার জীব নই। শিকার ভালই হয়েছে ছোট্ট ভাইটি। মনে রেখ, লাল কুত্তারা মোক্ষমভাবে কামড়াতেও পারে।"

তিন পায়ে ভর করে একটা নেকড়ে ছুটতে ছুটতে এল নদীর তীর ধরে। একবার লাফিয়ে উঠছে, একবার পড়ছে; মাথাটা ঝুলে পড়েছে মাটির কাছাকাছি; পিঠটা বেঁকে গেছে; দেখলে মনে হয়, সে বুঝি বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে খেলছে। এটা সেই দলছুট ওয়ান-টোলা; মুখে একটাও কথা নেই; লাল কুত্তাদের পাশাপাশি থেকে সেই একই খেলা সেও খেলতে লাগল। লাল কুত্তারা অনেকক্ষণ জলে কাটিয়েছে, এখনও তারা ক্লান্ত দেহ নিয়ে সাঁতরাচ্ছে; তাদের চামড়া ভিজে ভারি হয়ে গেছে; লোমওয়ালা লেজগুলো স্পঞ্জের মত ফেঁপে উঠেছে। তারা তখন এত ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত যে তাদের মুখে একটাও কথা নেই। হাঁ করে তারা তাকিয়ে আছে পাশাপাশি ছুটে-চলা দুটো জ্বলন্ত চোখের দিকে।

একজন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "এর নাম শিকার করা নয়।"

"ভাল শিকার!" জন্তুটার পাশে ভেসে উঠে

BanglaBook.org

মোগলি কথাটা বলেই হাতের ছুরিটাকে আমূল বসিয়ে দিল তার গলায়।

ওপার থেকে ওয়ান-টোলা বলল, "তুমি ওখানে মানুষের বাচ্চা?"

"ওই মরাটাকে জিজ্ঞাসা কর দলছুট। কেউ কি স্রোতে ভেসে আসে নি? এই কুকুরগুলোর মুখ আমি জঞ্জাল দিয়ে ভরে দিয়েছি; খোলা দিনের আলোয় তাদের ঠকিয়েছি; তাদের সর্দারের লেজটা গেছে, কিন্তু তোমার জন্য আরও কয়েকটা এখনও এখানে আছে। তাদের কোথায় ঠেলে পাঠাব?"

ওয়ান-টোলা বলল, "আমি অপেক্ষা করব। সমুখে রাত নেমে আসছে।"

তারপর শুরু হল এক তুমুল সম্মুখ-সমর। কখনও জলে, কখনও স্থলে, কখনও গাছ-গাছালি-ঝোপ জঙ্গলে, কখনও লম্বা ঘাসের মধ্যে অথবা লাল বালির উপরে। শুকনো মাটিতে নেকড়ের দল মার খেল; আর জলে বা নদীর তীরে মোগলির ছুরি বার বার উঠল আর নামল। চার ভাই তার পাশেপাশেই থাকল। একবার মোগলি একেলাকে দেখতে পেল—তার দুই বগলে দুই লাল কুত্তা; তার দাঁত-পড়া দুই চোয়ালের ভিতরে তৃতীয় লাল কুত্তার কটিদেশ। আর একবার সে দেখতে পেল ফাওকে—সে দাঁত বসিয়েছে এক লাল কুত্তার গলায়; সেটাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে যাতে বাচ্চাগুলোই তাকে খেয়ে শেষ করতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগই যুদ্ধই চলতে লাগল অন্ধকারে—আঘাত, ধাক্কা, উল্টে পড়া, চিৎকার, আর্তনাদ—সামনে, পিছনে, সর্বত্র। লাল কুত্তারা অধিক শক্তিশালী নেকড়েদের আক্রমণ করতে সাহস পাচ্ছিল না, আবার ছুটে পালিয়ে যাওয়ার সাহসও তাদের ছিল না। মোগলি বুঝল, যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে।

এক সময়ে বালু চিৎকার করে উঠল; তার সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত; অঝোরে রক্ত ঝরছে। ওদিকে একটা নেকড়ের থাবার নিচে একটা লাল কুত্তার পিছনটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। মোগলির ছুরির রক্তাক্ত ফলাটা তার পেটটাকে ছিঁড়ে ফেলল।

নাকি সুরে নেকড়েটা বলে উঠল, "এটা আমার শিকার! আমাকে দিয়ে দাও।"

মোগলি বলল, "তোমার পেট এখনও খালি আছে দলছুট?" ওয়ান-টোলার তখন করুণ অবস্থা; তার দৃঢ় মুষ্ঠির চাপে লাল কুত্তাটার শরীর অবশ হয়ে পড়ে আছে; একটু নড়াচড়ার শক্তিও তার নেই।

তিক্ত হাসি হেসে মোগলি বলল, "যে ষাঁড় আমাকে কিনেছিল তার দোহাই, এ তো সেই লাঙ্গুলহীন নেতা।"

একটা লাল কুত্তা নেতাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল; কিন্তু ওয়ান-টোলার পেটে দাঁত বসাবার আগেই মোগলির ছুরিটা তার গলায় বসে গেল।

মোগলি বলল, "জঙ্গলে আমরা এই রকমই করে থাকি।"

ওয়ান-টোলা একটা কথাও বলল না; কথা বলার শক্তিই তার ছিল না; তার চোয়াল দুটো বুজতে বুজতে এক সময় একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল; সে তখন খাবি খেতে শুরু করেছে।

লাল কুত্তার শরীরটাও কাঁপতে লাগল; তার মাথাটা ঢলে পড়ল; একসময় সেও নিথর হয়ে গেল। ওয়ান-টোলাও তার উপরে মুখ থুবড়ে পড়ল।

"হুঃ! রক্তের ঋণ শোধ হল," মোগলি বলল। "ওয়ান-টোলা, তোমার গানটা গাও।"

বালু বলল, "ও আর কোন দিন শিকার ধরবে না—গানও গাইবে না। একেলাও চিরদিনের মত নিশ্চুপ হয়ে গেছে।"

ফাও বজ্রের মত গর্জে উঠল, "তার হাড়-গোড়

BanglaBook.org

সব ভেঙে গেছে! ওই যে, ওরা চলে যাচ্ছে! হে মুক্ত জীবরা, মারো, ওদের মেরে শেষ কর!"

একটার পর একটা লাল কুত্তা অন্ধকার রক্তাক্ত বালির উপর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে নদীতে, ঘন জঙ্গলে, স্রোতের উজানে—যে যেদিকে পারছে।

মোগলি চিৎকার করে উঠল, "ঋণ! ঋণ! ঋণ শোধ করে যা! ওরা নিঃসঙ্গ নেকড়ে একেলাকে খুন করেছে! একটা কুত্তাও যেন পালাতে না পারে!"

ছুরিটা হাতে নিয়ে সে ছুটল নদীর দিকে। কোন লাল কুত্তাকে নদীপথে পালাতে দেওয়া হবে না। এমন সময় ন'টা মৃতদেহের স্তূপের তলা থেকে মাথা তুলল একেলা। সঙ্গে সঙ্গে নতজানু হয়ে মোগলি বসে পড়ল নিঃসঙ্গ নেকড়ের পাশে।

একেলা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "বলেছিলাম না—এ হবে আমার শেষ লড়াই? শিকার বেশ ভালই হয়েছে। আর তুমি, ছোট ভাইটি, তোমার খবর কি?"

"আমি বেঁচে আছি; অনেকগুলোকে মেরেও বেঁচে আছি।"

"বেশ করেছ। আমি মরতে বসেছি, আর মরতেই আমি চাই—ছোট ভাইটি, তোমার কাছে শুয়েই আমি মরতে চাই।"

ক্ষত-বিক্ষত মাথাটাকে মোগলি নিজের কোলে তুলে নিল; দুই হাতে ছিন্নভিন্ন গলাটা জড়িয়ে ধরল।

"শেরে খানের সেই পুরনো দিনগুলোর অনেক কাল পরে একটি মানুষের বাচ্চা আবার মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে।"

মোগলি চিৎকার করে বলে উঠল, "না, না, আমি একটা নেকড়ে। মুক্ত জীবদের একই চামড়ার জীব আমি। আমি তো ইচ্ছা করে মানুষ হই নি।"

"তুমি একটি মানুষ ছোট ভাইটি; তা নাহলে লাল কুত্তাদের সঙ্গে লড়াইতে নেকড়েরাই পালিয়ে যেত। আমার জীবন তো তোমারই দান, আর একদিন আমি যেমন তোমাকে বাঁচিয়েছিলাম, তেমনই আজ তুমি বাঁচালে নেকড়ের দলকে। তুমি কি ভুলে গেছ? সব ঋণ আজ শোধ হয়ে গেল। এবার তুমি ফিরে যাও আপনজনদের কাছে। তুমি আমার নয়নের মণি, তাই তোমাকে আবার বলছি, এ শিকার শেষ হয়েছে। এবার তুমি আপনজনের কাছে ফিরে যাও।"

"আমি কোন দিন ফিরে যাব না। এই জঙ্গলে একা শিকার করব। এ কথা তো আগেই বলে দিয়েছি।"

"গ্রীষ্মের পরে আসে বর্ষা; বর্ষার পরে আসে বসন্ত। তোমাকে তাড়িয়ে দেবার আগে তুমিই এখান থেকে চলে যাও।"

"কে আমাকে তাড়াবে?"

"মোগলিই মোগলিকে তাড়াবে। তোমার আপনজনের কাছে ফিরে যাও। মানুষের কাছে ফিরে যাও।"

"মোগলি যখন মোগলিকে তাড়াবে তখন আমি যাব," মোগলি জবাব দিল।

একেলা বলল, "আর কিছু বলার নেই। ছোট ভাইটি, তুমি কি আমাকে দুই পায়ে দাঁড়া করিয়ে দিতে পার না? এক সময় আমিও তো মুক্ত জীবদের সর্দার ছিলাম।"

খুব যত্ন করে ধীরে ধীরে মৃতদেহগুলি সরিয়ে দিয়ে মোগলি দুই হাতে একেলাকে জড়িয়ে ধরে তাকে দুই পায়ের উপর দাঁড়া করে দিল। নিঃসঙ্গ নেকড়ে একটা লম্বা শ্বাস টেনে মৃত্যু-সঙ্গীত গাইতে শুরু করে দিল। নেকড়ে দলের সব সর্দারই মরণকালে এই গানটি করে। গানের সুর ক্রমেই চড়তে লাগল, আরও—আরও—সে সুর নদী পার হয়ে ওপারে ছড়িয়ে পড়ল; তারপর "শুভ

BanglaBook.org

শিকার" উচ্চারণের সঙ্গে সে-গান শেষ হল। মুহূর্তের জন্য নিজেকে মোগলির হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একেলা শূন্যে একটা লাফ দিল, আর চিৎ হয়ে সপাটে তার সর্বশেষ ও ভয়ংকর শিকারটার উপর পড়ে মরে গেল।

তার দুই হাঁটুর উপর মাথাটা রেখে মোগলি গুম্ হয়ে বসে রইল। অন্য কোন দিকে তার খেয়াল নেই। বাকি যে সব লাল কুত্তা পালাচ্ছিল, নিষ্ঠুর মৌমাছিরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে; একে একে তাদের সব্বাইকে শেষ করে দিচ্ছে।

ক্রমে সব চিৎকার থেমে গেল। আহত নেকড়েরা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নিজেদের ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব করতে লাগল। ভোর না হওয়া পর্যন্ত মোগলি একই ভাবে ঠায় বসে রইল।

রাত শেষ হয়ে ভোর হল। ফাও-র ভেজা, রক্তাক্ত নাকটা তার হাতকে স্পর্শ করল। সে যাতে একেলার ক্ষীণ দেহটাকে ভাল করে দেখতে পায়, সেজন্য মোগলি একটু সরে বসল।

যেন একেলা তখনও বেঁচে আছে সেই ভাবেই ফাও বলল, "শুভ শিকার!" তারপর নিজের রক্তাক্ত গলাটা তুলে অন্য সকলের উদ্দেশে বলল, "চেঁচাও কুত্তার দল, যত পার চেঁচাও! আজ রাতে এক নেকড়ের মৃত্যু হল!"

কিন্তু যে দু'শ' লাল কুত্তা গর্ব করে বলেছিল যে সব জঙ্গলই তাদের অধিকারে—কোন জীবন্ত প্রাণীই তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না, তাদের একটি প্রাণীও এই কথাটা শোনাবার জন্য তাদের নিজেদের দেশ দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেল না।

BanglaBook.org

বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

লাল কুত্তাদের সঙ্গে মহাযুদ্ধ এবং একেলার মৃত্যুর দ্বিতীয় বৎসরের পরে মোগলির বয়স হল সতেরো বছরের মত। তাকে দেখায় আরও বড়; কঠোর পরিশ্রম, ভাল খাদ্য-খাওয়া, আর যখন ইচ্ছা তখনই ভালভাবে স্নান করার ফলে যে শক্তি সে লাভ করেছে, তার দেহের যে বাড়-বাড়ন্ত হয়েছে সেটা বয়সের তুলনায় অনেকটাই বেশি। একটা গাছের ডাল ধরে সে এক নাগাড়ে আধা ঘণ্টা ঝুলতে পারে। জোড়-কদমে ছুটে চলা একটা হরিণের বাচ্চাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে সে তাকে মাথার উপর দিয়ে ছুঁড়ে দিতে পারে। এমন কি উত্তরের বাদা অঞ্চলের বড় বড় নীল রংয়ের বুনো শুয়োরের পিঠেও সে সওয়ার হতে পারে। জঙ্গলের যে জীবরা তার বুদ্ধিকে ভয় করত, এখন তারা তার শক্তিকেও ভয় করে চলে। অথচ তার চোখের দৃষ্টি এখনও শান্ত। যখন সে লড়াই করে তখনও তার চোখ দুটো জ্বলে উঠে না, যেমন জ্বলে ওঠে বাঘীরার চোখ। অবশ্য তার চোখ দুটো আরও বেশি আগ্রহী ও উত্তেজিত হয়েছে; এই ব্যাপারটা বাঘীরা কিছুতেই বুঝতে পারে না।

মোগলিকে এই সব জিজ্ঞাসা করলে ছেলেটা শুধু হাসে। বলে, "যখন শিকার আমার হাত ফস্কে বেরিয়ে যায়, তখন আমি রেগে যাই। যখন দু'দিন আমাকে খালি পেটে থাকতে হয়, তখন আমি আরও রেগে যাই। তখন আমার চোখ দুটো কি সে কথা বলে না?"

বাঘীরা বলে, "ক্ষুধার্ত হয় মুখটা, কিন্তু চোখ

BanglaBook.org

কিছু বলে না। শিকার করা, খাওয়া, সাঁতার কাটা, এ সবই তো এক—বর্ষায় বা শুকনো আবহাওয়ায় যেমন পাথর। লম্বা আঁখি-পল্লবের নিচ দিয়ে মোগলি অলস ভঙ্গিতে বাঘীরার দিকে তাকাল, আর যথারীতি চিতার মাথাটা নিচু হয়ে ঝুলে পড়ল। বাঘীরা তার মনিবকে চেনে।

বাণগঙ্গার ঠিক মাথার উপরে একটা পাহাড়ের একপাশে দু'জন শুয়েছিল; তাদের নিচে সাদা ও সবুজ ভোরের কুয়াশা ছড়িয়ে আছে। তারপরে সূর্য উঠতেই সে কুয়াশা যেন লাল সোনার সমুদ্র হয়ে দেখা দিল।

তখন শীতকালের শেষ; গাছপালা ও লতাপাতা সবই কেমন যেন শুকনো ও মলিন; বাতাস উঠলেই সর্বত্র একটা খস্‌খস্‌ শব্দ শোনা যায়।

বাঘীরার ঘুম ভাঙল। ভোরের বাতাসে বড় করে শ্বাস টেনে বলল, "বছর ঘুরে যাচ্ছে। জঙ্গলও এগিয়ে চলেছে। নতুন কথার দিন এসে গেল। পাতারাও সেটা বোঝে। বড় ভাল লাগছে।"

একটা শিস্‌ টেনে তুলে মোগলি বলল, "ঘাসও শুকনো। এমন কি 'বসন্তনয়ন'ও (এক রকম ঘাসের ফুল) চোখ বুজে আছে; আর....বাঘীরা এ-ভাবে কাশছে আর গড়াগড়ি খাচ্ছে—এটা কি ভাল? মনে রেখো, আমরা জঙ্গলের মালিক—তুমি আর আমি।"

এক পাক ঘুরে বাঘীরা তাড়াতাড়ি উঠে বসল, "ঠিক; নিশ্চয়। অবশ্যই আমরা জঙ্গলের মালিক। মোগলির মত শক্তিমান কে আছে? তার মত জ্ঞানী?" তার কথায় একটা অদ্ভুত টানা সুর ছিল। তাই মোগলি পাশ ফিরে দেখতে চাইল, কালো চিতা তাকে ঠাট্টা করছে কিনা; কারণ জঙ্গলে এমন সব শব্দ আছে যা শুনতে এক রকম, কিন্তু অর্থটা অন্য রকম। বাঘীরা আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলল, "আমি বললাম, নিঃসন্দেহে আমরা জঙ্গলের মালিক। আমি কি ভুল বলেছি? আমি জানতাম না যে মানুষের বাচ্চাটা এখন আর মাটিতে শুয়ে ঘুমায় না। সে কি তাহলে উড়ে বেড়ায়?"

হাঁটুর উপর কনুই রেখে মোগলি উঠে বসল। দিনের আলোয় উপত্যকার দিকে তাকিয়ে রইল। অনেক দূরে নিচের জঙ্গলে একটা পাখি বসন্তের সুর ভাঁজাবার চেষ্টা করছিল। বাঘীরা কান পেতে সেটা শুনল। লেজটা দোলাতে দোলাতে বলল, "এই মাত্র তো বললাম, নতুন কথার সময় হয়েছে।"

"আমিও শুনছি," মোগলি বলল। "বাঘীরা, তুমি এমন কাঁপছ কেন? সূর্যের তো বেশ তাপ আছে।"

বাঘীরা বলল, "ওটা ফেরাও, উজ্জ্বল লাল কাঠ-ঠোকরা পাখি। ও কিন্তু ভোলে নি। এবার আমাকেও গান গাওয়াটা স্মরণ করতে হবে।" সে বার বার সেই চেষ্টাই করতে লাগল।

দুই হাতের উপর মাথাটা রেখে মোগলি আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। বলল, "ঘুমিয়ে পড় বাঘীরা। আমার পেটটা বড় বেশি ভরে গেছে।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে কালো চিতাও আবার শুয়ে পড়ল। কাঠ-ঠোকরা পাখিটা তখনও তার সুর ভেজেই চলেছে—বসন্তের নতুন গান।

ভারতবর্ষের জঙ্গলে চারটি ঋতু মিলেমিশে আসে; তাদের মধ্যে কোন সীমারেখা টানা যায় না। দেখলে মনে হয় ঋতু মাত্র দুটো—জলের ও রোদের; কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, বৃষ্টির ধারা ও ধূলো-ময়লার মেঘের আড়ালে চারটি ঋতুই নিয়মিত আবর্তিত হচ্ছে। যদিও সব চাইতে আশ্চর্য ঋতু বসন্তকাল। তার আগমনে ধরণী যেন নতুন সাজে, নতুন যৌবনে ঝলমল করে। তার মধ্যে আবার জঙ্গলের বসন্তের মত বসন্তঋতু পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

হয়তো একটা দিন এমন আসে যখন সব

BanglaBook.org

কিছুই ক্লান্ত; বাতাসের গন্ধও যেন ভারী হয়ে ওঠে। সেটাকে ঠিক বোঝানো যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়। আবার এমন একটা দিন আসে—পরিবর্তনটা চোখে দেখা যায় না—যখন সব গন্ধই নতুন ও আনন্দময় মনে হয়। হয় তো তখন একটু বৃষ্টি পড়ে, সব গাছ-গাছালি, ঝোপ-ঝাড়, বাঁশবন, শেওলা আর রসসিক্ত নতুন অংকুর যেন কথা বলে ওঠে, বুঝি সে কথা শোনাও যায়, আর সেই নানা শব্দের ভিতর দিয়ে দিন রাত কানে বাজে একটা গভীর গুঞ্জন। সেটাই বসন্তের গান—এমন একটা কম্পিত স্বর-ধ্বনি যা মৌমাছির গুন-গুন নয়, ঝর্ণার ঝর-ঝর নয়, গাছের পাতায় বাতাসের মর্মর নয়, কিন্তু এক আতপ্ত, সুখী পৃথিবীর আনন্দ-গুঞ্জরণ।

কিন্তু সেবার বসন্তকালে, কথাটা সে বাঘীরাকে বলেছিল, তার পেটে একটা গোলমাল দেখা দিল। বাঁশের নব-অংকুরে বাদামি রং ধরার পর থেকেই সে সাগ্রহে সেই সকালটার জন্য অপেক্ষা করে ছিল যখন সব গন্ধই বদলে যাবে। কিন্তু সকাল এল, বনে বনে রং-বাহারি পেখম মেলে ময়ূরী ডাকল, মোগলিও হাঁক দিতে মুখ খুলল, কিন্তু তার কথাগুলি আটকে গেল দাঁতের ফাঁকে, একটা অস্পষ্ট অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল তার পায়ের আঙুল থেকে মাথার চুলে—একটা নির্ভেজাল সুখহীনতার অনুভূতি। নতুন গন্ধে বিভোর হয়ে ময়ূর ডাকল, অন্য পাখিরা তার প্রতিধ্বনি করল, বাণগঙ্গার তীরবর্তী পাহাড় থেকে ভেসে এল বাঘীরার কর্কশ কণ্ঠস্বর। মুকুলিত বৃক্ষশাখা থেকে ভেসে এল বান্দর লোগ-এর উল্লসিত কিচিরমিচির; আর ময়ূরের ডাকে সাড়া দেবার একান্ত আগ্রহ বুকে নিয়ে মোগলি নীরবে দাঁড়িয়ে রইল—এক সুখহীনতার চাপে তার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল।

সে চারদিকে তাকাল, কিন্তু শুধু দেখতে পেল গাছে গাছে বান্দর লোগ-এর হৈ-হুল্লোড় আর পেখম মেলে দিয়ে ময়ূরীর নাচ।

ময়ূর-ময়ূরী চিৎকার করে বলল, "সব গন্ধ বদলে গেছে। শুভ শিকার ছোট ভাইটি। তোমার মুখে কথা নেই কেন?"

চিল ও তার সঙ্গিনী অনেক নিচে নেমে এসে বলল, "ছোট ভাইটি, শুভ শিকার!"

একটা হাল্কা বসন্তের বৃষ্টি—ওরা বলে হস্তি-বৃষ্টি-জঙ্গলের আধ মাইল অঞ্চলের উপর দিয়ে ঝরতে ঝরতে গেল, নতুন পাতারা ভিজতে ভিজতে হাত নাড়ল; তারপরেই আকাশে দেখা দিল জোড়া রামধনু, শোনা গেল ঈষৎ বজ্র-গর্জন। এক মিনিটের জন্য ভেসে এল বসন্তের গুঞ্জরন-ধ্বনি; তারপরেই তাও থেমে গেল। কিন্তু জঙ্গলের সব প্রাণী এক সঙ্গে ডেকে উঠল। সব—কেবল মোগলি ছাড়া।

সে নিজের মনেই বলতে লাগল, "আমি তো ভাল খাবারই খেয়েছি। ভাল জলই পান করেছি। আমার গলায় কোন জ্বালা-যন্ত্রণাও নেই। কিন্তু আমার পেটটাই কেমন যেন ভারী হয়ে আছে। এখনও আমার এই গরম লাগছে, আবার এই ঠাণ্ডা লাগছে; আবার কখনও না-গরম, না-ঠাণ্ডা; কিন্তু কেবলই রাগ হচ্ছে—কার উপর যে রাগটা হচ্ছে তাও বুঝতে পারছি না। হু হু! এবার আমার দৌড়বার সময় হয়েছে। আজ রাতে আমি পাহাড় ছাড়িয়ে যাব; চলে যাব উত্তরের জলাভূমিতে, আবার ফিরে আসব। অনেক কাল তো কত সহজেই শিকার ধরেছি। ওই চারটেকেও সঙ্গে নিতে হবে; ওরাও বড় বেশি মোটা হয়ে যাচ্ছে।"

সে জোরে হাঁক দিল, কিন্তু চার নেকড়ের এক নেকড়েও সাড়া দিল না। তারা তখন অনেক দূরে চলে গেছে; দলের নেকড়েদের সঙ্গে মিলেমিশে বসন্ত গান—চাঁদ ও সম্বরের গান

BanglaBook.org

গাইছে; বসন্ত এলে জঙ্গলের প্রাণীদের কাছে দিন ও রাতের তফাৎটা মুছে যায়। সে কর্কশ গলায় ঘেউ-ঘেউ করে উঠল, কিন্তু তাতে "মিঁয়াও" বলে সাড়া দিল একটা ছোট গেছো বিড়াল; সে তখন ডালে-ডালে ঘুরছিল পাখির বাসার খোঁজে। এবার মোগলির সারা শরীর রাগে কাঁপতে লাগল; ছুরিটা টেনে বের করতেও যাচ্ছিল। সে অতিমাত্রায় উদ্ধত হয়ে উঠল; থুত্‌নিটা তুলে ভুরু দুটো নামিয়ে সে সবেগে পাহাড় বেয়ে নিচে নামতে লাগল! পথে একটা প্রাণীও তাকে তাকে প্রশ্ন করল না; সকলেই তখন যার যার কাজে ব্যস্ত ছিল।

কোন কারণ নেই জেনেও মোগলি নিজের মনেই বলতে লাগল: "দাক্ষিণাত্য থেকে লাল কুত্তারা ধেয়ে আসুক, বাঁশবনে নাচুক লাল ফুল, আর সারা জঙ্গল হিস্‌-হিস্‌ শব্দে মোগলিকে গালাগালি দিক। কিন্তু এখন তো 'বসন্তনয়ন' রাঙা হয়ে ফুটেছে, ময়ূররা বসন্ত-নৃত্য করছে, সারা জঙ্গল টাবাকুই-র মত পাগল হয়ে উঠেছে.....যে ষাঁড় আমাকে কিনেছিল তার দোহাই! আমি কি এই জঙ্গলের মালিক, অথবা মালিক নই?.....চুপ কর! তোমরা এখানে কি করছ?"

দুটো নেকড়ে লড়াই করার জন্য একটা খোলা জায়গা খুঁজছিল। তাদের ঘাড়ের লোম লোহার তারের মত খাড়া হয়ে উঠেছে, তারা ডাকছে হিংস্র গলায়, কে আগে লাফিয়ে পড়বে তার জন্য ছুব্‌নি পেতে বসে আছে। মোগলি লাফিয়ে পড়ল তাদের সামনে; দুই হাতে চেপে ধরল দুই নেকড়ের বাড়ানো গলা। হয় তো দুটোকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার ইচ্ছাই তার ছিল; কিন্তু আগে কখনও সে বসন্তকালীন লড়াইতে হস্তক্ষেপ করে নি। দুই নেকড়েই লাফিয়ে সামনে পড়ে এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিল, এবং একটা কথাও না বলে দু'জনে জড়াজড়ি করে মাটির উপর গড়াতে লাগল।

মাটিতে পড়তে গিয়েও মোগলি উঠে দাঁড়াল। হাতে খোলা ছুরি, সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে; সেই মুহূর্তেই সে হয়তো অকারণেই দুটো নেকড়েকে মেরেই ফেলত; কিন্তু জঙ্গলের আইনে প্রত্যেক নেকড়েরই লড়াই করার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তাই সে ঘাড় নিচু করে কাঁপা হাতে দু'জনকে ঘিরে শুধু নেচেই চলল; মনের বাসনা—লড়াইয়ের প্রথম দফা শেষ হলেই দু'জনের পিঠে বসাবে দুই মোক্ষম রদ্দা। কিন্তু—কিসে কি হল—অপেক্ষা করতে করতেই তার সব শক্তিতে যেন ভাঁটার টান পড়ল; ছুরির ফলাটা নামিয়ে ছুরিটাকে খাপে ভরে সে দুই যুযুধানের দিকে তাকিয়ে রইল।

শেষ পর্যন্ত একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে সে বলে উঠল, "নির্ঘাৎ আমি বিষ খেয়েছি। যেদিন আমি 'লাল ফুল' দিয়ে পরিষদ ভেঙে দিয়েছি—যেদিন আমি শেরে খানকে হত্যা করেছি—তারপর থেকে দলের কেউ আমাকে ঠেলে ফেলে দিতে পারে নি। আর এরা তো দলের লেজুড়মাত্র, বাচ্চা শিকারী! আমার সব শক্তি চলে গেছে; এবার আমি মরব। হায় মোগলি, কেন তুমি এদের দুটোকেই মারছ না?"

লড়াই চলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত একটা নেকড়ে পালিয়ে গেল। সেই ছিন্নভিন্ন, রক্তাক্ত মাটিতে একাকি দাঁড়িয়ে মোগলি একবার তাকাল তার ছুরিটার দিকে, এবং একবার তাকাল তার হাত-পাগুলোর দিকে; আর যে সুখহীনতার অনুভূতি আগে কখনো হয় নি সেই অনুভূতিই তাকে ঢেকে দিল, ঠিক যে ভাবে জলের স্রোত ঢেকে দেয় একটা কাষ্ঠখণ্ডকে।

সেদিন সন্ধ্যায় যথাসময়ের কিছু আগেই সে একটা শিকার ধরল; খেল যৎসামান্য যাতে

BanglaBook.org

বসন্তকালের দৌড়টার মত শক্তি তার দেহে থাকে; আর একলাই খেল, কারণ জঙ্গলের সব প্রাণীই চলে গেছে গাইতে ও লড়াই করতে। রাতটা একেবারে ধপ্‌ধপে সাদা। চাঁদের আলোয় পাহাড়, নদী, পুকুর সব যেন ফট্‌ফট্‌ করছে। নিজের সুখহীনতাকে ভুলে মোগলিও মনের সুখে গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে তার দৌড় শুরু করল। সে তো দৌড় নয়, যেন উড়ে চলা। কারণ সে স্থির করেছে, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে মূল জঙ্গলের একেবারে ভিতরের পথটা ধরে চলে যাবে উত্তরের জলাভূমিতে।

সে ছুটে চলল; কখনও হাঁক-ডাক করে, কখনও নিজের মনেই গান গেয়ে; সে রাতের সেটাই তো মজা। চলতে চলতে একসময় ফুলের গন্ধ তার নাকে এল। সে জলাভূমির কাছে পৌঁছে গেছে। এবার তাকে সতর্ক হতে হবে, কারণ তার শিকার-ক্ষেত্রটা সেই জলাভূমি পর্যন্তই প্রসারিত, তার বাইরে নয়। এক দৌড়ে সে জলাভূমির মাঝখানে পৌঁছে গেল। কালো জলের কোল ঘেঁষে শেওলা-ঢাকা একটা গাছের গুঁড়িতে বসে পড়ল। তার চারদিকে গোটা জলাভূমি জেগে উঠেছে, কারণ বসন্তকালে পাখিরাও সামান্যই ঘুমোয়। সারা রাত তারা ঝাঁকে ঝাঁকে আসা-যাওয়া করে। মোগলির দিকে কেউ নজর দিল না। সেও আপন মনে গুন-গুন করে গাইতে লাগল। তার মনে হল, সব সুখহীনতাকে সে বুঝি তার নিজের জঙ্গলেই ফেলে এসেছে। অনেক ভরসা করে সবে গলা ছেড়ে একটা গান গেয়ে উঠবে—তখনই সে অনুভূতিটা আবার জেগে উঠল—আগের থেকে দশগুণ বেশি ভারী হয়ে।

এবার মোগলি ভয় পেল। কিছুটা গলা ছেড়েই সে বলে উঠল, "ওটা এখানেও এসেছে! আমার পিছু নিয়েছে!" মোগলি ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, "সেটা" তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে কিনা। "কেউ তো কোথাও নেই!" জলাভূমির কোলাহল তেমনই চলল; কিন্তু কি পাখি, কি পশু কেউ তার সঙ্গে একটা কথাও বলল না; তার নতুন দুঃখের অনুভূতি বেড়েই চলল।

ভয়ার্ত গলায় সে বলে উঠল, "নিশ্চয় আমি বিষ খেয়েছি, তাই ক্রমেই আমার শক্তি চলে যাচ্ছে। আমি ভয় পেয়েছিলাম—তবু যে ভয় পেয়েছিল সে আমি নই— দুটো নেকড়ে যখন লড়াই করছিল তখন ভয় পেয়েছিল মোগলি। একেলা, এমন কি ফাও পর্যন্ত তাদের চুপ করিয়ে দিতে পারত; তথাপি মোগলি ভয় পেয়েছিল। এটাই আসল লক্ষণ যে আমি বিষ খেয়েছি.....কিন্তু জঙ্গলে কে কার কথা ভাবে? ওরা গান করছে, হল্লা করছে, চাঁদের আলোয় দলে দলে ছুটে বেড়াচ্ছে, আর আমি— হাই-মাই!—আমি বিষ খেয়ে জলাভূমিতে মরতে বসেছি।" দুঃখে তার প্রায় কেঁদে ফেলার মত অবস্থা। সে বলেই চলল, "তারপরে ওরা দেখবে যে আমি কালো জলে শুয়ে আছি। না, আমি চলে যাব আমার জঙ্গলে, পরিষদ পাহাড়ের উপর শুয়েই মরব, আর বাঘীরা—যাকে আমি ভালবাসি —সেই বাঘীরা হয় তো আমার উপর একটু নজর রাখবে, যাতে চিল এসে আমাকে খেতে না পারে।"

এক ফোঁটা গরম চোখের জল তার হাঁটুর উপর পড়ল। সে আবার বলতে লাগল, "যে রাতে আমি লাল কুত্তাদের হাত থেকে নেকড়েদের রক্ষা করেছিলাম সেই রাতেই চিল একেলাকে ঠুকড়ে খেয়েছিল।" একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল, "আমার শক্তি একেবারে যায় নি। বিষটা হয় তো হাড় পর্যন্ত পৌঁছয় নি। ঐতো দূরে একটা তারা বসে আছে। দুই হাতের ফাঁক দিয়ে সে সেই দিকেই তাকিয়ে রইল। "যে ষাঁড় আমাকে কিনেছিল তার দোহাই! ওটা একটা 'লাল ফুল'—যে 'লাল ফুল'-এর পাশে আমি

BanglaBook.org

আগে শুয়ে থাকতাম—সীয়োনী দলে আসারও আগে! এবার তাকে যখন দেখতে পেয়েছি, তখন সব দৌড় আমি শেষ করে দেব।"

— জলাভূমিটা শেষ হয়েছে একটা মস্ত বড় মাঠের প্রান্তে। সেখানে একটা আলো মিটমিট করে জ্বলছিল। মানুষের কাজকর্মের সঙ্গে মোগলির যোগাযোগ ছিল অনেক কাল আগে, কিন্তু এই রাতে 'লাল ফুল'-এর মিটমিট করা শিখা তার মনকে টানল।

সে বলে উঠল, "আমি দেখব, যেমন দেখেছি সেই কোন্ পুরনো কালে। মানুষরা কতটা বদলে গেছে সেটাই আমি দেখব।"

সে ভুলেই গেল যে এখন আর সে নিজের সেই জঙ্গলে বাস করে না যেখানে যা খুশি তাই করা যেত। কোন কিছুর পরোয়া না করে শিশির-ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সময়ে সে পৌঁছে গেল একটা কুটিরে; সেখানেই আলোটা জ্বলছিল। সে গ্রামের সীমানায় পৌঁছতেই তিন-চারটে কুকুর জিভ বের করে ডেকে উঠল।

মোগলি একটা ক্রুদ্ধ নেকড়ে-ডাক ডাকতেই কুকুরগুলো চুপ করে গেল। মোগলিও চুপচাপ সেখানেই বসে পড়ল। "যা হবার তা হবে। মানুষের বাড়ি-ঘর দিয়ে এখন আর তুমি কি করবে মোগলি?" কয়েক বছর আগে মানুষরা যখন তাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তখন একটা পাথর তার মাথার ঠিক কোথায় লেগেছিল সেই কথাটা তার মনে পড়ে গেল। নিজের মুখটা সে একবার ঘষতে লাগল।

কুটিরের দরজাটা খুলে গেল; একটি স্ত্রীলোক অন্ধকারে মুখটা বের করে এসে দাঁড়াল। একটি শিশু কেঁদে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে স্ত্রীলোকটি বলল, "ঘুমো। শেয়ালের ডাক শুনে কুকুরগুলো জেগে উঠেছিল। একটু পরেই সকাল হবে।"

BanglaBook.org

ঘাসের উপর বসে মোগলি এমনভাবে কাঁপতে লাগল যেন তার জ্বর হয়েছে। গলাটা তার খুবই চেনা; তবু নিশ্চিত হবার জন্য সে নরম গলায় ডাকল, "মেসুয়া! ও মেসুয়া!"

"কে ডাকল?" কাঁপা গলায় স্ত্রীলোকটি বলল।

"তুমি কি সব ভুলে গেছ?" মোগলি বলল। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

"তুমি যদি সেই হও, তাহলে বল তোমার কি নাম আমি দিয়েছিলাম? বল!" বুকের উপর একটা হাত রেখে সে দরজাটা অর্ধেক বন্ধ করে দিল।

"নাথু! ওহে, নাথু!" মোগলি বলে উঠল। সে যখন প্রথম মানুষের কাছে ফিরে এসেছিল, তখন মেসুয়া তাকে ওই নামেই ডাকত।

"এস বাপ আমার, এস," স্ত্রীলোকটি তাকে ডাকল। মোগলি ঘরের আলোয় পা রাখল। মেসুয়াকে ভাল করে দেখল। এই নারী তাকে অনেক দয়া করেছে; আর অনেক দিন আগে মানুষদের হাত থেকেই সেও তাকে একবার বাঁচিয়েছে। আজ সে বুড়ি হয়ে গেছে, তার চুল পেকেছে, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি ও গলার স্বর বদলায় নি।

"বাপ্ আমার," কোন রকমে কথাটা বলেই সে বসে পড়ল: "কিন্তু আজ তো তুমি আর আমার ছেলে নও। জঙ্গলের এক ছোট দেবতা।"

তেল-বাতির লাল আলোয় দাঁড়িয়ে আছে মোগলি—শক্তিমান, দীর্ঘ দেহ, সুন্দর; লম্বা, কালো চুল ঘাড়ের উপর ছড়িয়ে পড়েছে; ছুরিটা ঝুলছে গলায়; মাথায় জড়ানো সাদা জুঁই ফুলের মালা—সহজেই তাকে জঙ্গল-কাহিনীর এক বন-দেবতা বলে ভুল হতেই পারে। যে শিশুটি খাটিয়ার উপর শুয়েছিল, সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে চিৎকার শুরু করে দিল। মেসুয়া তাকে শান্ত করতে গেল। আর মোগলি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে জলের কলসি, রান্নার বাসনপত্র, ফসল রাখার পাত্র ইত্যাদি মানুষের সংসারের দরকারি সব জিনিসপত্রের দিকে তাকিয়ে রইল, সে সব কিছুই তার বড় বেশি চেনা বলে মনে হতে লাগল।

মেসুয়া ধীরে ধীরে বলল, "তুমি কি খেতে চাও? কি পান করতে চাও? এ সবই তোমার। তোমার দয়াতেই তো আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু যাকে আমি নাথু বলে ডাকতাম তুমি কি সেই, না কোন ছোট দেবতা?"

মোগলি বলল, "আমি নাথু। কিন্তু এখন আমি এখান থেকে অনেক দূরে চলে গেছি। এই আলোটা দেখেই এখানে এসেছি। আমি জানতাম না যে তুমি এখানে থাক।"

মেসুয়া ভয়ে ভয়ে বলল, "আমরা যখন খান্‌হিওয়ারা গিয়েছিলাম তখন ইংরেজরা আমাদের সাহায্য করেছিল। সে সব তোমার মনে আছে?"

"সত্যি, আমি ভুলি নি।"

"কিন্তু ইংরেজি আইনের সাহায্যে আমরা যখন সেই দুষ্ট লোকদের গ্রামে ফিরে এলাম, তখন বাড়ি-ঘরের কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না।"

"সে কথাও আমার মনে আছে," কথাগুলি বলতে বলতে মোগলির নাকটা কাঁপতে লাগল।

"অতএব আমার মানুষটা ক্ষেত-খামারে কাজ করতে গেল, আর শেষ পর্যন্ত—মানুষটার গায়ে খুব শক্তি ছিল—আমরা একটু ছোট জমি পেলাম। এ গ্রামটা আগের গ্রামের মত ভাল নয়, আমাদের তো বেশি কিছুর দরকার হয় না—মাত্র দুটি প্রাণী।"

"সে মানুষটি কোথায়?"

"সে মারা গেছে—এক বছর হল।"

"আর ও?" মোগলি শিশুটিকে দেখল।

"আমার ছেলে; দুই বর্ষা আগে জন্মেছে। তুমি যদি ছোট দেবতা হও তো ওকে জঙ্গলের অনুগ্রহ দান কর, যাতে তোমার—তোমার

BanglaBook.org

লোকদের মধ্যে ও নিরাপদে থাকতে পারে—যেমন নিরাপদে আমরা ছিলাম সেই রাতে।"

মেসুয়া ছেলেটিকে বিছানা থেকে তুলে আনল। নিজের ভয় ভুলে গিয়ে মোগলির বুকে ঝোলানো ছুরিটা নিয়ে খেলা করার জন্য ছেলেটি হাতটা বাড়িয়ে দিল; আর মোগলি তার ছোট আঙুলগুলো সযত্নে সরিয়ে দিল।

মেসুয়া ধরা গলায় বলল, "যে নাথুকে বাঘে নিয়ে গিয়েছিল তুমি যদি সেই নাথু হও তাহলে তো এ তোমার ছোট ভাই। বড় ভাইয়ের আশীর্বাদ একে দাও।"

"হাই-মাই! আশীর্বাদ কাকে বলে তার আমি কি জানি? আমি ছোট দেবতা নই, বা ওর দাদাও নই, আর—মাগো, মা, আমার বুকটা ভারী হয়ে উঠেছে।" ছেলেটিকে নামিয়ে দিতে দিতে সে থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল।

মেসুয়া বলল, "দু'জন দেখতেও একই রকম। আর এই কাঁপুনি? এটা রাতের বেলা জলাভূমিতে দৌড়বার ফল। নির্ঘাৎ জ্বরটা তোমার মজ্জায় গিয়ে ঢুকেছে। আমি আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছি। তুমিও একটু গরম দুধ খাও। জুঁই ফুলের মালাটা খুলে ফেল; এত ছোট জায়গার পক্ষে গন্ধটা বড়ই তীব্র।"

দুই হাতের মধ্যে মুখটা রেখে মোগলি দাঁতে দাঁত চেপে বসে পড়ল। এমন সব অদ্ভুত অনুভূতি তার মনের মধ্যে আলোড়ন তুলল—যেমনটি সে আগে কখনও বোঝে নি; সে যেন সত্যি সত্যি বিষ খেয়েছে; তার মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে; কিছুটা অসুস্থ বোধ করছে। বড় বড় চুমুক দিয়ে সে গরম দুধটা খেল। মেসুয়া মাঝে মাঝেই তার ঘাড়ের উপর হাতটা বুলোতে লাগল—সে ঠিক বুঝতে পারছে না এই ছেলেটি তার বহুদিন আগেকার ছেলে নাথু, না জঙ্গলের একটি আশ্চর্য প্রাণী। তবু সে যে রক্ত-মাংসের জীব এটা বুঝতে পেরেই সে যেন খুব খুশি।

শেষ পর্যন্ত গর্বভরে তার দিকে তাকিয়ে মেসুয়া বলল, "বাপ্ আমার, কেউ কি আগে তোমাকে বলেছে যে সব মানুষের চাইতে তুমি বেশি সুন্দর?"

মোগলি বলল, "হাঃ!" স্বভাবতই এরকম কথা সে আগে কখনও শোনে নি। খুশি হয়ে মেসুয়া মিষ্টি করে হাসল। মোগলির মুখের ভাবটাই তার কাছে যথেষ্ট।

BanglaBook.org

"তাহলে আমিই প্রথম? কথাটা কিন্তু যথার্থ, যদিও কদাচিৎ শোনা যায় যে কোন মা তার ছেলেকে এমন সব ভাল ভাল কথা বলে। তুমি খুব সুন্দর। এমন একটি মানুষ আমি আগে কখনও দেখি নি।"

মোগলি মাথাটা ঘুরিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে তাকে দেখতে চেষ্টা করল, আর মেসুয়া আবার এমন লম্বা হাসি হাসতে লাগল যে কিছু না বুঝেই মোগলিও তার সঙ্গে হাসতে শুরু করল, আর ছোট ছেলেটিও একেকজনের কাছে ছুটে যেতে যেতে সমানে হাসতে লাগল।

ক্রমে গরম দুধের ফলটা ফলতে শুরু করল। মোগলি কাত হয়ে শুয়ে গভীর ঘুমে চোখ বুজল। জঙ্গলের রীতি অনুসারে বাকি রাতটা পরের সারাটা দিন ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিল। সে ঘুম ভাঙল পরদিন সন্ধ্যায়।

মেসুয়া হাসতে হাসতে সন্ধ্যার খাবারটা তার সামনে এনে দিল। খাবার বলতে ধোঁয়াটে আগুনে ভাজা কয়েকটা গরম পিঠে, কিছুটা ভাত, আর এক দলা টক তেঁতুল— আপাতত এটাই যথেষ্ট। জলাভূমির শিশিরের গন্ধ তাকে উতলা করে তুলল। এমন বসন্ত রাতে বাইরে গিয়ে একটু ছুটোছুটি করার সাধ জাগল তার চিতে। কিন্তু ছোট ভাইটি আবার তার কোল থেকে নামতে নারাজ, আর মেসুয়াও তার লম্বা, নীল-কালো চুলে চিরুণি না চালিয়ে ছাড়বে না। চুলে চিরুণি চালাতে চালাতেই মেসুয়া সুর করে গাইতে লাগল অর্থহীন ঘুম-পাড়ানি গান; কখনও মোগলিকে ডাকছে ছেলে, আবার কখনও তার কাছে ভিক্ষা চাইছে ছোট ছেলেটির জন্য তার জংলী শক্তির কিছু অংশ।

কুটিরের দরজাটা বন্ধই ছিল। একটা পরিচিত শব্দ মোগলির কানে এল। দরজার নিচে একটা মস্ত ধূসর থাবা দেখে মেসুয়ার চোয়াল আতংকে ঝুলে পড়ল; আর একটি ধূসর নেকড়ে বাইরে থেকে উদ্বেগ ও ভয়ের বিষণ্ণ, চাপা গর্-গর্ শব্দ করতে লাগল।

মাথাটা না ফিরিয়েই মোগলি জংলি ভাষায় বলে উঠল, "দূরে গিয়ে অপেক্ষা কর। আমি যখন ডেকেছিলাম তখন তো এলে না।"

বড় থাবাটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেসুয়া বলল, "না—না, তোমার—তোমার সাঙ্গপাঙ্গদের এখানে এনো না। আমি—আমরা জঙ্গলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিতেই আছি।"

"এর নাম শান্তি!" উঠে দাঁড়িয়ে মোগলি বলল। "খান্‌হিওয়ারা যাবার পথে সেই রাতের কথাটা একবার ভাব। এই রকম কুড়ি-কুড়ি জীব সেদিন ছিল তোমার সামনে ও পিছনে। কিন্তু আমি দেখছি যে বসন্তকালেও জঙ্গলের প্রাণীরা সব সময় ভুলে যায় না। আমি চললাম মা।"

মেসুয়া বিনীতভাবে একপাশে সরে গেল—সে ভাবল, এ নিশ্চয় কোন অরণ্যদেব; কিন্তু যখনই মোগলি দরজায় হাতটা রাখল, তখনই তার ভিতরকার মা জেগে উঠল; বার বার সে মোগলির গলাটা জড়িয়ে ধরতে লাগল।

ফিসফিস্ করে বলল, "ফিরে এসো! ফিরে এসো! ছেলে হও আর না হও, তুমি ফিরে এসো, কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি—দেখ, সেও কাঁদছে।"

ঝক্‌ঝকে ছুরিওয়ালা মানুষটাকে চলে যেতে দেখে ছোট ছেলেটাও কাঁদতে লাগল।

মেসুয়া আবার বলল, "তুমি ফিরে এসো। দিনে হোক আর রাতে হোক, এ দরজা কখনও তোমার সমুখে বন্ধ থাকবে না।"

মোগলির গলার ভিতরটা টন-টন করে উঠল; কোন রকমে সে জবাব দিল, "আমি নিশ্চয় ফিরে আসব।"

দোড়গোড়াতেই হরিণ শিশুর মত বিনীত বাচ্চা

BanglaBook.org

নেকড়েটাকে দেখতে পেয়ে সে বলল, "তোমার কাছে আমার একটা ছোট নালিশ আছে নেকড়ে ভাই। অনেক সময় আগে আমি যখন তোমাদের চারজনকেই ডেকেছিলাম, তখন তোমরা এলে না কেন?"

"অনেক সময় আগে? সে তো গতকাল রাতের কথা। আমি—আমরা সকলেই জঙ্গলের মধ্যে নতুন গান গাইছিলাম, কারণ এটাই তো নতুন গানের মরশুম। তোমার মনে আছে?"

"ঠিক, ঠিক।"

নেকড়ে ভাই বলতে লাগল, "গান শেষ হওয়া মাত্রই আমি তোমার পথ ধরলাম। অন্য সবাইকে ফেলে আমি ছুটে চলে এসেছি। কিন্তু ছোট ভাইটি, এ তুমি কি করেছ? মানুষের সঙ্গে খাচ্ছ, ঘুমোচ্ছ?"

দ্রুত ছুটতে ছুটতে মোগলি বলল, "আমি যখন ডেকেছিলাম তখন যদি তোমরা চলে আসতে, তাহলে এটা ঘটতই না।"

নেকড়ে ভাই বলল, "এখন কি হবে?"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে মোগলি বলল, "এখন কি হবে আমি জানি না। আমি যখন ডেকেছিলাম তখন তোমরা আস নি কেন?"

মোগলির গোড়ালি চাটতে চাটতে নেকড়ে বলল, "আমরা তো সব সময় তোমার সঙ্গেই থাকি; থাকি না শুধু 'নতুন কথার সময়'।"

মোগলি ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "আমার সঙ্গে তোমরা কি মানুষদের গ্রামেও যাবে?"

"আমাদের বুড়োরা যখন তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল সেই রাতে কি আমি তোমার সঙ্গে যাই নি? ফসলের ক্ষেতে কে তোমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছিল?"

"তা বটে, কিন্তু আবার?"

"আজও কি আমি তোমার কাছে আসি নি?"

"তা বটে, কিন্তু আবার—আবার, আবারও যদি আমার সঙ্গে যেতে বলি নেকড়ে ভাই?"

এবার নেকড়ে ভাই চুপ করে রইল। যেন নিজের মনেই বলল, "কালো বুড়োটা ঠিক কথাই বলেছিল।"

"কি বলেছিল?"

"শেষ পর্যন্ত মানুষ মানুষের কাছেই ফিরে যায়। আমাদের মা রাক্ষা বলত—"

মোগলি দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "লাল কুত্তাদের আক্রমণের রাতে একেলাও সেই কথাই বলেছিল।"

"কা-ও সেই কথাই বলে; সে তো আমাদের সকলের চাইতে বেশি জ্ঞানী।"

"তুমি কি বল নেকড়ে ভাই?"

"একবার তারা তোমাকে যাচ্ছেতাই বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল। পাথর ছুঁড়ে তোমার মুখ ফাটিয়ে দিয়েছিল। বলদেওকে পাঠিয়েছিল তোমাকে খুন করতে। পারলে তোমাকে লাল ফুলের মধ্যেও ছুঁড়ে ফেলে দিত। আমি নই, তুমিই বলেছিলে যে তারা দুষ্ট, তারা নির্বোধ। আমি নই, তুমিই জঙ্গল দিয়ে তাদের ঢেকে দিয়েছিলে। আমি নই, তুমিই তাদের বিরুদ্ধে এমন সব কটূক্তি করেছিলে যা আমরা কখনও লাল কুত্তাদের বিরুদ্ধেও করি নি।"

"আমি জানতে চাই—তুমি কি বল?"

তারা ছুটতে ছুটতে কথা বলছিল। নেকড়ে ভাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তুমি মানুষের বাচ্চা—তুমি জঙ্গলের মালিক—তুমি রাক্ষার ছেলে, আমাদের এক গুহাবাসী ভাই—বসন্তের ঝোঁকে কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে গেলেও, তোমার পথই আমার পথ, তোমার বাসাই আমার বাসা, তোমার শিকারই আমার শিকার, আর তোমার মরণ-যুদ্ধ আমরাও মরণ-যুদ্ধ। আমি তিনজনের হয়েই বলছি। কিন্তু জঙ্গলকে তুমি কি বলবে?"

"ভাল কথাই বলেছ। শিকার দেখা আর শিকার

BanglaBook.org

করার মধ্যে কোন রকম কালক্ষেপ করা ভাল নয়। তুমি চলে যাও; সকলকে পরিষদ পর্বতে সমবেত হবার ডাক দাও; আমার যা বলার আছে সব তাদের খুলে বলব। কিন্তু তারা না আসতেও পারে—নতুন গানের মরশুমে তারা আমার কথা ভুলে যেতেও পারে।"

লাফ দেবার জন্য প্রস্তুত হতে হতেই নেকড়ে ভাই বলল, "তুমি তাহলে কিছুই ভুলে যাও নি?" চিন্তিত মুখে মোগলিও ছুটল তার পিছনে।

অন্য কোন মরশুমে গোটা জঙ্গলই এই ডাকে সাড়া দিয়ে জমায়েত হত, কিন্তু এখন তারা শিকার, লড়াই, ও গান নিয়ে ব্যস্ত। নেকড়ে ভাই জনে-জনে হাঁক দিয়ে বলল, "জঙ্গলের মালিক মানুষদের মধ্যে ফিরে যাচ্ছে। পরিষদ পাহাড়ে হাজির হ—ও!" শুধু আগ্রহী সুখী জীবরাই সাড়া দিয়ে বলল, "গরম পড়লেই সে ফিরে আসবে। বর্ষা হলে সে বাসায় ঢুকবে। তুমি চলে এস নেকড়ে ভাই, আমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান ধরবে এস।"

নেকড়ে ভাই আবার সেই এক কথাই বলল, "কিন্তু জঙ্গলের মালিক মানুষদের মধ্যে ফিরে যাচ্ছে।"

তারা জবাব দিল, "ঈ—ইউয়াওয়া? তাতে কি নতুন গানের মরশুম কম মিঠা লাগবে?" ফলে দুঃখভারাক্রান্ত মনে মোগলি যখন তার বহুপরিচিত পাহাড়ি পথ পার হয়ে পরিষদ পাহাড়ে এসে হাজির হল তখন সেখানে সে দেখতে পেল শুধু চার নেকড়ে ভাই, বয়সের ভারে প্রায় অন্ধ বালু, আর ভারী দেহ ও ঠাণ্ডা মাথার কা একেলার শূন্য আসনটাকে ঘিরে কুণ্ডলি পাকিয়ে বসে আছে।

দুই হাতে মুখ ঢেকে মোগলি নিচে বসতেই কা বলে উঠল, "মানুষের ছা, তাহলে এখানেই তোমার পথের শেষ হল? কাঁদো—আরও কাঁদো। আমরা তো একই রক্তের জীব, তুমি আর আমি—মানুষ আর সাপ।"

ছেলেটি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল "কেন লাল কুত্তাদের পায়ের তলায় আমার মরণ হল না? আমার সব শক্তি চলে গেছে, আর এটা কোন বিষ-ক্রিয়ার ফল নয়। রাত-দিন আমার চলার পথে একটা যুগল পায়ের শব্দ আমি শুনতে পাই। মাথাটা ফেরালেই মনে হয় কে যেন সেই মুহূর্তে আমার চোখের সমুখ থেকে লুকিয়ে পড়ল। গাছ-গাছালির পিছনে তাকে খুঁজতে যাই—সেখানেও তাকে পাই না। আমি চিৎকার করে ডাকি, কিন্তু কেউ সাড়া দেয় না; কিন্তু মনে হয়, কে যেন আমার ডাক শুনল, কিন্তু উত্তর দিল না। আমি শুয়ে থাকি, কিন্তু ক্লান্তি দূর হয় না। বসন্ত কালের দৌড় শুরু করি, কিন্তু তাতেও মন স্থির হয় না। স্নান করি, কিন্তু শরীর শীতল হয় না। শিকার ধরতেও ভাল লাগে না। আমার বুকের মধ্যে লাল ফুলের আগুন, আমার হাড়ে গলে জল—আর—আমি যে কি জানি, কি বুঝি, তাও জানি না, তাও বুঝি না।"

মোগলি যেখানে শুয়ে ছিল সেই দিকে মুখ ঘুরিয়ে বালু ধীরে ধীরে বলল, "বলার আর কি আছে? নদীর ধারে একেলা এই কথাই বলেছিল—মোগলিই মোগলিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে মানুষদের কাছে। আমিও তাই বলেছি। কিন্তু বালুর কথা এখন আর কে শুনছে? বাঘীরা—আজ রাতে বাঘীরা কোথায়?—সেও সব কিছু জানে। এটাই বিধান।"

মস্ত বড় কুণ্ডলির মধ্যে একটু নড়েচড়ে কা বলল, "ঠাণ্ডা বাসায় যখন আমাদের দেখা হয়েছিল মানুষের ছা, আমি তখনই এটা জানতাম। জঙ্গল তাকে তাড়িয়ে না দিলেও শেষ পর্যন্ত মানুষ মানুষের কাছেই ফিরে যায়।"

BanglaBook.org

বিচলিত কিন্তু বিনীত চার নেকড়ে ভাই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মোগলির দিকে চোখ ফেরাল।

চাপা গলায় মোগলি বলল, "তাহলে জঙ্গল আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না?"

চার নেকড়ে ভাই প্রচণ্ড ডাকে গর্জে উঠল, "যতদিন আমরা বেঁচে আছি ততদিন কারও সাধ্য নেই—"

বালু তাদের থামিয়ে দিয়ে বলল, "আমি তোমাকে আইন-কানুন শিখিয়েছি; তাই এ বিষয়ে কোন কথা বলবার অধিকার আমার আছে; আর যদিও এখন আমি কাছের পাহাড়টা পর্যন্ত দেখতে পাই না, তবু আমার দৃষ্টি বহুদূর প্রসারিত। ছোট ব্যাঙ, তুমি তোমার পথে চল; যারা তোমার রক্তের, তোমার দলের, তোমার নিজের মানুষ, তাদের সঙ্গেই তুমি বাসা বাঁধ; কিন্তু যখনই তুমি পা, দাঁত অথবা চোখের দরকার বোধ করবে, অথবা রাতারাতি কোন কথা জানতে চাইবে, তখন স্মরণ করো, জঙ্গলের মালিক, যে তুমি ডাকলেই জঙ্গল সে ডাকে সাড়া দেবে।"

কা বলল, "মধ্য জঙ্গলও তোমারই। আর যাদের হয়ে আমি বলছি তারাও ফেল্‌না জীব নয়।"

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে মোগলি চিৎকার করে বলে উঠল, "হাই-মাই, দাদারা আমার। আমি যে কি করব সেটাও জানি না। চলে যেতে আমি চাই না; কিন্তু দুটো পা আমাকে টানছে। এই সব রাতকে ছেড়ে আমি কেমন করে যাব?"

বালু আবার বলল, "না, মুখ তুলে চাও ছোট ভাইটি। এতে লজ্জার কিছু নেই। মধু ফুরিয়ে গেলে আমরা শূন্য মৌচাক ফেলে চলে যাই।"

কা বলল, "একবার খোলস ছাড়লে আমরা নতুন করে আর তার মধ্যে ঢুকি না। এটাই বিধান।"

বালু বলল, "আমার সব চাইতে প্রিয়তম, কান্ পেতে শোন। তোমাকে ধরে রাখার মত কথা বা ইচ্ছা কোনটাই এখানে নেই। মুখ তুলে চাও! জঙ্গলের মালিকের সামনে কে মুখ খুলবে? যখন তুমি একটা ছোট ব্যাঙ-এর মত ছিলে তখন আমি তোমাকে দেখেছি, সাদা পাথরের টুকরো নিয়ে খেলা করতে; আর যে বাঘীরা একটা সদ্যনিহত ছোট মহিষের দাম দিয়ে তোমাকে কিনেছিল সেও তোমাকে ঐ একই অবস্থায় দেখেছে। সেদিনের মাত্র দুটি প্রাণী এখনও বেঁচে আছে; কারণ তোমার গুহা-মা রক্ষা আর তোমার গুহা-বাবা দু'জনই মারা গেছে; বুড়ো নেকড়েরা সকলেই গত হয়েছে; শেরে খান কোথায় গেছে তা তো তুমিই জান; একেলা মারা গেছে লাল কুত্তাদের সঙ্গে; তোমার বুদ্ধি ও শক্তি সহায় না হলে দ্বিতীয় সীয়োনী দলও মরে ভূত হয়ে যেত।

এখন তো বুড়ো ভংকালগুলো ছাড়া আর কিছুই নেই। এ তো আর একটা মানুষের ছা তার দলের কাছে বিদায় চাইছে না, এ যে স্বয়ং জঙ্গলের মালিকই তার পথটা বদলাচ্ছে। কে এমন আছে যে মানুষকে তার পথ বদলে দেবে?"

মোগলি বলল, "কিন্তু বাঘীরা আর যে ষাঁড় আমায় কিনেছিল। আমি তো—"

নিচের ঝোপের ভিতর থেকে একটা গর্জন ও গাছপালা ভাঙার শব্দে তার কথাগুলি চাপা পড়ে গেল: আগের মতই হাল্কা, শক্ত সমর্থ ও ভয়ংকর বাঘীরা তাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

"সুতরাং," ডান থাবাটা বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, "আমি আসি নি। দীর্ঘ সময় শিকারের পিছনে ছুটতে হল, কিন্তু এতক্ষণে সে ঝোপের মধ্যে মরে পড়ে আছে—দুই বছরে পা দেওয়া

BanglaBook.org

একটা ষাঁড়—যে ষাঁড় তোমাকে মুক্তি এনে দিয়েছিল ছোট ভাইটি। এবার সব ঋণ শোধ হয়ে গেল। এবার থেকে আমার কথাই বালুর কথা।" সে মোগলির পা চাটতে শুরু করল। "মনে রেখো, বাঘীরা তোমাকে ভালবাসত," এই কথা বলে সে লাফ দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। "জঙ্গলের মালিক, নতুন পথে তোমার শিকার শুভ হোক! মনে রেখো, বাঘীরা তোমাকে ভালবাসত!"

বালু বলল, "শুনলে তো। আর কিছু বলার নেই। এবার চলে যাও; কিন্তু তার আগে আমার কাছে এস। ওহে জ্ঞানী ছোট ব্যাঙ, আমার কাছে এস!"

অন্ধ ভালুকটার বুকের উপর মাথা রেখে আর দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে মোগলি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, আর দুর্বল বালু তার পা দুটো চাটতে লাগল। তা দেখে কা বলল, "খোলস ছেড়ে ফেলা বড়ই কঠিন।"

ভোরের বাতাস শুঁকতে শুঁকতে নেকড়ে ভাই বলল, "তারাগুলো ম্লান হয়ে আসছে। আজ আমরা কোথায় আশ্রয় নেব? এবার থেকে আমাদের চলতে হবে নতুন পথে।"

জঙ্গলের কথামালা

এই গল্পটি রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর 'জাঙ্গল বুক' সিরিজের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু গল্পটি যেহেতু মোগলি সম্পর্কিত তাই এই গল্পটিকে এখানে রাখা হয়েছে। গল্পটি নেওয়া হয়েছে 'মেনি ইনভেনশন্‌স্‌' নামক বই থেকে।

ভারত সরকারের ফরেস্ট অফিসার হিসাবে চার বছর ধরে কাজ করছেন মিঃ গিসবোর্ণ। জঙ্গলের এক প্রান্তে দুই কামরার বাংলোতে থাকেন। তার মুসলমান বাবুর্চিটির নাম আব্দুল গফুর। তার অধীনে কাজ করে আরও পাঁচজন কর্মচারি। গিসবোর্ণ বাংলোর বারান্দায় বসে জঙ্গলের ঋতু-পরিবর্তন দেখেন। তাতেই তার দিনগুলো শান্তিতে কেটে যায়।

একদিন রাতে একটি লোক ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, একজন বন-রক্ষক কণ্যে নদীর তীরে মরে পড়ে আছে; তার মাথার একটা দিক সম্পূর্ণ থেঁতলে গেছে।

ভোর হতেই গিসবোর্ণ রাইফেলটা নিয়ে নদীর তীরে গিয়ে হাজির হলেন। মৃতদেহটাকে রাখা হয়েছে একটা খাটিয়ার উপর। বন-রক্ষকের বিধবা স্ত্রী পাশে বসে কাঁদছে; আর দু'-তিনটি লোক মাটির উপর পায়ের ছাপগুলো পরীক্ষা করছে।

গিসবোর্ণকে দেখে একজন বলল, "হুজুর, এটা নিশ্চয় সেই বাঘটারই কাজ। হয় তো সে ব্যাটা এখনও আশেপাশেই কোথাও ওঁৎ পেতে বসে আছে।"

অন্য একজন বলে উঠল, "আবার এও হতে পারে যে সে ব্যাটা চার ক্রোশ দূরের সেই গ্রামেই—আরে, ও আবার কে? এই দিকেই আসছে।"

গিসবোর্ণ ঘুরে দাঁড়ালেন। নদীর শুকনো খাত বেয়ে একটি ছেলে হেঁটে আসছে। পরনে এক-ফালি কাপড়, মাথায় বনফুলের মালা জড়ানো। সে নিঃশব্দে হেঁটে আসছে নুড়িগুলোর উপর পা ফেলতে ফেলতে।

সামনে এসে সে বলল, "এখন বাঘটা ঐ পাহাড়ের ওদিকে ঘুমিয়ে আছে। এই তো আমি

BanglaBook.org

দেখে এলাম। সাহেব যদি দেখতে চাও তো দেখিয়েও দিতে পারি।"

গিসবোর্ণ রাজি হলেন। তার সঙ্গে এগোতে এগোতে বললেন, "তোমাকে তো আগে কখনও দেখি নি।"

"এ জঙ্গলে আমি নতুন এসেছি সাহেব।"

"কোন্ গ্রাম থেকে এসেছ?"

"আমার কোন গ্রাম নেই সাহেব—কোন জাতও নেই।"

গিসবোর্ণ শুধালেন, "তোমার নাম কি?"

ছেলেটি বলল, "মোগলি। তা—তোমার নাম কি সাহেব?"

"আমার নাম গিসবোর্ণ। আমি এখানকার ফরেস্ট অফিসার। তোমার মত বাউণ্ডুলেরা যাতে জঙ্গলের কোন ক্ষতি করতে না পারে, সেটা দেখাই আমার কাজ।"

"জঙ্গলের কোন ক্ষতিই আমি কোনদিন করব না সাহেব জঙ্গলেই আমার ঘরবাড়ি।" মোগলি বলল।

গিসবোর্ণকে সঙ্গে নিয়ে নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে চলল মোগলি। একটা পাথরের আড়ালে পৌঁছে তারা দেখল, বাঘটা জলের ধারে টান-টান হয়ে শুয়ে আছে। একটুও দেরি না করে গিসবোর্ণ রাইফেল তাক করে গুলি ছুঁড়লেন। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে বাঘটা নিথর হয়ে গেল।

একবার সাহেবের দিকে, একবার রাইফেলটার দিকে তাকিয়ে মোগলি বলল, "তুমি এখন কোথায় যাবে সাহেব?"

"আমার বাংলোয় ফিরে যাব।"

মোগলি সাগ্রহে বলে উঠল, "আমি কি তোমার সঙ্গে যেতে পারি সাহেব? কোনদিন আমি সাদা মানুষদের ঘরবাড়ি দেখি নি।"

BanglaBook.org

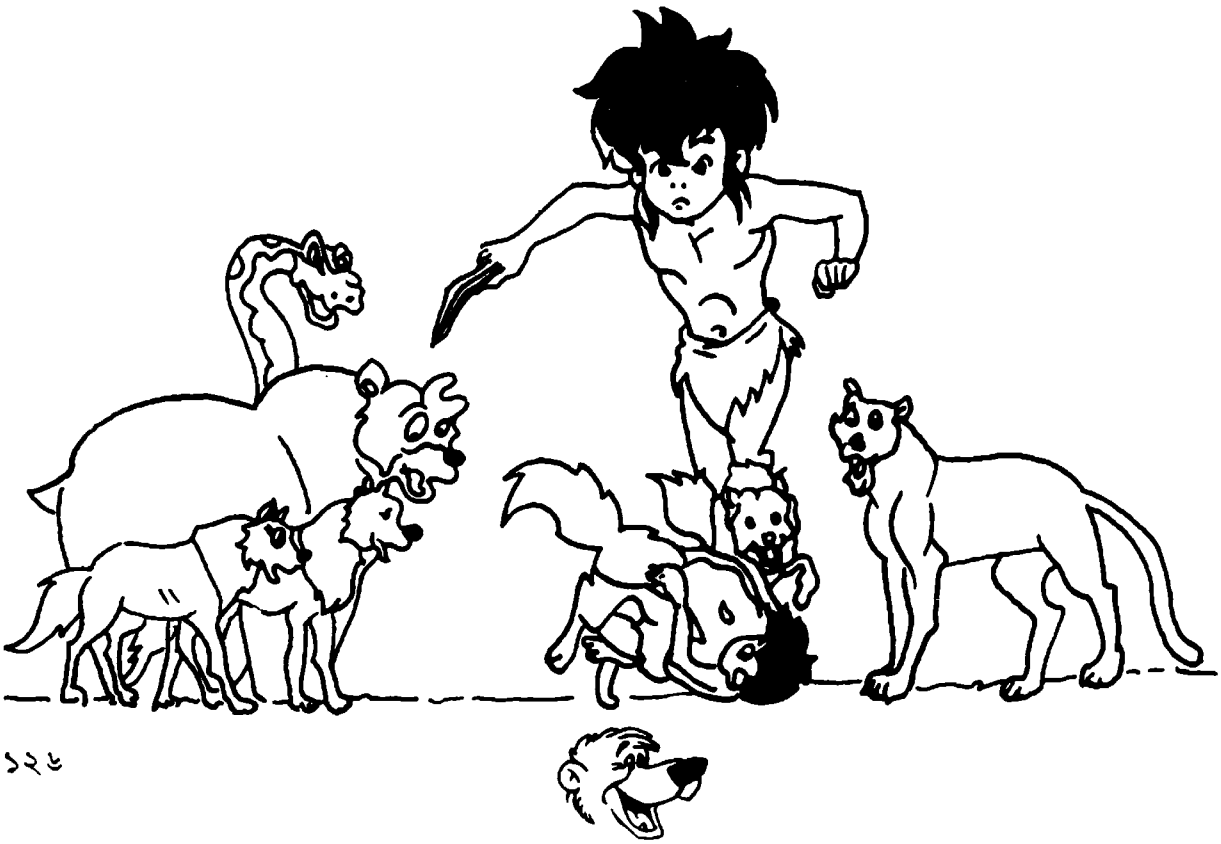

"এসো।" বলে গিসবোর্ণ পা চালিয়ে দিলেন।

বাংলো দেখে মোগলি তো অবাক! চেয়ার, টেবিল, পর্দা—আরও কত রকম আসবাবপত্র। মোগলি পা টিপে টিপে সারা বাংলোটা ঘুরে ঘুরে দেখল।

আব্দুল গফুরকে দেখে বলল, "বাবা! এ যে দেখছি এলাহি কারবার। ঘরে ঘরে এতসব দামি দামি জিনিসপত্র। চোর-ডাকুরা এসব চুরি করে না?"

আব্দুল চোখ বড় বড় করে বলল, "জংলী মানুষ ছাড়া আর কে আসবে এখানে চুরি করতে? এখন তুই ভাগ্ তো এখান থেকে!"

চোখ দুটো গোল গোল করে তাকিয়ে মোগলিও পাল্টা জবাব দিল, "আমাদের জঙ্গলে ছাগলরা খুব ব্যা-ব্যা করলে আমরা তার গলাটাই কেটে ফেলি। আরে না, না বুড়ো, তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি এখনই এখান থেকে কেটে পড়ছি।"

চোখের নিমেষে মোগলি জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর একদিন সন্ধ্যায় বারান্দায় বসে গিসবোর্ণ পাইপ টানছিলেন। পাইপের ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। ধোঁয়াটা সরে যেতেই তিনি দেখতে পেলেন, বারান্দার এক ধারে মোগলি দাঁড়িয়ে আছে। সে মুচকি হেসে বলল, "তোমার সঙ্গে একটু গল্প করতে এলাম সাহেব।"

"বেশ তো। এগিয়ে এসে বসো। তারপর—জঙ্গলের খবর-টবর কি? আবার কোন বাঘ বেরিয়েছে নাকি?"

"না সাহেব। বাঘ-টাঘ চোখে পড়ে নি। তবে অভ্যাসমত নীলগাইরা কণ্যে নদীর দিকে সরে গেছে।"

"সে কথা তুমি জানলে কেমন করে?"

"এ তো জঙ্গলের সবাই জানে সাহেব।"

"আমি অন্তত জানি না। আর—তোমার কথা সত্যি না মিথ্যে সেটা জানবারও তো কোন উপায় নেই। কে আর এই রাতে জঙ্গলে গিয়ে

BanglaBook.org

নীলগাইদের খোঁজ করবে বল?"

চোখ দুটো কপালে তুলে মোগলি বলল, "সত্যি-মিথ্যে? ঠিক আছে সাহেব। আমি এখনই গিয়ে একটা নীলগাইকে এখানে তাড়িয়ে নিয়ে আসছি।"

গিসবোর্ণ হেসে উঠলেন। বললেন, "তুমি কি পাগল? নীলগাইদের কেউ তাড়িয়ে আনতে পারে না কি?"

"একটু অপেক্ষা কর সাহেব। আমি আসছি।"

চোখের পলকে মোগলি অন্ধকার জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গিসবোর্ণ চুপচাপ বসে আছেন। গাঢ় অন্ধকারে ঝোপ-জঙ্গল সব ঢেকে গেছে। বাতাসে ভেসে আসছে একটা সর্-সর্ শব্দ। একটু পরেই ভেসে এল একটা নেকড়ের গর্জন। তারপর—আবার সব নীরব-নিঃঝুম!

বেশ কিছু সময় পরে একটা শব্দ ভেসে এল পশ্চিমের জঙ্গল থেকে। ঝোপ-ঝাড় ভেঙে কে যেন ছুটে আসছে। বিস্মিত গিসবোর্ণ দেখলেন, জঙ্গলের ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল একটা নীলগাই। বাংলোর সামনে একটু থমকে দাঁড়াল। তারপর ছুটে চলে গেল অন্যদিকের জঙ্গলে।

পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, "ওটাই দলের সর্দার। এবার বিশ্বাস হল তো সাহেব? না কি গোটা দলকেই আনতে হবে?"

ততক্ষণে মোগলি এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়। অপ্রস্তুত হবার মত ভঙ্গিতে গিসবোর্ণ বললেন, "ব্যাপারটা একটু নতুন লাগছে। তুমি কি নীলগাইদের মতই ছুটতে পার?"

মোগলি মুচকি হেসে বলল, "নিজের চোখেই তো সব দেখলে সাহেব। যদি আরও জানতে চাও—আমি তাতেও রাজী। ভাবছি, এখানেই থেকে যাব।"

গিসবোর্ণ বললেন, "বেশ তো, থেকে যাও।

BanglaBook.org

ক্ষিদে পেলেই এখানে চলে এসো। আমার সঙ্গেই খাবে।"

জিভটাকে একবার চুষে মোগলি বলল, "রান্না-করা খাবার খেতে আমার খুব ভাল লাগে সাহেব। তার বদলে আমিও তোমাকে কথা দিচ্ছি সাহেব, যতদিন আমি এখানে আছি, কোন চোর-ডাকু তোমার বাংলোতে ঢুকতে পারবে না।"

মোগলি চলে গেল। তার শীর্ণ দেহটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। গিসবোর্ণ পাইপটা টানতে টানতে ভাবতে লাগলেন—বনরক্ষী হবার মত একটা যোগ্য ছেলেকে এতদিনে খুঁজে পেয়েছি, নীলগাইকে যে তাড়িয়ে আনতে পারে। সে তো অসাধ্য সাধন করতে পারে, আমার বনবিভাগে ওর একটা কাজের ব্যবস্থা করতেই হবে।

কিন্তু বাদ সাধল আব্দুল। শোবার ঘরে ঢুকে গিসবোর্ণকে বলল, "কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক থেকে আসা ঐ সব বাউণ্ডুলে ছেলেরা সাধারণত পাকা চোরই হয়। ওদের এতটা আশকারা দেবেন না হুজুর।"

গিসবোর্ণ মনে মনে হাসলেন। রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে তিনি শুনতে পেলেন—আব্দুল নিজের তেরো বছরের মেয়েটাকে ধরে ঠেঙাচ্ছে, আর মেয়েটা একটানা কাঁদছে।

মোগলি মাঝে মাঝেই গিসবোর্ণের কাছে চলে আসে। তা দেখে আব্দুলের চোখ টাটায়। সে মোগলিকে খুব খাটিয়ে নেয়। কেবল ফরমাস করে—জল আন, মুরগি ধরে আন। মোগলি হাসিমুখেই তার সব কাজ করে দেয়। তবু আব্দুল তার বিরুদ্ধে গিসবোর্ণকে মাঝে মাঝেই হুঁসিয়ারি দেয়—"ও ব্যাটা পাকা চোর সাহেব।" গিসবোর্ণ তার কথায় কান দেন না। আব্দুল গজ্‌গজ্‌ করতে করতে চলে যায়।

দিন কয়েক পরে গিসবোর্ণকে একবার জঙ্গলে যেতে হল সরেজমিনে সব কিছু দেখতে। বুড়ো হয়েছে বলে আব্দুল বাংলোতেই থেকে গেল।

BanglaBook.org

ঘোড়া ছুটিয়ে কিছুটা পথ যাবার পরেই পিছনে অন্য কারও চলার শব্দ শুনে গিসবোর্ণ থমকে দাঁড়ালেন। ছুটতে ছুটতে তার কাছে এসে দাঁড়াল মোগলি। গিসবোর্ণ খুশি হয়ে বললেন, "আমাকে দিনকতক এই জঙ্গলেই থাকতে হবে মোগলি। চারাগাছগুলোর একটু দেখভাল করতে হবে।"

মোগলিও খুশি হয়ে বলে উঠল, "সে তো খুব ভাল কথা। তাহলে তো শুয়োরগুলোকে এখান থেকে আবার তাড়াতে হবে।"

গিসবোর্ণ হেসে বললেন, "আবার? তার মানে?"

মোগলি বলল, "কাল রাতে শুয়োরের পাল শালগাছের চারাগুলোকে খেয়ে মুড়িয়ে দিচ্ছিল। তখন আমি তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। এবার ভাবছি, তাদের একেবারে কণ্যে নদীর তীর পর্যন্ত খেদিয়ে দেব।"

সুযোগ বুঝে গিসবোর্ণ বললেন, "আচ্ছা মোগলি, তুমি যে এই সব কাজ করে বেড়াচ্ছ তার বদলে তো কিছুই পাচ্ছ না। তার চাইতে আমি বলি কি, তুমি যদি বনবিভাগে একটা চাকরি নাও, তাহলে মাসে মাসে মাইনে তো পাবেই, বুড়ো বয়সে একটা পেনসনও পাবে।"

মোগলি চুপ করে কি যেন ভাবল। তারপর বলল, "ঠিক আছে সাহেব, আমি ভেবে দেখব। কিন্তু তোমাদের মত ওই রকম দরজা-বন্ধ ঘরে থাকা....ওরে বাবা! সে আমি পারব না।"

গিসবোর্ণ বললেন, "ভাল করে ভেবে আমাকে জানিও। রাত অনেক হল। এস, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।"

সাহেব খাবার-দাবার সঙ্গে করেই এনেছিলেন। ভরপেট খেয়ে মোগলি ঘাসের উপর টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল। খানিক পরে হঠাৎ বলে উঠল, "আচ্ছা সাহেব, তোমার সাদা মাদি-ঘোড়াটাকে কি বাংলো থেকে বের করার হুকুম দিয়ে এসেছ না কি?"

"কই, না তো! কেন বলতো?"

"সেটার পিঠে চেপে কেউ এখন বেশ জোরেই ছুটে চলেছে রেল-লাইনের দিকে।"

BanglaBook.org

"কি বলছ তুমি? রেল-লাইন তো এখান থেকে দুই ক্রোশ দূরে!"

মোগলি হেসে বলল, "এমন আর দূর কি? একবার গিয়ে দেখে আসব না কি?"

গিসবোর্ণ অবাক হয়ে বললেন, "কি বলছ তুমি? তুমি কি পাগল? কি না কি একটা আওয়াজের পিছনে এতটা পথ ছুটে যাবে? তাও এই দারুণ রোদে।"

মোগলি তবু বলল, "না, ঘোড়াটা তোমার কি না, তাই বললাম। তুমি বললে ঘোড়াটাকে আমি ফিরিয়ে আনতে পারি।"

"কেমন করে?"

"সব ভুলে গেলে সাহেব? নীলগাইটা কি ভাবে এসেছিল, তোমার মনে নেই?"

কি ভেবে গিসবোর্ণ বললেন, "বেশ, যাও তাহলে। দেখাই যাক।"

মোগলি বেশ জোর দিয়েই বলল, "না। কোথাও যেতে হবে না। এখানে বসেই কাজটা করা যাবে।"

একটা অদ্ভুত স্বরে মোগলি তিনবার চিৎকার করে উঠল। তারপর বলল, "এইবার দেখ সাহেব, কি হয়। প্রথমে আসবে ঘোড়াটা; তারপরে আসবে মানুষটা।"

খানিক পরেই ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল গিসবোর্ণের সাদা ঘোড়াটা। মুখে লাগাম পরানো। পিঠে কোন সওয়ার নেই।

মোগলি বলল, "এবার মানুষটা আসবে। লোকটা বোধহয় একটু বুড়ো আর থল্‌থলে।"

একটু পরেই জঙ্গলের ভিতর থেকে ভেসে এল একটা আর্তকণ্ঠ।

BanglaBook.org

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন গিসবোর্ণ।

পরক্ষণেই ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল আব্দুল। আতংকে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার মুখ।

গিসবোর্ণকে দেখেই সে কেমন যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পর মুহূর্তেই মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ল। কাঁপতে কাঁপতে বলল, "শয়তানের খেলা হুজুর—এক জব্বর শয়তানের খেলা! আমি পাপ করেছি হুজুর, আর সেই পাপের জন্যই শয়তান আমাকে শাস্তি দিয়েছে। এটা আপনি ফিরিয়ে নিন হুজুর।"

গিসবোর্ণ ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। বললেন, "এটা কি?"

আব্দুল মাটিতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বলল, "হাজত-বাসই আমার পাওনা হুজুর! আপনি আমাকে জেলে পাঠিয়ে দিন। আপনার নুন খেয়ে আমি বেইমানি করেছি। এই টাকাটা আমি আপনার ঘর থেকেই চুরি করেছি। জঙ্গলের শয়তান তার জন্য আমাকে উচিত শাস্তিই দিয়েছে হুজুর।"

গিসবোর্ণ বাণ্ডিলটা খুললেন। মাইনের সব টাকাটাই তিনি টেবিলের টানার ভিতরে রেখে দিয়েছিলেন। সেই টাকাটা নিয়েই আব্দুল পালিয়ে যাবার মতলব করেছিল। তবু—তবু—আব্দুল তার অনেক দিনের বাবুর্চি। তাকে তিনি ভাল করেই চেনেন। লোকটা চোর-ছ্যাঁচ্চোর নয়। লোভের বশে অন্যায়টা করে ফেলেছে। গিসবোর্ণ বললেন, "দেখ আব্দুল, তুমি আমার পুরনো লোক বলে এবারকার মত তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম। খবরদার! এ রকম কাজ ভবিষ্যতে আর কোনদিন করো না। যাও—এখন নিজের কাজে ফিরে যাও।"

আব্দুল বলল, "কিন্তু—জঙ্গলের শয়তান যদি ফের আমাকে তাড়া করে—"

তাকে বাধা দিয়ে মোগলি বলল, "কোন ভয় নেই বুড়ো। ওরা তোমার কোন ক্ষতি করবে না।"

ভয়ে ভয়ে আব্দুল শুধাল, "ওরা সব তোমার চেলা নাকি মোগলি?"

আব্দুলের আসল চালটা মোগলি আগেই ধরতে পেরেছিল। আসলে সে মোগলিকে দুই চোখে দেখতে পারে না। তাই চুরির দোষটা সে মোগলির ঘাড়েই চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। এবার মোগলি বেশ রাগের সঙ্গেই বলল, "শোন বুড়ো, আমি যদি আগে বুঝতে পারতাম যে আমাকে চোর বানাতেই তুমি এই ফন্দিটা করেছিলে তাহলে আমার ঐ শয়তানরা তোমাকে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে এখানে নিয়ে আসত। বল তো এখনই সে খেলটা একবার তোমাকে দেখিয়ে দেই।"

এরপরে আব্দুল আর সেখানে দাঁড়াল না। ভয়ে ভয়ে সরে পড়ল।

এবার গিসবোর্ণ কঠিন দৃষ্টিতে মোগলির দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখ মোগলি, তুমি আমার টাকাগুলো উদ্ধার করে দিয়েছ, তাতে আমি খুশিই হয়েছি। কিন্তু এই শয়তানের ব্যাপারটা কি? কারা এমন করে আব্দুলকে তাড়িয়ে নিয়ে এল? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

মোগলি মুখে কিছুই বলল না। মিটিমিটি হাসতে লাগল। তা দেখে গিসবোর্ণ খুব রেগে গেলেন। ধমক দিয়ে বললেন, "আমার কথার জবাব দাও মোগলি। মিটমিট করে হাসলে চলবে না।"

মোগলিও নির্ভয়ে জবাব দিল, "জোর করে আমার কাছ থেকে তুমি কিছুই জানতে পারবে না সাহেব। আমি জঙ্গলের ছেলে। কাউকে ভয় করি না। অপেক্ষা করে থাক, একদিন আমি তোমাকে সব কথা খুলে বলব। এখন কেবল এইটুকু জেনে রাখ যে এর মধ্যে কোন শয়তানী ব্যাপার নেই। গোটা জঙ্গলই আমার হাতের মুঠোয়। এই জঙ্গলকে আমি চিনি। বাস।"

বলতে বলতেই মোগলি জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য

BanglaBook.org

হয়ে গেল। কি একটা ভাবতে ভাবতে গিসবোর্ণও পা বাড়ালেন। কাজকর্ম সেরে সেখানকার তাঁবুতে ঢুকতে গিয়েই তিনি দেখতে পেলেন ভিতরে আগুন জ্বলছে। সুগন্ধি খাবারের গন্ধ লাগল নাকে। তার মানে—মুলার সাহেব এসেছেন।

মুলার ভারত সরকারের বনবিভাগের বড় কর্তা। আরাম কেদারায় বসে বাবুর্চিকে ভাল ভাল খাবারের ফরমাস করছেন। গিসবোর্ণ জানেন, তাদের এই বড় কর্তাটি বেশ খাদ্যরসিক।

গিসবোর্ণকে ঢুকতে দেখে বললেন, "আরে, গিসবোর্ণ যে। এস এস। ভাল সময়েই এসে পড়েছ। এদিকে রাতের খানাও তৈরি। হাত-মুখ ধুয়ে এস।"

খাওয়া-দাওয়া সেরে মুলার একটা চুরুট ধরালেন। দু'জনের গল্প-গুজব চলছে, এমন সময় দেখা গেল, চাঁদের আলোয় কে যেন বাইরে চলাফেরা করছে। তাকে এক নজর দেখেই মুলার বলে উঠলেন, "আরে, এ যেন দেখছি স্বয়ং বনদেবতাই এসে হাজির হয়েছে!"

মাথায় বনফুলের মালা জড়িয়ে, হাতে একটা গাছের ডাল নিয়ে এগিয়ে আসছিল মোগলি। তাকে কাছে ডেকে এনে গিসবোর্ণ মুলারকে বললেন, "ও আমার বন্ধু স্যার। আমাকে খুঁজতেই এখানে এসেছে।"

মোগলি কিন্তু সোজা গিসবোর্ণের কাছে গিয়ে নিচু গলায় বলল, "তখন ওভাবে হঠাৎ চলে যাওয়াটা আমার উচিত হয় নি সাহেব। কি জান সাহেব, যে বাঘটাকে তুমি সেদিন মেরেছ, তার সঙ্গিনীটি কিন্তু তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। এটা আগে জানলে আমি কিছুতেই তোমাকে একলা ফেলে ওভাবে চলে যেতাম না। পিছনের ঐ জঙ্গল থেকেই বাঘিনীটা তোমার পিছু নিয়েছিল।"

BanglaBook.org

বিস্মিত মুলারের দিকে মুখ ফিরিয়ে গিসবোর্ণ বললেন, "ছেলেটা একটু পাগল আছে। ও এমন ভাবে কথা বলে যেন জঙ্গলের সব জীবজন্তু ওর কত দিনের বন্ধু।"

মুলার বললেন, "তাতো হতেই হবে। জঙ্গলের জীবজন্তুরা বনদেবতার বন্ধু হবে না তো আর কার বন্ধু হবে?"

কি ভেবে মুলার মোগলিকে কাছে ডাকলেন। বললেন, "তোমার হাতটা দেখি।"

মোগলি একটা হাত বাড়িয়ে দিল। কনুই পর্যন্ত হাতটা ভাল করে দেখে মুলার বললেন, "হুম, ঠিকই ধরেছি। আচ্ছা, তোমার হাঁটুটা একবার দেখাও তো।"

মোগলি দুটো হাঁটুই দেখাল। গোড়ালির কাছে কয়েকটা সাদাটে দাগ দেখে মুলার মুচকি হেসে বললেন, "এই দাগগুলো খুব ছোটবেলার, তাই না?"

মোগলি হেসে উত্তর দিল, "হ্যাঁ সাহেব। কয়েকটা বাচ্চার ভালবাসার দাগ ওগুলো।" তারপর গিসবোর্ণের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই সাহেব তো দেখছি সবই জানে। ইনি কে?"

মুলার বললেন, "ও সব কথা পরে হবে বন্ধু। এখন বল তো এই সব ভালবাসার দাগ দেওয়া বাচ্চাগুলো এখন কোথায় আছে?"

মোগলি তার ডান হাতটা মাথার চারদিকে একবার ঘোরাল। মুলার বললেন, "বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, আমার ঘোড়াটা ওখানে খোঁটায় বাঁধা আছে। ওকে একটুও ভয় না দেখিয়ে এখানে এনে দিতে পার তুমি?"

"এ আর এমন কি কঠিন কাজ সাহেব। এক্ষুণই এনে দিচ্ছি। ওর বাঁধনটা খুলে দিতে বল।" বলতে বলতেই হঠাৎ গলাটা চড়িয়ে মোগলি একটা আশ্চর্য শব্দ করল।

ঘোড়ার বাঁধনটা খুলে দেবার জন্য চেঁচিয়ে সহিসকে হুকুমটা দিয়েই দুই সাহেব বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু তার আগেই ঘোড়াটা ঘাড় বাঁকিয়ে নড়ে উঠল। মুলার বললেন, "দেখো, ওটা যেন জঙ্গলে পালিয়ে না যায়।"

আশ্চর্য এক ভঙ্গিতে মোগলি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখাচ্ছে আলোর আভায় উদ্ভাসিত এক গ্রীক দেবতার মত।

ঘোড়াটা ছুটতে ছুটতে মুলারের সমুখে এসে দাঁড়াল। গিসবার্ণ বলে উঠলেন, "এ তো দেখছি এক ভোজবাজির খেলা!"

মুলার বললেন, "না, মোটেই ভোজবাজি নয় গিসবোর্ণ। তুমি কি কিছুই বুঝতে পারছ না?"

গিসবোর্ণ বললেন, "না স্যার, আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না।

মুলার মাথা নেড়ে বললেন, "তাহলে আমিও তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা করব না। ও নিজেই একদিন সব তোমাকে বলবে। ওর কাছেই শুনো।"

তারপর মোগলির দিকে তাকিয়ে বললেন, "শোন, আমি হচ্ছি এ দেশের সমস্ত জঙ্গলের বড়কর্তা। আমার অধীনে অনেক মানুষ চাকরি করে। আমি বলছি, এভাবে জঙ্গলে জঙ্গলে পশুদের সঙ্গে খেলা করে, না ঘুরে তুমি বনবিভাগে একটা চাকরি নাও, বনরক্ষী হিসাবে এখানে কাজে লেগে যাও। জঙ্গলের সব কিছু তোমার নখ-দর্পণে—সব সুলুক-সন্ধান তুমি জান। ভালভাবে চারদিকে নজর রাখবে। কখনও জঙ্গলের কোন রকম ক্ষতি হতে দেবে না। বাস। এই তোমার কাজ। এর জন্য তুমি মাসে মাসে মাইনে তো পাবেই, আবার বুড়ো বয়সে একটা পেনশনও পাবে। কি বল? তুমি রাজি তো?"

মোগলি বলল, "এই সাহেবও এ রকম একটা চাকরির কথা আজ সকালেই আমাকে বলেছিল। ব্যাপারটা নিয়ে আমি সারাদিন ভেবেছি। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করেছি—চাকরিটা আমি নিতে

BanglaBook.org

পারি, তবে আমাকে এই জঙ্গলেই রাখতে হবে, আর এই গিসবোর্ণ সাহেবের কাছে আমাকে কাজ করতে দিতে হবে। এটা যদি তোমরা মেনে নাও, তাহলে তোমাদের চাকর হতে আমি রাজি।"

"বেশ, তাই হবে। এ সপ্তাহের মধ্যেই তোমার চাকরির চিঠি পেয়ে যাবে।" বলতে বলতেই মুলার গিসবোর্ণের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বুঝলে হে, এর চাইতে ভাল বনরক্ষী তুমি দ্বিতীয়টি খুঁজে পাবে না। ও একটা বিস্ময় বালক! ভাল করে শুনে রাখ, এই জঙ্গলের সব জীবজন্তুই ওর জাতভাই। বছর তিরিশ আগে এই রকম আর একটা জংলি ছেলেকে আমি দেখেছিলাম। ছেলেটা বেশি দিন বাঁচে নি। কাগজে এই রকম আরও দু'-একটা ছেলের কথাও পড়েছি। তারাও বেশিদিন বাঁচে নি। এই ছেলেটা কিন্তু বেঁচে আছে। কি জান বন্ধু, ও তোমাদের এই আদিম প্রস্তর যুগের মানুষ। যেন স্বয়ং আদম এসে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে তার বাগানে, সৃষ্টি করতে চলেছে একটা নতুন ইতিহাস। এখন দরকার শুধু একজন ইভকে, বুঝলে গিসবোর্ণ, একজন ইভ!"

এক সপ্তাহ পরে।

নিজের বাংলোয় ঘুমাচ্ছিলেন গিসবোর্ণ। এমন সময় আব্দুল এসে তাকে ডেকে তুলল। গিসবোর্ণ উঠে বসলেন। রাগে কাঁপতে কাঁপতে আব্দুল বলল, "আমার ইজ্জৎ আর রইল না সাহেব। আপনার বন্দুকটা নিয়ে এখনই আমার সঙ্গে চলুন। কেউ কিছু জানবার আগেই খতম করে দিন।"

গিসবোর্ণ বললেন, "ব্যাপার কি?"

আব্দুল জানাল, তার মেয়েটা পালিয়ে গেছে মোগলির সঙ্গে। আব্দুলের কাজে সাহায্য করতে মোগলি তার বাড়িতে আসত। সেই থেকেই দু'জনের জানাশোনা হয়। এখন তারা জঙ্গলের মধ্যে বসে আছে। সঙ্গে আছে মোগলির সেই শয়তানরা।

গিসবোর্ণ কিছু বলার আগেই আব্দুল বন্দুকটা এনে তার হাতে দিল। তাকে টানতে টানতে জঙ্গলের দিকে নিয়ে চলল।

চলতে চলতে গিসবোর্ণ খুশি মনে শিস দিতে লাগল। মোগলি কেন আব্দুলকে সাহায্য করতে আসত, আর আব্দুলই বা কেন রাতের বেলা নিজের মেয়েকে মারধোর করত—সবই এখন তার কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে।

জঙ্গলের ভিতর থেকে ভেসে আসছে একটা মিষ্টি বাঁশির সুর—বুঝি কোন বনদেবতা এক মনে বাঁশি বাজিয়ে চলেছে।

আরও কিছুটা এগিয়ে গিসবোর্ণ মানুষের গলা শুনতে পেলেন। আরও কিছুটা এগিয়ে দেখলেন, গাছ-গাছালি দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় গাছের একটা গুঁড়ির উপর বসে আছে মোগলি। তার মাথায় টাটকা বনফুলের মালা জড়ানো। পাশেই বসে আছে আব্দুলের মেয়ে। মোগলি আপন মনে বাঁশি বাজাচ্ছে, আর তারই তালে তালে নাচছে চারটে বড় বড় নেকড়ে।

আব্দুল ফিস্ ফিস্ করে বলল, "ওইগুলোই ওর পোষা শয়তান হুজুর। আপনি ওদের খতম করে দিন।"

ওদিকে মোগলি মেয়েটিকে বলল, "তোমার বাবা বলে ওরা নাকি শয়তান। কিন্তু ওদের দেখে কি তোমার তাই মনে হয়? ওদের ভয় করার মত কিছু আছে কি?"

মেয়েটি খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল। আব্দুল দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল। মোগলি বলতে লাগল, "ওরা আমার ছোটবেলার খেলার সাথী, আমার ভাই। আমরা একই মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়েছি। সেই মায়ের কথাই তো সেদিন তোমাকে বলেছিলাম। যে বাঘ বাবা আমাকে বাঁচিয়েছিল ওরা তারই ছেলে।"

BanglaBook.org

মেয়েটি বলল, "কিন্তু তুমি তো মানুষের ছেলে মানুষ—বাঘ নও।"

মোগলি গম্ভীর গলায় বলল, "হ্যাঁ, আমি মানুষের ছেলে; এক মানুষের পেটেই আমি জন্মেছিলাম। কিন্তু আমি বড় হয়েছি এক নেকড়ে মায়ের দুধ খেয়ে, তারই ওই নেকড়ে ছেলেদের সঙ্গে। জ্ঞান হবার পর থেকে জঙ্গলের বাসিন্দাদের সঙ্গেই আমার দিন কেটেছে। আবার আমি মানুষ বলে ওরাই শেষ পর্যন্ত আমাকে জঙ্গলের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

মেয়েটি সাগ্রহে শুধাল, "পাঠিয়ে দিয়েছে? কারা পাঠিয়ে দিয়েছে?"

মোগলি বলল, "জঙ্গলের জীবজন্তুরাই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাদের কথায় আমি জঙ্গল ছেড়ে চলে এসেছি, কিন্তু ওই চারজন কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়ে নি, কারণ আমি ওদের ভাই। জঙ্গল থেকে এসে আমি মানুষের সঙ্গে বাস করেছি, তাদের গরু-ছাগল চরিয়েছি। সেখানে এক বুড়ি আমাকে খুব ভালবাসত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গায়ের লোকরা আমাকে জাদুকরের দুর্নাম দিয়ে ইট-পাথর মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল গ্রাম থেকে। তারপর থেকে আমি এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে অনেক ঘুরেছি, গরু-মোষ চরিয়েছি, শিকার করেছি, কিন্তু আর কোন দিন কোন মানুষ আমার বিরুদ্ধে একটা আঙুল তুলতেও সাহস করে নি। আর আমার এই চারটি দাদা সব সময়ই আমার সঙ্গে থেকেছে। এর মধ্যে জাদু বা শয়তানির কোন ব্যাপারই নেই। ভাল করে চেয়ে দেখ, ওরা কিন্তু বুঝতে পেরেছে তুমি কে!"

মেয়েটি বলল, "জঙ্গলে কিন্তু অনেক শয়তান থাকে।"

গর্জে উঠল মোগলি, "বাজে কথা। একেবারে গাঁজাখুরি গল্প! জঙ্গলই আমার ঘরবাড়ি। আমি জানি জঙ্গলে কি থাকে আর থাকে না। যাও, ওদের মাথায় একবার হাত বুলাও। দেখ, ভয়ের কিছু আছে কি না।"

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে নেকড়েগুলোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

দূরে দাঁড়িয়ে আব্দুল চাপা গলায় বলল, "দেরি করছেন কেন হুজুর? এখনি গুলি করুন।"

গিসবোর্ণ ধমক দিয়ে বললেন, "চুপ কর। আমাকে শুনতে দাও।"

মেয়েটি নেকড়েগুলোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে দেখে মোগলি খুব খুশি হল। বলল, "এই তো চাই! জানো, ওরা আমার সঙ্গে কম করেও এক হাজার গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছে।"

মেয়েটি বলল, "বল কি, এক হাজারটা গ্রাম! তাহলে তো তুমিও কম করে এক হাজারটা মেয়েকে দেখেছ। তাহলে তুমি তাদের কাছে গেলে না কেন?"

মোগলি হাসতে হাসতে বলল, "আরে বাবা, তখন তো সারাক্ষণ কেবল খাবার ভাবনা ভাবতেই কেটে যেত। অন্য কিছু করার সময় ছিল কোথায়? তার উপর ছিল আমার এই ভাই চারটির ভাবনা। ওরা তো সব সময়ই আশেপাশে লুকিয়ে থাকত। আমিও দরকার হলেই ওদের ডাক দিতাম। সে দিন ওরাই তো নীলগাইটাকে তাড়া করে এনেছিল। মোটা সাহেবের ঘোড়াটাকে কারা সেদিন পাঠিয়ে দিয়েছিল? সবই আমার এই ভাইদের কীর্তি।"

এই পর্যন্ত ফিস্ ফিস্ করে বলে মোগলি এবার গলা চড়িয়ে দিয়ে বলতে শুরু করল অন্য কথা।

"তারপর—ধর, এই যে তোমার বাবা আর গিসবোর্ণ সাহেব যে এখন আমাদের পিছনেই ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, সেটাও তো আমি ভাল করেই জানি। না, না, তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। ওরা দশজন থাকলেও আমাদের দিকে এক পাও বাড়াতে সাহস করবে না।

BanglaBook.org

আশপাশেই তো ঘাপটি মেরে বসে আছে আমার চার ভাই। আমি জানি, আমার কাছে আস বলে তোমার বাবা তোমাকে অনেক মারধোর করে। তাই তো বুড়োকে একবার আচ্ছা করে ধোলাই দিয়েছিলাম। দেব না কি আর একটু ধোলাই?"

সঙ্গে সঙ্গে একপাটি সাদা দাঁত বের করে ডেকে উঠল একটা নেকড়ে। তা শুনে আব্দুলের পিলে চমকে উঠল। তারপর এক-পা দু-পা করে পিছিয়ে যেতে লাগল বাংলোর দিকে।

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মোগলি বলল, "এখন আছে গিসবোর্ণ সাহেব একা। ওর কোন ক্ষতি আমি কোন দিন করব না। সাহেব বড় ভাল মানুষ। আমি তো এখন থেকে ওর কাছেই কাজ করব। একেবারে সরকারি চাকরি। আবার বুড়ো হলে পেনশনও পাব। তখন আর তোমার বাবাকে কিসের তোয়াক্কা! এখন যাও, ঐ ঘাসের বনে লুকিয়ে পড়। আমি একবার সাহেবের সঙ্গে মোলাকাত করে আসি।"

মেয়েটি এক দৌড়ে গিয়ে ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। তাকে পাহারা দিতে পিছন পিছন গেল নেকড়ে ভাইরা। মোগলিও হাসতে হাসতে গিসবোর্ণ সাহেবের কাছে এগিয়ে গিয়ে নেকড়ে ভাইদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, "সাহেব, এরাই হচ্ছে আমার জাদু। এদের সঙ্গে পাহাড়ের একই গুহাতে থেকে একই নেকড়ে মা-বাবার কাছে আমরা বড় হয়েছি। তার ফলে খুব ছোট থাকতে ওদের সঙ্গে আমিও চলাফেরা করেছি হাঁটু আর কনুইতে ভর দিয়ে। আমার হাতে-পায়ে সাদা দাগগুলো দেখেই মোটা সাহেব ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু তুমি সেটা ধরতেই পার নি। বল তো সাহেব, এখনও কি আমার কাজকর্মগুলোকে তোমার খুব অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে?"

গিসবোর্ণ হাসতে হাসতে বললেন, "অদ্ভুত তো বটেই। ওসব জাদু-টাদুর চাইতে অনেক বেশি অদ্ভুত। কে কবে শুনেছে যে মানুষে-নেকড়েতে ভাই-ভাই হয়! আচ্ছা, তাহলে এরাই কি সেদিন নীলগাইটাকে তাড়িয়ে এনেছিল?"

"হ্যাঁ, এরাই। আমি হুকুম করলে ওরা দেবদূতকেও এখানে তাড়িয়ে আনতে পারে।"

গিসবোর্ণ হাসতে হাসতে বললেন, "তা না হয় পারল; কিন্তু মোগলি, দেবদূতের হাতে রাইফেল থাকে না, সেটা থাকে আমাদের মত শিকারীদের হাতে। এ কথাটা ওদের জানিয়ে দিও।"

মোগলি গম্ভীর হয়ে বলল, "দেখ সাহেব, মানুষ রাইফেল চালিয়ে বনের জন্তু-জানোয়ারদের মারে—এ কথাটা ঠিক না জানলেও মনে প্রাণে কিন্তু ওরা এটা বোঝে। তাছাড়া, অন্তত আমার নেকড়ে-ভাইরা এটা জানে যে তুমি কখনও ওদের গুলি করবে না।"

গিসবোর্ণ মৃদু হেসে বললেন, "তা না হয় হল, কিন্তু এদিকে তুমি এ সব কি করছ? আব্দুলের মুখে যে চুনকালি মাখিয়ে দিচ্ছ?"

খোলা তলোয়ারের মত হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল মোগলি। অভিযোগের সুরে বলে উঠল, "চুনকালি? সে যখন তোমার টাকা চুরি করেছিল, তখন তার মুখে চুনকালি পড়ে নি? একটু আগে সে যখন তোমাকে চুপি চুপি বলছিল একটা নিরীহ মানুষকে গুলি করে মারতে, তখন চুনকালি পড়ে নি? ঠিক আছে। আজই আমি এর একটা হেস্ত-নেস্ত করব। তার সঙ্গে আমি নিজেই কথা বলব। তুমি আমাকে সরকারি চাকরি দিয়েছ সাহেব। এখন তো আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে তার কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। তবু যদি সে আপত্তি করে, তাহলে আমরাই আমাদের পথ বেছে নেব। কারও তোয়াক্কা করব না। আচ্ছা, এবার তুমি যাও সাহেব। আমি এখন ঘুমোব।"

BanglaBook.org

মোগলি ঘাসের বনে অদৃশ্য হয়ে গেল। গিসবোর্ণ বাংলোয় ফিরে দেখলেন, আব্দুল বারান্দায় পায়চারি করছে। লোকটা রেগে একেবারে টং হয়ে আছে।

গিসবোর্ণ হেসে বললেন, "মাথাটা ঠাণ্ডা কর আব্দুল, একটু শান্ত হও। মুলার সাহেব মোগলিকে বনরক্ষীর চাকরি দিয়েছেন। এবার তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও। ওরাও সুখে থাকবে, আর তুমিও শান্তি পাবে।"

আব্দুল ভাঙবে তবু মচকাবে না। মাথা তুলে বলল, "চাকরি? চাকরি পেল তো কি হল? ওর কি জাত-ধর্ম কিছু আছে?"

গিসবোর্ণ বললেন, "ও-সব নিয়ে আর মাথা ঘামিও না। ভালোয় ভালোয় বিয়েটা মিটিয়ে ফেল। নইলে তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে!"

আঁতকে উঠে আব্দুল বলল, "আচ্ছা হুজুর, ওই নেকড়েগুলোকে লেলিয়ে দিয়ে ও আবার আমাকে ছুটিয়ে মারবে না তো?"

আব্দুলের দিশেহারা অবস্থা দেখে গিসবোর্ণ হাসতে হাসতে বললেন, "তা কি বলা যায়। সে রকমটা করতেও পারে। যা গোঁয়াড়-গোবিন্দ ছেলে ও।"

আব্দুল চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, "আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন হুজুর। শুধু দেখবেন, আমার ইজ্জৎ যেন থাকে।"

এক বছর পরে।

একদিন গিসবোর্ণ আর মুলার ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গল দেখতে বেরিয়েছেন। মুলার আগে, গিসবোর্ণ তার পিছনে। কণ্যে নদীর ধারে পাহাড়টার কাছে পৌঁছেই মুলার থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

কাঁটাগাছের ছায়ায় হামাগুড়ি দিয়ে খেলা করছে একটা বাচ্চা ছেলে, আর তার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে একটা মস্ত বড় নেকড়ে। চোখের পলকে রাইফেল তুলে গুলি চালালেন মুলার, আর তার চাইতেও বিদ্যুৎগতিতে তার হাতে ধাক্কা মারলেন গিসবোর্ণ। মুলারের রাইফেলের গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

গর্জে উঠলেন মুলার, "এ কী করলে গিসবোর্ণ? তোমার মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেল? ভাল করে তাকিয়ে দেখ।"

গিসবোর্ণ শান্ত গলায় বললেন, "সবই দেখেছি স্যার। বাচ্চাটার মাও কাছাকাছি কোথাও আছে। কিন্তু—আমি ভাবছি, আপনার গুলির শব্দ শুনে সব ক'টা নেকড়ে না ছুটে আসে!"

ঠিক তখনই পাশের ঝোপের ভিতর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল। তারপর গিসবোর্ণের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "গুলি কে চালাল সাহেব?"

গিসবোর্ণ বললেন, "এই সাহেবই গুলি চালিয়েছেন ভুল করে। আসলে এতদিন পরে তোমাদের কথা ওর মনে নেই তো, তাই ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন নি।"

মেয়েটি চোখ তুলে মুলারকে ভাল করে দেখল। তার চোখের চাউনিতে ফুটে উঠল কৃতজ্ঞতার আভাষ। এই সাহেবের দয়াতেই গড়ে উঠেছে তার সুখের সংসার।

শান্ত গলায় সে বলল, "মনে না থাকারই তো কথা সাহেব। আপনি আমার দোষ নেবেন না। ওর বাবা ঐ নদীতে গেছে মাছ ধরতে। সাহেব কি তার সঙ্গে একবার দেখা করবেন? আরে—কোন ভয় নেই; তোমরা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এস। এই সাহেব আমাদের মা-বাপ। সাহেবকে কুর্নিশ জানিয়ে যাও।"

ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল চারটে বিশালবপু নেকড়ে। মুলার তো দেখেশুনে একেবারে হতবাক। লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন ঘোড়ার পিঠ থেকে। নেকড়েগুলো গিসবোর্ণের পাশে দাঁড়িয়ে লেজ

BanglaBook.org

নাড়তে লাগল। বাচ্চার মা তখন হাসিমুখে ছেলেকে সামলাতেই অতিব্যস্ত।

গিসবোর্ণ বললেন, "মোগলির ব্যাপারটা আপনি ঠিকই বুঝেছিলেন স্যার। ঘটনাটা আপনাকে আগেই বলা আমার উচিত ছিল। কিন্তু গত এক বছরে ওদের সঙ্গে এত বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছি যে আলাদা করে ওদের কথাটা বলার খেয়ালই আমার ছিল না।"

মুলার হেসে বললেন, "আরে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। সব ভাল যার শেষ ভাল। বুঝতেই পারছি, বনদেবতা তার নিজের ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে। চমৎকার! চমৎকার!"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সাদা সীল মাছ

এ সবই ঘটেছিল কয়েক বছর আগে নোভাস্তোশ্‌না বা উত্তর-পূর্ব পয়েন্টের কোন জায়গায়। জায়গাটা বেরিং সমুদ্রের সেন্ট পল দ্বীপে। গল্পটা আমাকে বলেছিল একটি শীতের পাখি রেন। তার নাম লিমার্‌শিন। ঝড়ের হাওয়া তাকে নিয়ে ফেলেছিল জাপানযাত্রী একটা স্টিমারের মাস্তুলের উপর। তাকে আমার কেবিনে নিয়ে এলাম; গরমে রাখলাম; দু'দিন তাকে খাওয়ালাম; তারপর সে আবার সেন্ট পল দ্বীপে উড়ে গেল।

লিমার্‌শিন একটি অদ্ভুত ছোট পাখি, কিন্তু গল্প কেমন করে বলতে হয় সেটা সে ভালই জানে। কাজের তাগিদ ছাড়া কেউ নোভাস্তোশ্‌নায় আসে না; আর কাজের ধান্দায় সেখানে আসে একমাত্র সীল মাছের দল। গ্রীষ্মের কয়েকমাস শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে তারা শীতার্ত ধূসর সমুদ্র পার হয়ে আসে; কারণ নোভাস্তোশ্‌নার উপকূলের মত এমন ভাল থাকার জায়গা পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

'সমুদ্র-শিকার' সেটা জানত; সে যেখানেই থাকুক না কেন বসন্তের হাওয়া দিলেই সে এক সাঁতারে একটা টর্পেডো-বোটের মত সোজা চলে আসত নোভাস্তোশ্‌নায়। সমুদ্রের যতটা কাছে সম্ভব পাহাড়ের একটা ভাল জায়গা পাবার জন্য সঙ্গীদের সঙ্গে লড়াই করে একটা মাস সেখানে কাটিয়ে যেত। সমুদ্র শিকারের বয়স পনেরো বছর; বিরাটদেহ এক ধূসর লোমশ সীল; কাঁধের উপর একগুচ্ছ কেশর, লম্বা শ্ব-দন্ত; উচ্চতা চার ফুটের বেশি, ওজন প্রায় সাত শ' পাউণ্ড। তার সারা দেহ হিংস্র যুদ্ধের ক্ষত-চিহ্নে ভরা; তবু আরও একটা যুদ্ধের জন্য সে সর্বদাই প্রস্তুত।

BanglaBook.org

মাথাটাকে এক পাশে কাত করে রাখবে; দেখে মনে হবে, সে বুঝি শত্রুর মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে; কিন্তু পরমুহূর্তেই সে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে যাবে; তার বড় বড় দাঁতগুলি বসিয়ে দেবে অপর সীলের ঘাড়ে; ক্ষমতায় কুলোলে আক্রান্ত সীলটা পালিয়ে যেতেও পারে, কিন্তু সমুদ্র-শিকার তাকে বাগে আনতে চেষ্টার ত্রুটি করবে না।

অথচ সমুদ্র-শিকার কখনও একটা পরাজিত সীলকে তাড়া করে না, কারণ সেটা উপকূল রীতির বিরোধী। কিন্তু প্রতিটি বসন্ত কালেই চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার সীল একই জিনিস শিকার করে বেড়ায়, আর তাই শিস, তর্জন, গর্জন ও চিৎকারে সাগরতীর ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

ছোটখাট হাচিন্সন পাহাড়ের উপর থেকে তুমি দেখতে পাবে—সাড়ে তিন মাইলব্যাপী ভূ-খণ্ড জুড়ে আছে যুদ্ধরত সীল মাছের দল, সেই যুদ্ধে অংশ নিতে ঢেউয়ের মাথায় ভেসে আসছে অসংখ্য সীল। তারা যুদ্ধ করে ঢেউয়ের মাথায়, বালির উপরে, পাহাড়ের মাথায়। তাদের গৃহিণীরা মে মাসের শেষ অথবা জুন মাসের শুরুর আগে কখনও সেই দ্বীপে আসে না; কারণ কেউ তাদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে এটা তারা চায় না।

কোন এক বসন্তকালে সমুদ্র শিকার সবে তার পঁয়তাল্লিশতম যুদ্ধটি শেষ করেছে এমন সময় সাগর থেকে উঠে এল তার নরম, শান্ত বৌ মাত্‌কা। সঙ্গে সঙ্গে সে বৌয়ের গলাটা চেপে ধরে কড়া গলায় বলে উঠল, "যথারীতি দেরি করেই এলে। এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

চারদিক তাকিয়ে বৌ বলে উঠল, "কী বিবেচনা তোমার! সেই পুরনো জায়গাটাই দখল করে বসেছ।"

"তা করেছি," সমুদ্র শিকার বলল। "আমার দিকে তাকাও

অন্তত বিশটা জায়গায় তার শরীর ছড়ে গেছে, রক্ত ঝরছে; বুকের দুটো পাশ ছেঁড়া ফিতের মত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

পিছনের পাখনা দিয়ে তাকে বাতাস করতে করতে মাত্‌কা বলে উঠল, "আহারে, তোমরা পুরুষরা! তোমরা পুরুষরা! তোমাদের কি একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই! শান্তভাবে যার যার জায়গাটা বেছে নিতে পার না? দেখে তো মনে হচ্ছে, তুমি জল্লাদ তিমির সঙ্গে লড়াই করেছ।"

"মে মাসের মাঝামাঝি থেকে আমি তো লড়াই ছাড়া আর কিছুই করি নি। এবার সাগরবেলায় একটা যাচ্ছেতাই ভিড় হয়েছে। লুকানন বেলাভূমির অন্তত একশ'টা সীলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। সকলেই এসেছে একটা আস্তাবলের খোঁজে। কেন যে সবাই যার যার আস্তানায় থাকে না?"

"আমি তো অনেক দিনই ভেবেছি যে এই ভিড়ের জায়গায় গুঁতোগুঁতি না করে আমরা যদি ভোঁদড় দ্বীপে চলে যাই তো অনেক সুখেতে থাকতে পারি," মাত্‌কা বলল।

"বাঃ! ভোঁদড় দ্বীপে তো যায় কেবল 'হলুসচিকি'রা (যুবক সীল)। আমরা সেখানে গেলে তো সকলে বলবে যে আমরা ভয়ে সরে গেছি। মুখটা তো বাঁচাতে হবে রে বৌ।"

মাথাটাকে সগর্বে দুটো মোটা গর্দানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সমুদ্র শিকার-কয়েক মিনিটের জন্য একটু ঘুমিয়ে নেবার ভান করল। আসলে সারাক্ষণই সে কড়া নজর রাখছে—কোথায় একটা নতুন লড়াই শুরু করা যায়।

এ সময়ে সব সীল তাদের বৌ-বাচ্চা নিয়ে সেখানে আস্তানা গেড়েছে। সাগরবেলায় এসে হাজির হয়েছে কম পক্ষেও দশ লক্ষের বেশি সীল,—বুড়ো সীল, মা সীল, বাচ্চা সীল, যুবক

BanglaBook.org

সীল—তারা হাতাহাতি করছে, ডাকাডাকি করছে, লড়াই করছে, হামাগুড়ি দিচ্ছে, আবার একসঙ্গে খেলাও করছে। সারা নোভাস্তোশ্‌নাই এখন প্রায় সময়ই কুয়াশায় ঢাকা থাকে; কেবল যখন সূর্য ওঠে তখন কিছু সময়ের জন্য সব কিছুকে মুক্তোর মত, রামধনু-রঙে রাঙানো মনে হয়।

মাত্‌কার ছোট বাচ্চা কোতিক তো জন্মেছেই এই হৈ-হট্টগোলের মধ্যে; মাথা আর গর্দানসর্বস্ব, জল-ভরা দুটো ম্লান চোখ; ঠিক যেমনটি হয়ে থাকে বাচ্চা সীলরা। কিন্তু তার চামড়ায় এমন একটা কিছু ছিল যাতে তার মা বারে বারে তাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখত।

শেষ পর্যন্ত একদিন সে বলেই ফেলল, "দেখ সমুদ্র শিকার, আমাদের এই বাচ্চাটা বোধ হয় সাদাই হবে!"

"খালি শামুক আর শুকনো সামুদ্রিক শ্যাওলা!" নাকটা ঝেরে সমুদ্র শিকার বলে উঠল। "পৃথিবীতে কেউ কখনও একটা সাদা সীল দেখে নি।"

মাত্‌কা বলল, "তার আমি কি জানি। এবার কিন্তু সেটাই হতে যাচ্ছে।"

তারপরেই সে গুনগুন করে গেয়ে উঠল সীল-সঙ্গীত, যা সব সীল মায়েরাই তাদের বাচ্চাদের গেয়ে শোনায়।

বাচ্চারা অবশ্য প্রথম-প্রথম গানের কথাগুলি বুঝতে পারে না। মাত্‌কা সমুদ্রে চলে যায় খাবার আনতে; দিনে দু'বার সে বাচ্চাকে খাওয়ায়। তার বাবা চলে যায় সমুদ্রে; অন্য সীলের সঙ্গে লড়াই করতে; কখনও বা গর্জন করতে করতে পাহাড় বেয়ে ওঠা-নামা করে।

বাচ্চারাও প্রথম প্রথম সাগরবেলাতেই হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়; সেখানে তারই বয়সের হাজার হাজার বাচ্চার সঙ্গে খেলা করে; বালির উপরেই ঘুমিয়ে পড়ে; জেগে উঠে আবার খেলা করে। বড়রা কেউই বাচ্চাদের খোঁজ-খবর করে না; তারাও মনের সুখে খেলে বেড়ায়।

গভীর সমুদ্রে মাছধরা শেষ করে মাত্‌কা সোজা চলে যায় বাচ্চাদের খেলার মাঠে। ভেড়া যেভাবে তার বাচ্চাকে ডাকে ঠিক সেই ভাবেই সেও হাঁক দেয়, আর কোতিক পাল্টা হাঁক না দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। তারপর তার ডাক কানে এলেই সামনের পাখনা নেড়ে সোজা তার দিকেই ছুটে যায়; তার পাখনার ধাক্কায় কত বাচ্চা ডাইনে-বাঁয়ে ছিট্‌কে পড়ে।

এইভাবে কয়েক শ' মা তাদের বাচ্চাদের খুঁজতে খেলার মাঠটা চষে ফেলে। বাচ্চারাও তাতে বেশ মজা পায়। মাত্‌কা কিন্তু কোতিককে বলে, "যতদিন তুমি কাদার মধ্যে শুয়ে খোস-পাঁচড়া বাধিয়ে না বসবে, বা শক্ত বালির ঘষায় হাত-পা না কাটবে, যতদিন পর্যন্ত তুমি গভীর সমুদ্রে সাঁতার না কাটবে, ততদিন এখানে কেউ তোমাকে আঘাত করবে না।"

দিনে দিনে কোতিক বড় হয়। একটু একটু করে দলবল নিয়ে বড় ঢেউয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কখনও বা লতাপাতায় ঢাকা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে "দুর্গের রাজা-রাজা" খেলে। মাঝে মাঝে তার চোখে পড়ে, বড় হাঙরের ডানার মত একটা পাতলা ডানা তীর বরাবর ভেসে যাচ্ছে। সে জানত যে ওটাই জল্লাদ তিমি গ্রাম্‌পুস; ছোট সীলদের হাতের কাছে পেলেই ধরে খায়। কোতিকও সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে বেলার দিকে ছুটে যায়, আর ডানাটাও একেঁ-বেঁকে সেখান থেকে সরে পড়ে—ভাবখানা এমন যেন এখানে সে কারও খোঁজই করছিল না।

অক্টোবর মাসের শেষ দিকে সীলরা সেণ্ট পল ছেড়ে গভীর সমুদ্রে যাত্রা করে। তখন আর জায়গা নিয়ে লড়াই হয় না; যুবক সিলরা যেখানে খুশি খেলে বেড়াতে পারে। মাত্‌কা কোতিককে

BanglaBook.org

বলল, "পরের বছর তুমিও হলুস্‌চিকি (যুবক সীল) হবে; কিন্তু এবারই তোমাকে মাছ ধরাটা শিখতে হবে।"

তারা একসঙ্গে চলল প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিতে। মাত্‌কা কোতিককে শিখিয়ে দিল কেমন করে ডানা দুটোকে গুটিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র ছোট্ট নাকটাকে জলের উপর রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের লম্বা ঢেউয়ের মত এত আরামের দোলনা তুমি কোথায় পাবে!

মা বলল, "কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি বুঝতে পারবে কোথায় সাঁতার কাটতে হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা সাগর-শূকর শুশুকের পিছনেই চলতে থাকব, কারণ সে খুব গুণী।" একদল শুশুক ডুব-সাঁতার কেটে এগিয়ে যাচ্ছিল; কোতিক তাদের পিছু নিল। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "তোমরা কি করে বোঝ, কোথায় যেতে হবে?"

দলের সর্দার শুশুকটা সাদা চোখ দুটো গোল-গোল করে ডুব দিল। তারপরেই উঠে বলল, "আমার লেজে কাঁটার মত কি যেন বিঁধছে। ছোটরা, তার অর্থ—আমাদের পিছন থেকে একটা ঝড় আসছে। চলে এস! যখনই তোমরা আঠার মত জল (সে বলতে চাইল বিষুব রেখা) পেরিয়ে দক্ষিণে যাবে, আর তোমাদের লেজে হুল ফুটবে, তখনই বুঝবে যে সামনেই ঝড় উঠেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমরা সোজা উত্তর দিকে চলতে শুরু করবে। চলে এস! এখানকার জলটা খুব খারাপ বলে মনে হচ্ছে।"

এইভাবে ছ'টা মাস কেটে গেল। এই সময়কালে গভীর সমুদ্রে মাছধরার ব্যাপারে যদি এমন কিছু থেকে থাকে যেটা কোতিক শেখে নি, তাহলে বুঝতে হবে যে সেটা না জানলেও চলে। আর এই ছয় মাসের মধ্যে সে একবারও শুকনো মাটিতে তার পাখনা রাখে নি।

অবশ্য একদিন সে যখন জুয়ান ফার্নণ্ডেস্‌ দ্বীপের অদূরে গরম জলে আধা-ঘুম ঘুমিয়েছিল তখন তার সারা শরীর যেন অবশ হয়ে আসছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল সাত হাজার মাইল দূরের নোভাস্তোশ্‌না-র শক্ত উপকূলের কথা, সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে খেলাধূলার কথা, সাবার-শেওলার গন্ধ, সীলের গর্জন, আর লড়াইয়ের কথা। সেই মুহূর্তেই সে উত্তর দিকে মুখ ঘুরিয়ে একটানা সাঁতার কাটতে লাগল। যেতে যেতে অনেক সঙ্গী সাথীর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল; তারাও একই পথের পথিক। তারা বলে উঠল, "শুভেচ্ছা গ্রহণ কর কোতিক। এ বছরই আমরা হলুস্‌চিকি হয়েছি। এখন আমরা লুকানন-এর প্রচন্ড ঢেউয়ের মধ্যেও অগ্নি-নৃত্য নাচতে পারি; নতুন ঘাসের উপর খেলা করতে পারি। কিন্তু—এই কোটটা তুমি কোথায় পেলে?"

এখন কোতিক-এর গায়ের লোম প্রায় দুধ-সাদা হয়ে উঠেছে; সে জন্য তার গর্বও অনেক; তবু সে শুধু বলল: "তাড়াতাড়ি সাঁতার কাট! মাটির জন্য আমার হাড়গুলো বেদনায় কাঁপছে।" এইভাবে তারা সেই সাগরকূলে এসে হাজির হল যেখানে তারা জন্মেছিল; বুড়ো সীলদের ডাক শুনতে পেল; শুনতে পেল ঢেউয়ের কুয়াশার মধ্যে তাদের বাবারা লড়াই করছে।

সেই রাতে কোতিক ছোট ছোট সীলদের সঙ্গে অগ্নি-নৃত্য নাচল। নোভাস্তোশ্‌না থেকে লুকানন পর্যন্ত সারাটা সমুদ্র-পথ গ্রীষ্মের রাতে আগুনে আগুনে ভরে যায়। প্রতিটি সীল পিছনে রেখে যায় একটা জ্বলন্ত তেলের ধারা, প্রতিটি লাফের সঙ্গে উচ্ছ্বসিত জলরাশি অগ্নিশিখার মত বিচ্ছুরিত হয়, আর প্রতিটি বড় ঢেউ ভেঙে পড়ে আর ঠিকরে পড়ে অনুপ্রভ আলোক-রশ্মি ও ঘূর্ণি।

BanglaBook.org

তারপর তারা মাটিতে নেমে হলুস্‌চিকিদের মতে গেল; সেখানে নতুন গমের ক্ষেতে গড়াগড়ি খেল, আর প্রত্যেকেই সমুদ্রের গল্প বলতে লাগল।

এমন সময় তিন-চার বছর বয়সের হলুস্‌চিকিরা হাচিন্সন পাহাড় থেকে লাফিয়ে নামতে নামতে চেঁচিয়ে বলল, "ছোটরা, পথ থেকে সরে যাও সমুদ্র বড় গভীর, তার সব কথা তোমরা এখনও জান না। আরও একটা বছর যেতে দাও। হাই বাচ্চু, ওই সাদা কোটটা তুমি কোথায় পেলে?"

কোতিক বলল, "ওটা পাই নি; আপনিই গজিয়েছে।"

বক্তাকে এড়িয়ে আরও কিছুটা এগিয়ে যাবার আগেই একটা বালির ঢিবির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দুটি কালো চুলওয়ালা মানুষ; তাদের মুখটা চ্যাপ্টা ও লাল। কোতিক আগে কখনও মানুষ দেখে নি। একটু কেশে সে মাথা নিচু করল। হলুস্‌চিকিরা কয়েক গজ এগিয়েই বসে পড়ল; বোকার মত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

মানুষ দুটি আর কেউ নয়—দ্বীপের সীল-শিকারীদের সর্দার কেরিক বুতেরিন, আর তার ছেলে পাতালামন। সীলদের নার্সারি থেকে আধা মাইল দূরের একটা ছোট গ্রাম থেকে তারা এসেছে। তারা তখন ভাবছে, সীলগুলোকে তাড়িয়ে কোন মশান-খোয়াড়ে নিয়ে যাবে যেখানে পরবর্তী কালে তাদের পরিণত করা হবে সীলের চামড়ার কুর্তায়।

পাতালামন বলে উঠল, "হো! দেখ! একটা সাদা সীল!"

তেল ও ধোঁয়ায় ঢাকা কেরিক বুতেরিনের প্রায় ফ্যাকাসে হয়ে যাবার মত অবস্থা হল, কারণ সে একজন এলেউত, আর এলেউতরা পরিচ্ছন্ন মানুষ নয়। সে একটা মন্ত্র উচ্চারণ করে বলল, "ওকে ছুঁয়ো না পাতালামন। আমার জন্মে তো কখনও সাদা সীল দেখি নি হয়তো এটা বুড়ো জাহাররফ্‌-এর ভূত। গত বছরের ঝড়ে সে হারিয়ে গিয়েছিল।"

পাতালামন বলল, "ওর কাছে আমি যাচ্ছি না বাবা! ও তো দুর্লক্ষণ! তুমি কি সত্যি মনে কর যে বুড়ো জাহাররফ্‌ ফিরে এসেছে?"

কেরিক বলল, "ওর দিকে তাকিও না। ওই চার বছরের জন্তুটার মাথাটা কেটে ফেল। আজ একদিনেই দু' শ' চামড়া ছাড়াতে হবে, তবে এটা তো মরশুমের শুরু, আর লোকগুলোও এ কাজে নতুন এসেছে। একশ' হলেই হবে। তাড়াতাড়ি কর!"

একদল হলুস্‌চিকির সমুখেই পাতালামন একজোড়া সীলের কাঁধের হাড়গুলো মট্‌-মট্‌ করে ভেঙে ফেলল, কিন্তু তারা মরার মত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সে কয়েক পা এগিয়ে গেল, আর সীলরাও চলতে শুরু করল; সঙ্গীদের দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। হাজার হাজার সীলের চোখের সামনে দিয়ে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল, কিন্তু তারা আগের মতই খেলা নিয়ে মেতে রইল। একমাত্র কোতিকই কিছু প্রশ্ন করল, কিন্তু সঙ্গীরা কেউ তাকে কিছু বলতেই পারল না; শুধু বলল, মানুষরা প্রতি বছরই ছয় সপ্তাহ অথবা দুই মাস ধরে এই ভাবেই সীলদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

কোতিক বলল, "আমি ওদের পিছু নেব;" তার চোখ দুটো বুঝি তার মাথা থেকে বেরিয়ে আসবে। সে দলের পিছনে এগিয়ে চলল।

পাতালামন চেঁচিয়ে বলল, "সাদা সীলটা আমাদের অনুসরণ করছে। এই প্রথম একটা সীল মশানের দিকে চলেছে।"

কেরিক বলল, "চুপ! পিছনে তাকিও না। এটা জাহার্‌রফের ভূত! এ নিয়ে আমি পুরুত ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলব।"

BanglaBook.org

মশানের দূরত্ব মাত্র আধ মাইল, কিন্তু সেটুকু পথ যেতে সময় লাগল এক ঘণ্টা, কারণ কেরিক জানত যে সীলরা যদি বেশি দ্রুত হাঁটে তাহলে তাদের শরীর গরম হয়ে যাবে, আর সেক্ষেত্রে তাদের ছাল ছাড়াবার সময় লোমগুলো গোছা গোছা হয়ে উঠে আসবে। সুতরাং তারা খুব ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল; "সমুদ্র-কেশরীর গলা" পেরিয়ে, "ওয়োস্টার হাউস" পেরিয়ে তারা পৌঁছে গেল "লবন ঘর"-এ। সাগর বেলায় দাঁড়ানো সীলদের দৃষ্টির একেবারে বাইরে। অবাক বিস্ময়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কোতিক তখনও তাদের অনুসরণ করছে। সে ভাবল, সে পৌঁছে গেছে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে, কিন্তু সীল-নার্সারিগুলোর গর্জন তখনও তার কানে আসছে।

সেগুলার উপর বসে কেরিক একটা ভারী দস্তার ঘড়ি বের করল। তাড়িয়ে আনা সীলগুলোকে ঠান্ডা হবার জন্য ত্রিশ মিনিট সময় দিল। কোতিক শুনতে পেল তার টুপির কোণা বেয়ে বিন্দু বিন্দু কুয়াশা ঝরে পড়ছে। তারপর দশ-বারোটা মানুষ এগিয়ে এল; তাদের প্রত্যেকের হাতে তিন-চার ফুট লম্বা একটা করে লোহা-বাঁধানো মুগুর। কেরিক তখন এমন দু'একটি সীলকে আঙুল বাড়িয়ে দেখাল যাদের সঙ্গীরাই কামড়েছে অথবা যাদের শরীর বড় বেশি গরম হয়ে আছে। মানুষগুলি তখন সিন্ধুঘোটকের গলার চামড়া দিয়ে তৈরি ভারী বুটের লাথি মেরে তাদের এক পাশে সরিয়ে দিল। তারপর কেরিক এগিয়ে এসে বলল: "এবার কাজ শুরু কর।" মানুষগুলো তখন যত তাড়াতাড়ি পারল সেই মুগুরগুলো দিয়ে সীলদের মাথায় আঘাত করতে লাগল।

দশ মিনিট পরে কোতিক তার বন্ধুদের চিনতেই পারল না, কারণ ততক্ষণে নাক থেকে পিছনের পাখনা পর্যন্ত তাদের চামড়াগুলো ছাড়িয়ে ফেলা হয়েছে—চাবুক মেরে মেরে তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে মৃতদেহের স্তূপে।

কোতিকের পক্ষে এটাই যথেষ্ট ছিল। মুখ ঘুরিয়ে সে জোড়কদমে সাগর বেলায় ফিরে গেল; তার নতুন গোঁফজোড়া তখন আতংকে খাড়া হয়ে উঠেছে। "সমুদ্র-কেশরীর গলা"-য় পৌঁছে সে দেখল, বড় বড় ক্ষুদে মাছগুলো (সমুদ্র-কেশরী মাছ) ঢেউয়ের ফেনার পাশে বসে আছে। কোতিক এক লাফে ঠাণ্ডা জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে তখন ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছিল।

একটা সমুদ্র-কেশরী মাছ বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, "তুমি আবার এখানে কেন?" সমুদ্র-কেশরী মাছরা সাধারণত নিজের দল নিয়ে থাকতেই ভালবাসে।

"স্কুচ্‌নি! ওচেন স্কুচ্‌নি!" (আমি একা! বড় একা!), কোতিক বলল। "সবগুলো সাগরবেলায় ওরা সমস্ত হলুস্‌চিকিকে মেরে সাফ করে দিচ্ছে!"

সমুদ্র-কেশরী মাছটা মাথাটা ঘোরাল; বলল, "বাজে কথা! তোমার বন্ধুরা তো আগের মতই চেঁচামেচি করছে। তুমি হয়তো দেখেছ, কেরিক একটা দলকে পালিশ করছে। ও কাজটা তো সে ত্রিশ বছর ধরেই করে আসছে।"

"কী ভয়ংকর কথা!" কোতিক বলে উঠল।

সমুদ্র-কেশরী মাছটা বলল, "আমার তো মনে হয় তোমার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা ভয়াবহই বটে; কিন্তু তোমরা সীলরা যদি বছরের পর বছর এখানে এসে হাজির হও, তাহলে তো মানুষরা সেটা জানবেই; কাজেই তোমরা যদি এমন একটা দ্বীপ খুঁজে না পাও যেখানে কোন দিন মানুষের পা পড়ে না, তাহলে তো তোমরা চিরকাল এই ভাবে মার খাবেই।"

"এ রকম কোন দ্বীপ কি নেই?" কোতিক প্রশ্ন করল।

BanglaBook.org

"বিশ বছর ধরে আমি 'পোল্টুস' মাছের পিছনে ঘুরেছি, কিন্তু এখনও সে রকম কোন দ্বীপ দেখেছি এমন কথা বলতে পারি না। কিন্তু শোন—মনে হচ্ছে তুমি গুরুজনদের সঙ্গে কথা বলতে ভালবাস। তাহলে একটা কাজ কর—সিন্ধুঘোটক দ্বীপে চলে যাও। সেখানে বুড়ো সিন্ধুঘোটকের সঙ্গে কথা বল। সে হয়তো কিছু জানতে পারে। ও রকম তড়বড় করো না। সাঁতার কেটে গেলে ছ' মাইল পথ। আগে একটু ঘুমিয়ে নাও গে। তারপর যেও।"

কোতিক ভাবল, পরামর্শটা ভালই। সাঁতার কেটে সে নিজের বেলাভূমিতে ফিরে গেল। সেখানে আধ ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিল। তারপর সোজা পাড়ি দিল সিন্ধুঘোটক দ্বীপে। বুড়ো সিন্ধুঘোটকের ডেরার কাছেই মাটিতে নামল।

কোতিক গলা চড়িয়ে ডাকল, "জাগো হে, জাগো!"

"হাঃ! হো! হাম্‌প্‌! কে হে?" কথাগুলি বলতে বলতেই বুড়ো সিন্ধুঘোটক পাশের সিন্ধুঘোটকটিকে দাঁত দিয়ে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুলল; সে আবার ঐ একই পদ্ধতিতে জাগিয়ে তুলল তার পাশের সিন্ধুঘোটককে, তারপর—তারপরের জনকে। এইভাবে একে একে সব সিন্ধুঘোটকই জেগে উঠল এবং একমাত্র সঠিক দিকটা ছাড়া অন্য সব দিকেই তাকাতে লাগল।

ফেনার মধ্যে ভেসে-থাকা একটা ছোট্ট বিন্দুর মত দেখতে কোতিক বলে উঠল, "হাই! এই যে—আমি গো, আমি।"

"আচ্ছা! তাহলে কি আমারও ছাল-চামড়া ছাড়ানো হবে।" বুড়ো সিন্ধুঘোটক বলল। তারপর সকলেই এক দৃষ্টিতে কোতিককে দেখতে লাগল। কল্পনা কর—এক ঘরভর্তি বৃদ্ধ ভদ্রজনরা একটি ছোট ছেলের দিকে তাকিয়ে আছে।

চামড়া ছাড়াবার কথা শুনতে তো কোতিক এতদূর আসে নি; সেসব সে অনেক দেখেছে। সে গলা ছেড়ে শুধাল, "সীলদের যাবার মত এমন কোন জায়গা কি নেই যেখানে মানুষরা কোন দিন যায় নি?"

দুই চোখ বুজে বুড়ো বলল, "যাও, খুঁজে দেখ গে। পালাও। এখানে আমরা খুব ব্যস্ত আছি।"

এক ডলফিন-লাফে কোতিক শূন্যে উঠে চেঁচিয়ে বলে উঠল: "গুগলি-খোর! গুগলি-খোর!" সে জানত যে বুড়ো সিন্ধুঘোটকরা জীবনে কোনদিন মাছ ধরে না; কেবল গুগলি আর শেওলা খেয়েই পেট ভরায়।

সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যত পাখ-পাখালি ছিল সকলেই এক সুরে বলে উঠল: "গুগলি-খোর! স্টারিক! (বুড়ো)" আর তা শুনে জড়দগব বুড়ো সিন্ধুঘোটক হেঁচে-কেশে একেবারে নাজেহাল।

কোতিক বলল, "এবার বলবে তো?"

বুড়ো বলল, যাও না, সমুদ্র-গরুকে জিজ্ঞাসা কর গে।"

"তার সঙ্গে দেখা হলেই বা তাকে চিনব কেমন করে?" কোতিক বলল।

সিন্ধুঘোটকের নাকের উপর পাক খেতে খেতে উপর থেকে শংখচিল বলে উঠল, "এই গোটা সাগরে একমাত্র সেই হচ্ছে সিন্ধুঘোটকের চাইতেও অধিক কুৎসিত। কুৎসিত তো বটেই, তার উপর আবার আচার-ব্যবহারও খারাপ। স্টারিক!"

কোতিক সাঁতার কেটে ফিরে গেল নোভাস্তোশ্‌নায়। সেখানে গিয়েই সে বুঝতে পারল, সীলদের জন্য একটা শান্ত, নির্জন স্থান আবিষ্কারের জন্য তার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কেউই সহানুভূতির চোখে দেখছে না। তারা তাকে বলল, মানুষ চিরদিনই হলুস্‌চিকিদের তাড়া করেছে—এটা

BanglaBook.org

তাদের দৈনন্দিন কর্মসূচীর একটা অংশ। আর বীভৎস কিছু দেখার ব্যাপারে তার যদি এতই অপছন্দ তাহলে সে মশানে না গেলেই পারত। অন্য কোন সীলই সেই হত্যাকান্ড দেখে নি; তার আর বন্ধুদের মধ্যে সেটাই তফাৎ। তাছাড়া, কোতিক একটি সাদা সীল।

ছেলের অভিযানের কথা শুনে বুড়ো সমুদ্র-শিকার বলল, "এখন তোমার আশু কর্তব্য হচ্ছে বড় হয়ে ওঠা এবং তোমার বাবার মতই একজন বড় সীল হওয়া। আর পাঁচ বছরের মধ্যেই তোমাকে নিজের শক্তিতেই লড়াই করতে হবে।" এমন কি তার শান্ত মা মাত্কাও বলল, "এই হত্যাকাণ্ড তুমি কোনদিন বন্ধ করতে পারবে না। তুমি যাও কোতিক, সাগরে গিয়ে খেলা করগে।" ছোট মনটাকে ভারী করে কোতিক বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে অগ্নি-নৃত্য শুরু করে দিল।

সে বছর হেমন্তকালে সে একাই সাগরবেলা ছেড়ে চলে গেল। তার মাথায় তখন ভূত চেপেছে। সে সমুদ্র-গরুকে খুঁজে বার করবেই, অবশ্য সে রকম কোন প্রাণী যদি সমুদ্রে কোথাও থাকে। একটা শান্ত, নির্জন দ্বীপও তাকে খুঁজে বের করতে হবে যেখানে সীলরা বেঁচে থাকতে পারবে, যেখানে মানুষ তাদের কাছাকাছি ঘেঁষতেও পারবে না। কাজেই আবিষ্কারের নেশায় সে উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরকে চষে বেড়াতে লাগল প্রতিটি দিনে-রাতে তিনশ' মাইল সাঁতার কেটে। কিন্তু কোথাও সে সমুদ্র-গরুর দেখা পেল না; পেল না কল্পনার দ্বীপটিকে।

নানা বিপদ-আপদ তুচ্ছ করে কোতিক পাঁচ-পাঁচটা মরশুম আবিষ্কারের নেশায় দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে ছুটে বেড়িয়েছে, তার একটা দীর্ঘ তালিকা লিমারশিন শুনিয়েছে। সে গিয়েছে বিষুব রেখার উপর অবস্থিত একটা ভয়ংকর শুকনো দেশ গালাপাগোস-এ; সেখানে তো গরমে ভাজা-ভাজা হয়ে তার মরণ-দশা ঘনিয়ে এসেছিল। সে গিয়েছে জর্জিয়া দ্বীপপুঞ্জে, দক্ষিণ অর্কনিতে, আয়ার্ল্যাণ্ডের পান্নাদ্বীপে, ছোট নাইটিঙ্গেল দ্বীপে, গুফ দ্বীপে, বুভেট দ্বীপে, এমন একটি উত্তম আশা অন্তরীপের দক্ষিণে বিন্দুবৎ একটা ছোট দ্বীপে। কিন্তু সর্বত্রই সমুদ্রের মানুষরা তাকে একই কথা বলেছে। কোন এক সময় সেই সব দ্বীপেও সীলরা এসেছিল, কিন্তু মানুষরা তাদের মেরে তাড়িয়েছে। এমন কি প্রশান্ত মহাসাগরের বাইরেও সে হাজার হাজার মাইল সাঁতার কেটেছে; সেই সময় করিয়েন্টেস নামের এমন একটা অন্তরীপে গিয়েছিল যেখানে খোস-পাঁচড়াওয়ালা কয়েক শ' সীলের দেখা পেয়েছিল একটা পাহাড়ের উপরে; তারাও তাকে বলেছে যে মানুষরা সেখানেও হানা দিয়েছিল।

এতে তার বুকটাই ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছিল। সে তড়িৎ গতিতে ফিরে এসেছিল তার নিজের সাগরবেলায়। উত্তর অঞ্চলের ভিতর দিয়ে আসার সময় সে সবুজ গাছে ভরা একটা দ্বীপের দেখা পেয়েছিল। সেখানে সে একটি বৃদ্ধ—অতি বৃদ্ধ সীলের দেখা পেয়েছিল। সে তখন মৃত্যুপথের যাত্রী। কোতিক মাছ ধরে তাকে খাইয়েছে; তার কাছে নিজের সব দুঃখের কাহিনী বলেছে। আরও বলেছে, "এবার আমি নোভাস্তোশ্না-তে ফিরে যাচ্ছি। মানুষেরা আবারও যদি হলুস্চিকিদের সঙ্গে আমাকেও মশানে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, তাতেও আমার কিছু যাবে আসবে না। আমি সে সবের পরোয়া করি না।"

বৃদ্ধ সীল বলল, "আরও একবার চেষ্টা কর। মাসাফুয়েরা-র হারানো সীল প্রজাতির আমি শেষ বংশধর। যে কালে মানুষরা আমাদের হাজারে হাজারে মেরে ফেলেছে, তখন নানান দেশের

BanglaBook.org

সাগরবেলায় একটা গল্প প্রচলিত ছিল যে একদা উত্তর দিক থেকে একটি সাদা সীলের আবির্ভাব ঘটবে, আর সেই সমস্ত সীলদের নিয়ে যাবে একটা শান্ত জায়গায়। আমি বুড়ো হয়েছি, সে দিনটাকে দেখবার জন্য ততদিন বেঁচে থাকব না, কিন্তু অন্যরা তো থাকবে। আর একবার চেষ্টা করে দেখ।"

গোঁফে চাড়া দিয়ে কোতিক বলল, "আজ পর্যন্ত সাগর বেলায় যত সীল জন্মেছে তাদের মধ্যে একমাত্র আমিই সাদা সীল; আর সাদা হোক আর কালো হোক, আমিই একমাত্র সীল যে নতুন দ্বীপ আবিষ্কারের কথা ভেবেছে।"

এ কথাটা মনে আসতে তার মন খুশিতে ভরে উঠল। সেবার গ্রীষ্মকালে নোভাস্তোশ্না-তে ফিরে এলে তার মা ধরে বসল, এবার তাকে বিয়ে করে সংসারী হতে হবে। সে আর হলুস্চিকি নেই; এখন সে একজন পুরোপুরী সমুদ্র-শিকারী; তার দুই কাঁধে কোঁকড়ানো সাদা কেশর; ঠিক তার বাবার মতই ঘন, বড় ও ভয়ংকর। সে উত্তরে বলল, "আমাকে আর একটা মরশুম সময় দাও মা। মনে রেখো মাগো, সব সময় সপ্তম ঢেউটিই সাগরবেলায় সব চাইতে উপরে উঠে আসে।"

আশ্চর্যের কথা, আরও একটি সীলও ভাবল যে তার বিয়েটাও সে পরবর্তী বছর পর্যন্ত পিছিয়ে দেবে। আর তাই শেষ অভিযানে যাত্রা করার আগের রাতে কোতিক সেই মেয়েটির সঙ্গে গোটা লুকানন সাগর বেলায় অগ্নি-নৃত্য নেচে বেড়াল।

এবার সে পাড়ি দিল পশ্চিম দিকে; কারণ হ্যালিবাট মাছের একটা বড় চড়ার পথ ধরেই সে এগোচ্ছিল, আর তার জন্য দৈনিক অন্তত এক শ' পাউণ্ড মাছ না খেলে তার শরীর টিকত না। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হলে তাম্রদ্বীপের মাটির গর্তে ঢুকে সে ঘুমিয়ে পড়ত। এই উপকূলটা তার খুবই চেনা; তাই একদিন মাঝরাতে যখন তার মনে হল যে শেওলার বিছানাটা একটু উপরে ঠেলে উঠেছে তখনই সে নিজের মনেই বলল, "হুম্, আজ রাতে বেশ বড় মাপের একটা জোয়ার আসবে।" সঙ্গে সঙ্গে সে একটা বিড়ালের মত লাফ দিয়ে উঠে পড়ল; আর উঠেই দেখতে পেল, বড় বড় সব জন্তু চড়ের অগভীর জলে নাক বের করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গোঁফ নাচিয়ে সে হাঁক দিল, "ম্যাগেলান দ্বীপের মহান ঢেউদের দোহাই! এই গভীর সমুদ্রে তোমরা কারা?"

সিন্ধুঘোটক, সমুদ্র-কেশরী, সীল, ভালুক, তিমি, হাঙর, মাছ, স্কুইড, বা পটকা—আজ পর্যন্ত জলচর যত প্রাণী কোতিক দেখেছে এরা তো তাদের কারও মতই নয়। সে প্রাণীগুলো বিশ থেকে ত্রিশ ফুট লম্বা, তাদের পিছন দিকে কোন পাখনা নেই, আছে কেবল বেল্চার মত একটা লেজ—দেখে মনে হয় বুঝি ভিজে চামড়া কেটে বানানো হয়েছে; আর তাদের মাথাগুলো বড়ই বোকা বোকা দেখতে।

কোতিক বলল, "হুঁ! খেলা বেশ জমেছে, কি বল ভদ্রজনরা?" বিরাটদেহ প্রাণীগুলো মাথা নুইয়ে, পাখনা দুলিয়ে জবাব দিল। তারা যখন আবার খেতে আরম্ভ করল তখন কোতিক দেখতে পেল, তাদের উপরের ঠোঁটটা এমনভাবে দুই ভাগে চেরা যে ঠোঁট দুটোকে ফুটখানেক ফাঁক করা যায়, এবং শেওলার একটা পুরো আঁটি মুখের ভিতর ঢুকিয়ে নিয়ে আবার ঠোঁট দুটোকে একত্র করা যায়।

কোতিক বলল, "খাবার ব্যবস্থাটা আজব।" তারা আবার মাথা নোয়াল; মুখে কিছুই বলল না। কোতিকের মেজাজ খিঁচড়ে গেল; বলল,

BanglaBook.org

"খুব ভাল। তোমরা নমস্কারটা তো ভালই কর, কিন্তু তোমাদের নামটা যে আমি জানতে চাই।" কাটা ঠোঁটদুটো নড়ে উঠল, কিছুটা বেঁকল, কিন্তু তারা মুখে কিছুই বলল না। শুধু চক্‌চকে চোখ দুটো মেলে তাকিয়ে রইল।

কোতিক বলল, "তোমরা দেখছি সিন্ধুঘোটকের চাইতেও কুৎসিত দেখতে—আর আচার-আচরণও আরও খারাপ।"

তারপরেই বিদ্যুৎচমকের মত তার মনে পড়ে গেল শংখচিল সর্দারের কথাগুলি। সে বুঝতে পারল, শেষ পর্যন্ত সমুদ্র-গরুদের দেখা সে পেয়েছে।

তক্ষুণি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোতকি নতুন করে আবার তাদের প্রশ্ন করতে শুরু করল তার জানা সবগুলো ভাষাতে। আর মানুষরা যত রকম ভাষায় কথা বলে সামুদ্রিক প্রাণীরাও প্রায় ততগুলি ভাষায়ই কথা বলতে পারে। কিন্তু সমুদ্র-গরু কোন কথাই বলল না, কারণ তারা কথা বলতেই পারে না। একটা গলায় যেখানে সাতটা হাড় থাকার কথা সেখানে তাদের গলায় আছে মাত্র ছ'টা হাড়; তাই তারা কথা বলতে পারে না; কিন্তু তাদের উপরের ডানায় একটা বাড়তি গ্রন্থি আছে যেটাকে উঠিয়ে-নামিয়ে তারা তার-বার্তার সংকেতের মত কতকগুলো অর্থহীন সাংকেতিক ধ্বনি করতে পারে।

দিনের আলোয় কোতিকের কেশর খাড়া হয়ে উঠল; তার মেজাজ একেবারে তারায় উঠে গেল। সমুদ্র-গরুটা এক সময় ধীরে ধীরে উত্তর দিকে চলতে শুরু করল। কোতিকও তার পিছু নিল। সে ভাবল: "বোকার হদ্দ এই জীবগুলো যদি কোন নিরাপদ দ্বীপের খোঁজ না পেয়ে থাকে তাহলে অনেককাল আগেই তারা মরে ভূত হয়ে যেত; আর যে জায়গাটা সমুদ্র-গরুর পক্ষে নিরাপদ সেটা সমুদ্র-শিকারের পক্ষেও যথেষ্ট নিরাপদ হবেই। সে যাই হোক, ওরা একটু তাড়াতাড়ি হাঁটলেই আমি বেঁচে যাই।"

এত ধীরে পথ চলাটা কোতিকের কাছে বড়ই ক্লান্তিকর। তারা একদিনে চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইলের বেশি চলে না; রাত হলেই খাবার জন্য থামে; সব সময়ই তীর-ভূমির কাছে কাছেই থাকে।

উত্তর দিকে আরও কিছুটা এগিয়ে প্রতি কয়েক ঘণ্টা অন্তর তারা একটা নমস্কার-বৈঠকে বসে, আর কোতিক ধৈর্য হারিয়ে নিজের গোঁফ কামড়ায়। তারপর একসময় সে দেখল, তারা একটা গরম জলের স্রোত ধরে এগোচ্ছে। এবার তাদের প্রতি কোতিকের শ্রদ্ধাটা বেড়ে গেল।

এক রাতে তারা সেই ঝিল্‌মিল্ জলের তলায় ডুব দিল, আর এই প্রথম তারা দ্রুত সাঁতার কাটতে শুরু করল। কোতিকও তাদের পিছু নিল; কিন্তু এবার তাদের দ্রুতগতি দেখে সে অবাক হয়ে গেল; সে স্বপ্নেও ভাবে নি যে সমুদ্র-গরু একজন সাঁতারু হতে পারে।

তীরবর্তী একটা পাহাড়ের দিকে তারা এগিয়ে চলল—পাহাড়ের তলাটা জলের অনেক গভীর পর্যন্ত প্রসারিত। তারা সকলেই পাহাড়ের বিশ বাঁও তলা দিয়ে বয়ে-যাওয়া একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মুখে পৌঁছেই ডুব দিল। তারপর চলল সাঁতার—লম্বা সাঁতার। সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে চলতে চলতে কোতিক তাজা বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করতে লাগল।

পাহাড়ের অপর প্রান্তে পৌঁছে জল থেকে মাথা তুলে সে বলে উঠল, "সাবাশ! ডুব-সাঁতারটা খুবই লম্বা, তবে এটুকু দাম দেবার মত বটে!"

সাগর-গরুরা আলস্যভরে সাগরবেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এত সুন্দর সৈকতভূমি কোতিক আগে কখনও দেখে নি। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত

BanglaBook.org

মসৃণ পাহাড়; সীল-নার্সারির পক্ষে খুবই উপযুক্ত; তার পিছনে বড় বড় ঢালু খেলার মাঠ; অগ্নি-নৃত্যের জন্য আছে ছোট-ছোট ঢেউ; আছে লম্বা লম্বা ঘাস যেখানে স্বচ্ছন্দে গড়ানো যায়; আছে ওঠা-নামার খেলার জন্য বালির টিবি; আর সব চাইতে বড় কথা—জলে গা ডুবিয়েই কোতিক নির্ভুলভাবে বুঝতে পেরেছে যে কোন মানুষের দল কোন কালে এখানে আসে নি।

তবু তার প্রথম কাজই হল—এখানে যে খেয়ে বেঁচে থাকার মত যথেষ্ট মাছ পাওয়া যাবে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া। সে তীরবরাবর সাঁতার কেটে এগিয়ে চলল। যা চোখে পড়ল, তাই তার ভাল লাগল। শেষ পর্যন্ত মনের সুখে সে বলে উঠল, "আরে! এল যে আর এক নোভাস্তোশ্না; বরং তার চাইতে দশগুণ ভাল। সমুদ্র-গরু সত্যি খুব জ্ঞানী-গুণী। কাছাকাছি মানুষের বসতি থাকলেও এই সব পাহাড় ডিঙিয়ে তারা কোনদিন এখানে আসতে পারবে না। আর সমুদ্রের দিকে যেতে যে সব বড় বড় চড়া আছে তাতে ধাক্কা খেলে যে কোন জাহাজ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। সমুদ্রে যদি কোন নিরাপদ জায়গা থাকে তো সেটা এখানেই আছে।"

যে সব সীলদের সে ছেড়ে এসেছে তাদের কথাই বার বার তার মনে পড়তে লাগল। নোভাস্তোশ্নায় ফিরে যাবার জন্য সে উতলা হয়ে পড়ল। তবু সে ঘুরে ঘুরে নতুন দেশটাকে ভাল করে দেখল, জানল, বুঝল; যাতে দেশে ফিরে গিয়ে সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারে।

বেশ দ্রুত সাঁতার কেটেও বাড়ি পৌঁছতে তার সময় লাগল ছয় দিন। জল থেকে মাথা তুলেই প্রথম যাকে দেখতে পেল সেই সীলটি তার জন্যই সেখানে অপেক্ষা করে ছিল। সীল মেয়েটি তার চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল যে শেষ পর্যন্ত তার স্বপ্নের দ্বীপটিকে সে খুঁজে পেয়েছে।

কিন্তু সেই হলুস্চিকি, তার বাবা সমুদ্র-শিকার এবং অন্য সব সীল তার আবিষ্কারের কথা শুনে অবিশ্বাসের হাসি হেসে উঠল। কোতিকের সমবয়সী একটা সীল তো বলেই ফেলল: "এ সবই খুব ভাল কথা কোতিক, কিন্তু তুমি কাহা-কাহা মুল্লুক থেকে ঘুরে আসবে এবং আমাদের সকলের উপর সেখানে চলে যাবার হুকুম জারি করবে—তা তো হয় না। মনে রেখ, আমাদের নার্সারিগুলোর জন্য আমরাই লড়াই করে আসছি, আর সে কাজটি তুমি কোন দিন কর নি। তুমি তো সাগরে-সাগরে ঘুরে বেড়াতেই ভালবাস।"

তার কথা শুনে অন্য সব সীলরা হো-হো করে হেসে উঠল।

কোতিক বলল, "আমার তো কোন নার্সারি নেই যে তার জন্য লড়ব। আমি শুধু চাই তোমাদের সব্বাইকে এমন একটা দেশে নিয়ে যেতে যেখানে তোমরা নিরাপদ হবে। লড়াই করার দরকারটা কি?"

বিশ্রীভাবে মুচকি হেসে যুবক সীলটা বলে উঠল, "অবশ্য তুমি যদি পালিয়ে বাঁচতেই চাও তো আমার আর কিছু বলার নেই।"

কোতিকের দুই চোখে একটা সবুজ আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল; লড়াই করার প্রস্তাবে সে ভীষণ ক্ষেপে গেল; বলল, "আমি যদি জিতি, তাহলে তুমি আমার সঙ্গে যাবে?"

যুবক সীলটা কোন রকম চিন্তা না করেই বলল, "ঠিক আছে। তুমি যদি জিততে পার, আমি নিশ্চয় যাব।"

অন্য কিছু ভাববার মত সময়টুকুও সে পেল না; মাথা খাড়া করে সে সবেগে ছুটে গেল; তার সবগুলো দাঁত যুবক সীলটার গলার চর্বির মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর সে চিৎ হয়ে শুয়ে

BanglaBook.org

পড়ে তার শত্রুকে টানতে টানতে সাগরবেলায় নিয়ে গেল; তাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে মাটিতে ফেলে দিল। অন্য সব সীলদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলে উঠল: "পাঁচ-পাঁচটা মরশুম তোমাদের জন্য আমি সব কিছু করেছি। খুঁজে পেয়েছি এমন একটা দ্বীপ যেখানে তোমরা সকলেই নিরাপদে থাকতে পারবে। কিন্তু তোমাদের বোকা গর্দান থেকে মাথাগুলোকে ছিঁড়ে না ফেললে, আমার কথা তোমরা বিশ্বাস করবে না। তাই, আমি তোমাদের উচিত শিক্ষাই দিচ্ছি। নিজেরাই চোখ মেলে চেয়ে দেখ!"

লিমারশিন আমাকে বলেছে যে সে জীবনে—আর প্রতি বছরই লিমারশিন দশ হাজার বড় সীলকে লড়াই করতে দেখেছে—কখনও নার্সারিগুলোর উপর কোতিকের এলোপাথারি আক্রমণের মত দৃশ্য দেখে নি। চোখের সামনে যে সমুদ্র-শিকারকে পেল, তারই উপর লাফিয়ে পড়ে তার গলা টিপে ধরল, তার দম বন্ধ করে দিয়ে তাকে সমানে পেটাতে লাগল যতক্ষণ না সে তার কাছে দয়া ভিক্ষা করল; তারপর তাকে এক পাশে ছুঁড়ে দিয়ে আর একটা সীলকে ধরল। তার সাদা কোঁকড়ানো কেশর রাগে খাড়া হয়ে উঠল, চোখ দুটো জ্বলতে লাগল, বড় বড় শ্বদন্তগুলি ঝক্‌ঝক্ করতে লাগল—সে এক অপূর্ব মূর্তি তার!

তার বাবা বুড়ো সমুদ্র-শিকার একটা প্রচণ্ড হাঁক দিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল: "সে বোকা হতে পারে, কিন্তু সাগরবেলার সে সেরা যোদ্ধা। তোমার বাবাকে নিয়ে চিন্তা করো না বাপ্ আমার! সে তোমার দলেই আছে!"

উত্তরে কোতিকও হুংকার ছাড়ল। বুড়ো সমুদ্র-শিকার হেলেদুলে এগিয়ে এল; আর মাত্‌কা এবং যে সীল মেয়েটির সঙ্গে কোতিকের বিয়ে হবে তারা দু'জনই দুটি পুরুষের গুণগান করতে লাগল।

রাত নামল। উত্তরে আলো কুয়াশা ভেদ করে মিটমিট করতে লাগল তারা। কোতিক একটা ন্যাড়া পাহাড়ের মাথায় উঠে নিচের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নার্সারি আর ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত সীলগুলির দিকে তাকাল। বলল, "তোমাদের উপযুক্ত শিক্ষাই তোমাদের দিয়েছি।"

বুড়ো সমুদ্র-শিকার সগর্বে বলে উঠল, "জল্লাদ তিমিও এর চাইতে খারাপভাবে ওদের কেটে ফেলতে পারত না। বাপি আমার, তোকে পেয়ে আমি গর্বিত; তার চাইতে বড় কথা, তোর সঙ্গে তোর দ্বীপে আমি নিশ্চয় যাব—অবশ্য যদি সত্যি সে রকম কোন দ্বীপ থাকে।"

"এই যে সাগরের পেটমোটা শুয়োরের বাচ্চারা! তোমরা কে কে আমার সঙ্গে সমুদ্র-গরুর সুড়ঙ্গে ঢুকবে? উত্তর দাও, নইলে আবার তোমাদের উচিত শিক্ষা দেব," কোতিক গর্জন করে বলল।

জোয়ারের ঢেউয়ের মত একটা ঝিরঝির শব্দ সাগরবেলার সর্বত্র ধ্বনিত হতে লাগল। হাজার হাজার ক্লান্ত কণ্ঠ এক সঙ্গে বলে উঠল, "আমরা যাব। সাদা সীল কোতিকের পিছনে আমরা থাকব।"

কোতিক তখন সগর্বে মাথাটাকে দুই কাঁধের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল, আর চোখ দুটিও বন্ধ করল। তখন সে আর সাদা সীল নেই, মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত সে লাল হয়ে উঠেছে।

এক সপ্তাহ পরে—

সে ও তার বাহিনী (প্রায় দশ হাজার হলুস্‌চিকি ও বুড়ো সীল) চলে গেল বহুদূর উত্তরে সমুদ্র-গরুর সুড়ঙ্গে। যে সব সীল নোভাস্তোশ্‌নাতেই থেকে গেল তারা ওদের বলল বোকার দল। কিন্তু পরের বসন্তকালে যখন প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে তীরে মাছ ধরতে গিয়ে দুই দলের দেখা হল, তখন

BanglaBook.org

কোতিকের দলবল সমুদ্র-গরুর সুড়ঙ্গের ওপারের নতুন সাগরবেলার এমন সব গল্প শোনাল যে আরও বেশি সংখ্যায় সীলরা দলে দলে নোভাস্তোশ্‌না ছেড়ে যেতে লাগল।

অবশ্য এ ব্যাপারটা যে একদিনেই ঘটল তা কিন্তু নয়। যে কোন বিষয়ে মনস্থির করতে সীলদের দীর্ঘ সময় লাগে। কিন্তু বছরের পর বছর সীলরা বেশি বেশি সংখ্যায় নোভাস্তোশ্‌না ও লুকানন এবং অন্য সব নার্সারি ছেড়ে চলে যেতে লাগল সেই শান্ত, সুরক্ষিত সাগরবেলায় যেখানে কোতিক সারা গ্রীষ্মকালটা বসে বসে কাটায়, প্রতি বছরই আরও বড় হয়, আরও মোটা হয়, আরও শক্তিশালী হয়, হলুস্‌চিকিরা তাকে ঘিরে খেলা করে সেই সমুদ্রে যেখানে কোন মানুষ আসে না।

রিক্‌কি-টিক্‌কি-টাভি

এটা একটা মহাযুদ্ধের গল্প।

রিক্‌কি-টিক্‌কি-টাভি একাকি যুদ্ধটা লড়েছিল সিগোল ক্যান্টনমেন্টের বড় বাংলোটার স্নান-ঘরে। তাকে সাহায্য করেছিল বাবুই পাখি দরজি; আর তাকে পরামর্শ জুগিয়েছিল গন্ধগোকুল চুচুন্দ্রা; সে কখনও ঘরের মেঝের মাঝখানে বেরিয়ে আসে না; সব সময়ই দেয়ালে-দেয়ালে ঘুরে বেড়ায়; কিন্তু আসল যুদ্ধটা করেছিল রিক্‌কি-টিক্‌কি-টাভি।

সে একটা বেজি; দেখতে ছোট বিড়ালের মত; গায়ে লোম আছে, লেজও আছে; কিন্তু মাথায় ও অভ্যাসে সে নকুলজাতীয়। তার চোখ ও নাকের ডগা লাল; যে কোন পা দিয়ে শরীরের যে কোন জায়গা সে আঁচড়াতে পারে; তার লেজটাকে এমনভাবে ফোলাতে পারে যে সেটাকে বোতল ধোবার বুরুশের মত দেখায়। লম্বা ঘাসের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে সে রণ-হুংকার দিয়ে ওঠে: "রিক্‌কি-টিক্‌কি-টাভি।"

একদিন গ্রীষ্মকালের এক প্রচণ্ড বন্যা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে এল তার সেই গর্তের ভিতর থেকে যেখানে সে তার বাবা-মার সঙ্গে বাস করত। রাস্তার পাশের একটা নালার ভিতর দিয়ে ধাক্কা খেতে খেতে সে এগিয়ে চলল। জলে ভেসে আসা একগুচ্ছ ঘাস পেয়ে সেটাই সে আকড়ে ধরল এবং সেইভাবে ভাসতে ভাসতে এক সময় জ্ঞান হারাল। যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন প্রচণ্ড রোদে সে পড়ে ছিল বাগানের একটা পথের উপর, আর একটি ছোট ছেলে বলছিল: "এই একটা মরা বেজি। এস, এটাকে দাহ করি।"

মা বলল, "না; বরং ওটাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে একটু গরম করি। ওটা হয়তো সত্যি সত্যি মরে নি।"

তারা বেজিটাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। একটা বড় মানুষ সেটাকে দুই আঙুলে তুলে ধরে বললেন, এটা মরে নি, তবে আধমরা

BanglaBook.org

হয়ে আছে। সকলে মিলে তাকে তুলোর মধ্যে জড়িয়ে রাখল, গরম করল; একটু পরে সে চোখ মেলে তাকাল, একটা হাঁচিও দিল।

বড় মানুষটি (তিনি একজন ইংরেজ; সবে এই বাংলোতে এসে উঠেছেন) বললেন, "দেখ, ওকে ভয় দেখিও না; আগে দেখি তো ও কি করে।"

একটা বেজিকে ভয় পাওয়ানো পৃথিবীর সব চাইতে শক্ত কাজ, কারণ নাক থেকে লেজ পর্যন্ত সে কৌতূহলে ভর্তি। সব বেজি-পরিবারেরই আদর্শ-বাণী হচ্ছে, "ছুটে যাও আর আবিষ্কার কর;" আর রিক্কি-টিক্কি-টাভি একটা জাত বেজি। সে তুলোটার দিকে তাকাল; বুঝতে পারল যে ওটা খাবার জিনিস নয়; টেবিলের চারদিকে ছুটে বেড়াল; তার উপর উঠে বসল; গায়ের লোমগুলো পাট করল; তারপর একলাফে ছেলেটির কাঁধে চড়ে বসল।

"ভয় পেয়ো না টেডি," বাবা বললেন। "ওরা এই ভাবেই ভাব করে।"

"আউচ! ও যে আমার থুতনিতে সুড়সুড়ি দিচ্ছে," টেডি বলল।

রিক্কি-টিক্কি ছেলেটির কলার ও গলার ফাঁক দিয়ে তাকাল, তার নাকটা শুঁকল; তারপর মেঝেতে নেমে বসে বসে নিজের নাকটাই ঘষতে লাগল।

টেডির মা বললেন, "হা ভগবান! এতো একটা বুনো জন্তু। আমরা ওকে করুণা করেছি বলেই এতটা নিরীহ দেখাচ্ছে।"

তাঁর স্বামী বললেন, "সব বেজিই ঐ রকম। টেডি যদি তার লেজ ধরে উপরে না তোলে, বা তাকে খাঁচায় ভরার চেষ্টা না করে, তাহলে সে সারা দিন বাড়ির ভিতরে ও বাইরে ছুটে বেড়াবে। বরং ওকে কিছু খেতে দাও।"

তাঁরা একটুকরো কাঁচা মাংস তাকে দিলেন। রিক্কি-টিক্কির সেটা খুব ভাল লাগল। খাওয়া শেষ করে সে বারান্দায় গিয়ে রোদে বসে লোমের গোড়া পর্যন্ত শুঁকতে লাগল। এবার সে বেশ সুস্থ বোধ করল।

নিজের মনেই সে বলল, "এই বাড়িতে জানবার-বুঝবার মত অনেক কিছু আছে। এখানে থেকে আমি অনেক কিছু খুঁজে বের করব।"

বাড়িময় ঘুরে ঘুরেই সে সারাটা দিন কাটিয়ে দিল। বাথ-টবের মধ্যে প্রায় ডুবেই যাচ্ছিল; লেখার টেবিলে কালির দোয়াতে নাক ডুবিয়ে দিল; বড় মানুষটির চুরুটের আগুনে নাক পোড়াল। রাত হলে সে টেডির নার্সারিতে ছুটে গেল কেরোসিন-বাতি কেমন করে জ্বালায় সেটা দেখতে। তারপর টেডি যখন বিছানায় শুতে গেল তখন

BanglaBook.org

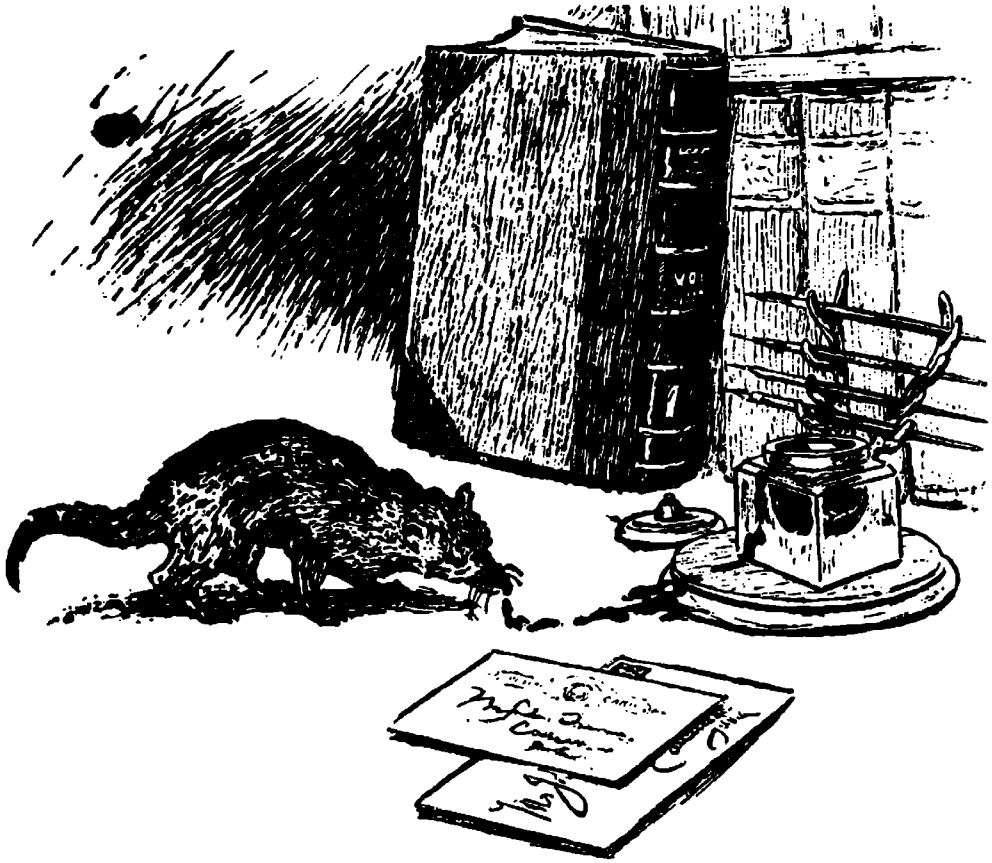

সেও লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে গেল। ছেলেকে দেখতে টেডির মা ও বাবা ঘরে ঢুকে দেখলেন রিক্কি-টিক্কি বালিশে মাথা রেখে জেগে আছে। টেডির মা বললেন, "এটা আমি পছন্দ করি না; ও তো ছেলেটাকে কামড়ে দিতে পারে।"

বাবা বললেন, "সে রকম কিছু ও করবে না। ওকে পাহারা দেবার জন্য একটা শিকারী কুকুর রেখে দেওয়ার চাইতে ওই ছোট জন্তুটার কাছে থাকলে ও বেশি নিরাপদে থাকবে। এখন যদি একটা সাপ এসে নার্সারিতে ঢুকে পড়ে—"

সে রকম ভয়ানক কিছু টেডির মা ভাবতেও পারেন না।

সকাল হতেই রিক্কি-টিক্কি টেডির কাঁধে চড়ে বারান্দায় প্রাতরাশ খেতে এল। তারা তাকে কলা ও সিদ্ধ ডিম খেতে দিল; সেও একের পর এক সকলের কোলের উপর বসতে লাগল। তারপর সে বাগানে গেল সেখানকার দ্রষ্টব্য জিনিসগুলো দেখতে। বাগানটা বেশ বড়; চাষ হচ্ছে মাত্র অর্ধেক জমিতে; বাকিটা ঝোপ-ঝাড়ে ভর্তি। বাগানে ঘুরতে ঘুরতে একসময় কাঁটা-ঝোপের ভিতর থেকে ভেসে-আসা একটা করুণ কণ্ঠস্বর তার কানে এল।

সেখানে থাকে বাবুই পাখি দরজি আর তার বৌ। দুটো পাতাকে একত্র করে বুনে তারা একটা সুন্দর বাসা বানিয়েছে। বাসাটা বাতাসে দোলে, আর সেখানে বসে তারা করুণ সুরে কাঁদে।

"ব্যাপার কি গো?" রিক্কি-টিক্কি শুধাল।

"আমাদের বড় কষ্ট," দরজি বলল। "গতকাল আমাদের একটা ছানা বাসা থেকে নিচে পড়ে গেলে নাগ এসে তাকে খেয়ে ফেলেছে।"

BanglaBook.org

"হুম্।" রিক্কি-টিক্কি বলল, "খুবই দুঃখের কথা—কিন্তু আমি তো এখানে নতুন এসেছি। এই নাগটা কে?"

দরজি ও তার বৌ বাসার মধ্যে মাথাটা নামাল, কোন উত্তর দিল না, কারণ ঝোপের ভিতর থেকে ভেসে এল একটা চাপা হিস্-হিস্ শব্দ। তা শুনে রিক্কি-টিক্কি এক লাফে দুই ফুট পিছিয়ে গেল। তারপর সেই ঘাসের ভিতর থেকে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে উঠে এল কালো গোখড়ো সাপের মাথা ও উদ্যত ফণা। জিভ থেকে লেজ পর্যন্ত নাগের দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুট। নিজের দেহের এক-তৃতীয়াংশ মাটির উপর তুলে সে এদিক-ওদিক দুলতে লাগল এবং সাপের দুটো চোখের ক্রূর দৃষ্টি দিয়ে রিক্কি-টিক্কির দিকে তাকিয়ে রইল। তখন সাপের মনে যাই থাকুক তার কোন ছায়া পড়ে না তার চোখে-মুখে।

সে বলে উঠল, "নাগটা কে? আমিই নাগ। একদা ভগবান ব্রহ্মা যখন ঘুমিয়েছিলেন তখন তাঁর মুখে যাতে রোদ না পড়ে সে জন্য প্রথম গোখড়ো তার ফণা মেলে ধরেছিল; তাই ব্রহ্মা সেই থেকে আমাদের জাতের সকলের মাথায়ই তার চিহ্ন এঁকে দেন। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখ, আর ভয়ে আতকে ওঠ!"

নাগ তার ফণাটাকে আরও বড় করে মেলে ধরল, আর রিক্কি-টিক্কি তার ফণার উপর দেখতে পেল একটা চশমা-মার্কা চিহ্ন। মুহূর্তের জন্য সে ভয়ও পেল; কিন্তু একটা বেজি কখনও দীর্ঘ সময় ভীত, ত্রস্ত হয়ে থাকতে পারে না। আর যদিও রিক্কি-টিক্কি আগে কখনও একটা জ্যান্ত গোখড়ো সাপের মুখোমুখি হয় নি, তার

BanglaBook.org

মা তাকে অনেক মরা গোখড়ো খাইয়েছে। তাই সে জানত যে একটা প্রাপ্তবয়স্ক বেজির জীবনের বড় কাজই হল সাপের সঙ্গে লড়াই করা আর তাকে খেয়ে ফেলা। নাগও সেটা জানত; তাই তার বুকের ভিতরটা ভয়ে কেঁপে উঠল।

"দেখ," লেজ ফুলিয়ে রিক্‌কি-টিক্‌কি বলল। "চিহ্ন থাকা না থাকার কথা নয়, বাসা থেকে পাখির ছানা নিচে পড়লেই তুমি সেটাকে খাবে; এটা কি তোমার উচিত কাজ?"

রিক্‌কি-টিক্‌কির পিছনদিককার ঘাসের ঈষৎ নড়াচড়ার উপর দৃষ্টি রেখে নাগ নিজের মনেই ভাবতে লাগল। সে জানে, বাগানে বেজি ঢোকা মানেই আগে হোক আর পরে হোক তার ও তার পরিবারের মৃত্যু; কিন্তু সে চায় রিক্‌কি-টিক্‌কিকে আচমকা আক্রমণ করতে। তাই সে মাথাটাকে একটু নামিয়ে এক পাশে রাখল।

বলল, "এস, এবার আলোচনা করি। তুমি ডিম খাও। আমি কেন পাখি খাব না?"

"তোমার পিছনে! তোমার পিছনে তাকাও!" দরজি গেয়ে উঠল।

রিক্‌কি-টিক্‌কি হাঁ করে থেকে সময় নষ্ট করে না। এক লাফে সে যতদূর সম্ভব উঁচুতে উঠে গেল, আর ঠিক তার নিচেই হিস্-স্ করে মাথা তুলল নাগিনা—নাগের শয়তানী বৌ। বেজিটা যখন কথা বলছিল সেই অবসরে নাগিনা চুপিসারে এগিয়ে এসেছিল তাকে শেষ করে দিতে। ছোবলটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও তার হিংস্র হিস্-হিস্ শব্দ বেজিটার কানে এসেছিল। সেও লাফিয়ে পড়ল নাগিনার পিঠের উপর। সে যদি একটা বুড়ো বেজি হত তাহলেই সে জানতে পারত যে এক কামড়ে নাগিনার শিরদাঁড়াটা ভেঙে দেওয়ার সেটাই ছিল উপযুক্ত সময়; কিন্তু গোখড়ো সাপের লেজের

ভয়ংকর পাল্টা আঘাতকে তার বড় ভয়। সে কামড় একটা দিল ঠিকই, কিন্তু সেটা মোটেই দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। নাগিনার লেজের পাল্টা আঘাত নেমে আসার আগেই সে এক লাফে লেজের আওতার বাইরে চলে গেল। আর বিধ্বস্ত নাগিনা রেগে টং হয়ে গেল।

কাঁটা-ঝোপের ভিতরকার বাসাটার দিকে যতটা সম্ভব উঁচুতে মাথা তুলে নাগ গর্জে উঠল, "শয়তান, শয়তান দরজি!" কিন্তু দরজি বাসা বানিয়েছিল সাপের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। বাসাটা বাতাসে এদিক-ওদিকে দুলতে লাগল।

রিক্‌কি-টিক্‌কি বুঝতে পারল তার চোখ দুটো লাল ও গরম হয়ে উঠেছে (একটা বেজির চোখ যখন লাল হয়, তখনই বুঝতে হবে তার রাগ হয়েছে)। একটা বাচ্চা ক্যাঙারুর মত লেজ ও

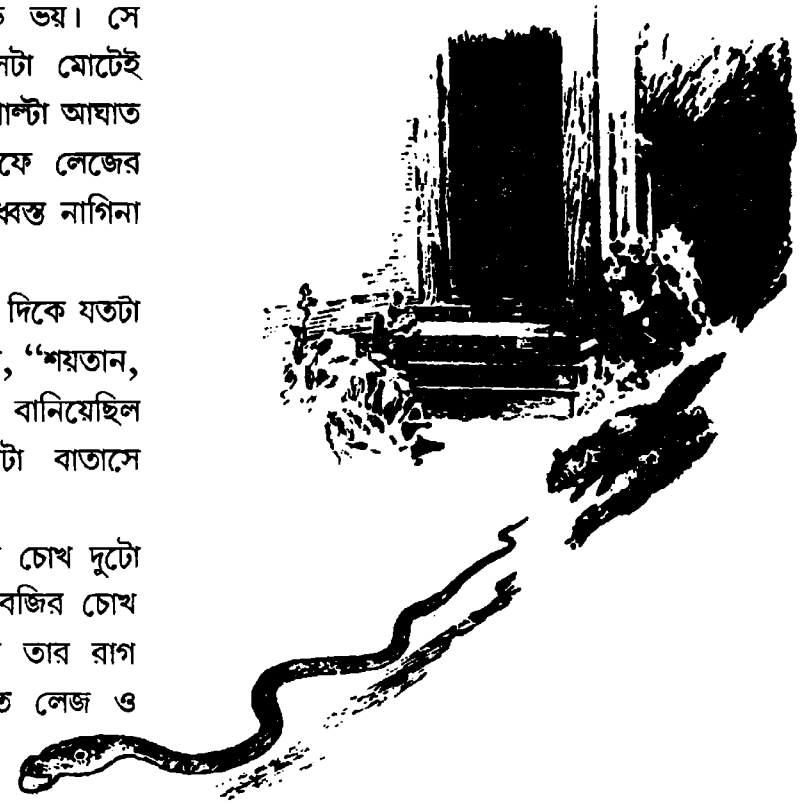

পিছনের পা দুটোর উপর ভর দিয়ে বসে সে চারদিকে তাকাতে লাগল, আর দাঁত-কিড়মিড় করতে লাগল। কিন্তু নাগ ও নাগিনা তখন ঘাসের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেছে। রিক্‌কি-টিক্‌কি তাদের তাড়া করল না; সে একা দুটো সাপকে সামাল দিতে পারবে কিনা সে বিষয়েও সে নিশ্চিত ছিল না। সুতরাং সে পাকা রাস্তা ধরে বাড়ির কাছে চলে গেল এবং ভাবতে বসে গেল। তার কাছে ব্যাপারটা বেশ গুরুতর।

সেই পথেই ছুটতে ছুটতে এল টেডি। আর রিক্‌কি-টিক্‌কিও আদর খাবার জন্য তৈরি হল।

টেডি সবেমাত্র ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় ধূলোর মধ্যে কি যেন একটা নড়ে উঠল, আর পুঁচকে গলায় কে যেন বলে উঠল: "খুব সাবধান! আমি যম!" একটা কারাইত; ধূলো রংয়ের একটা ছোট্ট সাপ যে ধূলোর মধ্যে শুয়ে থাকে শিকারের অপেক্ষায়। তার কামড় গোখড়োর কামড়ের মতই ভয়ংকর, কিন্তু সে এতই ক্ষুদ্রকায় যে তার কথা কেউ ভাবেই না, আর তাই সে মানুষের ক্ষতি করতে পারে অনেক বেশি।

রিক্‌কি-টিক্‌কির দুটো চোখ আবার লাল হয়ে উঠল; একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে শরীরটাকে দোলাতে দোলাতে সে নাচতে নাচতে কারাইতের কাছে গিয়ে হাজির হল। কারাইত ছোবল মারল; রিক্‌কি এক লাফে সরে গেল।

এই ভাবে চলল সাপে-নেউলে সংগ্রাম। দেখা যাক—কে জেতে, আর কে হারে!

বাড়ির দিকে মুখ করে টেডি চিৎকার করে বলল, "আরে! দেখে যাও। আমাদের বেজি একটা সাপকে মারছে।" রিক্‌কির কানে এল টেডির মায়ের আর্তকণ্ঠ। তার বাবা একটা লাঠি নিয়ে ছুটে এলেন। কিন্তু ততক্ষণে কারাইত ছিটকে

BanglaBook.org

অনেকটা দূরে চলে গেছে, আর রিক্কি-টিক্কি মস্ত বড় একটা লাফ দিয়ে সাপটার পিঠের উপর চড়ে বসেছে এবং সমুখের পা দুটোর ভিতর দিয়ে মাথাটাকে গলিয়ে সাপটার পিঠের যতটা সম্ভব উপরে বসাল এক মোক্ষম কামড়, আর তারপরেই বেশ কিছুটা দূরে চলে গেল গড়িয়ে গড়িয়ে। সেই কামড়ে কারাইত অবশ, অচল হয়ে গেল। পারিবারিক নৈশ ভোজনের প্রথা অনুসারে রিক্কি-টিক্কি তাকে লেজের দিক থেকেই খেতে শুরু করবে এমন সময় তার মনে পড়ে গেল যে পেট ভরে খেলে বেজি শ্লথগতি হয়ে পড়ে; সে যদি নিজের শক্ত ও দ্রুতগতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চায় তাহলে তাকে হতে হবে ক্ষীণতনু।

রেড়ির ঝোপে ধূলি-স্নান সারবার জন্য সে চলে গেল সেখান থেকে। টেডির বাবা মরা কারাইত সাপটাকেই লাঠি-পেটা করলেন। রিক্কি-টিক্কি ভাবল, "এ সবের কি দরকার ছিল? আমি তো হিসাব-নিকাশ চুকিয়েই দিয়েছি।"

তখন টেডির মা তাকে ধূলোর ভিতর থেকে তুলে এনে আদর করতে লাগলেন; আর এই বলে কাঁদতে লাগলেন যে সেই আজ টেডিকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। টেডির বাবা বললেন, ওতো ভগবান! টেডি চোখ দুটো বড় বড় করে তাকিয়ে রইল।

সেদিন রাতের খাওয়া শেষ হলে টেডি তাকে সঙ্গে নিয়ে শুতে গেল। নিজের পাশে শুইয়ে দিল। কিন্তু টেডি ঘুমিয়ে পড়তেই রিক্কি-টিক্কি বিছানা থেকে উঠে বাড়িময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। এক সময় গন্ধগোকুল (বেজি জাতীয় জন্তু) চুচুন্দ্রার সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

চুচুন্দ্রার মন-মেজাজ ভাল নয়। সারা রাত সে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু কদাপি

BanglaBook.org

ঘরের মাঝখানে যায় না।

প্রায় কেঁদে ফেলার মত গলায় চুচুন্দ্রা বলে উঠল, "আমাকে মেরে ফেলো না। রিক্কি-টিক্কি, আমাকে মেরে ফেলো না।"

রিক্কি-টিক্কি তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, "তুমি কি ভাব, যে সাপ মারে সে গন্ধ-গোকুলকেও মারে?"

চুচুন্দ্রা আগের চাইতেও করুণ গলায় বলল, "যারা সাপ মারে তারা সাপের হাতেই মরে। অন্ধকার রাতে নাগ যে আমাকে তুমি বলে ভুল করবে না সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত হব কেমন করে?"

রিক্কি-টিক্কি বলল, "সে ভয় মোটেই করো না। নাগ তো থাকে বাগানে, আর আমি জানি তুমি সেখানে মোটেই যাও না।"

"আমার ভাই ইঁদুর আমাকে বলেছে"—এই পর্যন্ত বলেই চুচুন্দ্রা থেমে গেল।

"কি বলেছে?"

"চুপ! নাগ সর্বত্র থাকে রিক্কি-টিক্কি। নিশ্চয় বাগানে চুয়ার সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে।"

"না, হয় নি। তুমি বল। তাড়াতাড়ি বল চুচুন্দ্রা, নইলে আমি তোমাকে কামড়ে দেব!"

সেখানেই বসে পড়ে চুচুন্দ্রা কাঁদতে শুরু করল। তার গোঁফ বেয়ে চোখের জল ঝরতে লাগল। ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, "আমি বড় অসহায়। একটা ঘরের মাঝখানে যাবার সাহসটুকুও আমার নেই। শ্-শ্-শ্। আমি আর কিছু বলব না। শুনতে পাচ্ছ রিক্কি-টিক্কি?"

রিক্কি-টিক্কি কান পাতল। বাড়িটা নিঃঝুম। কিন্তু তার মনে হল, অত্যন্ত অস্পষ্ট একটা খিচ্-খিচ্ শব্দ যেন কানে আসছে। জানালার কাঁচের উপর দিয়ে একটা বোল্‌তা হেঁটে গেলে যেমন শব্দ হয়—ইটের দেয়ালের উপর সাপের খোলসের শুকনো আঁচড়ের মত শব্দ।

সে নিজের মনেই বলল, "ওই তো নাগ অথবা নাগিনা। স্নান-ঘরের নর্দমা দিয়ে চলেছে। তুমি ঠিক বলেছ চুচুন্দ্রা; চুয়ার সঙ্গে কথা বলাই আমার উচিত ছিল।"

সে লুকিয়ে টেডির স্নান-ঘরে ঢুকল। সেখানে কেউ নেই। তারপর সে টেডির মার স্নান-ঘরে ঢুকল। দেয়ালের মসৃণ পলস্তারার নিচের দিকে একটা ইট খুলে ফেলা হয়েছে যাতে স্নানের জল বেরিয়ে যেতে পারে। সেই ফোঁকড় দিয়ে বাইরে বেরিয়েই সে শুনতে পেল, বাইরে চাঁদের আলোয় নাগ আর নাগিনা ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছে।

নাগিনা স্বামীকে বলল, "যখন বাড়িতে লোকজন কেউ থাকবে না তখন তো তাকেও চলে যেতে হবে, আর, তখন এই বাগানটা আবার আমাদের হয়ে যাবে। চুপি-চুপি ভিতরে যাও। মনে রেখো, যে বড় মানুষটা কারাইতকে মেরেছে তাকেই প্রথম কামড়াবে। তারপর বেরিয়ে এসে আমাকে বলবে। তখন আমরা দু'জনে মিলে রিক্কি-টিক্কিকে খুঁজে বের করব।"

নাগ বলল, "কিন্তু তুমি কি নিশ্চিত যে মানুষকে মেরে কোন লাভ হবে?"

"সবটাই লাভ। বাংলোতে যখন কোন মানুষ ছিল না, তখন কি আমরা বাগানে কোন বেজিকে দেখেছি? যতদিন বাংলোটা ফাঁকা থাকবে ততদিন তো আমরাই বাগানের রাজা ও রাণী। আরও মনে রেখো, তরমুজ ক্ষেতে আমাদের ডিমগুলো ফেটে যখনই বাচ্চা হবে তখন তো তাদের জন্য আমাদের ভাল ঘরও লাগবে।"

নাগ বলল, "সে কথাটা আমি ভাবি নি। আমি যাব, তবে পরে রিক্কি-টিক্কির খোঁজ করার কোন দরকার নেই। আমি মারব বড় মানুষটা

BanglaBook.org

ও তার বৌকে, পারলে ছেলেটাকেও; তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে আসব। তখন বাংলো ফাঁকা হয়ে যাবে, আর রিক্কি-টিক্কিও চলে যাবে।"

কথাগুলি শুনে রাগে ও ঘৃণায় রিক্কি-টিক্কির শরীরটা জ্বলতে লাগল। নর্দমার ভিতর দিয়ে নাগের মাথাটা বেরিয়ে এল। তারপর বের হল তার পাঁচ ফুট মাপের ঠাণ্ডা শরীরটা। নাগ কুণ্ডুলি পাকাল, মাথাটা তুলল, অন্ধকারে স্নান-ঘরের ভিতরে তাকাল। রিক্কি তার চোখের ঝিলিকও দেখতে পেল।

রিক্কি-টিক্কি-টাভি বলল, "এখন, আমি যদি এখানেই ওকে মেরে ফেলি, তাহলে নাগিনা জেনে ফেলবে; আবার যদি খোলা মেঝেতে তার সঙ্গে লড়ে যাই, তাহলে সুবিধাটা সেই বেশি পাবে। আমি কি যে করি?"

নাগ এদিক-ওদিক নড়াচড়া করল। রিক্কি-টিক্কি শুনতে পেল, সে বড় জলের পাত্রটা থেকে জল খাচ্ছে। নাগ বলল, "সব ঠিক আছে। সকালে বড় মানুষটা স্নান-ঘরে ঢোকা পর্যন্ত আমি এখানেই থাকছি। নাগিনা—শুনতে পাচ্ছ—সকাল না হওয়া পর্যন্ত আমি এখানে এই ঠাণ্ডা মেঝেতেই আছি।"

বাইরে থেকে কোন উত্তর এল না। রিক্কি-টিক্কি বুঝল, নাগিনা চলে গেছে। কুণ্ডুলি পাকিয়ে পাকিয়ে নাগ জলের পাত্রটার নিচেই ঘুমিয়ে পড়ল। রিক্কি-টিক্কিও মরার মত চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল।

নাগ ঘুমিয়ে পড়ল। তার পিঠের দিকে তাকিয়ে রিক্কি-টিক্কি ভাবল, ঠিক কোথায় চেপে ধরলে বাগে আনা যাবে। অনেক ভেবে-চিন্তে সে মনে মনে বলল, "মাথাটাই আসল জায়গা। ঠিক ফণার উপরে মাথা। একবার বাগে আনতে পারলে আর বাছাধনকে ছাড়ছি না।"

তারপরেই সে লাফিয়ে পড়ল। দুই পাটি দাঁত এক করে নাগের মাথায় কামড় বসিয়ে লাল মাটির পাত্রটায় পিঠ ঠেকিয়ে রিক্কি নাগের মাথাটাকে চেপে ধরল। তারপর নাগ তাকে এলোপাথারি আছড়াতে লাগল—ঠিক যে ভাবে কুকুর একটা ইঁদুরকে ধরে মাটিতে আছাড় মারে। সেই প্রকাণ্ড ঝাঁকাঝাঁকিতে ঘরের জিনিসপত্র সব তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেল। রিক্কি ক্রমেই তার চোয়াল দুটোকে আরও শক্ত করে চেপে ধরল; সে ঠিক বুঝতে পারল, নাগের হাতে আছাড় খেতে খেতে আজ তার মৃত্যু অনিবার্য। তাই পরিবারের সম্মান রক্ষার জন্য সে স্থির করল, মরি তাও ভাল, তবু দাঁতের চাপ খুলব না।

ক্রমে রিক্কি ঝিমুতে শুরু করল; সারা শরীর যন্ত্রণায় অধীর; শরীরটা বুঝি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ঠিক সেই সময় তার ঠিক পিছন দিকে বিদ্যুতের একটা ঝিলিক খেলে গেল; একটা গরম হাওয়া লেগে সে জ্ঞান হারাল; একটা লাল আগুনে তার সব লোম বুঝি পুড়ে গেল।

গোলমালে শোবার ঘরে বড় মানুষটার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ছুটে স্নান ঘরে এসে তিনি শট-গানের দুটো নল দিয়েই গুলি ছুঁড়েছেন নাগের ফণার ঠিক পিছনদিকটা লক্ষ্য করে।

রিক্কি-টিক্কি দুই চোখ বুজে পড়েই রইল; এবার সে নিশ্চিত হল যে তার মৃত্যু হয়েছে। মাথাটা একটুও নড়ছে না। বড় মানুষটি তাকে তুলে নিয়ে বললেন, "এলিস, আবার সেই বেজিটাই; এই ছোট বাচ্চাটাই এবার আমাদের সকলের জীবন রক্ষা করেছে।" টেডির মা ফ্যাকাসে মুখে এসে ঘরে ঢুকলেন। নাগের মৃতদেহটা দেখলেন। রিক্কি-টিক্কি নিজেকে টানতে টানতে টেডির শোবার ঘরে চলে গেল। বাকি রাতটা কাঁপতে কাঁপতেই কাটিয়ে দিল।

BanglaBook.org

সকাল হল। রিক্কি তখনও জুবুথুবু হয়ে বসেছিল। কিন্তু সে যা করেছে তার জন্য তার খুশির অন্ত নেই। সে বলল, "এবার বোঝাপড়া হবে নাগিনার সঙ্গে। আর কবে যে তার ডিমগুলো ফুটে বাচ্চা হবে তা কে জানে! হা ঈশ্বর! এবার আমাকে দরজির কাছে যেতেই হবে।"

প্রাতরাশের জন্য অপেক্ষা না করেই রিক্কি ছুটে গেল কাঁটাঝোপে। সেখানে দরজি গলা ছেড়ে বিজয়-সঙ্গীত গাইছিল। নাগের মৃত্যুর খবর বাগানময় ছড়িয়ে পড়েছে, কারণ ঝাড়ুদার নাগের মৃতদেহটাকে জঞ্জালের স্তূপে ফেলে দিয়েছিল।

রিক্কি-টিক্কি সরোষে বলে উঠল, "ওরে, পাখনা-সর্বস্ব বোকার দল, এটা কি গানের সময়?"

"নাগ মরেছে—মরেছে—মরেছে!" দরজি আবারও গান ধরল। "বীরপুঙ্গব রিক্কি-টিক্কি তার মাথাটা ধরল চেপে। বড় মানুষটি নিয়ে এল তার ব্যাং-লাঠি, আর নাগের পতন হল দু'টুকরো হয়ে। সে আর আমার ছানাপোনাদের খেতে পারবে না!"

বেশ ভাল করে চারদিক দেখে রিক্কি বলল, "এ সবই সত্যি; কিন্তু নাগিনা কোথায়?"

দরজি বলল, "স্নান-ঘরের নর্দমার কাছে এসে নাগিনা ডাকল নাগকে। নাগ এল একটা লাঠির মাথায় ঝুলতে ঝুলতে—ঝাড়ুদার তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল জঞ্জালের স্তূপে। এস, আমরা মহান লাল-চোখ রিক্কি-টিক্কির জয়গান করি।" দরজি গলা ছেড়ে গান ধরল।

রিক্কি-টিক্কি বলল, "আমি যদি তোমার বাসায় উঠতে পারতাম তাহলে তোমার সব ছানাকে বাইরে ফেলে দিতাম! ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করতে তুমি জান না। তোমার বাসায় এখন তুমি যথেষ্ট নিরাপদ, কিন্তু নিচে আমার জন্য অপেক্ষা করছে যুদ্ধ। তুমি এক মিনিট গান থামাও দরজি।"

"মহান, সুন্দর রিক্কি-টিক্কির জন্য আমি থামলাম। ব্যাপারটা কিহে ভয়ংকর নাগের নিধনকারী?"

"এই তৃতীয় বার বলছি, নাগিনা কোথায়?"

"আস্তাবলের পাশে জঞ্জাল স্তূপের উপরে। নাগের জন্য কাঁদছে। সাদা দাঁতের মালিক রিক্কি-টিক্কি মহান।"

"আমার সাদা দাঁতের কথা থাক। তুমি কি শুনেছ, সে তার ডিমগুলি কোথায় রাখে?"

"তরমুজের ক্ষেতে, কাছের দেয়ালের শেষ প্রান্তে, যেখানে সারাটা দিন রোদ থাকে। কয়েক সপ্তাহ আগে নাগিনা ডিমগুলিকে সেখানে লুকিয়ে রেখেছিল।"

"সে কথাটা এতদিন আমাকে বলাটা দরকারী মনে কর নি তুমি?"

"রিক্কি-টিক্কি, তুমি ডিমগুলো খেয়ে ফেলবে না তো?"

"ঠিক খাব না, না। দরজি, তোমার যদি এক তিল বুদ্ধিও থাকে তো এখনই আস্তাবলে উড়ে যাও, আর এমন ভান কর যেন তোমার ডানা ভেঙে গেছে, আর তোমাকে তাড়া করে নাগিনা এসে হাজির হোক এই ঝোপে। তরমুজ ক্ষেতে আমাকে যেতেই হবে; এখনই সেখানে গেলে সে হয়তো আমাকে দেখে ফেলবে।"

দরজির বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম। যেহেতু সে জানে যে নাগিনার বাচ্চারাও তার নিজের বাচ্চাদের মতই ডিম থেকে জন্মেছে, তাই প্রথমে সে মনে করে নি যে তাদের নিধনটা উচিত কাজ হবে। কিন্তু তার বৌটি ছিল বুদ্ধিমতী; সে জানে যে গোখড়োর ডিম মানেই ভবিষ্যতের বাচ্চা গোখড়ো। তাই সে বাসা থেকে উড়ে গেল,

BanglaBook.org

আর দরজি বাসায় বসে নাগের মৃত্যু-সঙ্গীত গাইতে লাগল।

দরজির বৌ জঞ্জাল স্তূপের কাছে গিয়ে উড়তে লাগল আর চেঁচিয়ে বলতে লাগল: "উঃ, আমার ডানাটাই ভেঙে গেছে! বাড়ির ছেলেটা ঢিল ছুঁড়ে আমার ডানা ভেঙে দিয়েছে।" তারপর সে আরও জোরে উড়তে লাগল।

নাগিনা মাথা তুলে হিস্‌হিস্‌ করে বলল, "সেদিন আমি যখন রিক্‌কি-টিক্‌কিকে নিধন করতে পারতাম তখন তুই-ই তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলি। সত্যি সত্যি, তুই একটা খারাপ জায়গায় এসে খোঁড়া সেজেছিস।" এই কথা বলে সে ধূলোর ভিতর দিয়ে দরজির বৌয়ের দিকে এগিয়ে গেল।

দরজির বৌ আর্তনাদ করে উঠল, "ছেলেটাই ঢিল ছুঁড়ে ডানাটা ভেঙে দিয়েছে।"

"দেখ, মরার পরেও এ-কথাটা জেনে তুমি কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করবে যে সেই ছেলেটার সঙ্গেও সব হিসাব আমি চুকিয়ে ফেলব। আজ সকালে আমার স্বামী শুয়ে আছে জঞ্জালের স্তূপে, কিন্তু রাত হবার আগেই বাড়ির ছেলেটাও নিথর হয়ে যাবে। দৌড়ে গেলে কি হবে? তোকে আমি ঠিক ধরে ফেলব। ওরে বোকা আমার দিকে একবার তাকা!"

দরজির বৌ ভালই জানে যে ও-কাজটা করা যায় না; কারণ একটা পাখি যদি সাপের চোখের দিকে তাকায় তাহলে সে আর নড়তেই পারে না। করুণ সুরে শিস্‌ দিতে দিতে দরজির বৌ মাটিতে লাফিয়ে লাফিয়েই উড়ে চলল। নাগিনাও আরও জোরে ছুটতে লাগল।

রিক্‌কি-টিক্‌কির কানে এল, ওরা দু'জন আস্তাবলের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে; সেও তরমুজ ক্ষেতের দিকে ছুটল। সেখানেই যে মুরগির ডিমের মত বড় বড় পঁচিশটা ডিম নাগিনা বেশ ভালভাবে লুকিয়ে রেখেছে।

রিক্‌কি বলল, "আমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছি;" কারণ সে দেখতে পেল যে ডিমের ভিতরে বাচ্চা গোখ্‌ড়োগুলো নড়াচড়া করছে; সে আরও জানে যে ডিম ফুটে বেরিয়েই ওদের যে কেউ যে কোন মানুষ বা বেজিকে মেরে ফেলতে পারে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে ডিমের মাথাগুলোকে এমনভাবে কামড়ে ভেঙে ফেলতে লাগল যাতে ভিতরের বাচ্চা গোখড়োগুলোর দাঁতের চাপে মরে যায়। মাঝে মাঝেই ঝুড়িটা উপুড় করে দেখল, কোন ডিম তার মধ্যে পড়ে আছে কি না। যখন দেখল যে আর মাত্র তিনটে ডিম পড়ে আছে তখন রিক্‌কির মুখ-চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আপন মনেই সে মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল।

ঠিক তখনই সে শুনতে পেল দরজির বৌ চেঁচিয়ে বলছে:

"রিক্‌কি-টিক্‌কি, নাগিনাকে আমি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসেছি। সে বারান্দায়ও উঠে গেছে, আর—ওঃ, তুমি তাড়াতাড়ি চল—সে নিধন করার মতলবে আছে!"

রিক্‌কি বাকি দুটো ডিমকে ভেঙে ফেলল; তৃতীয় ডিমটা মুখে দিয়ে তরমুজ ক্ষেত থেকে পিছু হটে এক দৌঁড়ে বাড়ির বারান্দায় পৌঁছে গেল। টেডি আর তার বাবা ও মা সেই ভোরেই প্রাতরাশে বসেছিলেন; কিন্তু রিক্‌কি দেখল, তাঁরা কেউ কিছু খাচ্ছেন না। তাঁরা পাথরের মত স্থির হয়ে বসে আছেন; সকলেরই মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। টেডি খোলা পায়ে চেয়ারে বসে আছে, আর সহজে ছোবল মারার মত দূরত্বে টেডির চেয়ারের পাশে মাদুরের উপর কুণ্ডুলি পাকিয়ে ফণা তুলে আছে নাগিনা; ফণাটা দুলিয়ে দুলিয়ে সে বিজয়-সঙ্গীত গাইছে।

BanglaBook.org

নাগিনা হিস্‌হিসিয়ে বলল, "ওরে নাগের হত্যাকারী বড় মানুষটার বেটা, চুপ করে বসে থাক্। আমি এখনও প্রস্তুত হই নি। একটু সবুর কর্। তিন জনই চুপচাপ থাক। তোরা নড়লেও আমি ছোবল মারব, না নড়লেও ছোবল মারব। হায়রে বোকার দল, কেন যে তোরা নাগকে মারলি!"

টেডির দুই চোখ তার বাবার দিকে স্থিরনিবদ্ধ। তার বাবারও কিছুই করার নেই। তিনি চুপি-চুপি বললেন, "স্থির হয়ে বসে থাক টেডি। একটুও নড়ো না। টেডি, স্থির হয়ে থাক।"

তখনই রিক্‌কি সেখানে হাজির হয়ে চিৎকার করে বলে উঠল: "ঘুরে দাঁড়া নাগিনা; এবার লড়াই কর্!"

চোখ না তুলেই নাগিনা বলল, "যথাসময়েই তুইও হাজির। এখনই তোর সঙ্গেও বোঝা-পড়া হবে। তোর বন্ধুদের দিকে তাকা রিক্‌কি-টিক্‌কি। তারা স্তব্ধ, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তুই আর এক পা এগোলেই আমি ছোবল মারব।"

রিক্‌কি বলল, "দেয়ালের কাছে তরমুজ ক্ষেতে তোর ডিমগুলোর দিকে তাকা। যা, ভাল করে দেখে আয় নাগিনা।"

সাপটা আধ পাক ঘুরে দেখল, বারান্দায় একটা ডিম পড়ে আছে। সে বলল, "ওঃ-হো! ওটা আমাকে দে।"

রিক্‌কি পায়গুলো থাবা দিয়ে ডিমটাকে ঢেকে রাখল। তার চোখ দুটো তখন রক্তের মত লাল। বলল, "একটা সাপের ডিমের দাম কত? একটা গোখড়োর বাচ্চার দাম? একটা বড়সড় জাত-গোখড়োর দাম? আর শেষ—সর্বশেষ বাচ্চার দাম? বাকি ডিমগুলোকে পিপড়েরা খাচ্ছে তরমুজ ক্ষেতে বসে।"

শেষ ডিমটার জন্য অন্য সব কিছু ভুলে নাগিনা সম্পূর্ণ ঘুরে গেল। ওদিকে রিক্‌কি দেখল টেডির

BanglaBook.org

বাবা লম্বা হাতটা বাড়িয়ে টেডির গলাটা ধরে একটানে তাকে ছোট চায়ের টেবিলটার উপর দিয়ে নাগিনার হাতের বাইরে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গেলেন।

"ঠকিয়েছে! ঠকিয়েছে! ঠকিয়েছে! রিক-চিক-চিক!" রিক্কি মুচকি হেসে বলে উঠল। "ছেলেটি — এখন — নিরাপদ, — আর আমি—আমি—আমিই কাল রাতে স্নান-ঘরে নাগের ফণাটাকে চেপে ধরেছিলাম।"

তারপরেই মাথাটাকে মেঝের উপর রেখে চার পা এক করে রিক্কি লাফ-ঝাঁপ শুরু করে দিল। "নাগ আমাকে এদিক-ওদিক ছুঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু একেবারে ছাড়াতে পারে নি। বড় মানুষটি দু'বার গুলি ছোঁড়ার আগেই সে মারা গেল। সেটাও আমিই করেছি। রিক্কি-টিক্কি-চিক্-চিক্! এবার আয়রে নাগিনা। এসে আমার সঙ্গে লড়ে যা। বেশি দিন তোকে বিধবা থাকতে হবে না।"

নাগিনা বুঝল, টেডিকে নিধন করার সুযোগ সে হারিয়েছে, আর ডিমটাও রয়েছে রিক্কির থাবার মধ্যে। ফণাটা নামিয়ে সে বলল, "ডিমটা আমাকে দিয়ে দে রিক্কি-টিক্কি। আমার শেষ ডিমটা দিয়ে দে। আমি এখান থেকে চলে যাব, আর কোন দিন ফিরব না।"

"হ্যাঁ, তুই চলেই যাবি; আর কোন দিন ফিরবি না; কারণ তুইও নাগের সঙ্গে ওই জঞ্জালের স্তূপেই যাবি। লড়াই রে বিধবা! বড় মানুষটি তার বন্দুক আনতে গেছে। লড়াই কর্।"

নাগিনার ছোবলের বাইরে থেকে রিক্কি তার চারদিকে ঘুরতে লাগল। তার ছোট চোখ দুটো গরম কয়লার মত জ্বলছে। সব শক্তি দিয়ে নাগিনা তার দিকে লাফিয়ে পড়ল। রিক্কিও এক লাফে পিছনে সরে গেল। আবার—আবার—আবারও নাগিনা ছোবল মারল; প্রতিবারই তার মাথাটা ঠুকে গেল বারান্দার মাদুরের উপর। রিক্কি বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগল নাগিনার পিছন দিকে যাবার জন্য, আর নাগিনাও তার মুখোমুখি হবার জন্য ঘুরে যেতে লাগল। মাদুরের উপর তার লেজের ঝাপ্টা লেগে ঝড়ে উড়ে যাওয়া শুকনো পাতার মত সর্-সর্ শব্দ হতে লাগল।

রিক্কি ডিমের কথা ভুলে গেল। সেটা তখনও বারান্দাতেই পড়ে ছিল। একটু একটু করে নাগিনা ডিমটার কাছাকাছি চলে গেল; আর রিক্কি তার শ্বাসটা টেনে নেওয়া মাত্রই নাগিনা ডিমটাকে মুখে নিয়ে বারান্দার সিঁড়ির দিকে মুখটা ঘুরিয়েই তীরের মত ছুটতে শুরু করল; রিক্কিও তার পিছু নিল। গোখড়ো সাপ যখন জীবনের তাগিদে ছোটে তখন তার গতি হয় ঘোড়ার পিঠে-পড়া চাবুকের মত।

রিক্কি জানে ওকে ধরে ফেলতেই হবে, নইলে আবার সব রকম গোলমাল শুরু হবে। নাগিনা ছুটছে কাঁটা-ঝোপের পাশ দিয়ে লম্বা ঘাসের ভিতর দিয়ে। তার পিছনে ছুটতে ছুটতে রিক্কির কানে এল দরজি তখনও সেই হাস্যকর বিজয়-সঙ্গীতই গেয়ে চলেছে। কিন্তু দরজির বৌ অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে। নাগিনা কাছাকাছি আসতেই সে বাসা ছেড়ে নাগিনার মাথার উপর দিয়ে উড়তে লাগল পাখা ঝট্-পট্ করে। নাগিনা কিন্তু তাতেও থামল না; ফণাটা নামিয়ে ছুটে চলল। তবু সেই মুহূর্তের বিলম্বের সুযোগেই রিক্কি নাগিনাকে ধরে ফেলল; যে ইঁদুরের গর্তটার মধ্যে সে ও নাগ বাস করত যে মুহূর্তে নাগিনা সেই গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল ঠিক তখনই রিক্কি তার সাদা দাঁতগুলি বসিয়ে দিল নাগিনার লেজের মধ্যে; ফলে লেজটার সঙ্গে সঙ্গে সেও ঢুকে পড়ল একই ইঁদুরের গর্তে। এখন—যত জ্ঞানী

BanglaBook.org

আর বুদ্ধিমানই হোক কোন বেজি কখনও সাহস করে গোখড়ো সাপের গর্তে ঢুকবে না। গর্তের ভিতরটা অন্ধকার। গর্তটা কখন শেষ হবে, আর নাগিনাও মুখ ঘোরাবার মত জায়গা পেয়ে তাকে ছোবল মারবে—তাও রিক্কি জানে না। সে প্রাণপণ শক্তিতে নাগিনার লেজটা কামড়ে ধরে রইল।

তারপর—

এক সময় গর্তের মুখের কাছের ঘাসগুলোর দোলানি থেমে গেল। দরজি বলে উঠল: "রিক্কি-টিক্কি সাবাড় হয়ে গেল। এবার গাইতে হবে তার মৃত্যু-সঙ্গীত। বীরপুঙ্গব রিক্কি-টিক্কি এখন মৃত! কারণ মাটির নিচে নাগিনা নির্ঘাৎ তাকে নিধন করেছে।"

সে গেয়ে উঠল একটা সকরুণ গান। এই দুঃসময়েই গানটা সে বানিয়েছে। সবেমাত্র সে গানের চরম দুঃখের সুরে পৌঁচেছে এমন সময় ঘাসগুলো আবার কেঁপে উঠল। পায়ে পায়ে দেহটাকে টানতে টানতে রিক্কি গর্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তার সারা দেহ ধূলোয় ঢাকা। নিজের গোঁফ নিজেই চেটে সাফ করছে। আঁতকে উঠে একটু চিৎকার করেই দরজি থেমে গেল। নিজের লোম থেকে ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে রিক্কি একবার হাঁচি দিল। বলল, "সব শেষ। বিধবাটা আর বেরিয়ে আসবে না।" এক দল লাল পিঁপড়ে গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল—তার কথাগুলি সত্যি কিনা সেটা যাচাই করতে।

রিক্কি ঘাসের উপর গা এগিয়ে দিল। যেখানে পড়ল সেখানেই ঘুমলো—ঘুম আর ঘুম—পড়ন্ত বিকেল পর্যন্ত সে একটানা ঘুম দিল। সারা দিন বড়ই ধকল গেছে।

ঘুম থেকে জেগে উঠে সে বলল, "এবার ঘরে ফিরব। দরজি, তাম্রকারকে খবরটা বলে দাও; সেই গোটা বাগানকে জানিয়ে দেবে যে নাগিনা মারা গেছে।" তাম্রকার এক জাতের পাখির নাম। সেই পাখিদের ডাক অবিকল একটা তামার পাত্রে একটা ছোট হাতুড়ি পেটার শব্দের মত। এ রকম ডাক সে সর্বদাই ডাকে, কারণ প্রতিটি ভারতীয় বাগানে সেই হচ্ছে নগর-ঘোষক।

রিক্কি যখন বাড়িতে ঢুকল, তখন টেডি, টেডির মা ও বাবা বেরিয়ে এসে তাকে নিয়ে এক মহা হৈ-চৈ শুরু করে দিলেন। সে রাতে ভরপেট খেয়ে রিক্কি টেডির কাঁধে চড়ে তারই শোবার ঘরে ঢুকল।

টেডির মা স্বামীকে বললেন, "সেই তো আমাদের জীবন আর টেডির জীবন রক্ষা করেছে। ভাবতে পার, সে আমাদের সব্বাইকে বাঁচিয়েছে।"

রিক্কি জেগে উঠে একটা লাফ দিল। তাদের দেখে বলল, "ওঃ, তোমরা! এখানে কি করছ তোমরা? সব গোখড়ো সাপ মরে গেছে; আর সব যদি নাও মরে থাকে, আমি তো আছি।"

নিজেকে নিয়ে গর্ব করার অধিকার রিক্কি-টিক্কির অবশ্যই ছিল; কিন্তু সে কখনও অতি গর্বিত হয় নি। বাগানটাকে সে একটা বেজির উপযুক্তভাবেই পাহারা দেয়—দাঁত, লম্ফ-ঝম্প আর কামড়ের সাহায্যে। আর কোনদিন কোন গোখড়ো সাপ দেয়ালের ভিতরে মাথা ঢোকাতে সাহস করে নি।

BanglaBook.org

হস্তিপ্রিয় টুমাই পরিবার

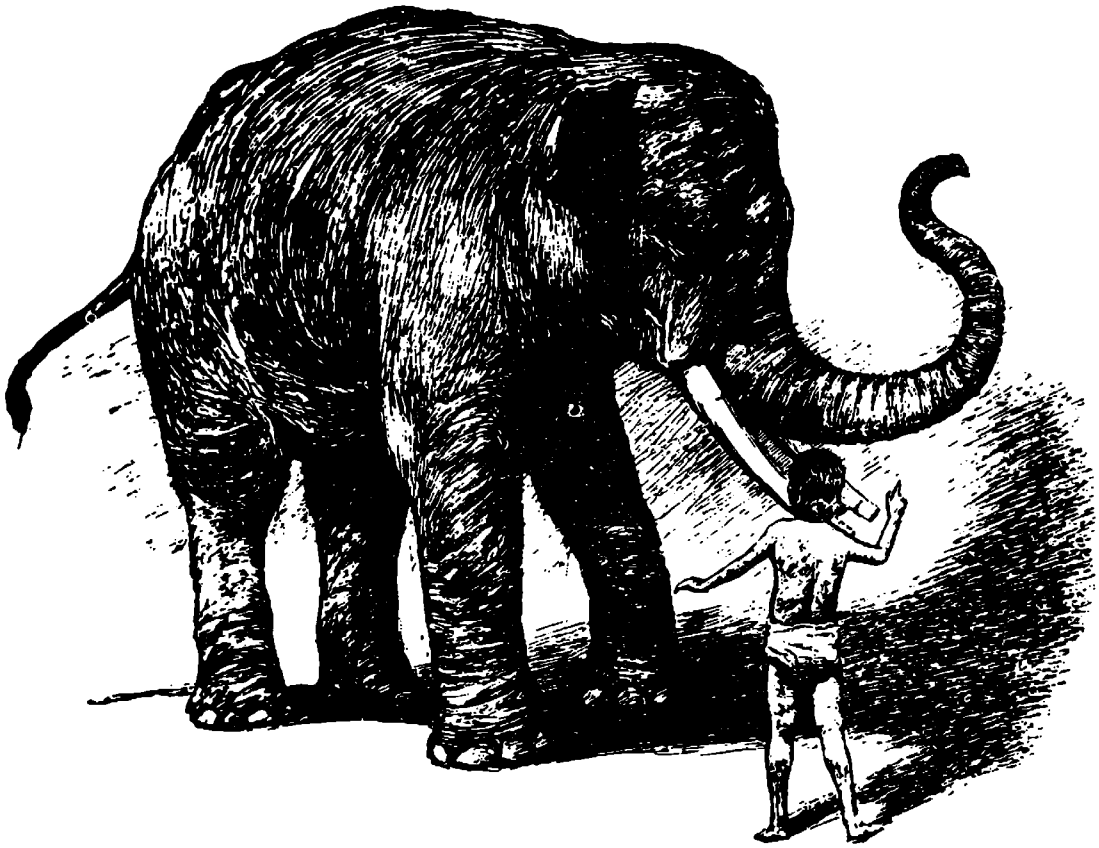

মনে পড়ে, আমি কি ছিলাম।
বন্ধন-রজ্জু আর লোহার বেড়ি
আমার দুই চক্ষের বিষ।
মনে পড়ে, আমার সেদিনের শক্তি,
আর জঙ্গলের কাণ্ডকারখানার কথা।
এক বাণ্ডিল আখের দামে
আমার পিঠটাকে বেচে দেব না মানুষের কাছে।
আমি ফিরে যাব আমার স্বজনের কাছে,
অরণ্যের অধিবাসীদের পাশে।

যতক্ষণ দিনের আলো না ফোটে,
যতক্ষণ সকাল না হয়,
ততক্ষণ আমি চলে যাব বাতাসের অকলংক চুম্বনের
আশায়,
নিজেকে বিলিয়ে দেব জলের পরিচ্ছন্ন ভালবাসায় ;
আমি ভুলে যাব আমার পায়ের বেড়ি,
ভুলে যাব অংকুশের খোঁচা,
আমি ফিরে যাব আমার হারানো ভালবাসার কাছে,
আমার সেই সব খেলার সাথীদের কাছে
যারা কারও হুকুমের চাকর নয়।

কালা নাগ, অর্থাৎ কৃষ্ণসর্প, একটা হাতির নাম, সাতচল্লিশ বছর ধরে সে নানা ভাবে ভারত সরকারের সেবা করেছে ; সে যখন ধরা পড়েছিল তখন তার বয়স ছিল পুরো বিশ বছর, দুটো মিলিয়ে প্রায় সত্তর বছর—একটা হাতির পক্ষে বেশ বৃদ্ধ বয়স। তার মনে আছে, কপালে চামড়ার বড় পেট্টি বেঁধে কাদায় ডুবে-থাকা একটা বন্দুককে

ঠেলে তুলেছিল; সে ঘটনা ১৮৪২ সালের আফগান যুদ্ধের আগেকার কথা; তখনও সে পূর্ণ শক্তির অধিকারী হয় নি। তার মা রাধা পেয়ারিও কালা নাগের সঙ্গে একই খেদায় ধরা পড়েছিল; তখন কালা নাগের দুধের দাঁতও পড়ে নি; তখনই মা তাকে বলেছিল, যে হাতিরা ভয় পায় তারা সব সময়ই আঘাত পায়। কালা নাগ জানত পরামর্শটা খুবই খাঁটি, কারণ প্রথম দিন সে যখন একটা গোলা ফাটতে দেখেছিল তখন সে ভয়ে চিৎকার করে পিছিয়ে গিয়ে পড়েছিল স্ট্যাণ্ডে সাজিয়ে রাখা এক সারি রাইফেলের উপর, আর বেয়নেটের খোঁচায় তার শরীরের সব নরম জায়গাগুলি ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। অতএব পঁচিশ বছরে পা দেবার আগেই সে ভয় পাওয়া ব্যাপারটাই ভুলে গিয়েছিল, এবং তার ফলে হয়ে উঠেছিল ভারত সরকারের কর্মে রত হাতিদের মধ্যে সব চাইতে বেশি ভালবাসা ও সব চাইতে বেশি সেবাযত্ন পাওয়া সেরা হাতি। উত্তর ভারতে সেনা-অভিযানের সময় সে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল বারো শ' পাউণ্ড ওজনের তাঁবু; একটা বাষ্পীয় ক্রেণের সাহায্যে তাকে তুলে নেওয়া হয়েছিল জাহাজের পাটাতনে, এবং দিনের পর দিন জলের উপর কাটাবার পরে ভারতবর্ষ থেকে অনেক দূরে একটা অজানা পাহাড়ি দেশে তার পিঠে চাপানো হয়েছিল একটা বিশাল মর্টার; মগ্‌ডালাতে সম্রাট থিয়োডোরকে সে মৃত্যুশয্যায় দেখেছে; এবং জাহাজে চেপে আবার দেশে ফিরে এসেছিল আবিসিনিয়ার যুদ্ধের মেডেল গলায় ঝুলিয়ে। দশ বছর পরে সে স্বচক্ষে দেখেছে আলি মস্‌জিদ নামক একটা জায়গায় তার সঙ্গী হাতিরা শীতে, মৃগীরোগে, অনাহারে ও সর্দিগর্মিতে মরেছে; তারও পরে তাকে পাঠানো হয়েছিল হাজার হাজার মাইল দক্ষিণে মৌলমিনের কাঠের গুদামের সেগুন গাছের মোটা মোটা গুড়ি বয়ে এনে সাজিয়ে রাখার কাজে। সেখানে একটা অল্পবয়সী উদ্ধত হাতি তার নিজের কাজে ফাঁকি দেওয়ায় কালা নাগ তাকে প্রায় আধমরা করে ফেলেছিল।

তারপরেই তাকে কাঠ টানার কাজ থেকে ছাড়িয়ে এনে আরও কয়েক কুড়ি শিক্ষাপ্রাপ্ত হাতির সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল গারো পাহাড়ে বুনো হাতি ধরার কাজে সাহায্য করতে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে হস্তি সংরক্ষণের কঠোর ব্যবস্থা করা আছে। একটা গোটা বিভাগেরই একমাত্র কাজ হচ্ছে হাতিকে খুঁজে বের করা, তাদের ধরা, পোষ মানানো এবং সারা দেশের যখন যেখানে দরকার সেখানেই তাদের পাঠিয়ে দেওয়া।

গলার কাছে কালা নাগের উচ্চতা পুরো দশ ফুট; তার দাঁত দুটোকে পাঁচ ফুট রেখে বাকিটা কেটে ফেলে তামার পাত দিয়ে মুখটা গোল করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে যাতে দাঁতের মুখ দুটো ফেটে-চিরে না যায়; কিন্তু দাঁত দুটো এভাবে কেটে ফেলার জন্য তার কাজের কোনই অসুবিধা হয় না।

হিংস্র জন্তুর সঙ্গে লড়াইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু নেই যা বুড়ো অভিজ্ঞ কৃষ্ণসর্পটি জানে না। বয়সের সময় একাধিকবার সে আহত বাঘের মওকা নিয়েছে। নরম শুড়টাকে নিরাপদে রাখার জন্য ঘুরিয়ে উপরে তুলে লাফিয়ে-ওঠা বাঘটাকে শূন্য পথেই এমনভাবে মাথাটা দিয়ে সজোরে একটা ঢুঁ মেরেছে যে সে বেচারি সঙ্গে সঙ্গেই পপাত ধরণীতলে; কালা নাগও তার বুকের উপর হাঁটু ভেঙে বসে দুই হাঁটু দিয়ে তাকে এমনভাবে চেপে ধরেছে যে একবার ঢোক গিলে আর গর্জন করেই তার ইহলীলা শেষ হয়ে গেছে; তখন ভূপাতিত ডোরা-কাটা অসার দেহটাকে লেজ

BanglaBook.org

ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া ছাড়া কালা নাগের আর কিছুই করণীয় থাকত না।

তার মাহুত বড় টুমাই—যে কালো টুমাই তাকে আবিসিনিয়ায় নিয়ে গিয়েছিল তার ছেলে, এবং যার নাম ছিল হস্তিপ্রিয় টুমাই এবং যে তাকে ধরতেও দেখেছিল তার নাতি—সেই বড় টুমাই বলল, "হ্যাঁগো একমাত্র আমাকে ছাড়া সে কৃষ্ণসর্প আর কাউকে ভয় করত না। সে আমাদের তিন পুরুষকে দেখেছে; আমরাই তো তাকে খাইয়েছি, তার খিদমৎ করেছি; আর বেঁচে থাকলে সে আমাদের চার পুরুষকেই দেখে যাবে।"

একখানি মাত্র ছেঁড়া তেনা গায়ে জড়িয়ে চার ফুট উঁচু ছোট টুমাই পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল; সে বলে উঠল, "কিন্তু আমাকেও সে ভয় করে।" বড় টুমাইয়ের বড় ছেলে ছোট টুমাইয়ের বয়স দশ বছর। প্রথা অনুসারে বড় হয়ে সেও একদিন তার বাবার জায়গায় কালা নাগ-এর ঘাড়ে চড়ে বসবে, এবং সেই ভারী লোহার অংকুশটাকে চালাবে যেটা একদিন চালাত তার বাবা, তার ঠাকুর্দা এবং প্রো-ঠাকুরর্দা। ছোট টুমাই ঠিক কথাই বলেছে; কারণ সে জন্মেছিল এই কালা নাগের ছায়ায়; হাঁটতে শেখার আগেই সে কালা নাগের শুঁড় নিয়ে খেলা করত, হাঁটতে শেখামাত্রই তাকে জল খেতে নিয়ে যেত; আবার কালা নাগও ছোট ছেলেটার কর্কশ গলার ছোটখাট হুকুমগুলি অমান্য করার কথা কখনও স্বপ্নেও ভাবত না—বড় টুমাই প্রথম যেদিন ছোট্ট বাদামি শিশুটিকে কালা নাগের দুটো দাঁতের নিচে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তার ভাবী মালিককে স্যালুট করতে বলেছিল সেদিনও কালা নাগ তাকে মেরে ফেলবার কথাটা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

"হ্যাঁ, সে আমাকে ভয় করে," এই কথা বলে ছোট টুমাই বড় বড় পা ফেলে কালা নাগের কাছে এগিয়ে গেল, তাকে পেটমোটা বুড়ো শুয়োর বলে ডাকল এবং একটার পর একটা পা তুলে তাকে দাঁড় করাল।

বাবার মতই সেও বলে উঠল, "বাঃ! তুমি তো একটা মস্ত বড় হাতি।" চুলভর্তি মাথাটা নেড়ে নেড়ে বাবার কথাগুলিরই আবৃত্তি করত, হাতিদের জন্য সরকার টাকা দেয় ঠিকই, কিন্তু আসলে তারা মাহুতদেরই সম্পত্তি। তুমি যখন বুড়ো হবে কালা নাগ, তখন এক রাজা এসে সরকারের কাছ থেকে তোমাকে কিনে নেবে; তখন তুমি কানে সোনার ইয়ারিং পরবে, তোমার পিঠের উপর সোনার হাওদা বসবে, লাল কাপড় দিয়ে তোমার দুই পাশ ঢেকে দেওয়া হবে, রাজার শোভাযাত্রায় তুমি থাকবে সকলের আগে। ও কালা নাগ, তখন আমি বসব তোমার ঘাড়ে; আমার হাতে থাকবে রূপোর অংকুশ; লোকজন সব সোনা বাঁধানো লাঠি হাতে নিয়ে আমাদের আগে আগে ছুটবে, আর চেঁচিয়ে বলবে, "রাজার হাতি যাচ্ছে—রাস্তা ছাড়! আঃ! কালা নাগ, সে খুব মজা হবে, কিন্তু জঙ্গলে শিকার করার মত তত মজা নয়।"

বড় টুমাই বলে উঠল, "হুম্! তুই তো বাচ্চা ছেলে, একটা মোষের বাচ্চার মত বুনো। এই পাহাড়ে পাহাড়ে ওঠা-নামা করা মোটেই ভাল সরকারি চাকরি নয়। আমি বুড়ো হয়েছি, বুনো হাতির পিছনে ছুটতে আর ভাল লাগে না। আমাকে দাও ইটের হাতিশালা, এক এক হাতির এক একটা করে খোপ, বড় বড় খুঁটির সঙ্গে তাদের নিরাপদে বেঁধে রাখো, চওড়া বড় বড় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াও; তাঁবুতে তাঁবুতে যাওয়া-আসার বালাই নেই। আহারে, কানপুরের ব্যারাকগুলি কী ভালই ছিল। কাছেই বাজার ছিল; দৈনিক মাত্র তিন ঘণ্টার কাজ ছিল।"

BanglaBook.org

কানপুরের হাতিশালার কথা ছোট টুমাই-এরও মনে আছে; সে কিছুই বলল না। তার তাঁবুতে থাকতেই ভাল লাগে; এই সব চওড়া রাস্তা, রোজ সংরক্ষিত জঙ্গলে গিয়ে ঘাস খেয়ে আসা, আর যখন কোন কাজ থাকে না তখন বসে বসে খোঁটায় বাঁধা কাল নাগ-এর অস্বস্তিকর খুতখুতুনি দেখা—এ সব কিছু সে ঘেন্না করে।

ছোট টুমাইয়ের ভাল লাগে সেই সব শুঁড়ি-পথ যে পথে হাতিরা যাতায়াত করে; ভাল লাগে নিচের উপত্যকায় নেমে যেতে; সেখানে মাইলের পর মাইল হাতির দল চরে বেড়াচ্ছে; কালা নাগ-এর পায়ের নিচে ভয়ার্ত শুয়োর ও ময়ূরের দল ছুটোছুটি করছে; চোখ-ধাঁধানো গরম বৃষ্টিতে সমস্ত পাহাড় ও উপত্যকা ধোঁয়ায় ঢেকে যায়; কুয়াশা-ঢাকা কী সুন্দর সকাল! সেখানে একটা ছোট ছেলেও কাজে লাগে; আর টুমাই তো একাই তিন জনের কাজ করতে পারে। সে মশাল হাতে নিয়ে দোলায়, তারস্বরে চিৎকার করে। কিন্তু তার সত্যিকারের ভাল লাগে যখন হাতি তাড়ানো শুরু হয় আর খেদাটা—অর্থাৎ কাঠের খুঁটির বেড়াটা—হয়ে যায় পৃথিবীর শেষ প্রান্তের একটা ছবি; সকলেই সেখানে ইশারায় কথা বলে, কারণ কেউ কারও কথা শুনতেই পায় না। ছোট টুমাই তখন খেদার একটা খুঁটির উপর উঠে যায়, তার রোদে-পোড়া বাদামি চুল কাঁধের উপর ছড়িয়ে পড়ে, মশালের আলোয় তাকে দেখায় একটা ভূতের মত। আর যখনই চারদিক একটু চুপচাপ হয়ে যায় তখনই ঢোল-ডগরের বাদ্য ও ঝন্‌ঝনানি, দড়ি-দড়া ছেঁড়ার আওয়াজ আর খুঁটিতে বাঁধা হাতিদের আর্তনাদকে ছাপিয়ে কানে আসে কালা নাগকে উৎসাহ জোগাতে ছোট টুমাইয়ের চড়া গলার হাঁক-ডাক: "মৈল, মৈল, কালা নাগ! (এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, কালো সাপ!) দাঁত দো! (দাঁত চালাও!) সামালো! সামালো! (সামলে, সামলে!) মারো! মারো! (আঘাত কর, আঘাত কর!) আরে! আরে! হেই! হৈ! ক্যা-আ!"

আর সেই রকমই কোন এক সময়ে ঘটল একটা দুর্ঘটনা। একদিন রাতে ছোট টুমাই পা হড়কে পড়ে গেল খুঁটির উপর থেকে এক পাল হাতির মাঝখানে। তাকে সেই অবস্থায় দেখতে পেয়ে কালা নাগ শুঁড় দিয়ে তাকে তুলে বড় টুমাই-র হাতে দিল। বড় টুমাই তখনই তাকে কিছু চড়-চাপড় মেরে আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিল।

পরদিন সকালে এক প্রস্থ বকুনি ঝেড়ে তাকে বলল: "ইটের হাতিশালা আর একটু আধটু তাঁবু বয়ে বেড়ানোতে বুঝি মন ভরে না, তাই নিজের থেকে হাতি-ধরার কাজে যাবার এত গরজ, হতচ্ছাড়া ছেলে! এদিকে—এই সব বোকার ডিম শিকারী যারা আমার চাইতে কম মাইনে পায় তারা গিয়ে পিটারসন সাহেবের কানে কথাটা তুলেছে।"

ছোট টুমাই ঘাবড়ে গেল। সাদা মানুষদের সে খুব একটা চেনে না, কিন্তু তার কাছে পিটারসন সাহেব হচ্ছে পৃথিবীর সব চাইতে বড় সাদা মানুষ।

খেদার কাজে তিনি ছিলেন সকলের মাথা—তিনিই তো ভারত সরকারের হয়ে সব হাতি ধরেছেন; হাতির হাল-হকিকৎ যে কোন জীবিত মানুষের চাইতে তিনিই বেশি জানতেন।

ছোট টুমাই বলল, "কি—কি হবে তাহলে?"

"কি হবে! সব চাইতে যা খারাপ তাই হবে। পিটারসন সাহেব একটা পাগল মানুষ। না হলে ঐ সব বুনো শয়তানদের ধরতে কেউ যায়? তিনি হয়তো তোকেও হাতি-ধরা বানিয়ে তুলবে, জ্বর-জারি ভরা জঙ্গলে যেখানে-সেখানে ঘুমবি,

BanglaBook.org

আর শেষ পর্যন্ত খেদার মধ্যে পায়ের তলায় চাপা পরে মরবি। তবু এইটুকু বাঁচোয়া যে এই আজেবাজে কাজটা অচিরেই শেষ হতে চলেছে। পরের সপ্তাহেই হাতি ধরা বন্ধ হবে, আর আমরা সমতলের মানুষরা যার যার ঘাঁটিতে ফিরে যাব। আবার সোজা, সরল পথে চলব, আর ভুলে যাব এই সব শিকারের কথা। কিন্তু বেটা, যে কাজটা করবার কথা নোংরা অসমীয়া জংলিদের, তার মধ্যে তুই মাথা গলিয়েছিস দেখে আমি রাগ করেছি। কালা নাগ আমি ছাড়া আর কারও কথা শুনবে না, তাই আমাকে তার সঙ্গে খেদায় যেতেই হবে; কিন্তু সে তো এক লড়ুয়ে হাতি, হাতি ধরার কাজে সে নেই। তাই আমিও আরাম করে বসে থাকি। আরে, সেটাই তো একজন মাহুতের যোগ্য কাজ,—একজন মাহুত বুঝলি, যে চাকরি শেষ হলে একটা পেন্সন পায়! হাতিদের প্রিয় টুমাই পরিবার কি শেষ পর্যন্ত একটা খেদার নোংরার মধ্যে হাজির পায়ের তলায় পিষ্ট হবে? খুব খারাপ! খুব বাজে! অপদার্থ ছেলে! চলে যা, কালা নাগের গা ধুয়ে দে, তার কানটা ভাল করে দেখ্, আরও দেখ্ তার পায়ে কাঁটা ফুটেছে কিনা। নইলে পিটারসন সাহেব তোকে ধরে নিয়ে একটা বুনো শিকারী বানাবে—হাতিদের পায়ের ছাপ খুঁজে বেড়াবি রে জংলি ভালুক। বাঃ! কী লজ্জা! চলে যা!"

ছোট টুমাই একটা কথাও না বলে চলে গেল। কালা নাগের পা দুটো পরীক্ষা করতে করতে তার সব দুঃখের কথা তাকে বলল। কালা নাগের মস্ত বড় ডান কানের লতিটা তুলে ধরে ভাল করে দেখতে দেখতে বলল, "তারা পিটারসন সাহেবকে আমার নাম বলে দিয়েছে, আর হয়তো— হয়তো—হয়তো—কে জানে? হাই! এই দেখ, একটা মস্ত কাঁটা তুলেছি!"

তারপর ফিরতি যাত্রার আয়োজন করতেই কয়েকটা দিন কেটে গেল। পিটারসন সাহেব এলেন তার আদরের হস্তিনী পদ্মিনীর পিঠে চেপে। মরশুম শেষ হয়ে আসছে, তাই তিনি পাহাড়ের অন্য সব ক্যাম্পের পাওনা-গণ্ডাও মিটিয়ে দিচ্ছেন। গাছের তলায় বসে একজন আদিবাসী করণিক মাহুতদের পাওনা-গণ্ডার হিসাব কসছে।

ছোট টুমাইকে সঙ্গে নিয়ে বড় টুমাই করণিকের সমুখে গিয়ে হাজির হল। প্রধান খোঁজারু মাচুয়া আপ্পা তার বন্ধুর কানে কানে বলল, "শেষ পর্যন্ত হস্তি-বিভাগের একখানা আচ্ছা নমুনা এসে হাজির হলেন। বড়ই দুঃখের কথা যে এ হেন এক যুবক জংলি-মোরগকে সমতলে পাঠানো হচ্ছে খোলস ছাড়তে।"

পিটারসন সাহেবের কান সব দিকেই খাড়া থাকে। পদ্মিনীর পিঠের উপর তিনি টান-টান হয়ে শুয়ে ছিলেন। পাশ ফিরে বললেন, "ব্যাপারটা কি? সমতলের কোন মাহুত কখনও একটা মরা হাতিকেও দড়ি পরাবার মত বুদ্ধি দেখিয়েছে বলে তো শুনি নি।"

"এ কোন বয়স্ক মানুষ নয়, একটা বালক। হাতি-ধরার শেষ অভিযানে এই ছেলেটাই তো বারমাও-এর দিকে দড়িটা ছুঁড়ে দিয়েছিল, আর সেই দড়িতেই তো কাম ফতে হয়েছিল।"

মাচুয়া আপ্পা আঙুল বাড়িয়ে ছোট টুমাইকে দেখিয়ে দিল। পিটারসন সাহেব একবার তাকালেন। ছোট টুমাই আভূমি নত হয়ে অভিবাদন করল।

"ও ছুঁড়ে দিয়েছিল দড়ি? ও তো একটা পুঁচকে ছোকরা। তোমার নাম কি ছোট?" পিটারসন সাহেব বললেন।

ছোট টুমাই ভয়ে কথাই বলতে পারল না, কিন্তু তার পিছনেই ছিল কালা নাগ; টুমাই হাত দিয়ে কি ইশারা করল, আর হাতিটা তাকে শুঁড়

BanglaBook.org

দিয়ে পেঁচিয়ে পদ্মিনীর কপালের সামনে তুলে ধরল মহান পিটারসন সাহেবের মুখোমুখি করে। ছোট টুমাই তখন হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেলল; তার খুব লজ্জা।

পিটারসন সাহেব গোঁফের আড়ালে মুচকি হেসে বললেন, "ওহো! তোমার হাতিটাকে এ কৌশলটা শিখিয়েছ কেন? যাতে তুমি বাড়ির ছাদের উপর থেকে কাঁচা ফসল চুরি করতে পার সেই জন্যই কি?"

"কাঁচা ফসল নয় গরিবের রক্ষাকর্তা,—তরমুজ," ছোট টুমাই বলল, আর চারদিকের মানুষজন সকলেই হো-হো করে হেসে উঠল।

বড় টুমাই দুই চোখ কুঁচকে বলল, "ও টুমাই, আমার ছেলে সাহেব। বড় দুষ্টু ছেলে; শেষ পর্যন্ত ও জেলেই যাবে সাহেব।"

"সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে," পিটারসন সাহেব বললেন। "যে ছেলে এই বয়সেই একটা ভর্তি খেদার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে তার পরিণতি কখনও জেলে হয় না। এই নাও বাচ্চু, মিঠাই খাবার জন্য এই চার আনিটা নাও, কারণ তোমার ঝাঁকড়া চুলের নিচে একটা ছোট্ট মাথা আছে। যথাসময়ে তুমি একজন বড় শিকারীও হতে পার।" বড় টুমাইয়ের চোখ দুটো আরও কুটিল হয়ে উঠল। পিটারসন সাহেব বলেই গেলেন, "অবশ্য মনে রেখো যে খেদাগুলো ছোটদের খেলার পক্ষে ভাল জায়গা নয়।"

একটা বড় ঢোক গিলে ছোট টুমাই প্রশ্ন করল, "আমি কি কোনদিন সেখানে যেতে পারব না সাহেব?"

"হ্যাঁ, পারবে;" পিটারসন সাহেব আবার হাসলেন। "যখন তুমি হাতিদের নাচ দেখতে পাবে। সেটাই সঠিক সময়। হাতির নাচ দেখার পরে তুমি আমার কাছে এস; তখনই আমি তোমাকে সব খেদায় যেতে দেব।"

আর একটা হাসির হ-র-রা উঠল, কারণ হাতি-ধরাদের মধ্যে এটা একটু পুরনো রসিকতা, এর অর্থ কোন দিনই নয়। আজ অবধি কোন মানুষ হাতির নাচ দেখে নি।

কালা নাগ ছোট টুমাইকে নামিয়ে দিল। ছোট টুমাই মাটিতে উপুড় হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বাবার সঙ্গে চলে গেল। সিকিটা মাকে দিল। তারপর সকলে এগিয়ে গিয়ে কালা নাগের পিঠে সওয়ার হল। তখন একদল হাতি সারি দিয়ে পাহাড়ি পথ ধরে সমতলে নামতে লাগল।

বড় টুমাই কালা নাগকে ইচ্ছা করে খোঁচা দিতে লাগল, কিন্তু ছোট টুমাইর মুখে হাসি ফুটতে লাগল। পিটারসন সাহেব তাকে দেখেছেন, তাকে টাকা দিয়েছেন; তাই তার মনে গর্ব ও খুশির অবধি নেই।

শেষ পর্যন্ত সে নিচু গলায় মাকে বলল, "পিটারসন সাহেব হস্তী-নৃত্য কাকে বলেছেন?"

বড় টুমাই সে কথা শুনে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, "উনি বলেছেন, তুমি কোনদিন ওইসব পাহাড়ি মহিষ খোঁজারুদের একজন হতে পারবে না। বুঝতে পেরেছ? চল্লিশ বছর ধরে আমরা হাতি চড়াচ্ছি, কখনও এমন নাচের মত আজগুবি কথা শুনি নি।"

কালা নাগ চুপচাপ দাঁড়িয়ে জোৎস্নালোকিত আকাশের দিকে তাকাল; মাথাটা একটু তুলল; দূরে দেখতে পেল গারো পাহাড়ের নীল বনরেখা।

বড় টুমাই ছোট টুমাইকে বলল, "আজ রাতে সে যদি অস্থির হয়ে ওঠে তাহলে তার দিকে নজর রেখো।" তারপর সে ঘরে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ল। ছোট টুমাইও ঘুমতে যাচ্ছিল এমন সময় 'ট্যাং' করে একটা শব্দ তার কানে এল। কালা

BanglaBook.org

নাগ শয্যা ছেড়ে উঠে নীরবে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। ছোট টুমাইও খালি পায়ে চাঁদের আলোয় তার পিছু নিল। চাপা গলায় ডাকল, "কালা নাগ! কালা নাগ! ও কালা নাগ, আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে চল!" হাতিটা নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল; তিন পা পিছিয়ে এসে ছেলেটার কাছে দাঁড়াল; শুঁড়টা নামিয়ে তাকে পিঠে তুলে নিল এবং ছোট টুমাই ভালভাবে বসবার আগেই জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

গারো পাহাড়ের মাথায় উঠে কালা নাগ এক মিনিটের জন্য থামল। ছোট টুমাইও দেখল মাইলের পর মাইল বিস্তৃত গাছের সারি চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করছে; দূরে নদীর জলের উপর ছড়িয়ে পড়েছে নীল-সাদা কুয়াশার চাদর। টুমাই সমুখে ঝুঁকে চারদিকে তাকাল। তার মনে হল, নিচের সমগ্র বনভূমি যেন জেগে উঠেছে—সে যেন জাগ্রত, জীবন্ত ও ঘনসন্নিবিষ্ট। একটা বড় বাদামি বাদুর তার কানের পাশ দিয়ে উড়ে গেল; ঝোপের ভিতরে একটা সজারুর কাঁটাগুলি খট্-খট্ করে উঠল। বনের নিচেকার অন্ধকারে একটা বড় শুয়োর ভেজা, নরম মাটি খুঁড়ছে আর তার গন্ধ শুঁকছে।

তারপর বড় বড় গাছের ডালপালা আবার তার মাথার উপর ছড়িয়ে পড়ল। কালা নাগ ধীরে ধীরে নিচে নামতে লাগল। ঘাসগুলো ক্রমেই ভেজা মনে হতে লাগল। উপত্যকার পাদদেশে রাতের কুয়াশায় ছোট টুমাইর শীত করতে লাগল। তার কানে ভেসে এল জলের ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ আর ভেরীর আওয়াজ। তার মনে হতে লাগল, চারদিকের ঘন কুয়াশা ঢেউয়ের মত চলমান ছায়ায় ভর্তি।

দাঁতে-দাঁতে কড়মড় শব্দ তুলে অর্দ্ধ-উচ্চারিত গলায় সে বলে উঠল, "ওই! আজ রাতে সব হাতিরা বেরিয়ে পড়েছে। তাহলে নিশ্চয় নাচ হবে।"

কালা নাগ জল থেকে উঠে শুঁড় দিয়ে একটা শব্দ করল, তারপর আবার উঠতে লাগল। কিন্তু এবার সে আর একা নয়; তাকে পথ তৈরি করে চলতে হচ্ছে না। তার সামনে ছ' ফুট চওড়া একটা পথ আগেই তৈরি হয়ে আছে। সেখানকার হেলে-পড়া জংলা ঘাস আবার মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। নিশ্চয় অনেক হাতি সেই পথ ধরেই এগিয়ে গেছে মাত্র কয়েক মিনিট আগে। ছোট টুমাই পিছন ফিরে তাকাল; তার পিছনে একটা প্রকাণ্ড দাঁতাল হাতি; তার ছোট চোখ দুটো অঙ্গারের মত জ্বলছে; এইমাত্র সে কুয়াশা-ঢাকা নদী থেকে উঠে এসেছে।

শেষ পর্যন্ত কালা নাগ পাহাড়ের একেবারে মাথায় উঠে দুটো গাছের গুঁড়ির মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়াল। দুটি গাছ একটা গাছের বৃত্তের অংশ মাত্র। গাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে তিন-চার একর অসমান জমি ঘিরে। ছোট টুমাই দেখল, সেই বৃত্তাকার জায়গাটা পায়ের চাপে চাপে ইটের মেঝের মত শক্ত হয়ে গেছে। চারদিকে অনেক গাছপালা আছে; তাদের ডাল থেকে অনেক লতাপাতা ঝুলছে; কিন্তু পরিষ্কার জায়গাটার সীমানার মধ্যে একটা ঘাসের শিসও নেই—পায়ে পায়ে শক্ত হয়ে যাওয়া মাটি ছাড়া আর কিছুই নেই।

চাঁদের আলোয় সব কিছুই লৌহ-ধূসর দেখাচ্ছে; শুধু যে কয়েকটি হাতি সেখানে দাঁড়িয়েছিল তাদের মসী-কালো ছায়াগুলি ছাড়া। ছোট টুমাই শ্বাস বন্ধ করে চারদিকে তাকাল; তার চোখ দুটি কোটর থেকে বেরিয়ে আসার মত অবস্থা; তার চোখের সামনেই একটার পর একটা হাতি গাছের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে লাফিয়ে এসে সেই খোলা জায়গাটাতে পড়ছে। ছোট টুমাই

BanglaBook.org

শুধু দশ পর্যন্ত গুণতে পারে; সে বার বার আঙুলের কড় গুণতে গুণতে একসময় দশ গোণাও ভুলে গেল; তার মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে লাগল। সে স্পষ্ট শুনতে পেল, খোলা জায়গাটার বাইরে থেকে কারা যেন ঝোপ-ঝাড় গাছগাছালি ভেঙে পাহাড় বেয়ে উপরে উঠে আসছে; কিন্তু গাছের গুঁড়ির ভিতরকার বৃত্তের মধ্যে ঢুকেই তারা ভূতের মত নড়াচড়া করতে লাগল।

তাদের মধ্যে ছিল সাদা দাঁতওয়ালা পুরুষ-হাতি, ঝরে-পড়া লতাপাতায় তাদের গলা ও কান ছেয়ে গেছে; মোটাসোটা শ্লথগতি মেয়ে-হাতি, পেটের তলায় তিন-চার ফুট উঁচু এক পাল লাল-কালো বাচ্চা-হাতি সঙ্গে নিয়ে; সদ্য দাঁত-ওঠা যুবক-হাতি; বন্য বুড়ো বৃষস্কন্ধ হাতি, তাদের গলা থেকে পেট পর্যন্ত অতীত দিনের অনেক যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন, সদ্য সদ্য কাদায় স্নান করে আসার ফলে শুকনো মাটি ঝরে পড়ছে দুই কাঁধ বেয়ে; আর ছিল একটা দাঁত-ভাঙা হাতি, তার পেটের দুই পাশে বাঘের হিংস্র থাবার গভীর ক্ষত ও আঁচড়ের দাগ।

তারা দাঁড়িয়ে আছে মাথায় মাথা লাগিয়ে, বা জোড়ায় জোড়ায় হাঁটছে খোলা মাঠের এ-পার থেকে ও-পারে, অথবা একা একাই চলছে দুলে দুলে—এক কুড়ি, দুই কুড়ি, গণনার অতীত হাতি।

টুমাই জানে যতক্ষণ সে কালা নাগের কাঁধের উপর আছে, ততক্ষণ তার কিছুই হবে না। সে রাতে হাতিরা তো মানুষের কথা একদম ভাবছে না। একসময় তারা চমকে উঠে কান পাতল; বনের ভিতর থেকে ভেসে এল পায়ের লোহার বেড়ির ঠুন্‌-ঠান্‌ আওয়াজ; সেটা কিন্তু পিটারসন

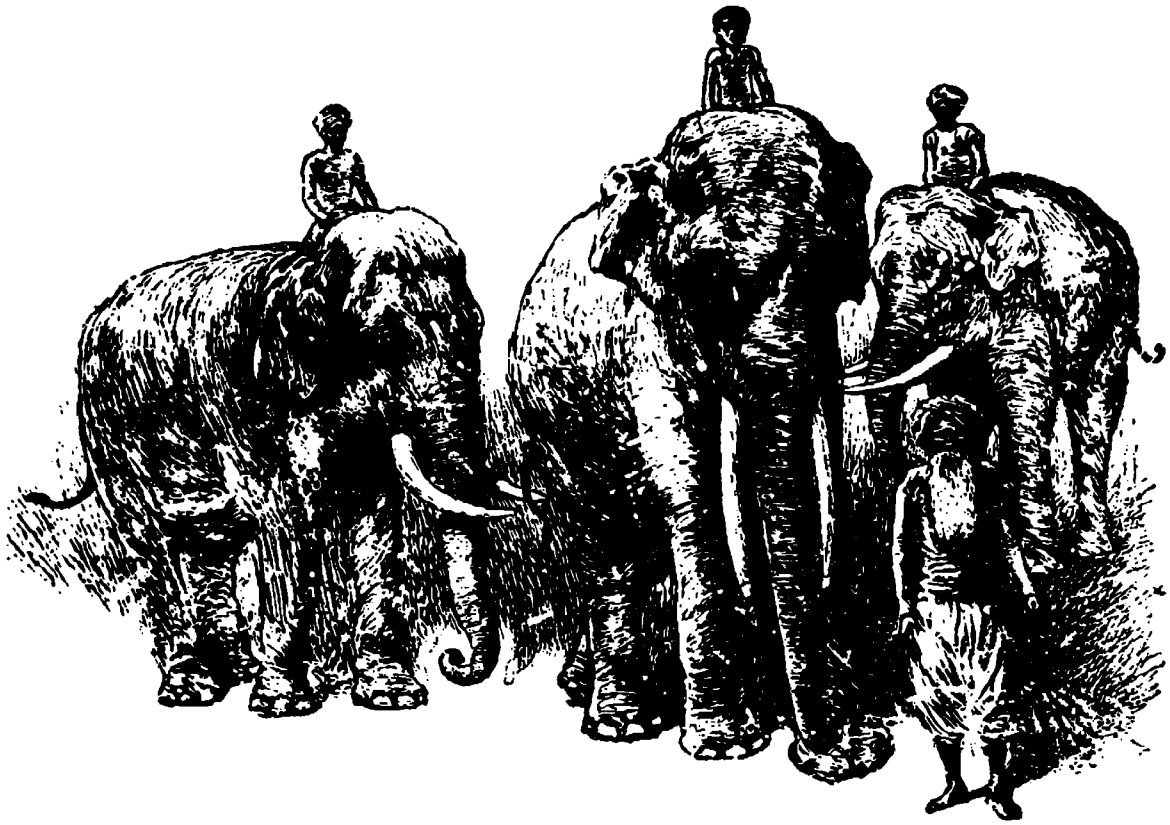

BanglaBook.org

সাহেবের প্রিয় হস্তিনী পদ্মিনী, পায়ের শিকল ভেঙে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে পাহাড় বেয়ে উঠে আসছে; পিটারসন সাহেবের তাঁবু থেকে সে সোজা চলে এসেছে। ছোট টুমাই আরও একটা হাতিকে দেখতে পেল; তার পিঠে ও বুকে গভীর রজ্জু-চিহ্ন; নিশ্চয় কাছাকাছি কোন তাঁবু থেকে পালিয়ে এসেছে। ছোট টুমাই তাকে চিনতে পারল না।

অবশেষে জঙ্গলের মধ্যে হাতিদের চলাফেরার আর কোন শব্দ শোনা গেল না। কালা নাগ গাছের ভিতরকার ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে এসে নানা রকম শব্দ করতে করতে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে সব হাতিই নিজেদের ভাষায় আলাপ-আলোচনা করতে লাগল।

তখনও শুয়ে থেকেই ছোট টুমাই নিচে তাকিয়ে দেখতে পেল অনেক চওড়া পিঠ, আন্দোলিত কান, দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ আর ছোট ছোট গোল গোল চোখ। একটু পরেই একটা মেঘ এসে চাঁদকে ঢেকে দিল। ঘন অন্ধকারে সে বসে রইল। চারদিকের নানা রকম শব্দ শুনে সে বুঝতে পারল হাতিগুলো কালা নাগকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে। কাজেই এখান থেকে বেরিয়ে যাবার কোন সুযোগ নেই। দাঁতে দাঁত চেপে সে শুয়ে শুয়ে কাঁপতে লাগল। খেদায় তবু মশাল থাকত, চিৎকার-চেঁচামেচি হত, কিন্তু এখানে অন্ধকারে সে একেবারেই একা।

তারপর একটা হাতি ডেকে উঠল, আর অন্য সব হাতি পাঁচ থেকে দশ সেকেণ্ড পর্যন্ত সেই ডাকটা চালিয়ে গেল। উপরের গাছ থেকে অদৃশ্য পিঠগুলোর উপর শিশির ঝরে পড়তে লাগল বৃষ্টির ধারার মত। শুরু হল একটা একঘেয়ে গুম্-গুম্ শব্দ; অবশ্য গোড়ার দিকে খুব জোরে নয়। সেটা কিসের শব্দ ছোট টুমাই তা বুঝতে পারল না; শব্দটা ক্রমেই বাড়তে লাগল, আর কালা নাগ সামনের একটা পা তুলল, তারপর আর একটা; দু'টো পাকেই মাটিতে নামাল—হাতুড়ির শব্দের মত এক-দুই, এক-দুই তালে। সমস্ত হাতি এক সঙ্গে সেই তালে তাল মিলিয়ে পা ফেলতে লাগল, আর সেই শব্দ শুনে মনে হল একটা গুহার মুখে রণ-দামামা বাজছে।

গাছ থেকে শিশির ঝরাও এক সময় শেষ হয়ে গেল, কারণ গাছের পাতায় আর শিশির ছিল না। গুম্-গুম্ শব্দটা চলতেই থাকল। পায়ের নিচে মাটি কাঁপতে লাগল, দুলতে লাগল; আর ছোট টুমাই দুটো হাত দিয়ে কান ঢাকল যাতে সেই শব্দ কানে ঢুকতে না পারে। কিন্তু সেই প্রচণ্ড বেসুরো শব্দ তাকে যেন বিদীর্ণ করে চলে গেল। কাঁচা মাটির উপর পড়তে লাগল শত শত ভারী পায়ের আঘাত। একবার কি দু'বার তার মনে হল কালা নাগ ও অন্য সব হাতি কয়েক পা এগিয়ে গেল; পায়ের থপ্ থপ্ শব্দের বদলে শোনা গেল রসালো ঘাসের পিষ্ট হবার নরম শব্দ; কিন্তু দু'এক মিনিট পরেই আবার শুরু হল শক্ত মাটির উপর সেই গুম্-গুম্ শব্দ। ছোট টুমাইয়ের কাছেই একটা গাছ খড়্-খড়্ শব্দে আর্তনাদ করে উঠল। হাত বাড়াতেই তার হাতে লাগল গাছের একটা বাকল। ওদিকে কালা নাগ পা ফেলতে ফেলতেই সামনে এগিয়ে গেল। সে যে খোলা জায়গায় কোথায় গেল টুপাই তা বলতে পারে না। আবার শুরু হল সেই পায়ের শব্দ, সর্-সর্ শব্দ, আর গুম্-গুম্ শব্দ। সেই শব্দ চলল পুরো দু'ঘণ্টা। ছোট টুমাইয়ের প্রতিটি স্নায়ু ব্যথায় টন্-টন্ করতে লাগল। কিন্তু রাতের বাতাসের গন্ধ শুঁকেই সে বুঝতে পারল—প্রথম ঊষা আসন্ন।

BanglaBook.org

সবুজ পাহাড়ের পিছনে একটা দিকে হলুদ পটভূমিতে সকাল হল। সূর্যের প্রথম রশ্মিপাতের সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল গুম্-গুম্ ধ্বনি—যেন আলোর রেখাই একটা হুকুম। ছোট টুমাইয়ের মাথার ঝিম্-ঝিমানি থামবার আগেই, এমন কি তার স্থান পরিবর্তনেরও আগে, কালা নাগ, পদ্মিনী ও দড়ির দাগওয়ালা হাতিটা ছাড়া আর কোন হাতি সেখানে ছিল না; এবং পাহাড়ের ঢালুতে এমন কোন চিহ্ন, বা খস্-খস্ শব্দ, বা ফিস্‌ফিস্ কথা ছিল না যা থেকে বোঝা যায় অন্য সব হাতিরা কোথায় গেছে।

ছোট টুমাই বার বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। যতদূর তার মনে আছে, খোলা জায়গাটা রাতারাতিই গড়ে উঠেছিল। আরও অনেক গাছ চোখে পড়ল খোলা জায়গার মাঝখানে, কিন্তু চারপাশের জংলা ঘাস আরও পিছিয়ে গেছে। ছোট টুমাই আর একবার তাকাল। একবার সে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। হাতিদের পায়ে পায়ে খোলা জায়গাটা আরও প্রশস্ত হয়েছে; পায়ের চাপে ঘন ঘাস ও রসভরা আখ হয়েছে আবর্জনা, আবর্জনা হয়েছে কাঠের ফালি, কাঠের ফালি হয়েছে তন্তু, আর তন্তু পরিণত হয়েছে কঠিন মাটিতে।

"বাঃ!" ছোট টুমাই বলে উঠল; তার দুই চোখ ভারি হয়ে উঠেছে। "কালা নাগ, কর্তা আমার, পদ্মিনীর পাশে পাশে থাক, আর পিটারসন সাহেবের তাঁবুতে চল, নইলে আমি তোমার ঘাড় থেকে লাফিয়ে পড়ব।"

তৃতীয় হাতিটা তাকিয়ে দেখল অপর দুটো হাতি চলে গেল। সে নাকটা ঝাড়ল, ঘুরে দাঁড়াল, তারপর নিজের পথ ধরল। সে হয় তো পঞ্চাশ, ষাট বা এক শ' মাইল দূরের কোন ছোট দেশীয় নৃপতির সম্পত্তি।

দু'ঘণ্টা পরে—

পিটারসন সাহেব প্রাতরাশ খাচ্ছিলেন। যে সব হাতিদের সেই রাতে ডবল শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল তারা গলা ছেড়ে ডেকে উঠল, আর আকণ্ঠ কাদা মাখা পদ্মিনী ও ক্ষত-বিক্ষত পা কালা নাগ টলতে টলতে তাঁবুতে ঢুকল।

ছোট টুমাইয়ের মুখটা ফ্যাকাসে ও ক্ষুব্ধ হয়ে গেছে; মাথা ভর্তি চুল শিশিরে ভিজে গেছে; তবু পিটারসন সাহেবকে সেলাম জানাবার চেষ্টা করে অস্পষ্ট গলায় বলে উঠল: "সেই নাচ—হস্তি-নৃত্য! আমি সেটা দেখেছি, আর—এখন মরতে বসেছি!" কালা নাগ নিচু হয়ে বসতেই তার পিঠ থেকে পা হড়কে পড়ে গিয়েই সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

কিন্তু আদিবাসী ছেলে মেয়েদের বুঝি স্নায়ু বলে কিছু নেই; দুই ঘণ্টার মধ্যেই সে পিটারসন সাহেবের শিকার-কোটটা মাথায় দিয়ে মনের সুখে তাঁরই দোলনায় শুয়ে দুলতে লাগল। ততক্ষণে তার পেটে পড়েছে এক গ্লাস গরম দুধ, কিছুটা ব্র্যাণ্ডি, আর এক চিমটে কুইনিন।

তারপরে—

মাথা ভর্তি পাকা চুল আর সারা শরীরে ক্ষতচিহ্ন নিয়ে বুড়ো শিকারীরা ছোট টুমাইকে ঘিরে ঘন হয়ে বসে তার দিকে এমন ভাবে তাকাচ্ছিল যেন সে একটি প্রেতাত্মা, তখন সে অল্প কথায় নিজের কাহিনীটা তাদের শুনিয়ে উপসংহারে বলল:

"দেখ, আমি যদি একটা কথাও মিথ্যে বলি, তাহলে সেখানে লোক পাঠাও সব কিছু দেখে আসতে; তারা দেখতে পাবে, পায়ের চাপেই হাতির দল তাদের নাচ-ঘরের জায়গা অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে; তারা আরও দেখতে পাবে, দশ এবং দশ, দশের অনেক গুণ পথ চলে

BanglaBook.org

গেছে নাচ-ঘরের দিকে। নিজেদের পা দিয়েই তারা জায়গাটা অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি। কালা নাগ আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। আমি দেখেছি, তাছাড়া, কালা নাগের পা দুটোও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।"

ছোট টুমাই শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। সেই ঘুম সারা বিকেল কাটিয়ে গোধূলি পর্যন্ত চলল। আর সেই অবসরে পিটারসন সাহেব ও মাচুয়া আপ্পা পাহাড়ি পথ ধরে পনেরো মাইল দুটো হাতির পায়ের দাগ অনুসরণ করল। পিটারসন সাহেব আঠারো বছর ধরে হাতি ধরেছেন। তার মধ্যে মাত্র একবার এ রকম একটা নৃত্যশালা তিনি দেখেছেন। মাচুয়া আপ্পা এক নজর দেখেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে ফেলল।

সে বলল, "ছেলেটা সত্যি কথাই বলেছে। এ সবই গত রাতের কাণ্ড-কারখানা। আমি গুণে দেখেছি সত্তরটা পথ নদী পার হয়ে এসেছে। দেখুন সাহেব, পদ্মিনীর লোহার বেড়িতে ঐ গাছের বাকলটাই কেটে বেরিয়ে গেছে! হ্যাঁ, সেই হাতিটাও এখানে এসেছিল।"

তারা একে অন্যের দিকে তাকাল; উপরে-নিচে তাকাল; আর অবাক হয়ে গেল। হাতিদের চাল-চলন বোঝা মানুষের বুদ্ধির বাইরে—তা সে কালো মানুষই হোক আর সাদা মানুষই হোক।

মাচুয়া আপ্পা বলল, "মি লর্ড, পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে আমি হাতি চরিয়ে বেড়িয়েছি, কিন্তু এই ছেলেটি যা প্রত্যক্ষ করেছে, ইতিপূর্বে অন্য কোন মানুষের বাচ্চা তা দেখেছে বলে আমি কখনও শুনি নি। পাহাড়ের সব দেবতাদের দোহাই, এ একটা—কি যে বলি?" সে মাথাটা নাড়তে লাগল।

তাঁরা যখন তাঁবুতে ফিরে এলেন ততক্ষণে সন্ধ্যার খাবারের সময় হয়ে গেছে। পিটারসন সাহেব একাই খাবেন, কিন্তু তিনি হুকুম করলেন, তাঁবুতে দুটো ভেড়া ও কয়েকটা মুরগি, আর ময়দা, চাল ও নুনের দ্বিগুণ রেশনের ব্যবস্থা করা হোক, কারণ তিনি জানতেন যে একটা ভোজের ব্যবস্থা করতে হবে।

বড় টুমাই সমতলের তাঁবু থেকে তড়িঘড়ি এসে হাজির হল ছেলে ও হাতির খোঁজে। তাদের দেখতে পেয়ে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। খুঁটিতে বাঁধা হাতির সারির সমুখে শিবিরের জ্বলন্ত আগুনের পাশে ভোজের ব্যবস্থা হল, আর ছোট টুমাই হল সব কিছুর নায়ক। বড় বড় বাদামি হাতি-ধরা, খোঁজারু, মাহুত ও দড়িওয়ালা—সকলেই একের পর এক তার কপালে এঁকে দিল রক্ত-তিলক সদ্য-কাটা এক বন-মোরগের বুকের রক্ত দিয়ে। তাকে করা হল একজন বনকর্মী—বনের সর্বত্র তার গতি হবে অবাধ।

সব শেষে যখন আগুনটা নিভে গেল, দগ্ধ কাঠের আলোয় মনে হতে লাগল যে হাতিগুলোকেও বুঝি আগুনে ডুবিয়ে আনা হয়েছে, তখন সব খেদার সব মাহুতের সর্দার মাচুয়া আপ্পা, পিটারসন সাহেবের অপর সত্তা মাচুয়া আপ্পা, যে মাচুয়া আপ্পা এতই মহান যে মাচুয়া আপ্পা ছাড়া অন্য কোন নামই তার নেই,—সেই মাচুয়া আপ্পা ছোট টুমাইকে মাথার উপর তুলে স্বয়ং উঠে দাঁড়িয়ে বলল:

"ভাই সব, তোমরা শোন, আমার যে প্রভুরা সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরাও শুনুন, কারণ আমি মাচুয়া আপ্পা কথা বলছি! এই ছোট ছেলেটিকে এখন থেকে আর ছোট টুমাই বলে ডাকা হবে না। ডাকা হবে 'হস্তিপ্রিয় টুমাই' বলে, একসময় ঠিক যেমনটি ডাকা হত তার প্রো-ঠাকুর্দাকে। মানুষ যা কখনও চোখে দেখে নি, দীর্ঘ রাত ভরে তাই সে দেখেছে। হস্তি-সাধারণ

BanglaBook.org

ও জঙ্গলের দেবতারা তার প্রতি সদয় হোন। সে হবে এক মহান খোঁজারু; সে হবে আমার চাইতে মহৎ, এমন কি আমার—মাচুয়া আপ্পার চাইতেও মহৎ! সে পা ফেলবে নতুন পথে, পুরনো পথে, আর মিশ্র পথে—স্পষ্ট দৃষ্টি নিয়ে।....আই হাই! আমার শৃংখলিত প্রভুরা, এই সেই ছোট মানুষটি যে তোমাদের নাচ দেখেছে তোমাদেরই গোপন স্থানে—যে দৃশ্য মানুষ কোন দিন দেখে নি! প্রভুরা আমার, তাকে সম্মান দেখাও! আমার সন্তানগণ, তাকে সেলাম কর! পদ্মিনী,—নাচের সময় তুমি তাকে দেখেছ, আর তুমিও দেখেছ কালা নাগ, আমার হাতির দলের মুক্তোটি!—আহা! এক সঙ্গে! হস্তিপ্রিয় টুমাইকে। বাড়াও!"

শেষ হুংকারের সঙ্গে সঙ্গে পুরো সারিটা তাদের শুঁড় মাথার উপরে তুলল; শুঁড়ের ডগাগুলি তাদের কপাল স্পর্শ করল; তারপর পূর্ণাঙ্গ সেলাম ধ্বনিত হল কর্ণপটাহবিদারী ভেরীর শব্দে—যে শব্দ শুনতে পান একমাত্র খোদ বড়লাট বাহাদুর—খেদার সালাম—উৎ।

কিন্তু এসবই হল ছোট টুমাইয়ের দৌলতে—এক মাত্র সেই দেখেছে যা আগে কখনও কোন মানুষ দেখে নি—রাতের অন্ধকারে হস্তি-নৃত্য, এবং সেটা একাকি গারো পাহাড়ের গভীর অরণ্যে!

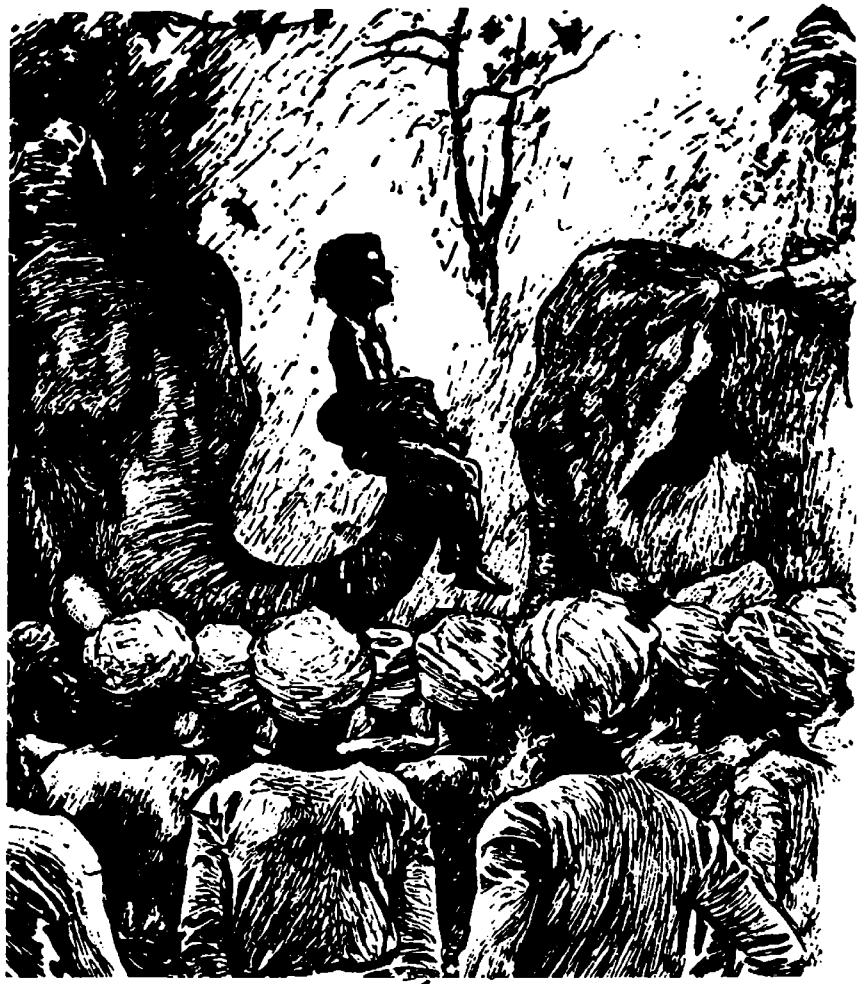

পুরণ ভগৎ-এর অলৌকিক ক্ষমতা

কোন এক সময়ে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের এক আধা-স্বাধীন রাজ্যে এক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, আর এতই উচ্চবর্ণের যে জাতি ব্যাপারটাই তাঁর কাছে ছিল অর্থহীন; তাঁর বাবা ছিলেন সেকেলে এক ওঁছা হিন্দু আদালতের একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুরণদাস বুঝতে পেরেছিলেন যে সব রকম পুরনো ব্যবস্থাই বদলে যাচ্ছে; তাই কেউ যদি জীবনে উন্নতি করতে চায় তাহলে তাকে ইংরেজদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হবে, আর ইংরেজরা যে সব আচার-আচরণকে ভাল বলে বিশ্বাস করে তারই অনুকরণ করতে হবে। সেই সঙ্গে একজন দেশীয় কর্মচারীকে স্বীয় প্রভুর সুনজরেও থাকতে হবে। কাজটা খুবই কঠিন ছিল, কিন্তু সেই শান্ত, স্বল্পবাক ব্রাহ্মণ যুবকটি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভালভাবে ইংরেজি লেখাপড়া শিখে শান্তভাবে সেই কাজটা আয়ত্ত করে ফেললেন এবং ধাপে ধাপে উঠে গেলেন সে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর আসনে। অর্থাৎ তিনি হলেন স্বীয় প্রভু সেই মহারাজার চাইতেও অধিক সত্যিকারের ক্ষমতার অধিকারী।

বুড়ো রাজা অবশ্য ইংরেজ জাতি, বা তাদের রেলগাড়ি ও তার-ব্যবস্থা কোনটাকেই সুনজরে দেখতেন না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁর যুবক উত্তরাধিকারীটির সঙ্গে পুরণদাস খুব সহজেই বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

BanglaBook.org

তাঁরা দু'জনে মিলে ছোট মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন, রাস্তা-ঘাট তৈরি করলেন, সরকারী চিকিৎসালয় এবং কৃষি কাজের যন্ত্রপাতির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেন, আর প্রতি বছর "রাজ্যের নৈতিক ও বাস্তব উন্নতি"-র উপর লিখিত একখানি বিবরণী-গ্রন্থ প্রকাশ করতে লাগলেন। তাতে বিদেশ দপ্তর এবং ভারত সরকার খুবই প্রীত হলেন। ক্রমে ক্রমে বড় লাট, লাট ও ছোট লাট, এবং চিকিৎসক মিশনারি, সাধারণ মিশনারি, দেশীয় রাজ্যের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে শিকার করতে আসা অশ্বারোহী ইংরেজ কর্মচারীবৃন্দ, তাছাড়া দলে দলে যে সব পর্যটক শীতকালে ভারতবর্ষের সর্বত্র চলাফেরা করেন—তাদের সকলেরই সম্মানিত বন্ধু হয়ে উঠলেন তিনি। বিশেষভাবে ইংরেজি ধারায় চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং ব্যবহার্য বস্তুনির্মাণ শিক্ষার জন্য তিনি অবসর সময়ে ছাত্রবৃত্তি দানের ব্যবস্থা করতেন এবং নিজ প্রভুর মনের বাসনা ও উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ দৈনিক পত্রিকা "পাইওনীয়ার"-এ চিঠিপত্র লিখতেন।

শেষ পর্যন্ত বিলেত দেশটা দেখতে তিনি ইংলণ্ডে গেলেন, আর ফিরে এসে পুরোহিতদের বস্তির টাকা-পয়সাও তাঁকে দিতে হল; কারণ একজন উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ হয়েও কালাপানি পার হবার জন্য পুরণদাস জাত হারিয়েছিলেন। লণ্ডনে থাকাকালে তিনি সেখানকার সব বিশ্ববিশ্রুত লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, আলাপ-আলোচনা করলেন, এবং কথা যত বললেন দেখলেন তার চাইতে অনেক বেশি। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাকে সাম্মানিক উপাধিতে ভূষিত করল; তিনিও সান্ধ্যপোশাক পরিহিতা ইংরেজ মহিলাদের কাছে বক্তৃতা দিলেন, হিন্দু সমাজের সংস্কার নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। আর গোটা লণ্ডন শহর চেঁচিয়ে বলতে শুরু করল, "আজ পর্যন্ত ডিনার-টেবিলে বসে যত মানুষের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে, এই মানুষটি তাদের মধ্যে সর্বাধিক আকর্ষণীয়।"

তিনি যখন ভারতবর্ষে ফিরে এলেন তখন তিনি গৌরবের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। স্বয়ং বড় লাট বাহাদুর এসে সেখানে হাজির হলেন মহারাজাকে হীরে, ফিতে ও এনামেল খচিত "গ্র্যাণ্ড ক্রশ অব্ দি স্টার অব্ ইণ্ডিয়া" পদকে ভূষিত করতে। সেই একই অনুষ্ঠানে যখন মুহুর্মুহু কামানের গোলা ফাটতে লাগল তার মধ্যেই পুরণদাসকে "নাইট কম্যাণ্ডার অব্ দি অর্ডার অব্ দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার" করা হল; আর তাঁর নাম হয়ে দাঁড়াল স্যার পুরণদাস, কে. সি. আই. ই.।

সেই সন্ধ্যায় বড়লাট সাহেবের বড় তাঁবুর ডিনার-টেবিলে তিনি হাজির হলেন বুকের উপর "অর্ডার"-এর ব্যাজ ও কলার ঝুলিয়ে এবং স্বীয় প্রভুর স্বাস্থ্যপান প্রসঙ্গে ইংরেজিতে যে বক্তৃতাটি দিলেন তার চাইতে ভাল বক্তৃতা একজন ইংরেজও কদাচিৎ দিতে পারেন।

পরবর্তী মাসে গোটা শহর যখন রোদে পুড়ে নিঃঝুম, নিশ্চল, তখন তিনি এমন একটি কাজ করে বসলেন যা কোন ইংরেজ স্বপ্নেও করতেন না; জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর মৃত্যু ঘটল। তাঁর রত্নখচিত "স্যার" উপাধিটি ভারত সরকারের কাছে ফেরৎ গেল, এবং সব কিছুর ভারপ্রাপ্ত হয়ে একজন নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন উচ্চপদে নিয়োগের ব্যাপারে একটা জবরদস্ত খেলা শুরু হয়ে গেল। কি যে ঘটে গেল সেটা জানল শুধু পুরোহিতরা, আর সাধারণ মানুষ ব্যাপারটা অনুমান করল; কিন্তু ভারতবর্ষই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র স্থান যেখানে একটি মানুষ তার যা ইচ্ছা তাই করতে পারে—কেউ তার কারণটাও জানতে চায় না। অতএব দেওয়ান

BanglaBook.org

স্যার পুরণদাস, কে. সি. আই. ই. যখন তাঁর পদ, প্রাসাদ ও ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করলেন, এবং হাতে নিলেন একটি ভিক্ষা-পাত্র, পরলেন সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ, তখনও সে কাজটাকে কেউ অসাধারণ কিছু বলে মনেই করল না। প্রাচীন বিধান অনুসারে তিনি বিশ বছর কাটালেন যুবক হয়ে, বিশ বছর যোদ্ধা হয়ে,—যদিও জীবনে কখনও তিনি কোন অস্ত্র হাতে নেন নি,—আর বিশ বছর কাটালেন একটি সংসারের কর্তা হয়ে। নিজের সম্পদ ও ক্ষমতাকে তিনি নিজের বিচারমতে উপযুক্ত কাজেই ব্যবহার করে গেলেন; কোন সম্মান যখন পেয়েছেন সেটাও আনন্দে গ্রহণ করেছেন; দূরে ও নিকটে অনেক মানুষ ও অনেক শহর তিনি দেখতে গেছেন—সর্বত্রই মানুষ ও শহর সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছে। এবার তিনি সে সব কিছুই ছেড়ে দেবেন, ঠিক যে ভাবে মানুষ তার জীর্ণ বস্ত্রখানি ত্যাগ করে।

শহরের ফটকের ভিতর দিয়ে তিনি পায়ে হেঁটে চলেছেন; পরিধানে মৃগ-চর্ম, কালো পিতলের হাতলওয়ালা ক্রাচ, হাতে পালিশ-করা নারকেল-মালার ভিক্ষাপাত্র, খালি পা, সঙ্গীহীন, দুই চোখের দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ। আর তাঁরই পিছনে তখন কামানের গোলা ফাটিয়ে সম্মান জানানো হয়েছে তারই পরবর্তী সুখী পদাধিকারীকে।

পুরণদাস মাথা নাড়লেন। তাঁর সে জীবনের অবসান হয়েছে। রাতের বর্ণহীন স্বপ্নের প্রতি যেমন মানুষের কোন আগ্রহ থাকে না, তেমনই এই নবাগত মানুষটির প্রতিও তাঁর মনে কোন বিদ্বেষ অথবা শুভকামনা নেই। তিনি তখন সন্ন্যাসী—এক গৃহহীন ভ্রাম্যমান ভিক্ষুক, দৈনিক খাদ্যের জন্য তাঁর একমাত্র নির্ভরতা প্রতিবেশীদের উপর। যতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষে সকলের ভাগ করে খাবার মত অন্নপান জুটবে ততদিন কোন পুরোহিত বা ভিক্ষুক অনাহারে থাকবে না। তিনি জীবনে কখনও মাংস খান নি; মাছও খেয়েছেন কদাচিৎ। অতীতে অনেক বছর ধরে যখন তিনি ছিলেন লক্ষ লক্ষ টাকার একমাত্র মালিক তখনও একখানা পাঁচ পাউণ্ডের নোটেই তাঁর নিজের খাবারের খরচ কুলিয়ে যেত। এমন কি লণ্ডন শহরে সকলেই যখন তাঁকে নিয়ে ভীষণ মাতামাতি করেছে, তখনও তাঁর চোখের সমুখে ভেসে উঠত এক শান্ত, সমাহিত স্বপ্নের দেশ—ভারতবর্ষের দীর্ঘ, সাদা ধূলোমাখা পথ, তার সারা বুকে খালি পায়ের পদচিহ্ন আঁকা, তার অবিরাম শ্লথগতি যানবাহন, আর সন্ধ্যা হলে গোধূলির আলোয় যখন পথিকরা ডুমুর গাছের তলায় বসে সান্ধ্য ভোজনের আয়োজন করে তখন কাঠের ধুনির তীব্র গন্ধ ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশের দিকে মিলিয়ে যায়।

রাত হলে যখন অন্ধকার নেমে আসে তখন তাঁর মৃগ-চর্মখানি পাতা হয়—কখনও পথের ধারে কোন সন্ন্যাসীদের আশ্রমে; কখনও কালা পীর-এর মাটির ঘরে যেখানে যোগীরা তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করে; তখনও বা কোন ছোট হিন্দু গ্রামের এক প্রান্তে যেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা-মার হাতে তৈরি-করা খাবার চুরি করে এনে তাঁকে খাওয়ায়; আবার কখনও খোলা আকাশের নিচের গোচারণ ভূমিতে, যেখানে তার হাতের মশালের আগুন ঘুমন্ত উটগুলোকে জাগিয়ে তোলে। পুরণদাসের কাছে সবই সমান; অবশ্য এখন তিনি নিজের পরিচয় দেন পুরণ ভগৎ বলে। মাটি, মানুষ, আর খাদ্য—সবই মিলেমিশে একাকার। কিন্তু নিজের অজান্তেই তাঁর পা দুটি তাকে টেনে নিয়ে যায় উত্তরে ও পূবে; দক্ষিণ থেকে রোটক-এ; রোটক থেকে কুর্নুল-এ; কুর্নুল থেকে সোমনাথ-এর ধ্বংসস্তূপে; তারপরে গুগর নদীর শুকনো সোঁতা ধরে আরও উজানে চলতে চলতে একদিন তাঁর চোখে ধরা দেয় বহুদূরের

BanglaBook.org

মহান হিমালয়ের দীর্ঘ রেখা।

তখন পুরণ ভগৎ-এর মুখে হাসি ফোটে; তাঁর মনে পড়ে তাঁর মা জন্মেছিলেন রাজপুত ব্রাহ্মণের ঘরে, কুলু থেকেও দূরে—সেই পাহাড়ী নারীকে জমাট বরফ যেন সব সময়ই ডাকত—পাহাড়ী রক্তের তিলমাত্র স্পর্শও মানুষকে শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে আনে তার নিজের দেশে।

সিবালিক পর্বতের সানুদেশ ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় পুরণ ভগৎ বলে উঠলেন। "ঐখানে—ঐখানে আমি পাতব আমার আসন আর বোধি লাভ করব।" আর তিনি যখন সিমলার পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলেন তখন হিমালয়ের ঠাণ্ডা বাতাস তাঁর কানে শিসের মত বাজতে লাগল।

আগে শেষবার তিনি এ-পথে এসেছিলেন রাজকীয় সমারোহে অশ্বক্ষুরধ্বনিত সেনাদলকে সঙ্গে নিয়ে; সে আগমনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের সব চাইতে সদালাপী ও মার্জিতরুচি বড়লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করা; তখন লণ্ডনের দু'জনেরই পরিচিত বন্ধুদের নিয়ে এবং ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষদের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে তাঁরা এক ঘণ্টা ধরে কথা বলেছিলেন। এবার এসে পুরণ ভগৎ কারও সঙ্গে দেখা করলেন না; ম্যাল-এর রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে নিচের চল্লিশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত সমতলভূমির আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্যের দিকেই তাকিয়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত একটি দেশীয় মুসলমান পুলিশ এসে জানাল যে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন। পুরণ ভগৎ সসম্মানে আইনকে সেলাম জানালেন। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করলেন। ছোট সিমলার একটা শূন্য কুঁড়ে ঘরে ঘুমিয়ে রাতটা কাটালেন। সে জায়গাটা দেখলে মনে হয়, সেটাই বুঝি পৃথিবীর সর্বশেষ প্রান্ত; কিন্তু আসলে সেখান থেকেই তো তার যাত্রার শুরু মাত্র।

তিনি হিমালয়-তিব্বত পথ ধরে হাঁটতে লাগলেন। একটা ছোট দশ ফুটের রাস্তা বানানো হয়েছে নিরেট পাথর ফাটিয়ে; কখনও বা এক হাজার ফুট গভীর একটা গহ্বর পার হলেন এপার-ওপারে ফেলে-রাখা কাঠের গুঁড়ির উপর দিয়ে। তারপর নিঃসঙ্গ একাকি পথ চলা। যখন যাত্রা শুরু করেছিলেন তখনও পিছনে ফেলে-আসা পৃথিবীর কোলাহল তার কানে বাজছিল; কিন্তু তিনি যখন মুত্তীনী গিরি বর্ত্মকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন তখন সব কিছু স্তব্ধ হয়ে গেল। পুরণ ভগৎ তখন সম্পূর্ণ নিজের মধ্যে ডুবে গেলেন। একটা আত্মসমাহিত ভাবেই হাঁটছেন, বেড়াচ্ছেন, ভাবছেন; দুটি চোখ মাটিতে নিবদ্ধ, আর মনের চিন্তার ধারা উড়ে চলেছে আকাশের মেঘের সঙ্গে।

এক সন্ধ্যায় তিনি পার হলেন তখনও পর্যন্ত তাঁর দেখা সর্বোচ্চ গিরিবর্ত্ম—পথটা ছিল দু'দিনের চড়াই—আর তার ভিতর থেকে বেরিয়েই চোখে পড়ল দিগন্ত-বিস্তৃত বরফে ঢাকা শিখর শ্রেণী—সবগুলি পর্বত-শিখরই পনেরো থেকে বিশ হাজার ফুট উঁচু হলেও মনে হয় যেন এত কাছে যে একটা পাথের ছুঁড়ে সেগুলিকে আঘাত করা যায়, যদিও তাদের দূরত্ব পঞ্চাশ থেকে ষাট মাইল। গিরি-পথটি গভীর জঙ্গলে আকীর্ণ—দেবদারু, আখরোট, বুনো চেরি, বুনো জলপাই, বুনো নাসপাতি—বিচিত্র সব গাছের সমারোহ; তবে বেশির ভাগই হিমালয়ের দেবদারু। সেই দেবদারুশ্রেণীর ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে একটি পরিত্যক্ত কালীর থান—তিনিই দুর্গা, তিনিই শীতলা।

পুরণদাস দেবস্থানের পাথরের মেঝে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করলেন, দেবীমূর্তির দন্তবিকশিত হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন; দেবস্থানের পিছন দিকে একটা ছোট মাটির উনুন পাতলেন;

BanglaBook.org

নতুন দেবদারু-পাতার বিছানার উপর হরিণের চামড়াটা বিছিয়ে দিলেন; তারপর নিজের "বৈরাগি"-টাকে (পিতলের হাতলওয়ালা ক্রাচ্) বগলের নিচে গুঁটিয়ে নিয়ে বসে পড়লেন একটু বিশ্রাম নিতে।

তাঁর ঠিক নিচেই পনেরো শ' ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত সানুদেশ—পাথরের দেয়াল দিয়ে গড়া ছোট ছোট ঘর-বাড়ি, ছোট ছোট সবুজ ক্ষেত, চরে বেড়াচ্ছে গরু-ঘোড়া-মহিষ, আর দিগন্ত বিস্তৃত দেবদারু-বন। পুরণ ভগৎ-এর চোখের সামনেই একটা ঈগল পাখি বিরাট খাদটার ভিতর থেকে উড়তে উড়তে একটা ছোট্ট বিন্দুর মত হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল। পুরণ ভগৎ বলে উঠলেন, "এখানেই আমি শান্তি খুঁজে পাব।"

পাহাড়ীদের কাছে কয়েক শ' ফুট উপরে বা নিচে কোন ব্যাপারই নয়। পরিত্যক্ত দেবস্থানে ধোঁয়া দেখতে পেয়ে গ্রামবাসীরা সজাগ হল; গ্রামের পুরোহিত পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠে এল নবাগতকে স্বাগত জানাতে।

পুরোহিতের চোখ পড়ল পুরণ ভগৎ-এর চোখে—যে চোখদুটি একদিন হাজার হাজার মানুষকে শাসন করেছে। নবাগত মানুষটিকে সে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল, একটা কথাও না বলে তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি তুলে নিল, আর গ্রামে ফিরে গিয়ে বলল, "শেষ পর্যন্ত আমরা একটি সাধুকে পেলাম। এমন একটি মানুষ আমি আগে কখনও দেখি নি। তিনি সমতলের মানুষ—কিন্তু গায়ের রং বিবর্ণ—এক ব্রাহ্মণের শিরোমণি।"

গ্রামের সব গৃহিণীরা সমস্বরে বলল, "তোমার কি মনে হয় তিনি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন?" সকলেই ভগৎ-এর জন্য ভাল ভাল খাবার তৈরি করল। পাহাড়ি খাবার খুবই সাধারণ—ভুট্টা, গম, চাউল, লাল লংকা, নদীর ছোট ছোট মাছ, পাথরের গায়ে গড়া মৌচাকের মধু, শুকনো ফল-মূল, তেঁতুল, আদা—এই সব উপকরণ দিয়েই তারা ভাল ভাল খাবার তৈরি করতে পারে। সেই খাবারেই একটা পাত্র ভর্তি করে নিয়ে পুরোহিত ফিরে গেল ভগৎ-এর কাছে। জানতে চাইল, তিনি থেকে যাবেন তো? তাঁর হয়ে ভিক্ষা করার জন্য তাঁর একজন চেলা চাই কি? শীতকালে গায়ে দেবার মত কম্বল তাঁর সঙ্গে আছে কি? খাবারটা ভাল ছিল কি?

পুরণ ভগৎ সবটাই খেলেন। দাতাকে ধন্যবাদ দিলেন। আরও জানালেন, সেখানে থেকে যাবার ইচ্ছাই তাঁর আছে। পুরোহিত বলল, সেটাই যথেষ্ট। ভিক্ষাপাত্রটা দেবস্থানের বাইরেই রাখা হোক। ভগৎ-এর রোজকার খাবার ব্যবস্থা তারাই করবে। ভগৎ-এর মুখের দিকে সভয়ে তাকিয়ে পুরোহিত বলতে লাগল, তাঁর মত একটি মানুষ যে তাদের মধ্যে থাকবেন তাতেই গ্রামবাসীরা সম্মানিত বোধ করছে।

সেই দিনই পুরণ ভগৎ-এর ভ্রমণের ইতি ঘটল। তাঁর জন্য নির্দিষ্ট স্থানেই তিনি পৌঁছে গেছেন—এক নিঃশব্দ ও সীমাহীন বিস্তারের মধ্যে। তারপর থেকেই সময়ের গতি থেমে গেল। দেবস্থানের সমুখে বসে তিনি বুঝতে পারতেন না—বেঁচে আছেন না মরে গেছেন। নিজের মনেই তিনি বার বার—শত শত বার—একটি নামই জপ করতেন; আর প্রতিবার জপের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে হত যেন নিজের দেহটাকে ছেড়ে দূরে আরও দূরে চলে যাচ্ছেন, পৌঁছে গেছেন এক ভয়ংকর আবিষ্কারের দ্বারপথে; কিন্তু সে দরজাটা খোলার মুখেই নিজের দেহটাই তাঁকে আবার নিচে নামিয়ে আনতো; অতি বড় দুঃখে তিনি অনুভব করতেন যে আবার তিনি বন্দী হয়েছেন পুরণ ভাগতের হাড় ও মাংসের মধ্যে।

প্রতিদিন সকালে খাবারে ভর্তি ভিক্ষাপাত্রটি রাখা থাকত দেবস্থানের বাইরে একটা গাছের

BanglaBook.org

শিকড়ের মধ্যে। কখনও সেটা নিয়ে আসত পুরোহিত; কখনও বা আনত গ্রামের সাময়িক বাসিন্দা এক ব্যবসায়ী যে পুণ্যের আশায় এতটা পথ পায়ে হেঁটে উঠে আসত; কিন্তু বেশির ভাগ দিনই যে গৃহিণী রাত জেগে খাবার তৈরি করত সে নিজেই সেটা নিয়ে আসত। আর অনুচ্চ গলায় বলত: "আমার হয়ে তুমি ভগবানকে বলো ভগৎ। অমুকের হয়ে বলো, অমুকের স্ত্রীর হয়ে বলো।" কখনও কখনও আবার কোন সাহসী ছেলেকেই এই সম্মানটা দেওয়া হত। ভিক্ষাপাত্রটা বাইরে রেখে দেবার শব্দটা পুরণ ভগৎ-এর কানে আসত; ছোট ছেলেটি ততক্ষণে ছোট ছোট পায়ে যথাসম্ভব দ্রুতবেগে ছুটে চলে গেছে। কিন্তু ভগৎ কখনও নিচের গ্রামে যান নি। গ্রামটা যেন তাঁরই পায়ের নিচে একখানা মানচিত্রের মত আঁকা হয়ে থাকত।

ভারতবর্ষের জন-বসতি অঞ্চলেও একটা মানুষ বেশি দিন নিরুপদ্রবে থাকতে পারে না; অচিরেই বন্যজন্তুরা এসে তার কাছে ভিড় করে। হিমালয়ের এই কালী-মন্দিরটা তারা ভালই চিনত; কাজেই একদিন তারা সেখানে এসেও হানা দিল নবাগত লোকটিকে দেখতে। স্বভাবতই হিমালয়ের ধূসর গোঁফওয়ালা বড় বড় লাঙ্গুর(হনুমান)-রাই এল সকলের আগে, তারা খুব বেশি কৌতূহলী। তারা ভিক্ষাপাত্রটাকে উপুড় করে দিত, খাবারগুলি মেঝেতে ছড়িয়ে দিত, পেতলের হাতলওয়ালা ক্রাচ্‌টার উপর নিজেদের দাঁতের ধারটা পরীক্ষা করত, হরিণের চামড়াটার দিকে ভেংচি কাটত; তথাপি মানুষটি একটুও নড়াচড়া করত না দেখে তারা বুঝে নিত যে এই মানুষটির কাছে তারা নিরাপদ। সন্ধ্যা হলেই তারা দেবদারু গাছ থেকে লাফিয়ে নেমে আসত, দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে খাবার জিনিস চাইত, তারপর লাফাতে লাফাতে চলে যেত। আগুনের তাপটাও তারা খুবই পছন্দ করত; সন্ধ্যা হলেই তাঁর চারপাশে ভিড় করত; প্রায়ই সকাল হলে দেখা যেত একটা লাঙ্গুর ভগৎ-এর কম্বলের তলাতেই শুয়ে আছে। সারাটা দিন একটা লাঙ্গুর ভগৎ-এর পাশে বসে এক দৃষ্টিতে বরফের দিকে তাকিয়ে থাকত, আর বুদ্ধিমানের মত সখেদে কুন-কুন করত।

হনুমানদের পরে আসতে শুরু করল "বড়শিং", অর্থাৎ বড় হরিণ, তবে অনেক বেশি শক্তিশালী। কালী মূর্তির ঠাণ্ডা পাথরে সে তার শিং দুটো ঘষতে থাকে, আর দেবস্থানে একটা মানুষকে দেখে পা ঠুকতে থাকে। কিন্তু পুরণ ভগৎ একটুও নড়েন চড়েন না। একটু একটু করে হরিণটা তাঁর কাছে আসে, তাঁর কাঁধ চাটে। পুরণ ভগৎ তাঁর ঠাণ্ডা হাতটা বড় শিং-এর গরম শিং-এর উপর আস্তে বুলিয়ে দেন। সেই ঠাণ্ডা স্পর্শে খুশি হয়ে হরিণ মাথাটা নিচু করে, আর পুরণ ভগৎ তার মাথায়ও আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেন। তার পরেই বড় শিং সঙ্গে করে আনল তার হরিণীকে আর বাচ্চাকে। সব শেষে এল কস্তুরি মৃগ; সে হরিণদের মধ্যে সব চাইতে লাজুক, আর সব চাইতে ছোটখাট। পুরণ ভগৎ সকলকেই "আমার ভাই" বলে ডাকেন; যখন তিনি নিচু গলায় "ভাই! ভাই!" বলে ডাকেন, তখনই সে ডাক যাদের কানে যায়, তারা সকলেই সেখানে এসে হাজির হয়। ক্রমে হিমালয়ের কালো ভালুক সোনাও তাঁর কাছে নিয়মিত আসতে লাগল। প্রায়ই শান্ত উষাকালে ভগৎ যখন পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যান বরফের উপর দিয়ে লাল দিনের আবির্ভাবকে দেখতে, তখনও সোনার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়।

যে সব মুনি-ঋষি ও পবিত্রআত্মা মানুষ বড় বড় শহর থেকে অনেক দূরে নিভৃতে বাস করেন, তাঁদের অনেকেরই সুখ্যাতি আছে যে বন্য পশুদের নিয়ে তাঁরা অনেক রকম অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে

BanglaBook.org

পারেন। কিন্তু তাঁদের সেই অলৌকিক শক্তিটা কিন্তু আসলে সব সময় স্থির হয়ে থাকা, দ্রুত চলাচল না করা, এবং দীর্ঘ দিন ধরে কোন অতিথির দিকে সরাসরি না তাকানো—তার বেশি কোন শক্তি নয়।

অথচ যে সব ভাবনা-চিন্তা তিনি করতেন সে সবই তো অলৌকিক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জগৎ-সংসারটাই তো একটা প্রকাণ্ড অলৌকিক ঘটনা; আর একটি মানুষ যখন এইটুকু জানতে পারে তখনই তো সে পেয়ে যায় তার চলার পথের পাথেয়। তিনি নিশ্চিত জানতেন যে এ পৃথিবীতে ছোট আর বড় বলে কিছু নেই: দিন-রজনী তাঁর একমাত্র চেষ্টা সব কিছুর অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করা, আর সেইখানে ফিরে যাওয়া যেখান থেকে এসেছিল তাঁর আত্মা।

এই কথা ভাবতে ভাবতেই তাঁর এলোমেলো চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এল, তাঁর পিতলের হাতলওয়ালা ক্রাচের অবিরাম খোঁচার ফলে তাঁর মৃগচর্মে একটা ছোট গর্ত হয়ে গেল। ঋতুতে ঋতুতে মাঠ রং বদলাতে লাগল। গ্রামটারও অনেক পরিবর্তন হল। পুরোহিত আরও বৃদ্ধ হল; যে সব ছোট ছেলেরা একদিন তাঁর খাবার নিয়ে আসত, এখন তারাই সে কাজে পাঠায় তাদেরই ছেলেদের; আর এখন যদি গ্রামবাসী কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে গিরি বর্ত্মের মাথায় যে কালীর স্থানটা আছে সেখানে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীটি কতদিন যাবৎ বাস করছেন, তাহলে তারা উত্তর দেয়, "চিরকাল ধরে।"

তারপর একদিন শুরু হল গ্রীষ্ম ঋতুর সেই বর্ষণ যেমনটি পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষরা অনেক দিন দেখে নি। পুরো তিনটি মাস ধরে উপত্যকাটা ঢেকে রইল মেঘ ও কুয়াশায়—শুরু হল নিরবচ্ছিন্ন ঘন বর্ষণ—মাঝে মাঝে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি—আরও—আরও। কালীর দেবস্থানটি অধিকাংশ সময়ই থাকে মেঘের উপরে; একটা মাসের মধ্যে একদিনের জন্যও ভগৎ গ্রামটার আভাষ পর্যন্ত দেখতে পেলেন না। একটা সাদা মেঘের চাদর যেন গ্রামটাকে ঢেকে রেখেছে; সে মেঘ ঘুরছে-ফিরছে, উঠছে-নামছে, কিন্তু কখনও ভেঙে দুই ভাগ হয়ে নিচের উপত্যকাটিকে দৃষ্টিগোচর করছে না।

সারাক্ষণ তিনি শুনতে লাগলেন শুধু লক্ষ লক্ষ বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ—উপরের গাছের পাতা থেকে ঝরছে আর নিচে মাটির বুক চিরে বয়ে চলেছে অসংখ্য জলের ধারা। তারপর এক সময় সূর্য উঠল; দেবদারু ও বড়ো ডেন্‌ড্রন-এর সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল দূর থেকে দূরান্তরে; এ তো সেই স্নিগ্ধ সুবাস যাকে পাহাড়ী লোকেরা বলে "বরফের গন্ধ"। চড়া রোদ উঠল মাত্র একটি সপ্তাহ; তারপরেই আকাশে আবার মেঘ জমল শেষ বর্ষণের জন্য। শুরু হল অজস্র ধারা-বর্ষণ; পৃথিবীর চামড়াটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল খরস্রোতের তীব্র আক্রমণে। সেই রাতে পুরণ ভগৎ অনেক উঁচু করে আগুন জ্বালালেন, কারণ তিনি নিশ্চিত বুঝেছিলেন যে তাঁর ভাইরা একটু উষ্ণ হতে চাইবেই। কিন্তু একটা পশুও দেবস্থানে এল না; বার বার "ভাই! ভাই!" বলে ডাকতে ডাকতে এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন; কেবল অবাক হয়ে ভাবলেন—জঙ্গলে এ কী অঘটন ঘটছে!

সে কালো রাতে—বৃষ্টির ধারা যখন হাজার ঢাকের মত বাজছে—তখন ভগৎ-এর ঘুম ভাঙল; কে যেন তার গায়ের কম্বলটা ধরে টানছে। হাত বাড়িয়ে তিনি বুঝতে পারলেন সেই ছোট হাতখানি কোন লাঙ্গুরের। কম্বলের একটা ভাঁজ খুলে দিয়ে তিনি ঘুমের মধ্যেই বললেন, "গাছতলা থেকে এই জায়গাটাই ভাল; এটা ধর, আরাম করে শুয়ে পড়।" হনুমান কিন্তু তাঁর হাতটা চেপে ধরে জোরে টানতে লাগল। পুরণ ভগৎ

BanglaBook.org

বললেন, "তাহলে কি খাবার চাই? একটু অপেক্ষা কর, কিছু তৈরি করে দিচ্ছি।" উঠে বসে তিনি আগুনে আরও কিছু কাঠ ফেলে দিলেন; কিন্তু লাঙ্গুরটি ছুটে দরজার কাছে গিয়ে কুঁই-কুঁই করে ডেকেই আবার ছুটে ফিরে এসে ভগৎ-এর হাঁটুটা জড়িয়ে ধরল।

লাঙ্গুলের দুই চোখে অব্যক্ত উৎকণ্ঠা। পুরণ ভগৎ বললেন, "ব্যাপার কি? কি হয়েছে ভাই? তোমাদের কেউ যদি ফাঁদে পড়ে না থাকে—আর এখানে তো কেউ ফাঁদ পাতেই না—তাহলে এই দুর্যোগে আমি তো বাইরে যাব না। ঐ দেখ ভাই, 'বড়শিং' পর্যন্ত এই দিকেই ছুটে আসছে আশ্রয়ের আশায়!"

দুই শিং দিয়ে কালীমূর্তির গা ঘেস্টে হরিণটা দেবস্থানে ঢুকে পড়ল। তার আধ-বোজা নাক দিয়ে হিস্-হিস্ শব্দ বের হচ্ছে।

নিজের আঙুল মোচড়াতে মোচড়াতে ভগৎ বলে উঠলেন, "হায়! হায়! হায়! এই কি তোর এখানে রাত্রিবাসের ভাড়া?" হরিণটা তবু তাঁকে ঠেলতে ঠেলতে দরজার দিকে নিয়ে গেল; আর ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি শুনতে পেলেন কোন কিছু খুলে দুই ভাগ হয়ে যাবার মত একটা শব্দ; তাকিয়ে দেখলেন, মেঝের দুটো পাথরের টুকরো দু'দিকে সরে গেছে, আর সেই ফাঁক দিয়ে নিচের কাদা-মাটি যেন ঠোঁট চাটছে।

পুরণ ভগৎ বলে উঠলেন, "এবার বুঝতে পেরেছি। আমার ভাইরা যে আজ এসে আগুন পোয়াতে বসে নি সেটা তাদের দোষে নয়। পাহাড়টা ভেঙে পড়ছে। তবু—কেন আমি এখান থেকে চলে যাব?" পাশের শূন্য ভিক্ষাপাত্রের দিকে চোখ পড়তেই তাঁর মুখটা বদলে গেল। "যতদিন হল আমি এখানে এসেছি ততদিন ওরা রোজ আমাকে খাবার পাঠিয়েছে; আর আজ যদি আমি অতিদ্রুত কোন ব্যবস্থা করতে না পারি তাহলে সারা উপত্যকায় খাবার মত একটা মুখও অবশিষ্ট থাকবে না। আমাকে এখনই যেতে হবে; নিচের লোকদের সতর্ক করে দিতে হবে। ফিরে চল ভাই! আগুনের কাছে আমাকে যেতেই হবে।"

"বড়শিং" অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর পিছু নিল। পুরণ ভগৎ দেবদারুর একটা মশাল আগুনের ধুনির মধ্যে ঠেলে দিলেন। সেটা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। ভগৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আহারে! তোমরা এসেছিলে আমাকে সতর্ক করতে। আরও বেশি কিছু আমাদের করতে হবে; আরও বেশি কিছু। এবার বাইরে চল; তোমার কাঁধটা আমাকে ধার দাও ভাই, কারণ আমার যে দুটো মাত্র পা।"

তিনি ডান হাতে জড়িয়ে ধরলেন "বড়শিং"-এর কাঁটার মত শিংগুলো, আর বাঁ হাতে নিলেন তাঁর মশালটা; তারপর দেবস্থানের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে। তখন বাতাস পড়ে গেছে; কিন্তু বৃষ্টির প্রচণ্ড শব্দে তাদের নিচে নামার শব্দ একেবারেই তলিয়ে গেছে। জঙ্গলটা পার হবার পরেই ভগৎ-এর ভাইয়ের দল আরও বেশি সংখ্যায় তাদের সঙ্গে যোগ দিতে লাগল। চোখে দেখতে না পেলেও তিনি কানে শুনতে পেলেন—লাঙ্গুররা তাঁর গা ঘেঁষেই চলেছে, আর তাদের পিছনে উঃ! আঃ! করতে করতে চলেছে সোনা। বৃষ্টির জলে তার সাদা চুল জট বেঁধে দড়ি হয়ে গেছে; খালি পায়ের নিচে কুল্-কুল্ করে বয়ে চলেছে জলের স্রোত; তার হলুদ উত্তরীয় সেঁটে বসেছে তাঁর বার্ধক্যজীর্ণ শীর্ণ শরীরের উপর। তবু "বড়শিং"-এর উপর ভর দিয়ে তিনি স্থির পদক্ষেপে নিচে নামতে লাগলেন। এখন আর তিনি একটি পবিত্র-আত্মা মানুষ নন, তিনি এখন স্যার পুরণদাস, কে. সি. আই. ই., একটা দেশীয় রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী,

BanglaBook.org

যিনি হুকুম করতেই অভ্যস্ত—চলেছেন অনেকগুলি মানুষের জীবন রক্ষা করতে।

এক সময় সকলে পৌঁছে গেল গ্রামের আঁকাবাঁকা ছোট রাস্তায়। ভগৎ তাঁর ক্রাচটা দিয়ে সশব্দে আঘাত করলেন কামারশালের জানালার উপর। ঘরের ছাঁই-এর নিচ থেকে জ্বলন্ত মশালটাকে তুলে ধরলেন। চেঁচিয়ে ডাকলেন, "কে আছ! উঠে পড়! বেরিয়ে এস!" মনে হল, নিজের কণ্ঠস্বরকেই তিনি চিনতে পারছেন না, কারণ অনেক বছর হয়ে গেল তিনি গলা ছেড়ে কোন মানুষের সঙ্গেই কথা বলেন নি। "পাহাড়ে ধ্বস নেমেছে! পাহাড় ভেঙে পড়ছে! ওহে, ভিতরে কে আছ! উঠে পড়! বেরিয়ে এস।"

কামারের বৌ বলল, "এ তো আমাদের ভগৎ। জন্তু-জানোয়ারদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে হাঁক ছাড়!"

সে ডাক এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই পথে নেমে এল—সবশুদ্ধ সত্তর জনের বেশি নয়। মশালের আলোয় তারা দেখল, তাদের ভগৎ ভয়ার্ত "বড়শিং"কে ধরে রেখেছেন, হনুমানের দল করুণভাবে তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, আর সোনা সেখানে বসে গর্জন করে চলেছে।

পুরণ ভগৎ চিৎকার করে বললেন, "উপত্যকা পেরিয়ে পরের পাহাড়ে ওঠ! কাউকে রেখে যেয়ো না! আমরা পরে আসছি!"

সকলেই ছুটতে শুরু করল; একমাত্র পাহাড়ি মানুষরাই সে রকম ছুটতে পারে; কারণ তারা জানে, পাহাড়ে ধ্বস নামলে উপত্যকা পেরিয়ে একটা উঁচু জায়গায় পৌঁছতেই হবে। ছোট ছোট নদী পার হয়ে, ক্ষেত-খামার ভেঙে, তারা পালাতে শুরু করল। তাদের পিছনে চললেন ভগৎ ও তাঁর ভাইরা। গ্রামের মানুষরা পরস্পরের নাম ধরে ডাকাডাকি করতে করতে এগিয়ে চলল।

পাঁচ শ' ফুট পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে উপরে উঠে একটা গভীর দেবদারু বনের ছায়ায় হরিণটা থামল। যে সহজাত প্রবৃত্তি আসন্ন ধ্বস সম্পর্কে তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল, সেই প্রবৃত্তিই এখন তাকে জানিয়ে দিল যে এখানে তারা নিরাপদ।

পুরণ ভগৎ মূর্ছিত হয়ে কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন; অবিশ্রাম বৃষ্টির ঠাণ্ডা আর ভয়ংকর পদযাত্রা তাঁকে আধ-মরা করে ফেলেছে। তবু সমুখে এগিয়ে চলা মশাল লক্ষ্য করে তিনি হাঁক দিয়ে বললেন, "দাঁড়াও, নিজেদের সংখ্যাটা একবার গুনে নাও।" তারপর হরিণের কানে কানে বললেন, "আমার সঙ্গেই তুমি থাক ভাই। এখানেই থাক—যতক্ষণ—না—আমি—চলে যাই!"

বাতাসে ভেসে এল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস; সেটা বেড়ে হল চাপা কণ্ঠস্বর; কণ্ঠস্বর থেকে গর্জন; সে গর্জন ছাড়িয়ে গেল সব শ্রবনেন্দ্রিয়কে; আর পাহাড়ের যে দিকটাতে গ্রামবাসীরা দাঁড়িয়ে ছিল সেটা অন্ধকারে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে কেঁপে উঠল। তারপরেই বাদ্যযন্ত্রের তারে বাঁধা সুরের মতই একটা তীব্র, তীক্ষ্ণ, স্থির, গভীর ও বাস্তব সুর প্রায় পাঁচ মিনিট কাল অন্য সব শব্দকে ছাপিয়ে ধ্বনিত হতে লাগল। সে ধ্বনিতে দেবদারু গাছের শিকড় পর্যন্ত কেঁপে উঠল। ক্রমে সে ধ্বনি মিলিয়ে গেল; আর মাইলের পর মাইল শক্ত মাটি ও ঘাসের উপর ঝরে পড়া বৃষ্টির শব্দ হয়ে গেল নরম মাটির বুকে বয়ে যাওয়া জলস্রোতের অস্পষ্ট ধ্বনি।

কোন গ্রামবাসী—এমন কি পুরোহিতটি পর্যন্ত—ভগৎকে কোন কথা বলার সাহসই পেল না, অথচ এই ভগৎই তাদের সকলের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। দেবদারু গাছের তলায় গুড়িশুড়ি মেরে বসে বসে তারা রাতটা কাটিয়ে দিল। দিনের আলো ফুটলে উপত্যকার দিকে তারা দেখতে

BanglaBook.org

পেল—যেখানে ছিল একটা বন আর চাষের জমি সেখানে ধু-ধু করছে পোড়া লাল মাটি আর কয়েকটা উল্টে-পড়া গাছের ধ্বংসাবশেষ। একটা গ্রাম, দেবস্থান পর্যন্ত প্রসারিত রাস্তা, এমন কি দেবস্থানটিরও চিহ্নমাত্র কোথাও চোখে পড়ল না। পাহাড়টার এক মাইল প্রস্থ ও দু' হাজার ফুট গভীর একটা অংশ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

গ্রামবাসীরা একে একে বনের ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে বেরিয়ে এল তাদের ভগৎ-এর সমুখে প্রার্থনা জানাতে। তারা দেখল, তাঁর দেহের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে "বড়শিং"; সকলে কাছে আসতেই সে পালিয়ে গেল। সকলেই শুনতে পেল, গাছের ডালে বসে লাঙ্গুররা কাঁদছে; সোনা আর্তনাদ করছে পাহাড়ের দিকে মুখ করে; কিন্তু তাদের ভগৎ মারা গেছেন; একটা গাছে হেলান দিয়ে দুই পা মুড়ে তিনি বসে আছেন, ক্রাচটা আছে তাঁর বগলের নিচে, আর তাঁর মুখটা ঘোরানো রয়েছে উত্তর-পূর্ব দিকে।

পুরোহিত বলল: "ওই দেখ, এক অলৌকিকের পরে আর এক অলৌকিক ঘটনা; ঠিক এই ভঙ্গিতেই সব সন্ন্যাসীদের সমাধিস্থ করা হয়! সুতরাং এখন তিনি যেখানে বসে আছেন সেখানেই আমরা গড়ব এই দেবতাত্মা মানুষটির উদ্দেশ্যে একটি মন্দির।"

একটা বছর শেষ হবার আগেই তারা মন্দির গড়া শেষ করল—একটা ছোট পাথর—আর—মাটির দেবস্থান—আর পাহাড়টার নাম তারা দিল ভগৎ পাহাড়; আজও পর্যন্ত সেখানে তারা পূজা দেয় আলো, ফুল ও নৈবেদ্য সাজিয়ে। কিন্তু তারা জানে না যে তাদের পূজনীয় এই সন্ন্যাসীই হলেন স্বর্গত স্যার পুরণদাস, কে. সি. আই. ই., ডি. সি. এল., পি-এইচ. ডি. ইত্যাদি, প্রগতিশীল ও আলোকপ্রাপ্ত দেশীয় রাজ্য মহিনীওয়ালার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী; তা ছাড়াও তিনি ছিলেন দেশের সেই সব শিক্ষা ও বিজ্ঞান সমিতির সদস্য যারা এই জগতে অথবা পরবর্তী কোন জগতে মানুষের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ।

BanglaBook.org

মুর্দা ফরাস

"বুড়োদের মান্য কর!"

একটা অস্ফুট কণ্ঠস্বর— একটা কাদা-কাদা কণ্ঠস্বর যা শুনলে শরীর শিউরে ওঠে—এক কণ্ঠে দুই রকম স্বর। ঈষৎ কাঁপা-কাঁপা কর্কশ ও বিষণ্ণ একটা স্বর।

"বুড়োদের মান্য কর! হে নদীর সঙ্গীরা—বুড়োদের মান্য কর!"

নদীর বিস্তীর্ণ তীরে বাড়ি তৈরির পাথরকুঁচি বোঝাই, চৌকো পাল-তোলা গজাল-পেটানো কাঠের বজরার একটা বহর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। বজরাগুলো এইমাত্র রেল-সেতুর নিচে এসে পৌঁছেছে; চলেছে আরও ভাঁটির দিকে।

তিনটে বজরা পাশাপাশি রেল-সেতুর নিচে পৌঁছতেই সেই ভয়ংকর কণ্ঠস্বর আবার বলে উঠল:

"হে নদীর ব্রাহ্মণরা— বৃদ্ধ ও অথর্বদের মান্য কর!"

বজরার উঁচু দিকটায় যে মাঝি বসেছিল সে মাথাটা একটু তুলল; এমন একটা কিছু বলল যাকে মোটেই আশীর্বাদ বলা যায় না; তারপরেই নৌকোগুলো গোধূলির আলোয় এগিয়ে চলতে লাগল। প্রশস্ত ভারতীয় নদীটা দেখতে একটা স্রোতস্বিনীর চাইতে এক সারি ছোট ছোট হ্রদের মতই মনে হয়। নদীর জল কাঁচের মত স্বচ্ছ; রক্তিম বালি রংয়ের আকাশের ছায়া পড়েছে মাঝ

BanglaBook.org

নদীর বুকে, আর নিচু তীরের কাছাকাছি জলের উপর পড়েছে ছোপ-ছোপ হলুদ ও ঘন লাল রংয়ের ছায়া।

রেল-সেতুর প্রায় নিচেই মাটি-ইট-খড়-কঞ্চি দিয়ে তৈরি ঘর-বাড়ির একটা ছোট গ্রাম। বড় রাস্তাটা সোজা চলে গেছে নদীর তীর পর্যন্ত; সেখানে ইট-কাঠের জোড়াতালি দিয়ে একটা ঘাটও বানানো হয়েছে; স্নানার্থীরা সিঁড়ি বেয়ে নেমে সেখানে গা-হাঁত-পা ধুয়ে নিতেও পারে। সেটাই গ্রামের নদীর ঘাট—মকর ঘাট।

যে নিচু অঞ্চলটা প্রতি বছর বানের জলে ডুবে যায় সেখানকার মসুর, ধান ও তুলোর ক্ষেতের উপর দ্রুত নেমে আসছে রাতের আঁধার; কাকাতুয়া ও কাক পক্ষীরা নানা সুরে ডাকতে ডাকতে নদীতে জল খেয়ে গ্রামের দিকে উড়ে চলে গেছে রাতের বিশ্রামের জন্য। নানা ধরনের জলচর পাখি আকাশের মেঘমালার মত ভেসে ভেসে এসে নল-খাগরার বনে রাতের মত আশ্রয় নিয়েছে।

সকলের পিছনে ধীর গতিতে পাখা দোলাতে দোলাতে এসে হাজির হল একটা হাড়গিলে পাখি।

"বুড়োদের মান্য কর! হে নদীর ব্রাহ্মণরা—বুড়োদের মান্য কর!"

হাড়গিলে পাখিটা মাথাটা ঈষৎ ঘুরিয়ে শব্দটা লক্ষ্য করে তাকাল; তারপর সেতুর নিচে বালিয়াড়ির উপর সোজা নেমে গেল। তখনই চোখে পড়ল তার ষণ্ডা-গুণ্ডা চেহারাটা। পিছন দিক থেকে তাকে বেশ ভদ্রগোছেরই দেখায়, কারণ দাঁড়ানো অবস্থায় সে প্রায় ছয় ফুট উঁচু; চেহারাটাও টাক-মাথা পুরুতের মতই। কিন্তু সামনের দিকটা একেবারে অন্যরকম; তার মাথায় ও গলায় পালকের নামমাত্রও নেই, কিন্তু থুতনির নিচে ঝুলে আছে একটা ভয়ংকর কাঁচা চামড়ার থলে—কুড়ুলের মত ঠোঁট দিয়ে যা কিছু চুরি করে সবই সেই থলের মধ্যে রেখে দেয়। পা দুটো লম্বা, লিকলিকে ও চামড়া দিয়ে ঢাকা; তার উপর ভর করে সে যখন গর্বভরে দাঁড়ায় তখন তার কাঠ-কাঠ ভঙ্গিটা হয় জোড় পায়ে দাঁড়িয়ে স্যালুট করার মত।

একটা পুঁচকে শেয়াল কান ও লেজ খাড়া করে হাড়গিলের দিকে এগিয়ে গেল।

তার জাতের প্রাণীদের মধ্যেও সে একেবারে নিচু শ্রেণীর; সে আধা-ভিখারী, আধা-অপরাধী—গ্রামের সব রকম জঞ্জাল পরিষ্কার করার মেথর বিশেষ—যেমন ভীরু, তেমনই বেপরোয়া—সব সময়ই তার পেটে ক্ষিধে থাকে, আর ধূর্তামীতে পাকা হলেও তাতে তার বিশেষ কোন ফায়দা হয় না।

কাঁপা-কাঁপা গলায় সে বলল, "এ গাঁয়ের কুকুরগুলোকে হটিয়ে দাও লাল পাখি! গরুর গোয়ালে এক পাটি জুতোর দিকে তিনবার তাকিয়েছিলাম বলে—মনে কর, কেবল তাকিয়েছিলাম—তাতেই ওরা আমার শরীরে তিন-তিনটে কামড় বসিয়েছে। আমি কি তাহলে শুধু কাদা খেয়ে বেঁচে থাকব?" সে তার বাঁ কানটা চুলকোতে শুরু করল।

গলায় করাত দিয়ে কাঠ চেঁরাই করার মত শব্দ করে হাড়গিলে বলল, "আমি তো শুনলাম, সেই জুতোটার মধ্যে একটা সদ্যজাত কুকুরের বাচ্চা ছিল।"

"শোনা এক কথা; আর জানা অন্য কথা," শেয়াল বলে উঠল; সন্ধ্যা হলে আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে থাকা গ্রামবাসীদের মুখে শুনে শুনে শেয়াল অনেক প্রবাদ-কথা রপ্ত করে ফেলেছে।

"খুব খাঁটি কথা। তাই তো নিশ্চিত হবার জন্য কুকুরগুলো যখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল তখন আমিই সেই বাচ্চাটাকে ভালভাবে আশ্রয়

BanglaBook.org

দিয়েছি।"

শেয়াল তার কথা সমর্থন করেও জিজ্ঞাসা করল, "সত্যি কি সেই জুতোর মধ্যে একটা চোখ-না-ফোটা কুকুরের বাচ্চা ছিল?"

ইঙ্গিতে নিজের ভর্তি থলেটাকে দেখিয়ে হাড়গিলে চোখ মিট-মিট করে বলল, "ছিল নয়, আছে—এখানে। ব্যাটা খুবই পুঁচকে; কিন্তু ওতেই তো খুশি থাকতে হবে, কারণ আজকাল দাতব্য-কর্ম পৃথিবী থেকে উঠে গেছে।"

"আহা! পৃথিবীটা আজকাল লোহার মত কঠিন হয়ে গেছে," শেয়াল আর্তনাদ করে উঠল। তারপর জলের ঢেউয়ের উপর কড়া নজর রেখে সে আরও বলল, "আমাদের সকলেরই এখন বেঁচে থাকাটাই দায় হয়ে উঠেছে; এমন কি আমাদের পরম প্রভু, এই ঘাটের গর্ব আর এই নদীর ঈর্ষার বস্তু—"

বাধা দিয়ে হাড়গিলে আপন মনেই বলতে লাগল, "মিথ্যুক, চাটুকার, আর শেয়াল—সব এক গোয়ালের গরু।"

গলাটা আরও চড়িয়ে শেয়াল বলল, "হ্যাঁ, নদীর ঈর্ষা; এমন কি সেও হাড়ে-হাড়ে বুঝছে যে এই সেতুটা খাড়া করার পর থেকেই ভাল খাদ্যের বড়ই অভাব দেখা দিয়েছে; কিন্তু সেই মহাপুরুষের মুখের উপর তো একথা বলতে পারি না; সে কত বড় জ্ঞানী, কত বড় ধর্মাত্মা—তবু বলছি, তার কিন্তু কখনও খাদ্যের অভাব হয় না, আর তার ফলে—"

একটা খস্-খস্ শব্দ শোনা গেল; অল্প জলে একটা নৌকা এসে ভিড়লে যে রকম শব্দ হয় ঠিক সেই রকম। অতি দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে শেয়াল মুখোমুখি হল সেই প্রাণীটির যার কথা সে এতক্ষণ বলছিল। চব্বিশ ফুট লম্বা একটা কুমীর; তিন-পরতা পেটানো লোহার মত শরীর; এখানে উঁচু, ওখানে নিচু; উপরের ঝুলে-পড়া চোয়ালের বিকশিত হলদে দাঁতের পাটি সুন্দর করে সাজানো। এই হচ্ছে মকর ঘাটের ভোঁতা-নাক মকর—গ্রামের যে কোন মানুষের চাইতে সে প্রবীণ; গ্রামবাসীরা তার নামেই তাদের গ্রামের নাম রেখেছে; রেল-সেতু গড়ে ওঠার আগে সেই ছিল এই নদীর দৈত্য—খুনী, নরখাদক, স্থানীয় পিশাচবিশেষ। অল্প জলে থুতনি ডুবিয়ে অদৃশ্য লেজের নাড়ায় নদীর বুকে ঢেউ তুলে সে শুয়ে আছে। অবশ্য শেয়াল ভালই জানে যে সেই লেজের একটা ধাক্কায় মকর মহাশয় নদীর তীরে উঠে আসতে পারে একটা বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের দ্রুততায়।

প্রতিটি কথার উপর জোর দিয়ে শেয়াল বলতে লাগল, "হে গরীবের আশ্রয়দাতা! কী ভাগ্য আমার যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! এতক্ষণ তো আমরা তোমার কথাই বলছিলাম। অবশ্য, আশা করছি যে তার কিছুই তোমার কানে পৌঁছয় নি।"

আসলে শেয়াল কিন্তু শোনাবার জন্যই কথাগুলি বলেছিল, কারণ সে ভাল করেই জানে যে, তোষামোদই হচ্ছে মুখের খাবার জোটাবার শ্রেষ্ঠ পথ। এই মকরটিও জানে যে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই শেয়াল কথাগুলি বলেছে; শেয়ালও জানে যে মকর সবই জানে, আবার মকরও জানে যে মকর যে সব কিছু জানে সেটাও শেয়াল জানে। আর তাই সব কিছু জেনেশুনে তারা সকলেই মিলেমিশে সুখে আছে।

নদীর তীরে বসে বুড়ো প্রাণীটা তখনও বলেই চলেছে, "বৃদ্ধ ও অথর্বদের মান্য কর!" ঠোঁট নেড়ে কথা বলছে, কিন্তু তার চোখ দুটো জ্বলছে কয়লার আগুনের মত।

একটা চোখ বুজে মকর বলল, "বাছা আমার, আমি কিছুই শুনি নি। আমার কানে জল ঢুকেছিল; তাছাড়া ক্ষিধেয় আমি বড়ই কাতর হয়ে পড়েছিলাম।

BanglaBook.org

রেল-সেতুটা তৈরি হবার পর থেকেই গ্রামের মানুষরা আমাকে ভালবাসতে ভুলে গেছে; আর তাতেই আমার বুকটা ভেঙে যাচ্ছে।"

"কী লজ্জা! কী লজ্জা!" শেয়াল বলল। "এ রকম একটি মহৎ প্রাণেরও এই দশা! কিন্তু, আমিও মনে করি যে সব মানুষই এক।"

"না, আসলে তাদের মধ্যে আছে অনেক পার্থক্য," মকর শান্ত গলায় বলল। "কেউ নৌকোর বাঁশের লগির মত সরু। কেউ বা মোটা কুকুরের মত। কখনও আমি অকারণে মানুষের নিন্দা করি না। সব রকমের মানুষই আছে; কিন্তু অনেক বছরের অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে মানুষ হিসাবে তারা সকলেই ভাল। পুরুষ, নারী, ছেলেমেয়ে—কারও কোন দোষ আমার চোখে পড়ে নি। আর একটা কথা মনে রেখো বাছা, যে পৃথিবীর নিন্দা করে, তার নিন্দা পৃথিবীও করে।"

একটা পা নামিয়ে হাড়গিলে বলে উঠল, "তোষামোদ জিনিসটা পেটের সঙ্গে ঝোলানো খালি টিনের চাইতেও খারাপ। কিন্তু এইমাত্র যা শুনলাম সেটা খুবই জ্ঞানের কথা।"

"অথচ ভেবে দেখ, এই চমৎকার জীবটির প্রতি তারা কতটা অকৃতজ্ঞ," শেয়াল বলতে শুরু করল।

মকর বলে উঠল, "না, না, অকৃতজ্ঞতা নয়! অন্যের কথা তারা ভাবে না, এই যা। কিন্তু এইখানে শুয়ে শুয়েই আমি দেখতে পাই, নতুন সেতুর ধাপগুলো বেয়ে ওঠার পক্ষে নিষ্ঠুর রকমের শক্ত, বিশেষ করে বুড়ো আর বাচ্চাদের পক্ষে। বুড়োদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু মোটা-সোটা বাচ্চাগুলোর জন্য আমার কষ্ট হয়—সত্যি কষ্ট হয়। তবু আমি ভাবি যে কিছুদিনের মধ্যেই সেতুটার এই নতুন চেহারাটা বদলে যাবে, আর আমাদের খালি পায়ের ঘষায় ঘষায় ধাপগুলোও অনেক মসৃণ হয়ে উঠবে। তখন সকলেই আবার বুড়ো মকরকে সম্মান করে চলবে।"

* * *

রেল-সেতুর উপর থেকে একটা হুইস্‌লের শব্দ ভেসে এল। দিল্লী মেলটা পার হয়ে গেল। সবগুলি কামরা আলোয় ঝল্‌মল্‌ করছে; নিচে নদীর বুকে পড়ছে তার ছায়া। ঝক্‌-ঝক্‌ শব্দ করতে করতে মেল ট্রেনটা আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল; কিন্তু মকর ও শেয়াল এসব দেখতে-শুনতে এতই অভ্যস্ত যে তারা একবার ঘাড় ফিরিয়েও সেদিকে তাকাল না।

হাড়গিলে পাখিটা এবার মুখ তুলে বলল, "মকর ঘাটের চাইতে তিনগুণ বড় মাপের একটা নৌকোর চাইতে ওই বস্তুটাই কি কম আশ্চর্য?"

সে রেল-সেতুটার কথা বলছে ভেবে কুমির বলল, "আমি এটাকে তৈরি হতেই দেখেছি রে বাছা। পাথরের পর পাথর গেঁথে সেতুটা এগিয়ে চলল, তখন কিছু মানুষ উপর থেকে জলে পড়ে গেল; এদিকে আমিও তার জন্য তৈরি হয়ে ছিলাম। প্রথম খিলানটা তৈরি শেষ হল; কিন্তু নিচে নেমে এসে মৃতদেহগুলি পুড়িয়ে ফেলার কথাটা তাদের মনেও হল না। সে ব্যাপারেও আমি তাদের অনেক ঝামেলা বাঁচিয়ে দিলাম। একটা সেতু বানানোর মধ্যে অবাক হবার মত কিছু নেই।"

হাড়গিলে আবার বলল, "কিন্তু ঢাকা গাড়িগুলোকে নিয়ে যে বস্তুটা পার হয়ে গেল সেটা! সেটা কিন্তু এক আশ্চর্য জিনিস।"

"এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ওটা একটা নতুন জাতের ষাঁড়। একদিন ওটাও হয় তো পা ফস্‌কে ওই মানুষগুলোর মতই নিচে পড়ে যাবে। বুড়ো মকর তখনও তৈরি হয়েই থাকবে।"

শেয়াল হাড়গিলের দিকে তাকাল; হাড়গিলেও তাকাল শেয়ালের দিকে। একটা বিষয়ে তারা

BanglaBook.org

দু'জনই নিশ্চিত যে ঐ ইঞ্জিনটা আর যাই হোক আর না হোক, অন্তত একটা ষাঁড় কোন মতেই নয়। রেল-লাইনের ধারে জঙ্গলের ভিতর বসে শেয়াল অনেক বারই ইঞ্জিনটাকে যাতায়াত করতে দেখেছে। হাড়গিলেও অনেক ইঞ্জিন দেখেছে ভারতবর্ষে রেল-চলাচলের একেবারে গোড়া থেকে। কিন্তু মকর সে জিনিসটাকে দেখেছে নিচে থেকে; আর সেখান থেকে পিতলের ইঞ্জিনটাকে অনেকটা ষাঁড়ের কুঁজের মতই দেখায়।

মকর চিন্তিতভাবে বার বার বলতে লাগল, "হুম—ঠিক, একটা নতুন ধরনের ষাঁড়ই বটে;" আর শেয়ালও বলল, "নিশ্চিতরূপেই ওটা একটা ষাঁড়।"

খুঁত্‌খুঁতে মকর তবু বলল, "আবার এও তো হতে পারে যে—"

তার কথা শেষ না হতেই শেয়াল বলে উঠল, "নিশ্চয়—নিশ্চয়—"

এবার মকর রেগে গেল। বলল, "কি? আর কি হতে পারে? আমার কথাই তো শেষ হয় নি, আর তুমি বলে দিলে ওটা একটা ষাঁড়?"

"গরিবের আশ্রয়দাতা ওটাকে যা বলবেন সেটাই ঠিক। আমি তো তার চাকর—যেটা নদী পেরিয়ে চলে গেল তার চাকর নই।"

হাড়গিলে বলল, "ওটা যাই হোক না কেন, সাদা-মুখোদের হাতেই তৈরি। আমি কিন্তু ওটার কাছে-পিঠে থাকতে রাজী নই।"

মকর বলে উঠল, "ইংরেজদের আমি যতটা চিনি ততটা তুমি চেন না। সেতুটা যখন তৈরি হচ্ছিল তখন একটি সাদা-মুখ এখানে ছিল। সন্ধ্যা হলেই সে একটা নৌকো নিয়ে নদীতে নামত, আর কাঠের পাটাতনের উপর পা ঠুকে ঠুকে ফিস্‌ফিস্ করে বলত, "সে কি এখানে আছে? ওখানে আছে? আমার বন্দুকটা দাও।" তাকে দেখার আগেই তার কথা, তার চলাফেরার শব্দ, বন্দুকের কুঁদো ঠোকার শব্দ—সবই আমি শুনতে পেতাম। আমি যেমন তার একটি কাজের লোককে তুলে নিয়ে তাকে পোড়াবার কাঠের খরচটা বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম, ঠিক তেমনই সেও ঘাট বেয়ে নেমে এসে চিৎকার করে বলত যে সে আমাকে শিকার করবে—মকর ঘাটের মকরের হাত থেকে নদীটাকে মুক্ত করবে! আমাকে শিকার করবে! শোন হে বাছারা! ঘন্টার পর ঘন্টা আমি তারই নৌকোর তলায় সাঁতার কেটেছি; তার বন্দুকের গুলির শব্দও শুনেছি; তারপর যখন বুঝতে পেরেছি যে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তখন তার পাশেই ভুঁ-উ-স্ করে ভেসে উঠে তার মুখে কসিয়ে দিয়েছি আমার থাবার একটা থাপ্পড়। সেতুর কাজ শেষ হতেই সেও এখান থেকে চলে গেল। একমাত্র নিজেরা আক্রান্ত না হলে ইংরেজ শিকারীরা এই রকম ভাবেই শিকার করে।"

শেয়াল উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করল, "সাদা-মুখোদের আবার কে শিকার করে?"

"এখন কেউ করে না, কিন্তু আমার কালে আমি তাদের শিকার করেছি।"

"সে শিকারের কিছু কিছু আমারও মনে আছে। আমি তখন ছোট ছিলাম," ঠোঁটের ঠুক্-ঠাক্ শব্দ তুলে হাড়গিলে বলল।

"তখন এখানে বেশ জাঁকিয়ে বসেছি। যতদূর মনে পড়ে, আমার গ্রামটা তৃতীয় বারের মত গড়ে উঠছিল। আমার সম্পর্কিত ভাই ঘড়িয়াল এসে আমাকে বারানসীর উজানে ভাল জলের খবর দিল। প্রথমে আমার যাবার ইচ্ছা ছিল না, কারণ আমার সেই ভাইটি ছিল মাছ-খেকো, সে ভাল-মন্দের তফাৎ বুঝত না কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় আমার ভাই-বেরাদারদের মুখেও সেই একই কথা শুনলাম; আর তাদের কথায় আমার প্রত্যয় হল।"

"তারা কি বলেছিল?" শেয়াল শুধাল।

"তাদের কথা শুনেই আমি মকরঘাটের মকর

BanglaBook.org

জল থেকে উঠে পা চালিয়ে দিলাম। রাতের অন্ধকারে চলতে শুরু করলাম; বেছে বেছে ছোট ছোট নদীর পথই ধরলাম। তখন সবে গ্রীষ্মকালের শুরু; সব নদীতেই জল নিচে নেমে গেছে। কত ধূলোর রাস্তা পার হলাম; লম্বা ঘাসের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেলাম; চাঁদের আলোয় পাহাড় ডিঙিয়ে গেলাম; এমন কি পর্বতের চূড়ায়ও উঠলাম। ব্যাপারটা ভেবে দেখ বাছারা। চলতে চলতে গঙ্গার একটা উপনদী পেয়ে গেলাম। এক মাস পথ চলে তবে একদিন আমার পরিচিত নদীটার দেখা পেলাম। তখন কী যে ভাল লেগেছিল!"

শেয়ালের মনটা পড়ে থাকে তার ছোট পাকস্থলীটার দিকে; মকরের দীর্ঘ ভ্রমণ-তালিকা তার মনকে টানতে পারে নি; সে প্রশ্ন করল, "পথে তুমি কি খেলে?"

"পথে যা জুটল তাই খেলাম রে ভাই," মকর ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি শব্দ টেনে টেনে বলল।

ভারতবর্ষে রক্তের সম্পর্ক না থাকলে একজন অপরজনকে ভাই বলে ডাকে না। তাছাড়া, একটা মকর বিয়ে করেছে একটা শেয়ালকে—এটাও শোনা যায় একমাত্র রূপকথার গল্পেই। হঠাৎ কেন তাকে মকরের পরিবারের সদস্যপদে উন্নীত করা হল, শেয়াল সেটা বুঝতে পারল। শুধু যদি তারা দু'জনই সেখানে উপস্থিত থাকত, তাহলে শেয়াল "ভাই" ডাকে কান দিত না; কিন্তু এই অশোভন রসিকতায় হাড়গিলের চোখ দুটো মিটমিট করে জ্বলতে লাগল।

শেয়াল বলল, "নিশ্চয় বাবা, নিশ্চয়; এটা তো আমারও জানারই কথা। একটি মকর 'শেয়ালের বাবা' ডাক শুনতে চায় না; অথচ মকর ঘাটের মকর সেই কথাটাই বলল— এবং আরও অনেক কিছুই বলল যার পুনরাবৃত্তি করার কোন দরকার এখানে নেই।

গরিবের আশ্রয়দাতা আত্মীয়তা স্বীকার করেছে; আমি কেমন করে জানব সে আত্মীয়তা কতটা ঘনিষ্ঠ? তাছাড়া, আমরা তো একই খাবার খাই। সে নিজের মুখেই বলেছে,"

আর তাতেই পরিস্থিতিটাই আরও খারাপ হয়ে গেল, কারণ শেয়ালের কথার মধ্যে একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল যে এবারকার পথযাত্রার সময় মকর প্রতিদিনই তাজা-তাজা খাবার খেয়েছে; কোন খাদ্যবস্তুকেই বাসি করে রেখে খাবার উপযুক্ত করে খায় নি; অথচ প্রতিটি আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মকর এবং অন্য সব বন্য পশুই সেই ভাবে খাবার তৈরি করে তবে খায়। বস্তুত, নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের একটা তাচ্ছিল্যপূর্ণ গাল-মন্দই হচ্ছে "তাজা মাংসখোর"। এটা প্রায় একটা মানুষকে নরমাংসভূক বলারই সমতুল্য।

হাড়গিলে শান্ত গলায় বলল, "ও সব খাবার খাওয়া হত তিরিশ মরশুম আগে। আরও তিরিশ বছর আমরা যদি এই কোঁদুনি গেয়ে বেড়াই তাহলেও সে রেওয়াজ আর ফিরে আসবে না। এবার তুমি বল, স্থলপথ ধরে সেই আশ্চর্য ভ্রমণের শেষে তুমি যখন ভাল জলের দেশে পৌঁছে গেলে তখন কি ঘটেছিল। কথায় বলে, সব শেয়ালের হুক্কা-হুয়া শুনতে গেলে শহরের কাজকর্মই বন্ধ হয়ে যাবে।"

এই কথায় খুব খুশি হয়ে মকর চট্‌পট্‌ বলতে শুরু করল:

"গঙ্গার দুই তীরের দোহাই! সেখানে পৌঁছে যা দেখলাম তেমন জল আমি কখনও দেখি নি!"

"গত মরশুমের বড় বন্যার চাইতেও সে জল কেন ভাল?" শেয়াল প্রশ্ন করল।

"ভাল! আরে, সে বন্যা তো প্রতি পাঁচ বছর অন্তরই আসে—মুষ্টিমেয় কয়েকটা অচেনা

BanglaBook.org

মানুষ, কয়েকটা মুরগির ছানা জলে ডুবে মরে, আর ঘূর্ণিতে পড়ে একটা মরা ষাঁড় কাদার উপর পড়ে থাকে। কিন্তু যে মরশুমের কথা আমি বলছি তখন নদী ছিল মসৃণ ও শান্ত; জলও কম ছিল; কিছু ইংরেজ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ভাসতে ভাসতে এল। আগ্রা থেকে এটোয়া ও এলাহাবাদ হয়ে—"

হাড়গিলে বলে উঠল, "ওঃ, আগ্রা দুর্গের প্রাচীরের নিচে সেই প্রচণ্ড ঘূর্ণি! তারা ধেয়ে এল নলবনে বুনো হাঁসের মত—চক্রাকারে জলের সে কী ঘূর্ণি!"

হাড়গিলে আর একবার তার সেই ভয়ংকর নাচ শুরু করে দিল; আর শেয়াল ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। স্বভাবতই যে সিপাহী বিদ্রোহের ভয়ংকর দিনগুলির কথা এরা বলছিল সেটা শেয়ালের মনে রাখার কথা নয়। মকর আবার শুরু করল:

"সে সময় সব নদীর সব মকররাই মোটা হয়ে গেল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমি হয়ে গেলাম সব চাইতে মোটা। আসল খবর হল ইংরেজরা তাড়া খেয়ে নদীতে ঝাঁপ দিত, আর সে খবর আমরা সত্যি বলেই মনে করতাম। যত বেশি দক্ষিণে গিয়েছি ততই মনে হয়েছে খবরটা সত্যি; সেই পথ ধরে আমি মুঙ্গের ছাড়িয়ে গেলাম; দুই তীরে কত যে সমাধির ছায়া দেখেছি নদীর জলে।"

হাড়গিলে বলল, "সে দেশটা আমি চিনি। সে দিনগুলির পর থেকেই মুঙ্গের তো একটা মৃত শহর। এখন সেখানে অল্প লোকই বাস করে।"

"তারপর আমি আলস্যভরে খুব ধীরে ধীরে উজানের দিকে এগিয়ে চললাম। মুঙ্গের থেকে কিছুটা উপরেই একটা নৌকো-বোঝাই সাদা মুখ দেখা দিল—সকলেই জীবিত! যতদূর মনে পড়ে, তারা সকলেই ছিল মেয়ে মানুষ; লাঠির উপর ছড়িয়ে দেওয়া একটা চাদরের নিচে শুয়ে তারা সরবে কাঁদছিল। কেউ আমাদের লক্ষ্য করে একটা গুলিও ছোঁড়ে নি। বন্দুকগুলি ব্যস্ত ছিল অন্য কোথাও। দিন রাত অনেক বন্দুকের শব্দ আমাদের কানে আসত ভিতর থেকে। আমি নৌকোটার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম, কারণ জীবন্ত সাদা মুখ আমি আগে কখনও দেখি নি। একটা উলঙ্গ ছোট শিশু নৌকোর পাশে হাঁটু ভেঙে বসে উবু হয়ে হাতটা বাড়িয়ে নদীর জল নিয়ে খেলা করার চেষ্টা করছিল। একটা ছোট শিশু বহতা জলকে কত ভালবাসে—সেটা দেখতে বড় ভাল লাগে। সেদিন আমি পেট ভরেই খেয়েছিলাম; তবু পেটের মধ্যে কিছুটা খালি জায়গা তখনও ছিল। তবে খাবার জন্য যতটা নয় তার চাইতে বেশি খেলার তাগিদে আমি শিশুটির একেবারে হাতের কাছে ভেসে উঠলাম। কোন দিকে না তাকিয়েই হাঁ-টা বুজিয়ে ফেললাম; কিন্তু শিশুটির হাত দু'খানি এতই ছোট ছিল যে আমার দাঁতের ফাঁক দিয়েই গলে বেরিয়ে গেল। আমার উচিত ছিল কনুই পর্যন্ত চেপে ধরা; কিন্তু, আগেই বলেছি, খেলার ছলে এবং নতুন কিছু দেখার আশাতেই আমি আবার ভেসে উঠলাম। নৌকোর মধ্যে একের পর এক সকলেই চিৎকার করে উঠল, আর আমিও আর একবার ভেসে উঠলাম তাদের দেখতে। নৌকোটা এতই ভারী ছিল যে উল্টে দেওয়া গেল না। যাত্রীরাও সকলেই ছিল নারী; কিন্তু কথায় বলে, নারীকে বিশ্বাস করা আর জলাশয়ে পানার উপর দিয়ে হাঁটা একই কথা: গঙ্গার উভয় তীরের দোহাই—কথাটা খুবই খাঁটি!"

শেয়াল বলল, "এক সময় একটি নারী আমাকে মাছের শুকনো ছালটা দিয়েছিল। তোমার সে নারী কি করেছিল?"

BanglaBook.org

"ছোট বন্দুকের মত একটা কিছু দিয়ে সে আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল। পরপর পাঁচবার (মকরের কপালে নির্ঘাৎ জুটেছিল একটা সেকেলে রিভলবার); আর আমার মাথাটা ধোঁয়ায় ঢেকে গেল; আমি হা করেই রইলাম। আগে কখনও ওরকম বস্তু চোখে দেখি নি।"

শেয়াল গভীর আগ্রহের সঙ্গে গল্পটা শুনছিল।

মকর আবার বলতে শুরু করল: "পাঁচটা গুলি লাগার আগে আমি জলের তলায় ডুব দেই নি; আবার যখন মাথাটা তুললাম তখন কানে এল নৌকোর মাঝি সেই সব সাদা নারীদের বলছে যে আমি অবশ্যই মরে গেছি। একটা গুলি আমার নাকের ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল। আমি জানি না সেটা এখনও সেখানেই আছে কিনা, সেই জন্যই আজও আমি মাথাটা ঘোরাতে পারি না। ভাল করে তাকিয়ে দেখ হে বাছা। এটা দেখলেই বুঝতে পারবে যে আমার কাহিনীটা সত্যি।"

"আমি!" শেয়াল বলল। "এক পুরনো জুতো চাটা, হাড়-চিবনো জীব সন্দেহ করবে 'নদীর ঈর্ষা'-র মুখের কথাকে? এ রকম চিন্তার ছায়ামাত্র যদি আমার মনে স্থান পেয়ে থাকে, তাহলে একটা কানা কুকুরের বাচ্চাও যেন আমার লেজটাকে কামড়ে ছিঁড়ে নিতে পারে। গরিবের আশ্রয়দাতা আমাকে—তার ক্রীতদাসকে—দয়া করে জানিয়েছে যে জীবনে একবারই একটি নারী তার দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল। এই তো যথেষ্ট; কোন প্রমাণ না চেয়েই আমার সন্তানদের আমি এই কাহিনী শোনাব।"

"অতিমাত্রায় ভদ্রতা আর অতিমাত্রায় অভদ্রতার মধ্যে অনেক সময়ই বিশেষ কোন ফারাক থাকে না, কারণ, কথায় বলে, দই খাইয়েও অতিথিকে শ্বাসবোধ করে মেরে ফেলা যায়। আমি চাই না তোমার সন্তানরা জানুক যে মকর ঘাটের মকর তার একমাত্র ক্ষতটি লাভ করেছিল একটি নারীর কাছ থেকে।"

"অনেক—অনেক দিন আগেই সকলে এসব কিছু ভুলে গেছে! এ কথা কেউ কখনও বলে নি! কোন সাদা নারী কোথাও ছিল না! ছিল না কোন নৌকো! আদপেই কোন কিছুই ঘটে নি!"

শেয়াল তার লেজটাকে এমনভাবে নাড়তে লাগল যা দেখলে মনে হবে যে তার স্মৃতি থেকে এ সব কিছুই ধুয়ে-মুছে গেছে।

মকর আবার বলতে শুরু করল, "বস্তুত, অনেক কিছুই ঘটেছিল। সেই নৌকোটা ছেড়ে আমি আরও উজানে চলে গেলাম। যখন আরায় এবং তার পিছন দিককার স্থির জলাশয়গুলিতে পৌঁছে গেলাম, তখন আর কোন ইংরেজের মৃতদেহ চোখে পড়ল না। কিছুদিনের জন্য নদীর বুক ফাঁকা হয়ে গেল।

তারপর একটি দুটি করে লাল কোট-পরা মৃতদেহ আসতে লাগল; তারা ইংরেজ নয়, কিন্তু একই ধরনের—হিন্দু আর পূর্বীয়া—তারপর এক সঙ্গে পাঁচ-ছয় জন গলা ধরাধরি করে, এবং শেষ পর্যন্ত আরা থেকে উত্তরে আগ্রা পর্যন্ত মনে হতে লাগল বুঝি গ্রামকে গ্রাম পায়ে হেঁটে এসে নদীতে নেমেছে। বর্ষার জলে কাঠের গুঁড়িগুলো যে ভাবে নদীর জলে ভেসে আসে সেই ভাবে ছোট ছোট খাড়ি বেয়ে তারা আসতে লাগল। নদীর জল যত বাড়তে লাগল, তাদের সংখ্যাও ততই বেড়ে চলল। আরও উত্তরে যেতে যেতে বন্দুকের শব্দ কানে আসত; দিনের বেলায় শুনতে পেতাম ভারী পা ফেলে মানুষরা খাঁড়িগুলো পার হয়ে চলেছে; বালির উপর দিয়ে চলা বোঝাই গাড়ির চাকার শব্দও শুনতে পেতাম; প্রতিটি ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে আসত নতুন নতুন মরা। শেষ পর্যন্ত আমি নিজেই ভয় পেয়ে গেলাম;

BanglaBook.org

বললাম: "মানুষদেরই যদি এই হাল হয়, তাহলে মকর ঘাটের মকর পালাবে কেমন করে? আমার পিছনে পিছনে অনেক পালহীন নৌকো ভেসে আসত; তাতে অনবরত আগুন জ্বলত, কিন্তু কখনও ডুবে যেত না।"

হাড়গিলে বলে উঠল, "ও হো! ও রকম নৌকো তো কলকাতাতেও আসে দক্ষিণ থেকে। নৌকোগুলো উঁচু আর কালো; তারা পিছনের দিকে লেজ দিয়ে জল কেটে চলে, আর—"

"সেই সব বড় বড় নৌকো দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। সেই জল ছেড়ে ফিরে এলাম আমার এই নদীতে—দিনের বেলায় লুকিয়ে থেকে আর রাত হলে হেঁটে হেঁটে। ভেবেছিলাম গ্রামে ফিরে এসে কাউকে দেখতে পাব না; কিন্তু দেখলাম, তারা চাষ করছে, বীজ বুনছে আর ফসল কাটছে; নিজেদের গরু-মোষদের মতই এ-মাঠে সে-মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শেয়াল শুধাল, "এ নদীতে কি তখন ভাল খাবার জুটত?"

"যত চাই তার চাইতেও বেশি ছিল। এমন কি আমিও—আমি তো কাদা খেয়ে বাঁচি না—ক্লান্ত হয়ে পড়লাম; নিঃশব্দ মানুষগুলোকে ভেসে ভেসে আসতে দেখে ভয়ও পেলাম। গ্রামের লোকরা বলাবলি করত, সব ইংরেজ মরে গেছে; কিন্তু জলের স্রোতে যারা মুখ নিচু করে ভেসে আসত তারা তো ইংরেজ নয়, সবই আমাদের লোক। গ্রামের লোকরা বলত, এসব নিয়ে উচ্চবাচ্য না করাই ভাল; বরং ট্যাক্স দাও, আর জমি চাষ কর। আরও অনেক দিন পরে নদীর জল পরিষ্কার হয়ে গেল; তখনও যারা স্রোতে ভেসে আসত তাদের দেখেই বুঝতে পারতাম তারা বন্যার জলে ভেসে এসেছে। যদিও তখন খাবার জোটানো সহজ ছিল না, তবু এতেই আমি খুব খুশি ছিলাম। এখানে ওখানে দুটো-একটা শিকার ধরতে পারলেই তো হয়ে গেল—আর কথায়ই আছে—মকরও কখনও কখনও খুশি হয়।"

"চমৎকার! সত্যি চমৎকার!" শেয়াল বলে উঠল। "এত সব ভাল ভাল খাবারের কথা শুনেই তো আমি মোটা হয়ে গেছি। এবার আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—তারপর গরিবের আশ্রয়দাতা কি করল?"

"আমি নিজেকে বললাম—গঙ্গার দুই কূলের দোহাই! দুই চোয়াল বন্ধ করে প্রতিজ্ঞা করলাম—আর কখনও ঘুরতে বের হব না। অতএব এই ঘাটেই বাসা বাঁধলাম, নিজের লোকজনের কাছাকাছি থেকে গেলাম, আর বছরের পর বছর তাদের পাহারা দিলাম; আবার তারাও আমাকে এতই ভালবাসত যে আমাকে মাথা তুলতে দেখলেই গাঁদাফুলের মালা ছুঁড়ে দিত। হ্যাঁ, ভাগ্য আমার প্রতি খুবই সদয়, আর নদীটাও আমার মত এক অথর্ব, অসহায় জীবকে যথেষ্ট সম্মান করে চলে; কেবল—"

হাড়গিলে সহানুভূতি জানিয়ে বলল, "কোন জীবই ঠোঁট থেকে লেজ পর্যন্ত আগাগোড়া খুশি হতে পারে না। মকর ঘাটের মকরের আর কি চাই?"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে মকর বলল, "চাই সেই ছোট শিশুটিকে যাকে আমি পাই নি। সে খুবই ছোট, তবু তাকে আমি ভুলি নি। এখন আমি বুড়ো হয়েছি, কিন্তু মরবার আগে আমার বড় সাধ হয়েছে একটা নতুন কিছু খাব। বারানসীর সেই পুরনো দিনগুলির কথা আজও আমার মনে আছে, আর সেই শিশু যদি আজও বেঁচে থাকে, তাহলে তারও মনে থাকবে। এমনও হতে পারে যে, কোন একটা নদীর তীরে হাঁটতে হাঁটতে সেও হয় তো গল্প করে একদিন মকর ঘাটের মকরের মুখের মধ্যে সে তার ছোট্ট হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল, এবং তারপরেও বেঁচে থেকে সেই

BanglaBook.org

গল্পটাই বলতে পারছে। ভাগ্য আমার প্রতি খুবই সদয়, কিন্তু নৌকোর গলুইতে বসা সেই ছোট সাদা শিশুটির চিন্তা আজও স্বপ্নের মধ্যে মাঝে মাঝে আমাকে বড় কষ্ট দেয়।" একটা হাই তুলে মকর তার চোয়াল দুটো বন্ধ করল। "এবার আমি বিশ্রাম করব; একটু ভাবনা-চিন্তা করব। বাছারা, এবার চুপ কর; এই বৃদ্ধকে মান্য কর।"

তাকে কিছুটা কঠোর মনে হল; ধীরে ধীরে সে বালিয়াড়িটার মাথায় উঠে গেল। শেয়াল আর হাড়গিলে রেল-সেতুর কাছাকাছি একটা একটেরে গাছের দিকে এগিয়ে গেল আশ্রয়ের আশায়।

গাছের ডালে বসা হাড়গিলেকে উদ্দেশ্য করে শেয়াল বলল, "কী আরাম আর আয়েসের জীবন। কিন্তু, লক্ষ্য করলে তো, একবারও আমাকে বলল না—নদীর তীরে কোথায় গেলে একটু ভাল খাবারের খোঁজ পাব। অথচ আমি তাকে ভাঁটির দিককার ভাল ভাল খাবারের সন্ধান অন্তত একশ' বার দিয়েছি। প্রবাদ-কথা যথার্থই বলে, 'খবরটি জানা হয়ে গেলেই সারা পৃথিবী শেয়াল আর নাপিতকে ভুলে যায়!' আর উনি এখন ঘুমতে গেলেন! যত্ত সব!"

অস্থিরভাবে শ্বাস টানতে টানতে শেয়াল গাছের গুঁড়ির নিচে একটু গা ছেড়ে শুতে যাবে এমন সময় হঠাৎ সে হাঁটু ভেঙে উঠে বসল; গাছপালার ভিতর দিয়ে প্রায় মাথার উপরকার সেতুটার দিকে তাকাল।

অস্বস্তির সঙ্গে ডানা দুটো মেলে হাড়গিলে বলল, "কি হল?"

"চুপ! আগে ভাল করে দেখে নেই। বাতাসটা বইছে আমাদের কাছ থেকে ওদের দিকে; কিন্তু ওরা আমাদের খোঁজে আসে নি; ওরা মানে ঐ দুটি মানুষ।"

"মানুষ, তাই বুঝি? আমার পদমর্যাদাই আমাকে রক্ষা করে। সারা ভারতবর্ষ জানে যে আমি পবিত্রাত্মা।" প্রথম শ্রেণীর ঝাড়ুদার হিসাবে হাড়গিলের সর্বত্র অবাধগতি; তাই সে শঙ্কাহীন।

শেয়াল বলল, "আমি তো এক পাটি ছেঁড়া জুতোর চাইতে ভাল কিছুর যুগ্যিই নই।" সে আবার কান পাতল। বলল, "ওই পায়ের শব্দ শোন! দেশী জুতোর শব্দ নয়; সাদা-মুখোদের পাকা চামড়ার জুতোর শব্দ। আবার শোন! লোহায়-লোহায় ঠোক্কর লাগছে। একটা বন্দুক! বন্ধু হে, ওই ভারী পায়ের বোকা ইংরেজরা এসেছে মকরের মোকাবিলা করতে।"

"তাহলে তাকে সতর্ক করে দাও। একটু আগেই কে যেন তাকে গরিবের রক্ষাকর্তা বলে কীর্তন গাইল।"

"দাদা আমার নিজেই নিজের চামড়া বাঁচাক। সে কতবার আমাকে বলেছে, সাদা-মুখোদের দিক থেকে ভয়ের কিছু নেই। ওরা নিশ্চয়ই সাদা-মুখো। মকর ঘাটের কোন মানুষের সাহস হবে না মকরের পিছনে লাগার। দেখেছ, আগেই বলেছি ওটা বন্দুক। এবার, ভাগ্য ভাল হলে দিনের আলো ফোটার আগেই আমাদের খাবারও জুটে যাবে। জলের বাইরের শব্দ সে ভাল শুনতে পায় না, আর—এবার কোন মেয়ে মানুষও আসে নি!"

সেতুর বড় কড়িটার উপর একটা ঝক্‌ঝকে নল চাঁদের আলোয় এক মিনিটের জন্য ঝিলিক দিল। বালিয়াড়ির উপর মকর শুয়ে ছিল তার নিজের ছায়ার মতই নিশ্চল হয়ে; সামনের পা দুটো একটু ছড়ানো; তার মধ্যে মাথাটা রেখে মকর তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছিল।

সেতুর উপরে কে যেন ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "শিকার একেবারে সোজা আমাদের ঠিক নীচে। ঘাড়ের পিছন দিকে নিশানা করাই ভাল। গোলি! কী জন্তু একখানা! যদিও ওর গায়ে গুলি লাগলে গ্রামবাসীরা ক্ষেপে যাবে। ও তো এ অঞ্চলের

BanglaBook.org

'দেবতা' বিশেষ।"

আর একজন বলে উঠল, "ও সব কথা রাখ! সেতু বানাবার সময় ও আমাদের পনেরোটা সেরা কুলিকে গায়েব করেছিল; এবার তাকে থামিয়ে দেবার সময় এসেছে। এক সপ্তাহ ধরে একটা নৌকো নিয়ে আমি তার পিছন-পিছন ঘুরছি। যে মুহূর্তে আমি দুটো নলই ওকে লক্ষ্য করে ফাঁকা করে ফেলব, তখনই তুমি 'মার্টিনি'টাকে কাজে লাগাবে। এবার শুরু করা যাক!"

ছোট কামানের মত একটা গর্জন বাতাসে ধ্বনিত হল; তারপরেই জ্বলে উঠল দুটো আগুনের শিখা; পর মুহূর্তেই আবার শোনা গেল একটা "মার্টিনি"র ফট্‌ফট্‌ আওয়াজ। অবশ্য তার লম্বা বুলেট কুমীরের শরীরে বেঁধে না। কিন্তু বিস্ফোরক বুলেটগুলি তাদের কাজ ঠিক মতই করল। একটা বুলেট বিঁধল মকরের ঘাড়ের পিছনে—শিড়দাঁড়া থেকে হাতখানেক বাঁদিকে; আর দ্বিতীয়টা ফাটল আরও কিছুটা নিচে লেজের ঠিক শুরুতে। একশ'র মধ্যে নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে মারাত্মক রকমের আহত একটা কুমীর কোন রকমে গভীর জলে ডুব দিয়ে বেঁচে যায়; কিন্তু মকর ঘাটের মকরের দেহটা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে আক্ষরিক অর্থেই একেবারে তিন টুকরো হয়ে গিয়েছিল। প্রাণটা বেরিয়ে যাবার আগে সে একবার মাথাটাও নাড়তে পারল না; একটা শেয়ালের মত চিৎ হয়ে পড়ে রইল।

"বজ্র ও বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ ও বজ্র!" অসহায় ছোট পশুটি বলে উঠল।" যে বস্তুটি সেতুর উপর দিয়ে ঢাকা গাড়িগুলোকে টেনে নিয়ে যায় সেটাও কি শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ল?"

হাড়গিলের লেজের দিকটা তখনও থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে। তবু সে বলে উঠল, "সে তো এখন একটা শয়তান। তার বেশি কিছু নয়। সে অবশ্যই মরেছে। ঐ তো সাদা-মুখোরা আসছে।"

দুটি ইংরেজ সেতুর উপর থেকে নেমে বালিয়াড়িটা পার হয়ে সোজা কুমীরটার কাছে এসে তার শরীরের দৈর্ঘ্য দেখে অবাক হয়ে গেল। পরে একটি স্থানীয় লোক এসে কুড়ুল দিয়ে তার মাথাটাকে কেটে আলাদা করে ফেলল, আর চারজন মিলে সেটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

একজন ইংরেজ (সেতুটা সেই তৈরি করেছিল) ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলল, "সেই কোন্‌কালে আমি একবার একটা কুমীরের মুখের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, তখন আমার বয়স ছিল বছর পাঁচেক—একটা নৌকোতে চড়ে আমরা মুঙ্গের আসছিলাম। সকলে আমাকে বলত 'সিপাহী বিদ্রোহের খোকা'। সেই নৌকোতে আমার মাও ছিল। পরে মা আমাকে প্রায়ই বলত কেমন করে বাবার পুরনো পিস্তলটা থেকে সে একটা গুলি ছুঁড়েছিল জন্তুটার মাথা লক্ষ্য করে।"

"আচ্ছা; তাহলে তো তার জাতের এক সর্দারের উপর প্রতিহিংসাটা তুমি ভালই নিয়েছ—যদিও এখানে বন্দুকটা চালাতে তোমার নাক থেকেও রক্ত ঝরেছে। হাই মাঝিরা! মাথাটাকে তীরের উপরে নিয়ে যাও; খুলিটার জন্য ওটাকে আমরা গরম জলে সিদ্ধ করব। চামড়াটা কোন কাজে লাগবে না; ওটা একেবারে ঝাঁজরা হয়ে গেছে। এবার শুতে চল। এমন একটা চিজের জন্য সারাটা রাতও জেগে বসে থাকা যায়, তাই না?"

* * *

কী আশ্চর্য! মানুষগুলো চলে যাবার পরে—তখনও তিন মিনিট কাটে নি—শেয়াল ও হাড়গিলে সেই একই কথাগুলি উচ্চারণ করল।

BanglaBook.org
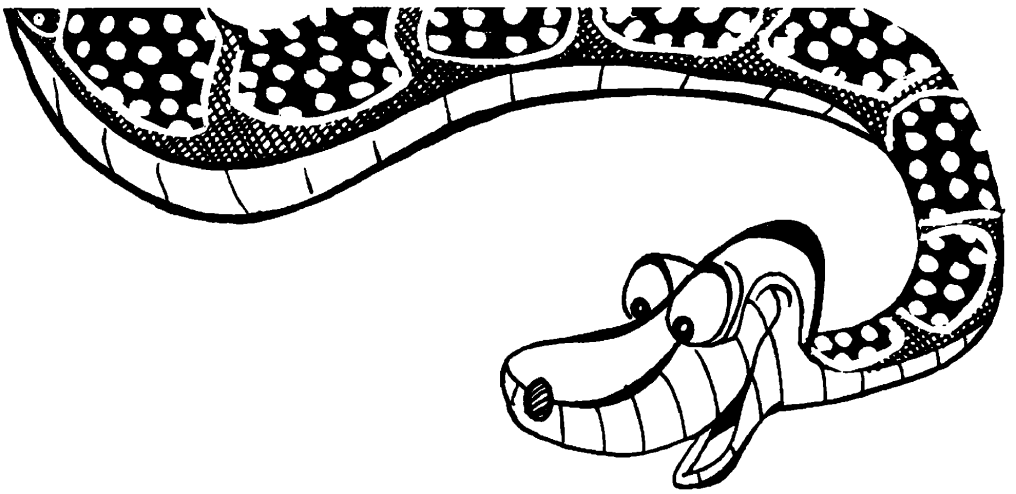
The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG